PREFACE

With its grounding in the "guiding pillars of Access, Equity, Equality, Affordability and Accountability," the New Education Policy (NEP 2020) envisions flexible curricular structures and creative combinations for studies across disciplines. Accordingly, the UGC has revised the CBCS with a new Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes (CCFUP) to further empower the flexible choice based credit system with a multidisciplinary approach and multiple/ lateral entry-exit options. It is held that this entire exercise shall leverage the potential of higher education in three-fold ways – learner's personal enlightenment; her/his constructive public engagement; productive social contribution. Cumulatively therefore, all academic endeavours taken up under the NEP 2020 framework are aimed at synergising individual attainments towards the enhancement of our national goals.

In this epochal moment of a paradigmatic transformation in the higher education scenario, the role of an Open University is crucial, not just in terms of improving the Gross Enrolment Ratio (GER) but also in upholding the qualitative parameters. It is time to acknowledge that the implementation of the National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) and its syncing with the National Skills Qualification Framework (NSQF) are best optimised in the arena of Open and Distance Learning that is truly seamless in its horizons. As one of the largest Open Universities in Eastern India that has been accredited with 'A' grade by NAAC in 2021, has ranked second among Open Universities in the NIRF in 2024, and attained the much required UGC 12B status, Netaji Subhas Open University is committed to both quantity and quality in its mission to spread higher education. It was therefore imperative upon us to embrace NEP 2020, bring in dynamic revisions to our Undergraduate syllabi, and formulate these Self Learning Materials anew. Our new offering is synchronised with the CCFUP in integrating domain specific knowledge with multidisciplinary fields, honing of skills that are relevant to each domain, enhancement of abilities, and of course deep-diving into Indian Knowledge Systems.

Self Learning Materials (SLM's) are the mainstay of Student Support Services (SSS) of an Open University. It is with a futuristic thought that we now offer our learners the choice of print or e-slm's. From our mandate of offering quality higher education in the mother tongue, and from the logistic viewpoint of balancing scholastic needs, we strive to bring out learning materials in Bengali and English. All our faculty members are constantly engaged in this academic exercise that combines subject specific academic research with educational pedagogy.We are privileged in that the expertise of academics across institutions on a national level also comes together to augment our own faculty strength in developing these learning materials. We look forward to proactive feedback from all stakeholders whose participatory zeal in the teaching-learning process based on these study materials will enable us to only get better. On the whole it has been a very challenging task, and I congratulate everyone in the preparation of these SLM's.

I wish the venture all success.

Professor Indrajit Lahiri
Authorised Vice-Chancellor
Neatji Subhas Open University (NSOU)

Netaji Subhas Open University

Four Year Undergraduate Degree Programme
Under National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) &
Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes
Bachelor of Arts in Education (Honours) (Education) [NED]
Course Type: Discipline Specific Core (DSC)
Course Title: Curriculum Studies
Course Code: 6CC-ED-07

1st Print : <Month>, 2025
Print Order : <memo no. and Date>

Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureauof the University Grants Commission.

F/Ranjan/2024/FCC_HI_63_(DSC-5)_FCC-HI_63_New_Book_1st Proof/28_11_2024

Netaji Subhas Open University

Four Year Undergraduate Degree Programme
Under National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) &
Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes
Bachelor of Arts in Education (Honours) (Education) [NED]
Course Type: Discipline Specific Core (DSC)
Course Title: Curriculum Studies

Course Code: 6CC-ED-07

: Board of Studies :
Members

Dr. Atindranath Dey
Director, SoE, NSOU, Chairman (BoS)

Dr. Sibaprasad De
Professor, SoE, NSOU

Dr. K. N. Chattopadhyay
Professor, Dept. of Education, University of Burdwan

Dr. Abhijit Kr. Pal
Professor, Dept. of Education, West Bengal State University

Dr. Dibyendu Bhattacharyya
Professor, Dept. of Education, University of Kalyani

Dr. D. P. Nag Chowdhury
Professor, SoE, NSOU

Dr. Papiya Upadhyay
Assistant Professor, SoE, NSOU

Dr. Parimal Sarkar
Assistant Professor, SoE, NSOU

Dr. Nimai Chand Maiti
Professor, SoE, NSOU

: Course Writer :
Dr. Minati Saha
Associate Professor
Muralidhar Girls' College, Kolkata

: Course Editor :
Dr. Sibaprasad De
Professor, SoE, NSOU

: Format Editor :
Dr. Parimal Sarkar
Assistant Professor, SoE, NSOU

Notification

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form without the written permission from Netaji Subhas Open University.

Ananya Mitra
Registrar (Add'l Charge)

Netaji Subhas
Open University

UG: Education
NED

Course Type: Discipline Specific Core (DSC)
Course Title: Curriculum Studies
Course Code: 6CC-ED-07

Block-1

Unit - 1	❑	Introduction to Curriculum	7-42
Unit - 2	❑	Curriculum as a Process	43-78
Unit - 3	❑	Curriculum Planning	79-110
Unit - 4	❑	Curriculum Development	111-145
Unit - 5	❑	Curriculum Evaluation	146-172

Block 1 ❑ Introduction to Curriculum

Structure

১.১. উদ্দেশ্য (Objectives)

১.২. ভূমিকা (Introduction)

১.৩. পাঠক্রম (Curriculum)

১.৩.১. পাঠক্রমের অর্থ (Meaning of Curriculum)

১.৩.২. পাঠক্রমের প্রকৃতি (Nature of Curriculum)

১.৩.৩. পাঠক্রমের পরিধি (Scope of Curriculum)

১.৩.৪. পাঠক্রমের কার্যাবলী (Functions of Curriculum)

১.৩.৫. পাঠক্রমের বিভিন্ন প্রকার (Different types of Curriculum)

১.৩.৬. পাঠক্রম এবং পাঠ্যসূচির মধ্যে পার্থক্য (Difference and relation between curriculum and syllabus)

১.৪. পাঠক্রমের নির্ধারক (Determinants of Curriculum)

১.৪.১. পাঠক্রমে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান (Factors influencing curriculum)

১.৪.২. কিছু অন্যান্য নির্ধারক (Few other determinants)

১.৫. পাঠক্রমিক এবং সহ পাঠক্রমিক কার্যাবলী (Curricular and coéôécurricular activities)

১.৫.১. সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর অর্থ, ধারণা, উদ্দেশ্য এবং প্রকারভেদ (Meaning, Concept– Objectives and Types of Co-curricular Activities, CCA)

১.৫.২. সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী সংগঠন (Organisation of Co-curricular Activities)

১.৫.৩. সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর গুরুত্ব (Significance of Co-curricular Activities)

১.৬. সারাংশ (Summary)

১.৭. Self-assessment questions

১.৮. References

১.১. উদ্দেশ্য (objectives)

এই এককটি পঠনের পর শিক্ষার্থীরা -

- পাঠক্রমের অর্থ বুঝতে পারবে
- পাঠক্রমের প্রকৃতি এবং পরিধি সম্পর্কে বোধগম্যতা তৈরি হবে
- পাঠক্রমের নির্ধারকগুলিকে চিহ্নিত করতে পারবে
- শিক্ষার্থীদের কার্যাবলীর শ্রেণীকরণ করতে পারবে বিভিন্ন প্রকার পাঠক্রম অনুযায়ী
- সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে
- সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর শ্রেণীকরণ করতে পারবে
- সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর সাংগঠনিক পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করতে পারবে
- শিক্ষার্থীর জীবনে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবে।

১.২. ভূমিকা (Introduction)

শিক্ষার একটি অন্যতম উপাদান হলো পাঠক্রম। দর্শন নির্ধারণ করে শিক্ষার লক্ষ্য আবার এই লক্ষ্যই প্রতিফলিত হয় পাঠক্রমে। অর্থাৎ পাঠক্রম নির্মাণ করা হয় শিক্ষার লক্ষ্যের পরিপেক্ষিতে। আবার এ কথাও সত্যি যে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারিত হয় জীবন ও সমাজের লক্ষ্যের ওপর ভিত্তি করে। জীবন ও সমাজ উভয়ই পরিবর্তনশীল তাই শিক্ষার লক্ষ্যও এই পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বদলায়; তাই পাঠক্রম ও গতিশীল (dynamic)। বিদ্যালয়ের কার্যাবলী দ্বারা শিক্ষার্থীরা অবহিত হয় জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, কার্যাবলী, দক্ষতা ও গুণাবলী সম্পর্কে। বিদ্যালয়ে কি ধরনের কার্যাবলী ব্যবহার করা হবে তা নির্ধারিত হয় শিক্ষার লক্ষ্যের দ্বারা। এই সমস্ত কার্যাবলীর সম্মিলিত রূপকেই বলা হয় পাঠক্রম।

- **পাঠক্রমের অর্থ**

Curriculum শব্দটি একটি ল্যাটিন শব্দ 'currere' থেকে এসেছে যার অর্থ race-course অথবা run-way অর্থাৎ দৌড়ানোর পথ, যা ধরে দৌড়ালে লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়। -"A curriculum is the instructional and educative programme by following which people achieve their goalsÍ ideals and aspirations of life." অর্থাৎ পাঠক্রম হলো সেই শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর সমন্বয় যা অনুসরণ করে শিক্ষার্থী তার লক্ষ্যে উপনীত হয়। আবার পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হলো শিক্ষার্থীর সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা এবং কার্যাবলী যা তারা বিদ্যালয়ের প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় গ্রহণ করে।

- **পাঠক্রমের পুরনো ধারণা (Traditional concept of Curriculum):**

অতীতে পাঠক্রমের লক্ষ্য ছিল শিশুর মধ্যে জন্মগত গুণাবলীর বিকাশ এবং তাদের পরিমার্জনা। তাই এই গুণ অনুসারেই বিভিন্ন বিষয় পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হতো। অতীতে ভাবা হতো মানুষের মন কিছু

নির্দিষ্ট শক্তির সমষ্টি আর তাই এই শক্তিগুলিকে আলাদা আলাদা ভাবে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন বিষয় পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হতো।

Encyclopedia Britannica অনুযায়ী পাঠক্রমের সংজ্ঞা হলো - A course of study laid down for the students of a University or school or in a wider sense schools of certain standards.” অর্থাৎ পাঠক্রম হলো একটি নির্দিষ্ট শিক্ষার বিষয়বস্তু যা বিদ্যালয় অনুসরণ করে শিক্ষার্থীদের চাহিদা মেটানোর জন্য। কিন্তু শুধুমাত্র জ্ঞানভিত্তিক পাঠক্রমকে বর্তমানে সংকীর্ণ বলে গণ্য করা হয়।

- **পাঠক্রমের আধুনিক ধারণা (Modern concept of Curriculum):**

পাঠক্রমের আধুনিক ধারণা অনেক ব্যাপক এবং এই ধারনা অনুযায়ী শিক্ষা একটি পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়া, কারণ পরিবর্তনশীল সমাজে শিশুর চাহিদাও নিত্য পরিবর্তণীয়। এই পরিবর্তনশীল চাহিদা পূরণ করা এবং শিশুকে একটি পূর্ণ মানুষে পরিণত করাই শিক্ষার লক্ষ্য। পাঠক্রমের পুরনো ধারণায় শিক্ষার্থীর পরিবর্তনশীল চাহিদা পূরণ সম্ভবপর ছিল না, আধুনিক ধারণার পাঠক্রমে অতীতের জ্ঞানভিত্তিক পাঠক্রম হলো একটি অংশ মাত্র। বর্তমানে বিদ্যালয়ের গণ্ডির মধ্যে সমস্ত জ্ঞান অর্জন ও অভিজ্ঞতা অর্জনকে একত্রে পাঠক্রম বলা হয়।

পাঠক্রমের অতীত ধারণা ছিল বিষয়কেন্দ্রিক কিন্তু আধুনিককালে পাঠক্রম শিশুকেন্দ্রিক ও জীবনকেন্দ্রিক। যে কোন অভিজ্ঞতা যা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে শিশুর বিকাশকে প্রভাবিত করে তাই পাঠক্রমের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়। শিক্ষার আধুনিক ধারণার সাথে পাঠক্রমের আধুনিক ধারণার সামঞ্জস্যও বর্তমান।

- **পাঠক্রমের সংজ্ঞা (Towards the definition of Curriculum):**

শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য বিভিন্ন প্রকার প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সামগ্রিক রূপ হল পাঠক্রম। টাইলার এর মতে এটি একটি উদ্দেশ্যভিত্তিক প্রক্রিয়া, যা নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করার জন্য পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করা হয়। টাইলারের এই সংজ্ঞা আধুনিক পাঠক্রমের নকশার (curriculum design) ভিত্তি, যেখানে শিক্ষার লক্ষ্য স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হয় এবং সেই অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যাবলী গ্রহণ করা হয় (Curriculum is the entire range of experiences both directed and undirected by the school to attain its educational goals.) Ralph Tyler (1957)

শিশুর সমস্ত অভিজ্ঞতার সমন্বয় এবং এই অভিজ্ঞতাগুলির জন্য বিদ্যালয় দায়বদ্ধ (All experiences of the child for which the school accepts responsibility.) W.B. Ragan (1960)

পাঠক্রম বলতে বোঝায় জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার পুনর্গঠণ যা শিক্ষার্থীকে সহায়তা করে জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে। The reconstruction of knowledge and experience– that enables the learner to grow in exercise intelligent control of subsequent knowledge and experience. Daniel Tanner and Laureal Tanner (1995)

পাঠক্রম বলতে বোঝায় সেই সমস্ত কোর্স যা একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে পঠনপাঠনের জন্য বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীকে দেওয়া হয়। Curriculum may refer to all the courses offered at a given school in a particular area of study. J.L. McBrien and R. Brandt (1997)

পাঠক্রম হলো শিল্পীর (শিক্ষক) হাতের উপকরণ যার দ্বারা তিনি তার উপাদানকে (শিক্ষার্থী) সঠিক আকার দিয়ে থাকেন তার আদর্শ (লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য) অনুযায়ী তা নিজের চিত্রশালায় (বিদ্যালয়)। Cunningham - "Curriculum is a tool in the hands of the artist (teacher) to mould his material (pupils) according to his ideas (aims and objectives) in his studio (school)".

পাঠক্রম কি সেই সমস্ত কার্যাবলীকে অন্তর্ভুক্ত করে যা ব্যবহার করে বিদ্যালয় শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছয়। Monroe - "Curriculum includes all those activities which are utilized by the school to attain the aims of education."

পাঠক্রম সমস্ত শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতাকে অন্তর্ভুক্ত করে যা শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের ভিতরে বা বাইরে পেয়ে থাকে। এই অভিজ্ঞতাগুলি শিক্ষার্থীদের প্রাক্ষোভিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক বিকাশ ঘটিয়ে থাকে। Crow and Crow - "The curriculum includes all the learners' experiences in or outside school that are included in a programme which has been deviced to help him developmently, emotionally, socially, spiritually and morally.

পাঠক্রম হল সেই সমস্ত প্রথাগত এবং অপ্রথাগত বিষয় এবং প্রক্রিয়ার সমন্বিত রূপ যার দ্বারা শিক্ষার্থীর মধ্যে জ্ঞান, দক্ষতা, বোধগম্যতা, মনোভাব, মূল্যবোধ ইত্যাদি গড়ে ওঠে একটি শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে। Ronald Doll - "Curriculum is the formal and informal content and process by which learners gain knowledge and understanding– develop skills– and alter attitudes– appreciations and values under the auspices of an academic institution."

পাঠক্রম শিক্ষার্থীর সমস্ত অভিজ্ঞতাকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি প্রোগ্রাম তৈরি করে যা তাদের দৈহিক প্রাক্ষোভিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক এবং নৈতিকভাবে বিকশিত করে। Mudaliar Commission - "Curriculum includes all the learnerós experiences in or outside that are included in a programme which has been deviced to help him develop physically, emotionally, socially, spiritually and morally."

● **পাঠক্রমের প্রকৃতি (Nature of Curriculum)**

পাঠক্রমের বিভিন্ন সংজ্ঞা এবং ধারণা থেকে বোঝা যায় এটি একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। পরিবর্তন ছাড়া বিকাশ সম্ভব নয় এবং পাঠক্রমের ক্ষেত্রে নিয়মমাফিক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পাঠক্রমের বিকাশ প্রক্রিয়াটি হবে উদ্দেশ্যভিত্তিক, পরিকল্পনামাফিক এবং প্রগতিশীল। পাঠক্রমের প্রকৃতির ভিত্তি হল শিক্ষার লক্ষ্য, বিষয়বস্তু, শিক্ষা পদ্ধতি এবং সামগ্রিক মূল্যায়ন। উপরে আলোচিত বিভিন্ন সংজ্ঞা থেকে সংক্ষিপ্তাকারে পাঠক্রমের প্রকৃতি অথবা বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে আলোচিত হলো।

১. **শিক্ষার উদ্দেশ্য (Educational Objectives):** পাঠক্রম হলো এমন একটি উপাদান যা শিখনের উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু এবং ফলাফল সম্পর্কে কাঠামোবদ্ধ (স্ক্ষ্টভ্রঠ্ভত্রত্ম) ধারণা দেয়। পাঠক্রমের মূল উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা এবং মূল্যবোধের উন্নয়ন করা। পাঠক্রম নির্ধারণ করে বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থীদের কি শেখানো হবে এবং কি পদ্ধতিতে শেখানো হবে।

২. **নমনীয়তা (flexibility):** পাঠক্রম সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয় কারণ সমাজ, শিক্ষার পরিবেশ এবং প্রয়োজন পরিবর্তিত হয়। বর্তমান সমাজের চাহিদা এবং ভবিষ্যতের সার্থক নাগরিক তৈরির জন্য পাঠক্রম হতে হবে প্রাসঙ্গিক।

৩. **বৈচিত্র্যময়তা (diversity):** পাঠক্রম হলো অভিজ্ঞতার সামগ্রিক রূপ। অভিজ্ঞতা হতে পারে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ যা শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ব্যক্তির ক্ষমতা বিকাশে সহায়তা করে। পাঠক্রম বিভিন্ন বিষয়বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত। বিজ্ঞান, সাহিত্য, গণিত, সামাজিক বিজ্ঞান, ভাষা ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে।

৪. **প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক (Close relation with natural and social environment):** বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা যে সমস্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করে তার সামগ্রিক রূপ হলো পাঠক্রম। তাই পাঠক্রমে সেই সমস্ত কার্যাবলীও অন্তর্ভুক্ত যা শিক্ষার্থীর মধ্যে দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ইত্যাদির বিকাশ ঘটায়। ভিন্ন ভিন্ন কার্যাবলী নির্বাচন করা হয় প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ অনুযায়ী।

৫. **ব্যক্তির বিকাশ (Development of the individual):** পাঠক্রমে বিভিন্ন কার্যাবলী এবং বিষয় এমনভাবে সাজানো থাকে যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলার ধারণা সৃষ্টি হয়, তারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে এবং কাজ করতে শেখে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, তারা হয়ে ওঠে সৃজনশীল এবং কর্মক্ষম।

৬. **সামগ্রিক এবং সমন্বয়ক (Comprehensive and Integrated):** শিক্ষায় লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য নির্ধারিত বিষয়বস্তু, সম্পদ, মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ইত্যাদি সমস্ত উপাদানগুলির সামগ্রিক এবং সমন্বয়িত রূপ হল পাঠক্রম। পাঠক্রমের বিভিন্ন অংশগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকে। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের উপাদানটিও পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং বলা যায়, পাঠক্রম হলো শিক্ষার্থীর চাহিদা, ক্ষমতা এবং আগ্রহের ভিত্তিতে, নির্বাচিত এবং সংগঠিত বিষয়বস্তু। সমাজের চাহিদার ভিত্তিতে পাঠক্রমের বিষয় নির্বাচন করা হয়। এটি একটি গতিশীল প্রক্রিয়া যা সামাজিক চাহিদার পরিবর্তনের ভিত্তিতে পরিবর্তিত হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে পাঠক্রমের বিষয়বস্তু এবং কার্যাবলী নির্বাচন একটি জটিল প্রক্রিয়া যা শিক্ষার্থীদের একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা প্রদান করতে সহায়তা করে।

● **পাঠক্রমের পরিধি (Scope of Curriculum):**

পরিধির অর্থ হল বিষয়বস্তু অথবা নির্দিষ্ট কোন ক্ষেত্রে বিষয়ের বিস্তার। একটি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়বস্তুর বিস্তার এবং সুযোগ বোঝা যায় বিষয়টির পরিধি থেকে। একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের পরিধি পূর্বনির্ধারিত, সীমাবদ্ধ এবং একই সঙ্গে নমনীয়। পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি দ্বারা নির্ধারিত হয় পাঠক্রমের পরিধি। তাই পাঠক্রমের পরিধি এবং পাঠক্রমের বিষয়বস্তুর অর্থ ভিন্ন নয়।

যেকোনো পাঠক্রমের মূল উপাদান হল শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য এবং শিখনলব্ধ ফলাফল। উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত হয় পাঠক্রমে তাই বলা যায়, যে কোন বিষয়ের পরিধি অথবা বিষয়বস্তু গঠিত হয় সেই নির্দিষ্ট বিষয়টির পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে।

পাঠক্রমের পরিধি দ্বারা নির্ধারিত হয় শিখনের পদ্ধতি এবং শিখনের বিষয়বস্তু। একটি বিষয়ের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ অর্থাৎ বিষয়বস্তু শিখান অভিজ্ঞতা এবং কার্যাবলী, নির্ধারিত হয় বিষয়টির পরিধি দ্বারা। শিখন প্রক্রিয়ার যে মূল তিনটি ক্ষেত্র অর্থাৎ বৌদ্ধিক, জ্ঞানমূলক এবং দক্ষতামূলক; এই তিনটি ক্ষেত্রের মধ্যে সমন্বয় থাকা প্রয়োজন যাতে শিক্ষার্থীর মধ্যে সমস্ত বিষয়গুলির সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ ঘটে। এছাড়াও সামঞ্জস্য প্রয়োজন জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার, উদ্দেশ্য এবং বিষয়বস্তুর, শিশুর কার্যাবলী এবং সামাজিক চাহিদার মধ্যে। এছাড়াও শিক্ষার বিষয়বস্তু, শিখন অভিজ্ঞতা ইত্যাদির মধ্যেও সামঞ্জস্য বিধান প্রয়োজন যাতে সমাজ পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীরা নিজেদের সফলভাবে স্থাপন করতে সক্ষম হয়।

পাঠক্রমের পরিধি ব্যাপক এবং বিস্তৃত। ব্যক্তিভিত্তিক চাহিদা থেকে বিশ্বের চাহিদা পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি। শিক্ষার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সমস্ত কার্যাবলী পাঠক্রমের পরিধির অন্তর্ভুক্ত।

পাঠক্রমে পরিধির বিভিন্ন দিকগুলি নিচে আলোচিত হলো-

পাঠক্রমের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য (Aims and objectives of Curriculum):

লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য পূর্ব নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন তার কারণ এর ভিত্তিতেই বিষয়বস্তু নির্বাচন, কার্যকরী শিক্ষণ পদ্ধতি নির্বাচন, শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন, উপযুক্ত মূল্যায়ন পদ্ধতি নির্ণয় ইত্যাদি নির্ধারিত হয়। পাঠক্রমের উদ্দেশ্য নির্ণয় করা হয় শিক্ষার উদ্দেশ্য দ্বারা। শিক্ষা এবং পাঠক্রমের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান, তাই পাঠক্রমের উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয় শিক্ষার উদ্দেশ্যে নিরিখে। এমনকি পাঠক্রমের বিষয়বস্তু নির্বাচন নির্ভর করে শিক্ষার লক্ষ্যের উপর এবং এর অন্যথা হলে উদ্দেশ্যপূরণে সমস্যা হতে পারে। তাই বলা যায়, শিক্ষার উদ্দেশ্য অনুযায়ী যদি পাঠক্রম গঠিত না হয় তাহলে জ্ঞান এবং দক্ষতার বিকাশ পূর্ণ হয় না যার ফলে সামাজিকভাবে, উৎপাদনে অক্ষম (unproductive) নাগরিক তৈরি হয়।

- **বিষয়বস্তু নির্বাচন (Selection of content):**

বিষয়বস্তু নির্বাচনের স্তরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই স্তরেই পাঠক্রমের ধারণাটি আকার পায়। পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু হলো গণিত, বিজ্ঞান, এবং ভাষা; তাই পাঠক্রম হবে বৈজ্ঞানিক, সামাজিক, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক এবং প্রযুক্তিভিত্তিক। একজন পাঠক্রম বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি সমাজ জীবনের সমস্ত দিকগুলি, বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকেন। শিক্ষার্থীর মানসিক, দৈহিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি চাহিদাগুলি মাথায় রেখে বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়। ব্যক্তির এবং সমাজের চাহিদার সঙ্গে যদি সামঞ্জস্য রেখে পাঠক্রমের বিষয় নির্বাচন করা হয় তাহলেই পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্যগুলি পূরণ করা সম্ভব।

- **পাঠক্রমিক কার্যাবলী (Curricular activities):**

পাঠক্রমিক কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত হলো শিখন অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ, দক্ষতা এবং অন্যান্য শিক্ষামূলক পারদর্শিতা। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক বিকাশে সহায়তা করে এই কার্যাবলীসমূহ। মানবজীবনের সমস্ত ক্ষেত্রগুলি অন্তর্ভুক্ত হয় এই কার্যাবলীর মধ্যে। বিভিন্ন কার্যাবলী অন্তর্ভুক্ত করা হয়, পাঠক্রমের উদ্দেশ্য অনুযায়ী তাই বিভিন্ন কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়ন প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের জ্ঞানমূলক, সামাজিক, নৈতিক এবং মনোবৈজ্ঞানিক চাহিদাগুলি এই কার্যাবলী দ্বারা পূরণ করা হয়।

● **সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী (Coéôécurricular Activities):**

শিক্ষার লক্ষ্য হলো শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশ। শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তকের দ্বারা শিশুর ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক বিকাশ সম্ভব নয়। বিদ্যালয়ে পাঠক্রমিক কার্যাবলীর সঙ্গে সঙ্গে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর সুযোগ থাকা প্রয়োজন যাতে শিক্ষার্থীর সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। নানা প্রকার খেলাধুলা, শরীর চর্চা, সাহিত্যিক সমাজ, স্কাউটিং, কল্যাণমূলক সংগঠন ইত্যাদি সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত। এই কার্যাবলী যৌথভাবে শিক্ষার্থীর মধ্যে একটি ধনাত্মক মনোভাব সৃষ্টি করে যা তাদের জীবনের নানা অভিজ্ঞতাকে আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করতে সহায়তা করে। সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী দ্বারা শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা যেমন তৈরি হয় এবং নৈতিক বিকাশ ঘটে; তেমনি সহযোগিতা, সহানুভূতি, দলগত অংশগ্রহণ, দলের সদস্যদের জন্য সমব্যথিতা ইত্যাদির মতো সামাজিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটে।

● **শিক্ষণ শিখন পদ্ধতি (Teaching-learning Methodology):**

শিক্ষনীয় বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে কি পদ্ধতিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে নির্দেশ দান করবেন তাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। নির্দেশদান হবে বিষয়বস্তুর প্রকৃতি অনুযায়ী। একজন শিক্ষক তার শিক্ষন পদ্ধতি এমনভাবে নির্বাচন করবেন যাতে শিক্ষার্থীর মনোবৈজ্ঞানিক চাহিদা এবং বিষয়বস্তুর প্রয়োজনীয়তা একইভাবে গুরুত্ব পায়। শিক্ষাক্ষেত্রে পদ্ধতি বলতে বোঝায় শিক্ষনের বিজ্ঞান অথবা মাধ্যম(science of teaching or medium) যার অন্তর্ভুক্ত হলো সমস্ত রকম পদক্ষেপ যার দ্বারা বিষয়বস্তুটি সঠিকভাবে শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষার্থীর কাছে সঞ্চালিত হয়।

● **পাঠক্রম সঞ্চালন (Transmission of Curriculum):**

পাঠক্রম প্রক্রিয়ার মূল উপাদান হল এটি। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তথ্য দক্ষতা এবং অন্যান্য শিক্ষামূলক গুণাবলী একটি স্থান থেকে অপর স্থানে স্থানান্তরিত হয়। শিক্ষকের যোগাযোগ সংক্রান্ত দক্ষতা এই ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরী। পাঠক্রমের লক্ষ্য পূর্ণ করার ক্ষেত্রে শিক্ষকের প্রকাশ করার ক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাঠক্রমের সঞ্চালন যথোপযুক্ত হলে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে কার্যকরী যোগাযোগের দক্ষতা সৃষ্টিতে সমর্থ হন।

● **শিক্ষণ -শিখন উপকরণ (Teaching-learning Materials):**

বিষয়বস্তুর যথার্থ সঞ্চালন অনেকাংশে নির্ভর করে শিক্ষণ-শিখন উপকরণ ব্যবহারের উপর। শিক্ষণ-শিখন উপকরণকে নির্দেশদানে সহায়তাকারী হিসেবে গণ্য করা হয় এবং শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে অনেকাংশে প্রভাবিত করে। শিক্ষনকে আরো আকর্ষণীয়, আগ্রহব্যঞ্জক, অতীব চিত্রকর্ষক, ফলাফল ভিত্তিক এবং কার্যকরী (attractive, interesting, absorbing, result oriented, and effective) করে তোলা যায় এই উপকরণগুলি ব্যবহারের মাধ্যমে। সুতরাং বলা যায় সমগ্র নির্দেশদান প্রক্রিয়ায় এবং পাঠক্রমের পরিধির ক্ষেত্রে এই উপকরণগুলির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

● **মূল্যায়ন (Evaluation):**

শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার পরিমাপ পদ্ধতিও পাঠক্রমের পরিধির অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষার্থীদের শিখনের অগ্রগতি

পরিমাপ করার জন্য পরীক্ষা, প্রকল্প, উপস্থাপনা বা অন্য কোন সৃজনশীল কাজের ব্যবহার করা হয়।

- **অন্তর্ভুক্তিমূলক (Inclusiveness):**

ভারতীয় সমাজে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষার্থী বিভিন্ন পটভূমি থেকে আসে। তাই সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও সমস্ত শিক্ষার্থীরা যাতে একইভাবে শিক্ষার সুযোগ পায় সেই ব্যবস্থা পাঠক্রমে থাকা প্রয়োজন। তাই অন্তর্ভুক্তিমূলক সুযোগ সুবিধা পাঠক্রমের পরিধির অন্তর্ভুক্ত করা বাঞ্ছনীয়।

- **সর্বাঙ্গীণ বিকাশ (All round development):**

পাঠক্রমের বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তির সামগ্রিক এবং সর্বাঙ্গীণ বিকাশ। এটি হলো পাঠক্রমের মূল দায়িত্ব এবং শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। বিষয়বস্তু হবে সামগ্রিক, ব্যাপক এবং বৈচিত্রপূর্ণ (comprehensive, broad and versatile) যাতে পাঠক্রম এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য পূরণ হয়। সুতরাং পাঠক্রমিক এবং সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থান প্রয়োজন যাতে মানুষের ব্যক্তিত্বের সমস্ত দিক বিকশিত হয় এবং সমাজের স্থিতিশীলতা বজায় থাকে।

- **নির্দেশদান (Guidance):**

ব্যক্তি জীবনে নানা রকম পরিস্থিতির শিকার হয় সুতরাং পাঠক্রমের কাজ হল শিক্ষার্থীকে সমস্ত প্রকার সহজ এবং অনভিপ্রেত পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার জন্য তৈরি করা। নির্দেশদানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মধ্যে শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক, দৈহিক, প্রাক্ষোভিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রগুলি অন্তর্ভুক্ত। ব্যক্তিজীবনে দৈনন্দিন নানা প্রকার সমস্যার উদ্ভব ঘটে পাঠক্রম এই সমস্ত সমস্যার সমাধান করে সার্থক জীবন যাপনের প্রশিক্ষণ দেয় ব্যক্তিকে। নির্দেশদান প্রক্রিয়া শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাই স্বাভাবিকভাবেই এটি পাঠক্রমের পরিধির অন্তর্ভুক্ত।

- **জাতীয় আদর্শ (National ideal):**

শিক্ষা জাতীয় আদর্শের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত। তাই স্বাভাবিকভাবেই পাঠক্রমের সমস্ত দিকগুলির বিকাশ ঘটে জাতীয় দর্শনের ভিত্তিতে। পাঠক্রমের বিষয়বস্তু নির্বাচনে জাতীয় আদর্শ, পথ নির্দেশকের কাজ করে, তাই বিষয়বস্তুর সমস্ত উপাদানগুলি জাতীয় আদর্শের মৌলিক নীতির উপর ভিত্তি করেই সৃষ্ট। স্বাভাবিকভাবেই একটি দেশের যুবসমাজকে জাতীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা যায় শিক্ষার মাধ্যমে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে পাঠক্রমের পরিধি সম্পর্কে ধারণা গঠন করা যায়। একথা বলাই বাহুল্য যে পাঠক্রমের বিভিন্ন অংশের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ধারাবাহিকতা থাকা প্রয়োজন। প্রতিটি অংশই অন্যান্য অংশের সঙ্গে এমনভাবে যুক্ত থাকবে যাতে একটি পূর্ণ সমন্বিত রূপ তৈরি হয়। শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে পঠন পাঠনের সময় শিক্ষার্থীর পূর্বার্জিত শিখন এবং ভবিষ্যৎ শিখনের মধ্যে সার্থক সংযোগ ঘটানোর চেষ্টা করবেন, যাতে শিক্ষার্থী শ্রেণীকক্ষে প্রারব্ধ জ্ঞান জীবনের অন্যান্য বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়।

- **পাঠক্রমের কাজ (Functions of Curriculum):**

পাঠক্রম হলো এমন একটি উপকরণ যা শিক্ষার উদ্দেশ্য পূরণে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমাজের বাঞ্ছিত লক্ষ্য বাস্তবায়িত হয় বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত পাঠক্রম দ্বারা। পাঠক্রমের যে কোন

কার্যাবলী সুপরিকল্পিত এবং ধারাবাহিক ভাবে শিক্ষার লক্ষ্য পূরণে সহায়তা করে থাকে। শিক্ষার মূল লক্ষ্য হলো জ্ঞান, তথ্য, দক্ষতা, মূল্যবোধ এবং মনোভাবের সঞ্চালন যা শিক্ষার্থী এক পরিস্থিতিতে শিখে অন্যান্য বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সমস্যা সমাধানের কাজে ব্যবহার করে থাকে; যা সম্ভব হয় পাঠক্রমের দ্বারা। শিক্ষা প্রক্রিয়ায় পাঠক্রমের কাজ সরল এবং স্থির (simple and fixed) নয়, বরং এটি সামগ্রিকভাবে একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। পাঠক্রমের লক্ষ্য ভৌগোলিক অবস্থান, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদির ভিত্তিতে পরিবর্তিত হতে থাকে।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু গুণাবলীর বিকাশ ঘটানোই পাঠক্রমের লক্ষ্য। পাঠক্রমের লক্ষ্য হতে পারে ব্যাপক অথবা সুনির্দিষ্ট, পাঠক্রমে সুনির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন কি উদ্দেশ্যে পাঠক্রম গঠিত হয়েছে। পাঠক্রমের লক্ষ্য বলতে বোঝায় সেই সমস্ত ব্যাপক উদ্দেশ্য যা বিভিন্ন বিষয়বস্তু দ্বারা একসঙ্গে অর্জিত হয়। পাঠক্রমের উদ্দেশ্য বলতে বোঝায় নির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্য যা নির্দিষ্ট কোন বিষয় বা কাজ দ্বারা অর্জিত হয়।

পাঠক্রমের কার্যাবলী নির্ভর করে শিক্ষার পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের উপর। পাঠক্রম হল সেই উপাদান যা শিক্ষার্থীদের সর্বোত্তম ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায়। অর্থাৎ শিক্ষার লক্ষ্য এবং পাঠক্রমের লক্ষ্য সমার্থক। শিক্ষার লক্ষ্য পূরণে পাঠক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

সহজ ভাষায় পাঠক্রমের কাজ বা কার্যকারিতা বলতে বোঝায় কিভাবে পাঠক্রম দ্বারা শিক্ষা প্রক্রিয়া পরিচালিত হয় এবং শিক্ষার্থীদের বিকাশে সহায়তা করে।

- **ব্যক্তির বিকাশ (Development of Individuals):**

সকল শিক্ষার্থীর শিখন একইভাবে সম্পাদিত হয় না কারণ প্রতিটি ব্যক্তিরই ক্ষমতা, আগ্রহ, গুণাবলী, জ্ঞান, মনোভাব, আদর্শ, দক্ষতা, বোধগম্যতা ইত্যাদি স্বতন্ত্র। পাঠক্রমের প্রকার, পাঠক্রমের নকশা এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রটি এমনভাবে ব্যবহার করা হয় যাতে প্রতিটি শিক্ষার্থী নিজস্ব ক্ষমতা এবং চাহিদা অনুযায়ী পাঠক্রমের সুবিধে পেতে পারে। তাই পাঠক্রমের কাজ হল শিক্ষার্থীদের সেই সমস্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করানো যা শিক্ষার্থীদের চাহিদা সার্থকভাবে মেটাতে পারে। এটি শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভাষাগত এবং প্রযুক্তিগত বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে থাকে।

- **শিক্ষায় লক্ষ্য নির্ধারণ (Setting Educational Aims):**

শিক্ষার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় পাঠক্রমের মাধ্যমে। শিক্ষার্থীদের কোন্ কোন্ বিষয় শিখতে হবে, কেন শিখতে হবে, কিভাবে শিখতে হবে তা নির্ধারণ করে পাঠক্রম। পাঠক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং ভবিষ্যৎ লক্ষ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পায়।

পাঠক্রমিক এবং সহ পাঠক্রমিক কার্যাবলীর সংগঠন (Organisation of Curricular and Coéôécurricular activities): পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত পাঠক্রমিক এবং সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী। শিক্ষার্থীর মানসিক, নৈতিক, সামাজিক, প্রাক্ষোভিক এবং দৈহিক বিকাশের জন্য এই সমস্ত কার্যাবলী কার্যকরী ভাবে সংগঠিত করা হয়। শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশে সহায়তা করে পাঠক্রমিক কার্যাবলী এবং একই সঙ্গে

শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের জন্য সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশের জন্য এই দুই প্রকার কার্যাবলীকে সুসংগঠিত রূপে ব্যবহার করা হয় শিক্ষাক্ষেত্রে। পাঠক্রমের কাজ হল শিক্ষার্থীর সর্বোচ্চ বিকাশের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান এবং সমন্বয়ন।

● **দায়িত্বপূর্ণ নাগরিক তৈরি (Preparing Responsible Citizen):**

দায়িত্বপূর্ণ এবং উৎপাদনশীল নাগরিক সৃষ্টি হয় একমাত্র সুসংগঠিত শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম দ্বারা। শিক্ষার কাজ শিক্ষার্থীদের নিজেদের অধিকার এবং দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করা, যাতে তারা সুনাগরিকের ভূমিকা পালন করতে পারে। পাঠক্রমের সঠিক প্রয়োগের দ্বারা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাঞ্ছিত এবং প্রয়োজনীয় দক্ষতার বিকাশ ঘটে যা তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনে সহায়তা করে। পাঠক্রমের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষা প্রদান করা, যাতে তারা ভবিষ্যতে সৎ, দায়িত্বশীল এবং সচেতন নাগরিক হিসেবে সমাজে অংশগ্রহণ করে।

● **মৌলিক দক্ষতার বিকাশ (To develop basic skills):**

লিখিত পাঠক্রমের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত বয়সোপযুক্ত বিষয়বস্তুর সঠিক প্রয়োগের দ্বারা শিক্ষার্থীদের মধ্যে পঠন, লিখন এবং কথনের মত মৌলিক দক্ষতাগুলির বিকাশ ঘটে। এই মৌলিক দক্ষতা গুলি শিক্ষার্থীকে পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া করতেও শেখায়।

● **শিক্ষার্থীর বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি (Providing opportunities for learnersó development):**

পাঠক্রম শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক এবং মানসিক বিকাশে সহায়তা করে, এটি তাদের মধ্যে সৃজনশীলতা, চিন্তা করার ক্ষমতা, সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এবং অন্যান্য নানা মানবিক গুণাবলী বিকাশেও সহায়তা করে।

● **কৃষ্টিমূলক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ এবং সঞ্চালন (Preservation and transmission of cultural heritage):**

এই দুটি কাজ একইসঙ্গে সম্পন্ন হয়। জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ, বর্ণ ইত্যাদি নির্বিশেষে যেকোনো দেশেই শিক্ষার একটি অন্যতম কাজ হল ঐতিহ্যের সংরক্ষণ এবং সঞ্চালন। প্রতিটি সমাজেরই কাজ হল ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করা এবং তা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া। পাঠক্রম পুস্তক, সাহিত্য, জার্নাল, ম্যাগাজিন ইত্যাদির মাধ্যমে সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ করে। এই সংগৃহীত জ্ঞান ভান্ডার সঞ্চালিত হয় পরবর্তী প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের কাছে কার্যকরী শিখন অভিজ্ঞতার দ্বারা । একমাত্র পাঠক্রমের দ্বারাই এই কাজটি সঠিকভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব।

● **প্রশিক্ষণ এবং প্রস্তুতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি (Enhancing self confidence of students through training and preparation):**

পাঠক্রম শিক্ষার্থীদের জীবনের জন্য প্রস্তুত করে, তাদের ভবিষ্যৎ পেশা এবং সামাজিক জীবনযাত্রার

জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং মনোভাব গঠন করতেও সহায়তা করে। প্রয়োজনে পেশাগত শিক্ষার জন্য বিশেষ বৃত্তিমূলক পাঠক্রম তৈরি করা হয়। পাঠক্রমের সফল প্রয়োগ দ্বারা শিক্ষার্থী যখন নতুন কিছু শিখতে পারে এবং তার ফলাফল দেখতে পায় তখন শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের বৃদ্ধি ঘটে।

- **বৈচিত্রপূর্ণ উদ্ভাবনী চিন্তার বিকাশ (Developing diversity and innovative thinking):**

পাঠক্রম শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনী চিন্তা, সৃজনশীলতা এবং বৈচিত্রের প্রতিষ্ঠা প্রদর্শন করতে শেখায়। এটি নতুন ধারণা, প্রযুক্তি এবং সাংস্কৃতিক পরিসরে শিক্ষার্থীদের নতুন ভাবে চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করে। যা বর্তমান সময়ে পাঠক্রমকে প্রযুক্তির সাথে যুক্ত করে শিক্ষা কার্যক্রমকে আরো আধুনিক এবং যুগোপযোগী করে তোলে।

শিক্ষণ শিখন প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় ধারণা হলো পাঠক্রম, অর্থাৎ বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়; যেকোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরই অস্তিত্ব বজায় রাখা এবং উন্নত পরিষেবা দেওয়ার দায়িত্ব পাঠক্রমের। পাঠক্রম এবং সমাজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান তাই পরিবর্তনশীল সমাজের পাঠক্রমও পরিবর্তনশীল।

- **পাঠক্রমের প্রকারভেদ (Types of Curriculum):**

বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে পাঠক্রম শব্দটির অর্থ ভিন্ন। শিক্ষা প্রশাসক, প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্য সাধারণ মানুষের কাছেও পাঠক্রম বলতে সাধারণত বোঝায় বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ের সমন্বয়, যা বিদ্যালয়ের সময়সারণিতে নির্দিষ্ট এবং বরাদ্দ সময় অনুযায়ী উল্লেখ করা থাকে। শিক্ষকদের কাছে পাঠক্রমের অর্থ হল বিষয়বস্তুর সমন্বিত রূপ যা বিদ্যালয়ের সময়সূচি অথবা সময়সারণীতে উল্লেখ থাকে এবং শ্রেণিকক্ষে নির্দিষ্ট পিরিয়ডে পঠন পাঠনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীদের কাছে প্রকৃত অর্থে পাঠক্রমের ধারণা অনেকটাই অস্পষ্ট এবং তারা পাঠ্যসূচী বা কোর্সের বিষয়বস্তুর সঙ্গে বেশি পরিচিত।

পাঠক্রমের ধারণাটি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে। প্রথাগতভাবে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় পাঠক্রম বলতে বোঝায় বিভিন্ন জ্ঞানের খন্ড যা শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয় যেমন - ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান এবং অন্যান্য বিষয় হিসেবে পরিচিত। প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গিতে পাঠক্রমের পরিধি ব্যাপক এবং পাঠক্রমকে শিক্ষার্থীর সমগ্র শিখণ অভিজ্ঞতা হিসেবে দেখা হয়। এই ধারণাটি জন ডিউইর দেওয়া অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষার সংজ্ঞার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে প্রতিফলিত চিন্তা সকল পাঠক্রমিক কর্মকান্ডের একত্রিত রূপ। তার মতে কাজ থেকে চিন্তার উদ্ভব হয় না বরং এটি পরীক্ষিত হয় প্রয়োগের মাধ্যমে। অন্যান্য প্রগতিশীল চিন্তাবিদদের মতে - পাঠক্রম বলতে বোঝায় সেই সমস্ত অভিজ্ঞতা যা শিক্ষকদের নির্দেশনায় শিক্ষার্থী পেয়ে থাকে (Caswelll and Campwell)। আবার Marsh and Willis এর মতে পাঠক্রম বলতে বোঝায় - শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকদের পরিকল্পিত এবং প্রদান করা সমস্ত অভিজ্ঞতা যা শিক্ষার্থীরা পেয়ে থাকে।

পাঠক্রমের বিভিন্ন ধারণা অনুযায়ী নানা প্রকার পাঠক্রম সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হলো -

১. লিখিত পাঠক্রম (Written Curriculum):

লিখিত পাঠক্রমকে প্রতিষ্ঠিত অথবা ব্যক্ত পাঠক্রম বলা হয়। এই পাঠক্রমকে বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অভিজ্ঞতার অংশ হিসেবে দেখা হয়, যা সাধারণত শিক্ষার কোর্স বা পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত। বেশিরভাগ লিখিত পাঠক্রম শিক্ষাবিদদের দ্বারা তৈরি করা হয় যাতে অভিজ্ঞ শিক্ষকেরাও অংশগ্রহণ করে থাকেন। এই পাঠক্রম বিভিন্ন কার্যাবলীর সমন্বয় যা লিখিত পাঠক্রমের উদ্দেশ্যপূরণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। শিক্ষার্থীদের শিখনশৈলী এবং শিক্ষকদের শিক্ষণশৈলীর উপর নির্ভর করে এই প্রকার পাঠক্রম পরিবর্তিত হয়। শিক্ষা প্রশাসক, পাঠক্রম নির্মাতা এবং শিক্ষকদের দ্বারা যৌথভাবে পর্যালোচনার পরে এই লিখিত পাঠক্রম সৃষ্ট হয়। এক কথায় বলা যায় এটি হলো ব্যবহৃত পাঠক্রম যা অনুসরণ করে বাস্তবে শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান করেন।

২. প্রস্তাবিত পাঠক্রম (Recommended Curriculum):

এই প্রকারের পাঠক্রম অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাঠক্রম বিশেষজ্ঞ, পণ্ডিতগণ এবং বিভিন্ন পেশাদার সংস্থাগুলির দ্বারা প্রস্তাবিত। কোন জাতীয় সংস্থা, কোন পেশাদার সংস্থা অথবা শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত (National agency– professional organisation or any other state holders in education) কোনো পক্ষ থেকে এই জাতীয় পাঠক্রমের সুপারিশ করা হয়।

৩. সামাজিক পাঠক্রম (Social Curriculum):

এই প্রকার পাঠক্রম বিভিন্ন সমাজমাধ্যমের যেমন facebook, whatsapp, twitter ইত্যাদি দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। এটি সক্রিয়ভাবে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করতে সাহায্য করে এবং একই সঙ্গে ব্যক্তি এবং জনসাধারণের মতামত গঠনেও সহায়ক।

৪. আভ্যন্তরীণ পাঠক্রম (Internal Curriculum):

যখন বিষয়বস্তুর জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থী অর্জন করে বাস্তব পরিস্থিতিতে তখন শিক্ষার্থীর মধ্যে নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি হয় । শিক্ষাবিজ্ঞানে এই প্রকার পাঠক্রম সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত কারণ এই প্রকার পাঠক্রম নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। উপরন্ত প্রতিটি শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে এটি স্বতন্ত্র, তাই আশ্চর্য হলেও এটাই সত্যি যে একজন শিক্ষার্থীর কাছে যা অর্থপূর্ণ অন্যান্য শিক্ষার্থীর কাছে হতে পারে একই অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ অর্থহীন।

৫. পঠিত পাঠক্রম অথবা প্রাপ্ত পাঠক্রম (Curriculum or Received Curriculum):

প্রাপ্ত পাঠক্রম বলতে বোঝায় বাস্তব পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীর যে অভিজ্ঞতা অর্জন করছে তার সমন্বিত রূপ। পঠিত পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হলো শ্রেণীকক্ষের সমস্ত কার্যাবলী। তবে এমন কিছু বিষয়বস্তু আছে যা শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষের বাইরেও শেখে; এই ধারণা এবং বিষয়গুলি প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার্থীরা শিখতে সক্ষম হয় এবং মনেও রাখতে পারে।

৬. শিক্ষনীয় পাঠক্রম (Learned curriculum):

এই প্রকার পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হলো সেই সমস্ত কার্যাবলী যা শিক্ষার্থী ইচ্ছাকৃত পাঠক্রম এবং

লুক্কায়িত পাঠক্রমের মাধ্যমে বুঝতে, শিখতে এবং সংরক্ষণ করতে পারে। এই প্রকার পাঠক্রম মূলত ইচ্ছাকৃত পাঠক্রম থেকে যা শেখা যায় তার ওপরই কেন্দ্রীভূত। এই প্রকার পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হলো শিক্ষার্থীর মূল্যবোধ, প্রত্যক্ষন এবং আচরণের পরিবর্তন যা বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ শিক্ষার্থীর মধ্যে দেখা যায়।

৭. **সমর্থিত পাঠক্রম (Supported Curriculum):**

এই পাঠক্রম প্রতিটি শিক্ষার্থীকে প্রকৃত এবং জীবনব্যাপী শিখনে সমৃদ্ধ করে। এটি একটি পরীক্ষিত এবং মূল্যায়িত (tested an evaluated)পাঠক্রম। প্রতিটি শিক্ষা কোর্সের শেষে শিক্ষকেরা ধাপে ধাপে মূল্যায়ন সম্পাদন করেন যাতে শিক্ষণ-শিখনের মাত্রা নির্ধারণ করা যায়। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীরাও তাদের শিখনের প্রগতি সম্পর্কে অবহিত থাকে। পরিমাপের উপকরণ হিসেবে কাগজ - পেন্সিল পরীক্ষা, পোর্টফোলিও এবং অন্যান্য প্রকল্প (paper-pencil test, portfolio and other projects) ব্যবহৃত হয়। সমর্থিত পাঠক্রমে যে সম্পদগুলি (resources) ব্যবহৃত হয় সেগুলি হল পাঠ্যপুস্তক, কম্পিউটার, দৃশ্য-শ্রাব্য উপকরণ, গবেষণার যন্ত্রপাতি, খেলার মাঠ এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা।

৮. **অলংকৃত পাঠক্রম (Rhetorical Curriculum):**

বিভিন্ন বিদ্যালয়ের আধিকারিক, প্রশাসক, রাজনীতিবিদ এবং নীতি-নির্ধারকদের আদর্শ দ্বারা এই প্রকার পাঠক্রমের উপাদানগুলি গঠিত। পেশাগতভাবে যারা বিষয়বস্তু সৃষ্টি এবং পুনর্মারজন করে থাকেন অথবা যারা শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম তৈরি করেন; রাজ্য এবং রাষ্ট্রের রিপোর্ট অথবা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাদের আদর্শ থেকেও এই প্রকার পাঠক্রমের সৃষ্টি হয়।

৯. **মূল্যায়িত পাঠক্রম (Assessed Curriculum):**

শিক্ষার্থী দ্বারা অর্জিত শিখন ফলাফলই হলো এই পাঠক্রমের মূল কথা। শিখনের ফলাফল বোঝা যায়, পরীক্ষার ফলাফল এবং শিক্ষার্থীর আচরণের পরিবর্তন দ্বারা। আচরণের পরিবর্তন মূলত তিনটি ক্ষেত্র অনুযায়ী পরিমাপ করা হয় যেমন বৌদ্ধিক, প্রক্ষোভমূলক এবং দক্ষতা মূলক (cognitive, affective and psychomotor)।

১০. **লুক্কায়িত পাঠক্রম (Hidden Curriculum):**

লুক্কায়িত পাঠক্রম বলতে বোঝায় শিক্ষার্থীদের অন্তর্নিহিত জ্ঞান যা বিদ্যালয়ের মধ্যে অথবা বাইরে শিক্ষার্থী অর্জন করে। এই প্রকার পাঠক্রম ইচ্ছাকৃতভাবে পরিকল্পিত হয় না অথচ শিক্ষার্থীর আচরণে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনে এবং শিখনের ফলাফলকেও প্রভাবিত করে। বিদ্যালয়ের পরিবেশ, সহপাঠীদের প্রভাব, পরিবেশ, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মিথস্ক্রিয়া, শিক্ষকের মনোভাব এবং এইরকম আরো অনেক উপাদান দিয়ে লুক্কায়িত পাঠক্রম সৃষ্ট। এই ক্ষেত্রে গৃহশিক্ষা, পরিবার থেকে পাওয়া অন্যান্য অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ের আচরণকে প্রভাবিত করে তাই পাঠক্রম বলতে শুধুমাত্র ইচ্ছাকৃত শিখন ফলাফল (intentional learning outcome) বোঝায় না। Lawrence Stenhouse এই প্রকার পাঠক্রমের সমালোচনা করেছেন, তার মতে এই প্রকার পাঠক্রমের কিছু

সমস্যা রয়েছে কারণ শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে এমন কিছু বিষয় শিখছে যা পরিকল্পিত নয়। এইভাবে লুক্কায়িত পাঠক্রমের ধারণাটির উদ্ভব ঘটেছে। Glathorn এবং Jailall (2009) এর মতে লুক্কায়িত পাঠক্রম শিক্ষার্থীর শিখনের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। তাদের মতে যে মূল উপাদানগুলি দ্বারা লুক্কায়িত পাঠক্রম গঠিত সেগুলি হল - সময় নির্ধারণ (time allocation), স্থান নির্ধারণ (space allocation), শিক্ষার্থীর শৃঙ্খলা (student discipline), বিবেচনা মূলক তহবিলের ব্যবহার (using discretionary fund),বস্তুগত অথবা ভৌতিক উপস্থিতি (physical appearance), শিক্ষার্থীর কার্যাবলী (student activities), যোগাযোগ (communication), ক্ষমতা (power) ইত্যাদি।

১১. ফ্যান্টম পাঠক্রম (Phantom Curriculum):

শিক্ষার্থীদের কাছে যে বার্তা কোনো প্রকার মিডিয়ার সাহায্যে পৌঁছয় এবং শিক্ষার্থীদের সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করে তাকে বলা হয় ফ্যান্টম পাঠক্রম। শিক্ষার্থীর এক সংস্কৃতি থেকে অন্য সংস্কৃতিতে উত্তরণের পথে এই প্রকার বার্তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর ফলে শিক্ষার্থী একপ্রকার সংস্কৃতিতে থেকে, অন্য কোন সংকীর্ণ সংস্কৃতিকে নিজের মনে করে।

১২. সহগামী পাঠক্রম (Concomitant Curriculum):

সহগামী বলতে বোঝায় যা অন্য কিছুর সঙ্গে একইসঙ্গে ঘটে থাকে। পাঠক্রমের ক্ষেত্রে যা গৃহ পরিবেশে শিক্ষার্থী শেখে অথবা শেখানো হয় এবং বলা যায় এই অভিজ্ঞতাগুলি পরিবার থেকে শিক্ষার্থী সঞ্চয় করে। পরিবারের প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-কানুন সংস্কৃতি আচার-আচরণ থেকেই মূলত এই অভিজ্ঞতাগুলি সৃষ্ট। এই প্রকারের পাঠক্রম হল ব্যক্তির ধর্মীয় প্রকাশ, মূল্যবোধের পাঠ, নীতি, সামাজিক এবং কৃষ্টি মূলক ধারণার সমাহার যা অনেক সময় ধর্মীয় অভিজ্ঞতা হিসেবে গণ্য করা হয়; মূলত পরিবারের পছন্দ-অপছন্দের উপর ভিত্তি করে এই ধারণাগুলি গড়ে ওঠে।

১৩. নাল পাঠক্রম (Null Curriculum):

পাঠক্রমের ক্ষেত্রে নঙর্থক অথবা বাতিল বলতে বোঝায় যা পড়ানো হয় না অথবা স্বীকৃত নয়। কোন নির্দিষ্ট একটি ধারণা অথবা কিছু ধারণার সমষ্টি সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে অবহিত করানো হয় না; তার কারণ হতে পারে উচ্চ কর্তৃপক্ষের বাধা, শিক্ষকের প্রকৃত জ্ঞানের অভাব, পুরনো কোন অনুমান অথবা নিরপেক্ষতার অভাব। নাল পাঠক্রম বলতে বোঝায় সেই সমস্ত বিষয় যা প্রত্যক্ষভাবে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত নয় সুতরাং শিক্ষকেরা এই ধারণাগুলি শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছে দেন না। তার ফলে ধারণা জন্মায় এই বিষয়গুলি সমাজে শিক্ষা অভিজ্ঞতা হিসেবে গ্রহণীয় নয়। আইজনার, (**Eisner, 1994**) বলেছেন বিদ্যালয়ে যা পড়ানো হয় না সেই বিষয়গুলিও পঠিত বিষয়বস্তুর মতই গুরুত্বপূর্ণ এবং পাঠক্রমের বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করার সময় এই বিষয়গুলির কথা মনে রাখা প্রয়োজন। যেমন বলা যায় ইতিহাসে যুদ্ধ এবং যুদ্ধের ফলাফলের বিস্তারিত বর্ণনা থাকলেও একই পরিপ্রেক্ষিতে শান্তি সম্পর্কে আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। সুতরাং বলা যায় পাঠক্রম গঠনকারীরা পাঠক্রমে বিষয় নির্বাচনের সময় সতর্ক হবেন যাতে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু বাদ না যায়, যা থেকে শিক্ষার্থীদের মনে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়।

১৪. ইলেকট্রনিক অথবা বৈদ্যুতিন পাঠক্রম (Electronic Curriculum):

এই প্রকারের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হলো সেই সমস্ত তথ্য যা শিক্ষার্থী ইন্টারনেটের মাধ্যমে খুঁজে পায় এবং গ্রহণ করে। যোগাযোগের এই প্রকারের মাধ্যম প্রথাগত বা অপ্রথাগত এবং অন্তর্নিহিত উভয়ই হতে পারে। এই পাঠগুলি হতে পারে ব্যক্ত বা সুপ্ত, ভালো অথবা খারাপ, ঠিক অথবা ভুল যার সমস্তটাই নির্ভর করছে সেই ব্যক্তির ওপর যে এই তথ্যগুলি ব্যবহার করছে। শিক্ষার্থীরা ধারাবাহিকভাবে ইন্টারনেটের ব্যবহার করে শিক্ষামূলক এবং অবসরমূলক সময় কাটানোর উদ্দেশ্যে। বেশিরভাগ তথ্যই বাস্তবে নির্ভুল, তথ্যপূর্ণ, বিনোদনমূলক, ইনস্পিরেশনাল এবং অনুপ্রেরণামূলক। তবে অন্যদিকে ইন্টারনেট থেকে পাওয়া তথ্য পুরনো, ভুল, বিদ্বেষপূর্ণ, পক্ষপাত দুষ্ট এবং বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে (incorrect backdated biased vicious and manipulative) ইন্টারনেটের বিভিন্ন সাইটে দেওয়া থাকে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীরা এই সম্পর্কে অবহিত থাকে না। এর ফলে তারা নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়।

১৫. বাহির পাঠক্রম (Outer Curriculum):

এই প্রকার পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হলো সেই সমস্ত তথ্য এবং জ্ঞান যা শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় এবং শ্রেণিকক্ষের বাইরে পেয়ে থাকে। এই প্রকার পাঠক্রমের উৎস হল - গৃহ, সহপাঠীদের দল, সামাজিক মাধ্যম, প্রতিবেশী (home, peer group, social media, neighbourhood) ইত্যাদি।

একটি কার্যকরী পাঠক্রম বিকাশের প্রক্রিয়াটি অনেকগুলি স্তরে ধারাবাহিকভাবে ঘটে থাকে। পাঠক্রম বিকাশের অনেক রকম দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবে দেখা যায় তাই কোন একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্পূর্ণ বা সর্বোত্তম বলা যায় না। শিক্ষার উদ্দেশ্য পূরণ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার পাঠক্রমের বিশেষ বা প্রয়োজনীয় অংশটির একটি সম্মিলিত রূপ বাস্তবে ব্যবহৃত হয়। তবে পাঠক্রমকে আরো কার্যকরী করে তোলার জন্য সেই দৃষ্টিভঙ্গিটি সবচেয়ে বেশি গ্রহনীয় যা শিক্ষক এবং শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের কাছেও আকর্ষণীয়। শিক্ষার্থীর বৃদ্ধি বিকাশ, সমাজের দর্শন, শিক্ষণ- শিখন এর নীতি, বিশেষ শিক্ষার্থীদের চাহিদা, প্রয়োগের ব্যাপকতা ইত্যাদি নজরে রেখে বিশেষজ্ঞদের কমিটি যখন একটি পাঠক্রমকে বাস্তব রূপ দান করেন তখনই পাঠক্রমের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়।

- **পাঠক্রম এবং পাঠ্যসূচির সম্পর্ক এবংপার্থক্য (Difference between Curriculum and Syllabus):**

পাঠক্রম (curriculum) পাঠ্যসূচির (syllabus) তুলনায় একটি ব্যাপক এবং সামগ্রিক (broad and comprehensive) ধারণা। পাঠ্যসূচি হল কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ের সমন্বয়। প্রকৃত অর্থে পাঠক্রম বলতে সম্পূর্ণ বিদ্যালয়ের পরিবেশকে বোঝায় যার অন্তর্গত পাঠ্যসূচী, শিক্ষার্থীদের সমস্ত অভিজ্ঞতা এবং কার্যাবলী (In a broader sense it includes the complete school environment involving all the courses, experiences and activities of the pupils)।

অনেক সময় শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠক্রম এবং পাঠ্যসূচী এই দুটি কথা একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। যার মূল

কারণ হলো এই দুটি ধারণার সীমারেখা এবং প্রকৃতি অনেক ক্ষেত্রেই গভীরভাবে সম্পর্কিত। পাঠ্যসূচি বলতে বোঝায় যে কোন কোর্সের বা বিষয়ের নির্দিষ্ট বিষয়সমূহ। অপরদিকে পাঠক্রম বলতে বোঝায় শিক্ষামূলক বিষয়বস্তু যা বিদ্যালয়ে এবং কলেজে পঠিত হয় এবং একই সঙ্গে জ্ঞান, দক্ষতা, অন্যান্য ক্ষমতা অর্জনকেও বোঝায়। এই ক্ষমতাগুলি শিক্ষার্থী আয়ত্ত করে শিক্ষামূলক বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে।

তবে পাঠক্রম চর্চার ক্ষেত্রে এই দুটি ধারণার স্বতন্ত্র অর্থ এবং প্রকৃতি বোঝা প্রয়োজন। সাধারণভাবে এই দুটি ধারণাকে এক অর্থে ব্যবহার করলেও শিক্ষাক্ষেত্রে এই দুটি ধারণার স্পষ্ট প্রকৃতি জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাঠক্রম এবং পাঠ্যসূচির অর্থ এবং পরিধি সম্পর্কে ধারণা থেকে বিষয় দুটির সম্পর্ক এবং পার্থক্য বোঝা যাবে।

পাঠ্যসূচি বলতে কী বোঝো?

পাঠ্যসূচির ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'Syllabus' যা আধুনিক ল্যাটিন ভাষায় 'List' থেকে এসেছে যার অর্থ হল তালিকা ।

পাঠ্যসূচি বলতে বোঝায় একটি নির্দিষ্ট বিষয় বা শাখার অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু। নির্দিষ্ট একটি শাখার বিশেষজ্ঞ এবং অধ্যাপকদের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত হয়। পাঠ্যসূচিতে বিষয়টির গুণগতমান বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি এবং এটি মূলত একটি বর্ণনামূলক রূপরেখা যা শিক্ষামূলক কোর্স সম্পাদনকালে শিক্ষক দ্বারা শিক্ষার্থীরা অবহিত হয়ে থাকে। শুধুমাত্র কোর্স তত্ত্বাবধায়ক এবং বিষয়ের বিশেষজ্ঞ দ্বারাই পাঠ্যসূচিতে বিষয়ভুক্ত অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যসূচি অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে শিক্ষক বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা, যাতে তারা প্রয়োজনে সরাসরি দেখতে পারে অথবা মুদ্রিত (printed) রূপে সংগ্রহ করতে পারে। পাঠ্যসূচির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা পায়। প্রতিটি বিষয়ের শুরুতেই সেই অংশের উদ্দেশ্যগুলি উল্লেখ করা থাকে, যাতে বোঝা যায় শিক্ষা কোর্সটি সমাপ্ত হওয়ার পর শিক্ষার্থীরা কোন কোন ক্ষেত্রে পারদর্শী হয়ে উঠবে। সাধারণত নিয়মাবলী, নির্দেশ, অ্যাসাইনমেন্ট, প্রজেক্ট, অ্যাসাইনমেন্ট এবং মূল্যায়নের তারিখ ইত্যাদি পাঠ্যসূচিতে উল্লেখ করা থাকে। একটি পাঠ্যসূচিতে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সমূহের একটি তালিকা থাকে যা শিক্ষার্থীরা তাদের পঠন পাঠনের সময় ব্যবহার করে।

ঐতিহ্যগত বা বার্ষিক শিক্ষামূলক প্রোগ্রামগুলিতে একটি পাঠ্যসূচি এক বছরের জন্য নির্ধারিত হতো যা সাম্প্রতিককালে সেমিস্টার ব্যবস্থায় ছয় মাসের জন্য নির্ধারিত। উভয় ক্ষেত্রেই শিক্ষক বা কোর্স ইন্সট্রাক্টরকে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কোর্সটি সম্পাদন করতে হয় যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরীক্ষা এবং অন্যান্য মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

- **পাঠক্রম বলতে কী বোঝো? What is meant by curriculum?**

একটি শিক্ষা ব্যবস্থায় পাঠক্রম হলো এমন একটি নির্দেশিকা যা একটি নির্দিষ্ট কোর্স বা প্রোগ্রামের শিক্ষামূলক বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করে। পাঠদান পদ্ধতি, অ্যাসাইনমেন্ট, দৈহিক এবং মানসিক অনুশীলন, অন্যান্য কার্যাবলী, প্রজেক্ট, পাঠের উপকরণ, টিউটোরিয়াল, উপস্থাপনা, মূল্যায়ন, শিখনের উদ্দেশ্য (teaching methods, assignments, physical and mental exercises other activities, projects,

study materials, tutorials, presentations, assessment, learning objectives) ইত্যাদি পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

ব্যাপক অর্থে, সাধারণ পাঠক্রম বলতে বোঝায় একটি নির্দিষ্ট স্কুলের প্রস্তাবিত সমস্ত কোর্সের তালিকা। প্রকৃতিগতভাবে পাঠক্রম হলো prescriptive, যা নির্দেশ করে যে এটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা শাসক দ্বারা জারি করা হয় এবং তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি শিক্ষার্থীরা কোর্স সমাপ্ত হওয়ার আগে বুঝতে পারবে যাতে তারা একটি নির্দিষ্ট গ্রেড অর্জন করতে পারে এবং পরবর্তী কোর্সের জন্য যোগ্য সাব্যস্ত হয়।

তাত্ত্বিকভাবে পাঠক্রম বলতে বোঝায় বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয় দ্বারা প্রদত্ত বিষয়বস্তু। তবে বাস্তবে এর পরিধি ব্যাপক কারণ পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হলো জ্ঞান, মনোভাব, আচরণ, কর্মদক্ষতা এবং অন্যান্য দক্ষতা যা শিক্ষার্থীরা কোর্সটিতে অর্জন করে। এটি সরকার অথবা শিক্ষা বোর্ড দ্বারা সুপরিকল্পিত, পরিচালিত এবং নির্দেশিত। ব্যাপকভাবে বলতে গেলে পাঠক্রমের উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর দৈহিক এবং মানসিক বিকাশ। নির্দিষ্ট একটি কোর্স অধ্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সামগ্রিক শিখন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে।

Kellyর মতে একটি কার্যকরী পাঠক্রমের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র বিষয়বস্তুর জ্ঞান সঞ্চয় নয়। একটি পাঠক্রমকে উৎপাদনশীল হতে গেলে জ্ঞানের বিষয় ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিরও অন্তর্ভুক্তিকরণ প্রয়োজন। Tyler 1971 সালে বলেছিলেন গ্রন্থ পাঠ এবং শিখন অভিজ্ঞতাও পাঠক্রম বিকাশের ক্ষেত্রে একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তবে Wheeler এর মতে শিক্ষণ অভিজ্ঞতা এবং বিষয়বস্তু এক নয়, তার কাছে শিখন অভিজ্ঞতা হলো শিক্ষার্থী দ্বারা সম্পাদিত কার্যক্রম এবং বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হলো সেই জ্ঞান যা তারা শিক্ষাকোর্সে অর্জন করবে। অর্থাৎ শিখন অভিজ্ঞতা হল উপায় বা পথ এবং বিষয়বস্তু হলো লক্ষ্য যেখানে পৌঁছতে হবে। অফরমা (২০০২) পাঠক্রমের ধারণাটির একটি সামগ্রিক বর্ণনা দিয়েছেন, তার মতে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হলো সেই সমস্ত বিষয়বস্তু যা শেখানো হবে, জ্ঞানের ভান্ডার, বিষয়, ধারণা, চিহ্ন, তথ্য এবং জ্ঞান (knowledge, topics, ideas, concept, symbols, facts and cognitions) যা শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপিত করা হয় শিক্ষা কোর্সটি চলাকালীন।

● **পাঠক্রম এবং পাঠ্যসূচির মধ্যে তুলনা (Comparison between curriculum and syllabus):**

পাঠ্যসূচি হলো শিক্ষার্থীর সমগ্র পাঠের কিছু বিষয় ভিত্তিক অংশ যেমন ইংরেজি, বাংলা, গণিত, ইতিহাস, ইত্যাদি। প্রতিটি বিষয় নির্দিষ্ট একটি কোর্সের অংশ। সমগ্র কোর্সটিতে কি কি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে এবং কোন কোন অধ্যায়গুলি প্রাসঙ্গিক হবে - সেই অনুযায়ী বিষয়বস্তু পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। উদাহরণস্বরূপ মাধ্যমিক কোর্স অথবা উচ্চমাধ্যমিক কোর্স। সুতরাং বলা যায় পাঠ্যসূচি পাঠক্রমেরই একটি অংশ।

সাদৃশ্য

পাঠক্রম এবং পাঠ্যসূচি এই দুটি ধারণার মধ্যে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য বর্তমান, যা নিচে আলোচনা করা হলো—

প্রথমত, পাঠক্রম এবং পাঠ্যসূচিতে বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয় শিক্ষার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে।

দ্বিতীয়তঃ পাঠ্যসূচির বিষয়গুলি পাঠক্রমেরই নির্দিষ্ট একটি অংশ।

তৃতীয়তঃ পাঠক্রম এবং পাঠ্যসূচী উভয়ই শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত।

চতুর্থ: পাঠক্রম হলো পাঠ্যসূচির সুপারসেট (superset)এবং পাঠ্যসূচি হল পাঠক্রমের সাবসেট (স্ডন্ত্রন্তব্রষ্ঠ), তাই বলা যায় একটি অপরটির পরিপূরক।

পঞ্চমত: শিক্ষা ক্ষেত্রে পাঠক্রম এবং পাঠ্যসূচি উভয় ক্ষেত্রেই কি শেখানো হবে, কিভাবে শেখানো হবে, কি পরিমাপ করা হবে এবং কিভাবে মূল্যায়ন করা হবে ইত্যাদি বিষয়ে একইভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ব্যাপক অর্থে পাঠক্রম বলতে বোঝায় বিদ্যালয়ের সব রকম শিক্ষামূলক কার্যাবলী, অর্থা৷ সমগ্র কোর্সের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয় এবং অভিজ্ঞতার সমন্বয়।	পাঠ্যসূচি বলতে বোঝায় একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন শিরোনামের তালিকা অথবা বুকলেট৷ এটিকে পাঠক্রমের সাব - সেট(subset) বলে অভিহিত করা হয়।
পাঠক্রম শিক্ষা দর্শন, লক্ষ্য এবং মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে গঠিত।	পাঠ্যসূচি সরাসরি এই বিষয়গুলি বিবেচনা করে না।
বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়, শিখন অভিজ্ঞতা এবং কার্যাবলী যা একটি নির্দিষ্ট শিক্ষাকোর্স বা প্রোগ্রামের জন্য প্রয়োজনীয় তার সামগ্রিক রূপ হলো পাঠক্রম।	পাঠ্যসূচি মূলত বিদ্যালয়ের বিষয় কেন্দ্রিক, বিশেষত নির্দিষ্ট একটি বিষয়ের সেট।
পাঠক্রমের পরিধি বিস্তৃত।	পাঠ্যসূচির পরিধি তুলনামূলকভাবে সংকীর্ণ।
পাঠক্রমে শিখন অভিজ্ঞতা এবং বিষয়বস্তু একত্রে থাকে।	এটি শুধুমাত্র বিষয়বস্তু বা পাঠ্যসূচী হিসেবেই পরিচিত।
পাঠক্রম হলো prescriptive এবং নির্দিষ্ট। এটি এমন এক নির্দেশিকা যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোর্স চলাকালীন অনুসরণ করে।	পাঠ্যসূচি হলো descriptive অথবা বর্ণনামূলক, তাই অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি পরিষ্কারভাবে বর্ণিত থাকে।
সহপাঠক্রমিক এবং অতিরিক্ত পাঠক্রমিক কার্যাবলী পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত থাকে।	পাঠ্যসূচিতে কোন প্রকার সহপাঠক্রমিক এবং অতিরিক্ত পাঠক্রমিক কার্যাবলী অন্তর্ভুক্ত করা হয় না।
শ্রেণিকক্ষের এবং শ্রেণিকক্ষের বাইরের (indoor and outdoor) বিভিন্ন কার্যাবলী পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।	পাঠ্যসূচিতে কেবলমাত্র শ্রেণিকক্ষের কার্যাবলী (only indoor) অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
পাঠক্রমের ভূমিকা অগণিত এটি একটি পরিকল্পনা, একটি অভিজ্ঞতা এবং বিষয়বস্তু যা শিক্ষাক্ষেত্রের মানচিত্র হিসেবে গণ্য করা হয়।	পাঠ্যসূচির ভূমিকা সীমাবদ্ধ তাই শিক্ষামূলক ক্ষেত্রে পাঠ্যসূচির ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ।
পাঠক্রম একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ধারণা।	পাঠ্যসূচি হলো পাঠক্রমের একটি অংশ তাই এই ধারণাটি অন্তর্ভুক্তিমূলক নয়।
পাঠক্রম বা curriculum এর বহুবচন হল curricula৷	পাঠ্যসূচির বহুবচন হল syllabi৷
শিক্ষামূলক কোর্সটি যতদিন চলবে পাঠক্রম ও ততদিন থাকবে থাকবে।	পাঠ্যসূচির স্থায়িত্ব সাধারণভাবে এক বছর বা ৬ মাস।
সরকার বা অনুরূপ সংস্থা দ্বারা পাঠক্রম নির্ধারিত হয়।	শিক্ষক এবং বোর্ড অফ স্টাডিজের সদস্য দ্বারা পাঠ্যসূচি নির্ধারিত হয়।

পাঠক্রম এবং পাঠ্যসূচি হল শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবহৃত দুটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। শিক্ষকদের মাধ্যমে জ্ঞান এবং দক্ষতা শিক্ষার্থীরা অর্জন করে এবং এইভাবেই জ্ঞান ভান্ডার সঞ্চালিত হয় এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে। এই সঞ্চালনার বাহন হল পাঠক্রম এবং পাঠ্যসূচী যদিও বর্তমানে অনেক মানুষ এই দুটি ধারণাকে একই চোখে দেখেন।

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে UNESCO র একটি প্রকাশনা 'Preparing Text Book Manuscripts' এ পাঠক্রম এবং পাঠ্যসূচির পার্থক্য উল্লেখ করা হয়েছে।

পাঠক্রমে এমনভাবে বিষয়গুলি সাজানো হয় যাতে তাদের মধ্যে ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। অন্যদিকে কলা এবং বিজ্ঞানের বিষয়গুলির মধ্যেও সামঞ্জস্য বজায় থাকে। পাঠক্রমে প্রতিটি বিষয়ের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং শেখার জন্য প্রয়োজনীয় সময় নির্ধারিত থাকে। একই সঙ্গে গ্রামীণ এবং শহরের বিদ্যালয়ের শিখনের মধ্যে পার্থক্য এবং সর্বজনীনতা বজায় রাখার প্রচেষ্টা করা হয় পাঠক্রমে। উন্নয়নশীল দেশে বিদ্যালয় পাঠক্রম প্রত্যক্ষভাবে উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

পাঠ্যসূচী হল একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য বিস্তারিত নির্দেশিকা যা শিক্ষার্থীকে জ্ঞান এবং দক্ষতা অর্জনে নির্দেশ দান করে। পাঠ্যসূচি হল পাঠক্রমের একটি অংশের বিস্তারিত রূপ যা নির্দিষ্ট বিষয়টি পঠন পাঠনে নির্দেশিকার কাজ করে।

১.৪. পাঠক্রমের নির্ধারক (Determinants of Curriculum)

শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠক্রমের ধারণাটি নতুন নয় তবে পাঠক্রমের অর্থ এবং পরিধি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যথাক্রমে পরিবর্তিত এবং সম্প্রসারিত হয়েছে। এই ধারণাটিকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা এবং বোঝার প্রচেষ্টা করা হয়। আক্ষরিকভাবে পাঠক্রম বলতে বোঝায় একটি কোর্স তবে এই শব্দটির গভীরে গেলে বোঝা যায় এটি খুব সহজ কোন ধারণা নয়। আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রটি দুটি প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে সৃষ্ট- যেগুলি হল ব্যক্তিগত উন্নয়ন এবং সামাজিক উন্নয়ন। পাঠক্রমের লক্ষ্য হল ব্যক্তির বিকাশ যা সম্ভব ব্যক্তির জন্মগত ক্ষমতাগুলির বিকাশ ঘটিয়ে, সেই সমস্ত ব্যক্তিদের সামাজিক পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত করা। শিক্ষা এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যে উপকরণটির উপর নির্ভর করে তা হল পাঠক্রম। এখানে Monroe র কথা উল্লেখ করা যায়, তিনি বলেছেন - পাঠক্রমে সেই সমস্ত কার্যাবলী অন্তর্ভুক্ত যা বিদ্যালয় ব্যবহার করে শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছতে (Curriculum includes all those activities which are utilised by the school to attain the aims of education)।

পাঠক্রমের বিকাশ একটি গতিশীল প্রক্রিয়া এবং পাঠক্রমের পর্যালোচনা ও পরিমার্জনা ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে তার কারণ শিক্ষার লক্ষ্য্ এবং উদ্দেশ্য সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হতে থাকে। পাঠক্রম বিকাশের ক্ষেত্রে অনেকগুলি উপাদান কাজে লাগে এবং এই উপাদানগুলি পাঠক্রমের প্রয়োগকে সার্থক করে তুলতে পারে আবার ব্যর্থও করে তুলতে পারে যদি একদম শুরু থেকে সর্তকতা বজায় না রাখা হয়। এই উপাদানগুলি হল শিক্ষার্থী অর্থাৎ যার জন্য পাঠক্রমের বিকাশ, শিক্ষক অর্থাৎ যারা পাঠক্রম প্রয়োগ বা ব্যবহার করেন, সমাজ এবং সংস্কৃতি অর্থাৎ যেইখান থেকে শিক্ষার্থীরা আসে এবং যেইখানে তারা বিদ্যালয় শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পরে কাজ করবে, এছাড়াও শিক্ষা দর্শন অর্থাৎ শিক্ষার লক্ষ্যের উৎস এবং শিখনের মনোবিদ্যা যা কার্যকরী শিক্ষণ শিখনের জন্য প্রয়োজন। পাঠক্রম নির্ধারণের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো সমাজের অর্থনীতি, এইখান থেকেই নির্ধারণ করা হয় পাঠক্রমটির জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ কতখানি এবং কার্যকরী প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা যার অভাবে পাঠক্রমের বিকাশ মূল্যহীন হয়ে পড়তে পারে। সমাজের মূল্যবোধ অনুযায়ী পাঠক্রমের প্রয়োগ না হলে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই বিফল হয়।

শিক্ষকেরা যা পড়ান তাই হল শিক্ষার বিষয় আর শিখন অভিজ্ঞতা হলো সেই কার্যাবলী যাতে

শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে এবং যার ফলস্বরূপ তার আচরণে পরিবর্তন ঘটে, সুতরাং বিষয়বস্তু এবং শিখান অভিজ্ঞতা বিচক্ষণতার সাথে নির্বাচন করা উচিত যাতে পাঠক্রমের লক্ষ্য পূরণে সহায়ক হবে।

১.৪.১. পাঠক্রমে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান (Factors influencing curriculum)

যে উপাদানগুলি শিখন অভিজ্ঞতা এবং বিষয়বস্তু নির্বাচনে নির্ধারকের ভূমিকা পালন করে সেইগুলি নিম্নে আলোচিত হলো।

- **শিক্ষার্থীর চাহিদা (Need of the child):**

শিক্ষা প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে আছে শিশু তাই শিশুই পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন নির্ধারকের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থীর বয়স, বৈশিষ্ট্য, ক্ষমতা, প্রতিভা, বুদ্ধিমত্তা, আগ্রহ ইত্যাদির ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর চাহিদার সৃষ্টি হয়। পাঠক্রম হবে শিশুকেন্দ্রিক এবং পাঠক্রম নির্মাণের সময় শিক্ষার্থীর পূর্ব শিক্ষা (previous knowledge), শিক্ষার্থীর প্রকৃতি, ব্যক্তিগত শিখন প্রক্রিয়া এবং প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য সর্বোত্তম শিখনের সুবিধার শর্তাবলী (conditions facilitating optimum learning) যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে।

একটি যথার্থ শিশুকেন্দ্রিক পাঠক্রম নির্মাণের ক্ষেত্রে পাঠক্রম পরিকল্পনাকারীরা, যে বিষয়গুলি বিবেচনা করবেন তা হল শিক্ষার্থীর চাহিদা, বৃদ্ধি ও বিকাশের ধারা এবং আগ্রহ।

চাহিদা (Need): পাঠক্রমের মূল ধারনাটি হবে নমনীয় যাতে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিভিত্তিক চাহিদা পূরণ করা যায়। পাঠক্রমে শিখন প্রক্রিয়া এমনভাবে পরিকল্পনা করতে হবে যাতে শিক্ষার্থী নিজের হাতে শেখার সর্বোচ্চ সুযোগ পায়। পাঠক্রম নির্মাণের সময় শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের অর্থাৎ দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, প্রাক্ষোভিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক ইত্যাদি বিকাশের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।।

বৃদ্ধি ও বিকাশ (Growth and development):

পাঠক্রম নির্মাতাদের শিক্ষার্থীর বৃদ্ধি এবং বিকাশ সংক্রান্ত ধারণাও থাকা দরকার। বিষয়বস্তু এবং অভিজ্ঞতা পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার সময় সেগুলিকে সঠিক ক্রমে সাজাতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক বয়েস (chronological age) এবং মানসিক বয়স (mental age) অনুযায়ী সর্বোত্তম শিখন সম্ভব হয়।

আগ্রহ (Interest): কার্যকরী শিখনের একটি অন্যতম শর্ত হলো শিখান অভিজ্ঞতাগুলি এবং বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর কাছে আগ্রহব্যঞ্জক করে তোলা। যে বিষয়গুলি আকর্ষণীয় শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেগুলির প্রতি মনোযোগী হয়।

- **সমাজ এবং সংস্কৃতির চাহিদা (Need of society and culture):**

নির্ধারিত নিয়ম, জীবিকার উপায়, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাষা, সংগীত, নৃত্য, রাজনৈতিক আচরণ, পরিবার ইত্যাদি সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত। এই উপাদানগুলি প্রত্যক্ষভাবে প্রথাগত শিক্ষার প্রতিষ্ঠানের আওতায় আসে না। শিক্ষামূলক এবং অশিক্ষামুলক (academic and non academic) উপাদান উভয়ই পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত। লুক্কায়িত পাঠক্রমের (hidden curriculum) কাজ হল এই অশিক্ষামুলক উপাদানগুলি বিভিন্ন শিখন অভিজ্ঞতা দ্বারা উপলব্ধি করানো। পাঠক্রমের ধারণাটি অনেকাংশে চিন্তার পদ্ধতি, শিক্ষাদানের কৌশল, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা (modes

of thoughts, pedagogies, political, social and cultural experiences) দ্বারা প্রভাবিত। বিদ্যালয়ের পরিবেশে বিভিন্ন সংস্কৃতিক এবং ভাষার পটভূমি (diverse cultural and language background) থেকে শিক্ষার্থীরা আসে। সামাজিক পরিবেশে থেকে শিক্ষার্থীরা সুসংহত বিকাশের অভিজ্ঞতা পায় যা শিক্ষার্থীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আবার পাঠক্রমের বিষয়বস্তু নির্ধারণের ক্ষেত্রে সংস্কৃতি হল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

- **শৃঙ্খলার চাহিদা (Need for discipline):**

প্রতিটি বিষয়ের নিজস্ব নিয়মের মাপকাঠি রয়েছে এবং তদনুসারে শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা নির্ধারিত হয়। সাহিত্য, বিজ্ঞান, গণিত, সামাজিক বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের নিজস্ব স্বতন্ত্র শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। পাঠক্রমে কোন বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত করার সময় নজর রাখা উচিত বিষয়টি কোন শাখার অন্তর্ভুক্ত। যেমন পদার্থবিজ্ঞান, জীবন বিজ্ঞান এবং গণিত এইগুলি হল বিজ্ঞানের শাখা আবার ইতিহাস এবং ভূগোল হলো সমাজ বিজ্ঞানের শাখা; সুতরাং বিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞানে বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত করার সময় দুটি শাখার স্বতন্ত্রতা মনে রাখা প্রয়োজন। বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার আগে বিষয়বস্তুটি অর্থপূর্ণ, প্রাসঙ্গিক, স্পষ্ট, বাস্তবে প্রয়োগযোগ্য, শিক্ষার্থীদের কাছে গ্রহণযোগ্য এবং যৌক্তিক কিনা - এই সমস্ত প্রশ্নগুলির ইতিবাচক উত্তর থাকতে হবে।

মূল্যবোধের চাহিদা (Need of values): R.K. Mukherjee র মতে মূল্যবোধ বলতে বোঝায় সমাজ অনুমোদিত অথবা সমাজবাঞ্ছিত লক্ষ্য যা অনুবর্তন প্রক্রিয়ার দ্বারা গ্রহণ করা হয়েছে। শিখন এবং সামাজিকীকরণের ফলে মূল্যবোধ ব্যক্তিভিত্তিক পছন্দ, মান এবং আকাঙ্খায় (subjective preference–standards and aspirations) পরিণত হয়েছে। শিক্ষার আদর্শাবলি গঠন এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে মূল্যবোধের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সাধারণভাবে দুই প্রকার মূল্যবোধ পাঠক্রম নির্মাণের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় যেমন চূড়ান্ত মূল্যবোধ এবং যান্ত্রিক মূল্যবোধ (ultimate values and instrumental values)। শিক্ষার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয় চূড়ান্ত মূল্যবোধ দ্বারা এবং শিক্ষার মাধ্যম বা উপায় নির্ধারিত হয় যান্ত্রিক মূল্যবোধ দ্বারা। এই দুই প্রকার মূল্যবোধের উপর নির্ভর করে তৈরি হয় একটি সমাজ উপযোগী পাঠক্রম।

মূল্যবোধ, মনোভাব এবং আচরণ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। মনোভাব বলতে বোঝায় কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে নির্দিষ্ট কোন কাজ করার ইচ্ছা এবং আচরণ বলতে বোঝায় বাস্তবে সেই কাজের প্রতিফলন। মূল্যবোধ এবং মনোভাব উভয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ শিক্ষার বিষয় এবং বাস্তব শিখনের প্রতি শিক্ষার্থীর মনোভাব কেমন তার ওপর নির্ভর করে তারা বিষয়টি কতটা শিখতে ইচ্ছুক। শিখনের বিষয় এবং শিখন অভিজ্ঞতা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ এবং বাঞ্ছিত তা নির্ভর করে মূল্যবোধের ওপর। তাই পাঠকক্রম নির্মাণের ক্ষেত্রে মূল্যবোধ হলো একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

১.৪.২. কিছু অন্যান্য নির্ধারক (Few other determinants)

একবিংশ শতাব্দীতে কম্পিউটার প্রযুক্তি পাঠক্রম বিকাশের ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে, তার মূল কারণ শিক্ষার প্রতিটি স্তরেই কম্পিউটার প্রযুক্তির প্রভাব বর্তমান। প্রতিটি শ্রেণীকক্ষে এখন অনেক

সংখ্যায় কম্পিউটার প্রদান করা হয়েছে, শিক্ষার্থীদের পঠন পাঠন এবং মিথস্ক্রিয়া ভিত্তিক শিখনের জন্য। শিক্ষার্থীর শিখন অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষার লক্ষ্য বর্তমানে প্রযুক্তিগত মাল্টিমিডিয়া দ্বারা প্রভাবিত। সুতরাং বলা যায় পাঠক্রম নির্মাণ এবং বিকাশের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিমূলক চাহিদা একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

বর্তমানে পৃথিবীতকে একটি Global Village হিসেবে গণ্য করা হয় তাই সারা পৃথিবীতে অন্যান্য দেশের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে বিশ্বের নাগরিক হিসেবে তৈরি করার প্রয়োজন বোধ হচ্ছে। তাই জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক চাহিদা পাঠক্রম নির্মাণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

উপরে উল্লেখিত বিভিন্ন নির্ধারক ছাড়াও পাঠক্রম নির্মাণকারীদের আরো কিছু উৎসের কথা মনে রাখা প্রয়োজন যেমন শিক্ষার বিষয়বস্তু এবং শিখন অভিজ্ঞতা। পাঠক্রম পরিকল্পনাকারীরা সমস্ত নির্ধারকগুলির উপযুক্ত সংগঠন করবেন। ভারতবর্ষে বেশিরভাগ পাঠক্রম বিষয়কেন্দ্রিক। তাই বিভিন্ন বিষয়বস্তুর এবং বিষয়বস্তুর বিভিন্ন শাখার মধ্যে যোগাযোগ এবং সামঞ্জস্য রাখতে হবে। শিখন অভিজ্ঞতাকে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা, পরিবেশ এবং মানসিক বিকাশের স্তর অনুযায়ী আরো প্রাসঙ্গিক করে তুলতে হবে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো নির্দেশমূলক উদ্দেশ্য এবং মূল্যায়ন পদ্ধতির মধ্যেও সামঞ্জস্য রাখা, যাতে বিভিন্ন নির্ধারকের মধ্যে একটি সামঞ্জস্যতা বজায় থাকে এবং শিক্ষার উদ্দেশ্যের সর্বোত্তম প্রাপ্তি ঘটে এবং উদ্দেশ্যে যথার্থতা শিক্ষার্থীদের আচরণে প্রতিফলিত হয়।

১.৫. পাঠক্রমিক এবং সহ পাঠক্রমিক কার্যাবলী (Curricular and coéôécurricularactivities)

১.৫.১. সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর অর্থ, ধারণা, উদ্দেশ্য এবং প্রকারভেদ (Meaning, Concept, Objectives and Types of Co-curricular Activities, CCA)

সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী অর্থ (Meaning of co curricular activities)

পাঠক্রমিক এবং সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী একই মুদ্রার দুটি ভিন্ন দিক। বর্তমান সময়ের ধারণা অনুযায়ী একটি অপরের পরিপূরক। কিন্তু আগে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীকে বহি:পাঠক্রমিক বা অতিরিক্ত পাঠক্রমিক কার্যাবলী বলে অভিহিত করা হতো কিন্তু আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে এই প্রকারের কার্যাবলীর গুরুত্ব এতটাই বেশি যে একে বহি:পাঠক্রমিক না বলে সহ পাঠক্রমিক আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

অন্যান্য বিজ্ঞানের মত শিক্ষাও একটি বিজ্ঞান তাই শিক্ষা প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো গতিশীলতা (Dynamism)। প্রাচীনকালে শিক্ষার অর্থ ছিল শুধুই তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন সুতরাং বিদ্যালয়ে কোন ব্যবহারিক বা সামাজিক অভিজ্ঞতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হতো না। কিন্তু আজকে এই শিক্ষা এই সংকীর্ণতার দোষে দুষ্ট নয়, আধুনিক শিক্ষার পরিধি অনেক বিস্তৃত । এখন সামাজিক ও বিদ্যালয়ের বহি:র্ভূত কার্যাবলী বিদ্যালয়ের কাজের একটি অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ এবং এই কাজগুলিকেই সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বিদ্যালয় হল সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ তাই ব্যবহারিক জীবনে সামাজিক অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগও শিক্ষার্থী পায় সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর মাধ্যমে। জটিল সমাজ জীবনের উপযোগী করে শিক্ষার্থীকে গড়ে তোলা বিদ্যালয়ের একটি অন্যতম দায়িত্ব। শুধুমাত্র বিষয়ভিত্তিক

জ্ঞান স্বয়ংসম্পূর্ণ মানুষ (self-sufficient man) গড়ে তুলতে পারেনা তাই সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী পাঠক্রমিক কার্যাবলীর সঙ্গে সমন্বিত হয়ে একটি যথার্থ পাঠক্রম তৈরি করতে পারে।

- **সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর ধারণা (Concept of co curricular activities):**

প্রাচীনকালে শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য ছিল পুঁথিগত জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে শিশুর মানসিক ও বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটানো। মানুষের মনকে ভাবা হতো কতকগুলি ক্ষমতা বা শক্তি যেমন চিন্তন, যুক্তি ও বিচার (thinking, reasoning and judgement) ইত্যাদির সমষ্টি। তাই পাঠক্রম ছিল বিষয়ভিত্তিক যা এই ক্ষমতাগুলি বিকাশে সহায়তা করবে। এই শক্তি তত্ত্ব (faculty theory) পরবর্তীকালে ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়। বর্তমানে মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের (all round development) কথা মাথায় রেখে পাঠক্রম রচনা করা হয়েছে এবং তাই পাঠক্রমিক এবং সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীকে সমান মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

- **সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী নতুন দৃষ্টিভঙ্গি (The new approach to co curricular activities):**

তথাকথিত পাঠক্রমের সাথে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই বিদ্যালয়ের সাধারণ পাঠক্রমের মধ্যেই থাকে এই কার্যাবলীর উৎস। সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীকে যদি সঠিকভাবে পাঠক্রমের মধ্যে স্থান দেওয়া হয়, তাহলে পাঠক্রমের অন্তর্গত পুঁথিগত বিষয় বস্তু হয়ে উঠবে আরো আকর্ষণীয় এবং বাস্তবধর্মী।

সমাজবিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস এবং বিজ্ঞানের মত বিষয়গুলি কিভাবে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর সাথে সম্পর্কিত তা দেখা যাক।

- **সাহিত্যের সাথে সম্পর্কিত কার্যাবলী (Activities related to literature):**

সহপাঠক্রমিক কাজ সাহিত্য বিষয়ক ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যেতে পারে ; যেমন পাঠ্যপুস্তকের একটি গল্প নির্বাচন করে তার নাট্যরূপ দেওয়া যেতে পারে। বিদ্যালয়ের কোন অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীরা মিলে মঞ্চে নাটকটি প্রদর্শন করতে পারে। এক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষের বাকিরা অন্যান্য কাজে নিজেদের নিযুক্ত করতে পারে যেমন মঞ্চসজ্জা, নাটকের জন্য পোশাক তৈরি, নাটক নির্দেশনা, গল্পের নাট্যরূপ তৈরি, নাটকের দিনে সমস্ত স্কুলকে একত্রিত করা ইত্যাদি। এইভাবে শিক্ষার্থীরা দলগত কাজের মাধ্যমে যথেষ্ট সুযোগ পাবে গল্পটি সম্পর্কে জানবার।

- **ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত কার্যাবলী (Activities related to history):**

অনুরূপভাবে ইতিহাস বিষয়টির প্রতিও ছাত্র ছাত্রীদের আরো অনুরাগী করে তোলা যেতে পারে যদি এই বিষয়টির মধ্যে কোন কাজ অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়। যেমন নির্দিষ্ট একটি যুগে মানুষ কি কি অস্ত্র ব্যবহার করতো; ইতিহাস বইতে ছবি দেখে শিক্ষার্থীরা সেইগুলির মডেল তৈরি করতে পারে। আবার রং ও তুলির সাহায্যে দেশের মানচিত্রে তারা ফুটিয়ে তুলতে পারে কোন ঐতিহাসিক স্থান বা কোন কীর্তিস্তম্ভকে, এইভাবে তৈরি সামগ্রীগুলি বিদ্যালয়ের বাৎসরিক প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করা যেতে পারে। এই প্রকার কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান এবং দক্ষতার বিকাশ ঘটবে।

ভূগোল ও সমাজ বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত কার্যাবলী (Activities related to geography and

social studies):

এক্ষেত্রে পুঁথিগত শিক্ষার সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের দিয়ে তৈরি করানো যায় নানা প্রকার শিক্ষণ শিখন সামগ্রী (teaching learning material)। যেমন মানচিত্র, গ্লোব, চার্ট, মডেল (map, globe, chart, model etc) ইত্যাদি। এই উপকরণগুলি বানানোর সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীরা বিষয়টি সম্পর্কে জানবে এবং হাতের কাজও শিখবে। যার ফলে পঠন পাঠন আরো কার্যকরী এবং আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

উপরের আলোচনা থেকে একথা বলা যায় যে বিদ্যালয়ের পাঠক্রম এবং সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী সম্পূর্ণ ভিন্ন নয়। শিক্ষকের উপর নির্ভর করবে তিনি তার তাৎক্ষণিক বুদ্ধি ও সৃজনশীলতার মাধ্যমে কিভাবে পাঠক্রম এবং সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর মেলবন্ধন ঘটাবেন। এই দুই প্রকারের কার্যাবলীর মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে শিক্ষার্থীর সম্পূর্ণ বিকাশের জন্য সেইগুলির সার্থক প্রয়োগ সম্ভব।

● **সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর উদ্দেশ্য (Objectives of co curricular activities):**

পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ (West Bengal council of secondary Education) সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর কিছু উদ্দেশ্যের কথা বলেছে। যেগুলি এখানে বর্ণনা করা হলো -

শিক্ষাকে জীবন ও জীবনযাত্রার সঙ্গে সংযুক্ত করা এবং ছাত্রদের কর্মজগতের সঙ্গে পরিচিত করা (To connect students with the vocational aspect of life)।

স্বনির্ভরতার ও শ্রমের মর্যাদার (Self sufficiency and dignity of labour) প্রতি ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করা।

কঠোর শ্রমের অভ্যাস, আত্মপ্রত্যয় এবং স্বাধীন প্রচেষ্টার (Self determination and habit of independent effort) অভ্যাস গড়ে তোলা।

কর্ম জগত সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা এবং পর্যবেক্ষণের সামর্থ্য গড়ে তোলা (To develop curiosity and power of observation)।

সমস্যা সমাধানের দক্ষতা অর্জনে (Acquire skill of problem solving) সহায়তা করা।

সামাজিক প্রয়োজন মেটানোর উপযোগী বস্তু উৎপাদনের (Production of socially useful things) অভিজ্ঞতা গঠন।

সামাজিক সংহতি (social integration) গড়ে তুলতে সামাজিক ব্যবধান কমিয়ে আনতে সহায়তা করা।

সামাজিক গুণাবলী যেমন সহযোগিতা, সহিষ্ণুতা, ব্যক্তিভিত্তিক সামঞ্জস্যতা প্রভৃতি গড়ে তুলতে সাহায্য করা (to develop social qualities like cooperation, patience, adjustment etc.)।

বৃত্তিগত প্রস্তুতি (Preparation for vocational life) এবং বয়স্কদের কাজে যোগদানের মানসিকতা গড়ে তোলা।

উৎপন্ন দ্রব্যের উপযুক্ত ব্যবহারের (suitable use of produced goods) প্রতি সঠিক মনোভাব ও সমর্থ্য গড়ে তোলা।

● **সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী শ্রেণীবিভাগ (Types of co curricular activities):**

সুস্থ মানসিক বিকাশের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো সুস্থ দেহ। আর সুস্থ দেহ হলো সুস্থ মনের আবাস (healthy mind stays in a healthy body)। এই সত্য সমস্ত মনোবিদ এবং শিক্ষাবিদ স্বীকার করেছেন, বিদ্যালয়ের সময় ও সুযোগ সীমিত তাই শিক্ষককে এমনভাবে এই কাজগুলি নির্বাচিত করতে হবে যাতে সেই সমস্ত কাজ বেশি সংখ্যায় শিক্ষার্থীদের ওপর প্রয়োগ করা যাবে। কাজগুলি যদি শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক প্রবণতা অনুযায়ী না হয়, তাহলে তারা কাজের আগ্রহ বোধ করবে না। শিক্ষায় কাজ নির্বাচন এবং প্রয়োগ করার সময় এই শর্তগুলি মনে রাখা প্রয়োজন। সাধারণভাবে এই কাজগুলি তিন ধরনের যেমন -

ক. শারীরিক কার্যাবলী

খ. শিক্ষামূলক কার্যাবলী

গ. সামাজিক কার্যাবলী

এই তিন ধরনের কার্যাবলীর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কাজ অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যা এখানে বর্ণনা করা হলো,

১. **শরীরচর্চা মূলক কাজ (Physical activities):** এই প্রকার কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত সব রকম ছোট বড় দলভিত্তিক খেলাধুলা। শিক্ষার্থীদের নানা রকম খেলার পদ (item) আছে যেমন মানসিক অনুশীলন (Intellectual exercises), গাণিতিক প্রতিযোগিতা (Mathematics race)ইত্যাদি। এই শ্রেণীর আরো কিছু কাজ হল ব্যায়াম, যোগাসন, ভলিবল, ফুটবল, বাস্কেটবল, খো খো ইত্যাদি।

২. **শিক্ষার্থীদের সদর্থক মনোভাব গঠনের কার্যাবলী (Activities that develop positive attitudes):** এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কাজগুলি শিক্ষার্থীদের সঠিক মনোভাব এবং চরিত্র গঠনে সহায়তা করে। ছাত্রাবাস্থায় এই কাজগুলিতে অংশগ্রহণ করলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভবিষ্যতে সুনাগরিকত্বের বিকাশ সম্ভব। এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কার্যাবলীগুলি হল -

i. স্কাউট অ্যান্ড গাইড (scout and guide)

ii. প্রাথমিক শুশ্রূষা (first aid)

iii. রেডক্রস (Red Cross)

iv. ব্রতচারী কার্যাবলী (Bratachari activity)

v. সমাজসেবামূলক দল গঠন (formation of social service groups) ইত্যাদি

৩. **প্রশাসনিক কার্যাবলী (Activities which are administrative and organisational in character):**

বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত নানা রকম কাজ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যেমন শ্রেণী মনিটরের কাজ ছাত্র সংসদের বিভিন্ন কাজ (zstudent council activities) বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিচালনার

কাজ ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ সম্ভব হয় বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজে। এই কাজের মাধ্যমে প্রশাসনিক এবং নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিকশিত হয়। বিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসন (School self government) এই শ্রেণীর কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত।

৪. **বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানসূচি সম্পর্কিত কার্যাবলী (Activities connected to school function):** প্রতিটি বিদ্যালয় সারা বছর কিছু নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কিছু অনুষ্ঠান পালন করা হয়। যেমন—

i. জাতীয় দিবস পালন (Observing Independence Day and republic Day)

ii. পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান (Price distribution ceremony)

iii. বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস (School foundation Day)

iv. গান্ধী জয়ন্তী ও নেতাজির জন্ম দিবস (Gandhi jayanti and Netajiós birthday)

উপরোক্ত এই অনুষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তা এবং শক্তির সদ্ব্যবহার করা শিক্ষকের কাজ। শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে অবদমিত শক্তি আছে তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ সম্ভব এইসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। শুধুমাত্র নির্দেশদান করবেন শিক্ষক এবং শিক্ষিকা, এছাড়া বাকি কাজের সম্পূর্ণ দায়িত্বে থাকবে ছাত্র সংসদ।

৫. **আত্মপ্রকাশমূলক কার্যাবলী (Self-expressive activities):**

এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হলো আলোচনা সভা, কৃত্রিম বা মক পার্লামেন্ট বিতর্কসভা ইত্যাদি। এই কার্যাবলীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজেদের চিন্তাভাবনাকে সুসংহত ভাবে প্রকাশ করতে শেখে এবং তাদের মধ্যে সুবক্তার গুনগুলি বিকশিত হয়। কৈশোর কালের একটি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা হল আত্মপ্রকাশ এর চাহিদা, শ্রোতাদের সামনে নিজেদের বক্তব্য রাখতে পেরে শিক্ষার্থীদের এই চাহিদা চরিতার্থ হয়।

৬. **সৃজনাত্তক কার্যাবলী (Creative activities):** এই শ্রেণীর কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত হলো দেওয়াল ম্যাগাজিন এবং বিদ্যালয়ের পত্রিকা (wall magazine and school magazine)। অনেক শিক্ষার্থী তাদের চিন্তাভাবনা, কল্পনা, সুন্দরভাবে প্রকাশ করার সুযোগ পায় বিদ্যালয়ের পত্রিকার মাধ্যমে। স্কুল ম্যাগাজিন পরিচালনার দায়িত্ব ছাত্রদের হাতে থাকা উচিত। শিক্ষার্থীদের রচনা শক্তির বিকাশ সাধন হয় এই প্রকার কার্যাবলীর মাধ্যমে।

৭. **বিনোদনমূলক কার্যাবলী (Activities having entertainment and recreational value):** শ্রেণীর কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত কাজগুলি হল নাটক, গান, নাচ, বাজনা ইত্যাদি বিনোদনমূলক কাজ, যেগুলি বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা পরিবেশন করতে পারে।

৮. **পৌরশিক্ষণ কার্যাবলী (Civic and economic training activities):** বিদ্যালয় ক্যান্টিন, বিদ্যালয় সমবায় সমিতি, দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য তহবিল (School canteen, School cooperative, poor fund) ইত্যাদি এই শ্রেণীর কার্যাবলীর আওতায় পড়ে। শিক্ষার্থীরা সমবায়ের ভিত্তিতে তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় খাতা, কাগজ, পেন্সিল প্রভৃতি দিয়ে সমবায় বিপনি স্টল

করতে পারে।

৯. **ব্যক্তিগত পছন্দের কার্যাবলী (Activities to satisfy individual needds):** শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরিত করতে পারেন নিজেদের পছন্দের কাজ সম্পাদন করতে যেমন ফটোগ্রাফি, বাগান করা, মাটির ও কাঠের কাজ ইত্যাদি।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর বিভিন্ন প্রকার রয়েছে, তাই শিক্ষকদের দায়িত্ব এই বিভিন্ন প্রকার সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী স্থান, কাল, পাত্র বিবেচনা করে নির্বাচন করবেন। যেকোনো বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষকই সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর সঠিক প্রয়োগ করতে পারবেন। প্রতিটি শ্রেণীর কার্যাবলী কোন না কোন শিক্ষা দর্শন দ্বারা প্রভাবিত যেমন ভাববাদ, প্রকৃতিবাদ, জড়বাদ, প্রয়োগবাদ, মানবতাবাদ ইত্যাদি।

১.৫.২. সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী সংগঠন (Organisation of Coéôécurricular Activities)

পাঠক্রম নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু হয় বিষয়বস্তু নির্বাচন দিয়ে এবং এরপর আসে শিখন অভিজ্ঞতার নির্বাচন। একটি সমষ্টিগত প্রভাব সৃষ্টি করার জন্য বিষয়বস্তু এবং শিখন অভিজ্ঞতাগুলিকে এমনভাবে সংগঠিত এবং সূচিবদ্ধ করা হয় যাতে প্রতিটি উপাদানের অবদানের ফলে পাঠক্রম আরো শক্তিশালী এবং সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। সুতরাং বলা যায় পাঠক্রমিক কার্যাবলীর মতো সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর সংগঠনও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোন কিছু সংগঠন করা অনেকটা রান্নার মত অনেক সময় অতি উত্তম উপকরণ ব্যবহার করেও খুব ভালো পদ তৈরি হয় না। কারণ গুরুত্বপূর্ণ হলো কোন উপাদান কতখানি ব্যবহার করতে হবে, কখন ব্যবহার করতে হবে সেই জ্ঞান থাকা। তাই সেরা বিদ্যালয়, সেরা পাঠক্রম, সেরা শিক্ষক থাকা সত্ত্বেও সংগঠন প্রক্রিয়া যদি সঠিক না হয়, তাহলে শিক্ষা প্রক্রিয়ার বাঞ্ছিত সুফল পাওয়া যায় না। শিক্ষাক্ষেত্রে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী থেকে সর্বোত্তম ফলাফলের জন্য এখানে উল্লেখিত উপাদানগুলি থাকা প্রয়োজন।

১. **সময়সীমা (Time frame):** সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীগুলি এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যাতে বিদ্যালয়ের সময়ের মধ্যেই তা সম্পন্ন করা যায়।

২. **সমান অংশগ্রহণ (Equal participation):** প্রতিটি শিক্ষার্থীকে সমান সুযোগ দিতে হবে যাতে তারা সঠিক কার্যাবলীটি নির্বাচন এবং তাতে অংশগ্রহণ করতে পারে।

৩. **ব্যক্তি বৈষম্য (Individual difference):** প্রতিটি শিক্ষার্থীকে একই প্রকার কার্যাবলী দেওয়া যাবে না কারণ, প্রতিটি শিক্ষার্থী একে অন্যের থেকে স্বতন্ত্র। পর্যাপ্ত প্রকারের এবং সংখ্যায় কার্যাবলীর ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের পছন্দ এবং আগ্রহ অনুসারে বিভিন্ন কার্যাবলীতে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়।

৪. **সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার (Maximum utilization of resources):** সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর দায়িত্বে যিনি থাকবেন তিনি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষকে পরামর্শ দেবেন যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ এবং সম্পদ বরাদ্দ করা হয় সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর জন্য। প্রশাসনিক ভাবে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর দায়িত্বে থাকা শিক্ষককে আর্থিক বাজেট তৈরি

করতে বলতে পারেন, যাতে নানা প্রকারের কার্যাবলীর জন্য পর্যাপ্ত তহবিল বরাদ্দ করা হয়।

৫. **প্রশিক্ষণ এবং সহায়তা (Training and support):** ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নেবেন এবং প্রয়োজনে বিভিন্ন orientation programmeএ যোগ দেবেন। বিভিন্ন নেতৃত্বদানের প্রশিক্ষণের কোর্স সংগঠিত করা প্রয়োজন যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেতৃত্ব দানের ক্ষমতার বিকাশ ঘটে।

৬. **সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ (Adopt safety measures):** যেকোনো প্রকার সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী নিরাপদে অনুষ্ঠিত হবে তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তাই যখনই সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী সম্পাদিত হবে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে সুরক্ষা ব্যবস্থার উপর। সকল শিক্ষক, সহায়ক, কর্মচারী, শিক্ষার্থীকে সহপাঠক্রমিক সংক্রান্ত সুরক্ষা নির্দেশিকা মেনে চলতে হবে।

৭. **অভিভাবকদের অবহিত করা (Notifying parents):** বিশেষত যখন বিদ্যালয় এমন কোন কার্যাবলী সংগঠিত করবে যা শ্রেণিকক্ষের বাইরে অথবা বিদ্যালয়ের বাইরে সংঘটিত হবে সেইসময় অভিভাবকদের কাছ থেকে লিখিত অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন। নির্দিষ্ট কার্যাবলীটির তারিখ, সময়, স্থান, দায়িত্বে থাকা শিক্ষক ইত্যাদি সমস্ত তথ্যই অভিভাবকদের আগে থেকেই জানিয়ে রাখতে হবে। এছাড়াও অভিভাবকদের জানিয়ে রাখতে হবে সারা বছর শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে কোন কোন সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ করছে।

৮. **মূল্যায়ন ব্যবস্থা (Evaluation system):** একটি নির্দিষ্ট মূল্যায়ন ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে সমস্ত প্রকার কার্যাবলীতে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা পরিমাপের ব্যবস্থা থাকে। ভবিষ্যতে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে এই মূল্যায়নের ফল সাহায্য করবে।।

৯. **রিপোর্ট করা এবং রেকর্ড রাখা (Reporting and Record keeping):** প্রতিটি বিদ্যালয়ে বর্ষশেষে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষকে একটি রিপোর্ট জমা দিতে হবে যেখানে শিক্ষার্থীরা কোন কোন কার্যাবলিতে অংশগ্রহণ করেছে, তাদের পারদর্শিতার হার কেমন ছিল, কোন কোন শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মী বিভিন্ন সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছে, শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের তথ্য, সফলতার বিশেষ ক্ষেত্র ইত্যাদির উল্লেখ থাকবে। এই বাৎসরিক রিপোর্টটি সংরক্ষিত থাকবে ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য।

১০. **শিক্ষকের ভূমিকা (Teachers role):** বিভিন্ন সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী সংগঠন এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা হবে সহায়কের (facilitator).

১১. **ব্যয় সাপেক্ষ (Cost effective):** সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যাতে বেশি সংখ্যায় শিক্ষার্থীরা অল্প খরচে অংশগ্রহণ করতে পারে ।

সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর সংগঠনকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে দেখা হয় পাঠক্রম বিকাশের ক্ষেত্রে কারণ টাইলারের (১৯৬৯) মতে নির্দেশ দান প্রক্রিয়া এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে যে শিক্ষামূলক পরিবর্তন আসে তা গভীরভাবে প্রভাবিত হয় এই কার্যাবলী দ্বারা। শিক্ষার্থীদের যদি এই সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী সংগঠিত করার সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে তারা যে কোন প্রোগ্রামের পরিকল্পনা এবং নেতৃত্ব দান করার

সুযোগ পায় এর ফলে তারা নিজেদের ক্ষমতা এবং সম্ভাবনা আবিষ্কার করার সুযোগ পায়।

১.৫.৩. সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর গুরুত্ব (Significance of Coéôécurricular Activities)

শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ। শিশুর মধ্যে যে অনন্ত সম্ভাবনা সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে, সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর মধ্যে দিয়ে সেসব সম্ভাবনার বিকাশ ঘটে। কতকগুলি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য মাথায় রেখে এইসব কার্যাবলী পরিচালনা করা হয়, সেগুলি হল -

১. দৈহিক বিকাশ

২. মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশ

৩. সুপ্ত সম্ভাবনার বিকাশ

৪. আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করা

৫. সামাজিকীকরণ

৬. গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থার বৈচিত্র্য আনায়ন

৭. সামাজিক গুণাবলীর বিকাশ

৮. শৃঙ্খলা স্থাপন

৯. দলগত মনোভাব গঠন

১০. বৃত্তিমূলক ধারণা গঠন

১১. অবসর যাপনের শিক্ষা

১২. শিক্ষণ সহায়ক

১৩. শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক

১৪. সেবামূলক মনোভাব গঠন

উপরে উল্লেখিত গুরুত্বগুলির বিস্তারিত আলোচনা এখানে করা হলো।

১. **দৈহিক বিকাশ (Physical development):** নিয়মিত ব্যায়াম ও অঙ্গ সঞ্চালনের ফলে দেহের বিকাশ সাধিত হয়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সক্রিয়তা ও তৎপরতা বৃদ্ধি পায় এবং সাধারণ স্বাস্থ্য ভালো থাকে।। শারীর শিক্ষার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক যে তিন ধরনের কার্যাবলীর মাধ্যমে শিক্ষাদান করতে পারেন তা হল ব্যায়াম, খেলাধুলা এবং দেহ সঞ্চালন মূলক কার্যাবলী (exercise– games and sports)।

২. **মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশ (Development of mental health):** সুস্থ শরীরে সুস্থ মনের বাস সুতরাং সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী দ্বারা শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশ সম্ভবপর হয়। খেলাধুলা, বিদ্যালয় ম্যাগাজিনের লেখা, বাগান করা ইত্যাদি কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের ফলে শিক্ষার্থী চাহিদা পূরণ হয় এবং তারা সুস্থ মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়।

৩. **সুপ্ত সম্ভাবনার বিকাশ (Development of inherent potentials):** শিশুর অন্তর্নিহিত সকল সুপ্ত সম্ভাবনাগুলির বিকাশ সাধন শিক্ষার একটি অন্যতম লক্ষ্য। সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর কাজ হল এই লক্ষ্যে পৌঁছতে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করা।। আদর্শ শিক্ষকের কাজ হল এই সমস্ত সুপ্ত সম্ভাবনা সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে সচেতন করা এবং এইগুলি বিকশিত করার জন্য সঠিক সুযোগ দান (identification and development of their inherent potentialities)।

৪. **আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করা (Developing selféôéconfidence):** শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস জাগানো এবং আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলাই শিক্ষার দায়িত্ব। এইক্ষেত্রে শিক্ষকদের কর্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রতিটি মানুষেরই কিছু গুণ এবং কিছু দোষ থাকে। আদর্শ শিক্ষকের উচিতসহ পাঠক্রমিক কার্যাবলীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করা যাতে সে তার দোষগুলিকে অতিক্রম করে গুণগুলির বিকাশ সাধন করতে সক্ষম হয়। যে বিশেষ কাজে শিক্ষার্থী পারদর্শী সেগুলিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠবে শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস।

৫. **সামাজিকীকরণ (Socialization):** বিদ্যালয় সমাজের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ (school is a miniature society) সুতরাং বিদ্যালয়ের দায়িত্ব শিক্ষার্থীকে সামাজিক করে গড়ে তোলা। সমাজ জীবনের প্রচলিত ধারার সঙ্গে শিক্ষার্থীকে পরিচিত করানোর দায়িত্ব বিদ্যালয়ের। তাহলেই ভবিষ্যৎ জীবনে শিক্ষার্থী সুষ্ঠু অভিযোজন (adjustment) করতে সমর্থ হবে। সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে শিক্ষার্থী সচেতন হয় যৌথ কার্যাবলীর (group activities) মাধ্যমে।

৬. **গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈচিত্র্য আনয়ন (Novelty and variety in regular schooling):** গতানুগতিক প্রথাগত শিক্ষা পদ্ধতি শিক্ষাকে করে তোলে একঘেয়ে (monotonous)। সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী শিক্ষায় আনে বৈচিত্র্য সুতরাং বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাকে আগ্রহভিত্তিক করে তুলতে শিক্ষকের উচিত প্রয়োজন মত সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর প্রয়োগ।

৭. **সামাজিক গুণাবলীর বিকাশ (Development of social qualities):** সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা একসঙ্গে সংঘবদ্ধ ভাবে কাজ করার সুযোগ পায়, এর ফলে তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে সহযোগিতা, সহমর্মিতা এবং সমব্যথিতার মনোভাব। এই সামাজিক গুনগুলি ভবিষ্যৎ জীবন যাপনে সাহায্য করে শিক্ষার্থীকে।

৮. **শৃঙ্খলা স্থাপন (Discipline):** বর্তমান শিক্ষাবিদরা কঠোর শৃঙ্খলার পরিবর্তে যে শৃঙ্খলার কথা বলেছেন তা হল স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলা বা মুক্ত শৃঙ্খলা (free discipline)। বিভিন্ন খেলায় বিতর্ক সভায় ইত্যাদিতে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়। এর ফলে শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য স্থায়িত্ব লাভ করে এবং শ্রেণীকক্ষেও শৃঙ্খলা বজায় রাখা সহজতর হয়ে ওঠে।

৯. **দলগত মনোভাব গঠন (Developing group feeling):** দলগতভাবে কাজ করার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিদ্যালয়ের প্রতি এবং নিজের দলের প্রতি সেন্টিমেন্ট গড়ে ওঠে। সেইজন্য শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের বা দলের সম্মানের কথা চিন্তা করে বেশি সক্রিয়ভাবে কাজে যোগদান করে।

১০. **বৃত্তিমূলক ধারণা গঠন (Development of vocational interests):** পুঁথিগত শিক্ষার সংকীর্ণতা

থেকে সহ পাঠক্রমিক কার্যাবলী শিক্ষাকে একটি বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করেছে। বাগান করা থেকে বিদ্যালয়ের ম্যাগাজিনে লেখা যেকোনো কাজকেই শিক্ষার্থী তার আগ্রহের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ জীবনে বৃত্তির জন্য নির্বাচন করতে পারে।

১১. **অবসর যাপনের শিক্ষা (Education for leisure):** আধুনিক যুগে শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল অবসর যাপনের জন্য প্রস্তুতি। শিক্ষালয় সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী অন্তর্ভুক্ত করলে শিক্ষার্থী ভবিষ্যৎ কর্মময় জীবনেও সুষ্ঠু অবসর যাপনে সক্ষম হবে বিভিন্ন ধরনের কাজের মাধ্যমে, যা তারা বিদ্যালয় জীবনেই আয়ত্ত করেছিল।

12. **শিক্ষণ -শিখন সহায়ক (Aids to teaching-learning):** বিভিন্ন প্রকার সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীতে অংশগ্রহণের ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শ্রেণীকক্ষে পঠন পাঠনে আগ্রহের সঞ্চার ঘটে, এর ফলে ধারাবাহিকভাবে লেখাপড়ার একঘেয়েমি কেটে যায়। যা বিদ্যালয়ে শিক্ষণ শিখন প্রক্রিয়াকে সার্থক করে তোলে।

১৩. **শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক (Teacher pupil relationship):** শিক্ষকের নির্দেশে শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে কাজ করে। এইভাবে শ্রেণীকক্ষের বাইরেও শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে একটি মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বর্তমানে শিক্ষক শুধু গুরু নয় একইসঙ্গে তিনি বন্ধু, দার্শনিক এবং নির্দেশক (friend, philosopher, guide)।

১৪. **সেবামূলক মনোভাব গঠন (Service minded):** সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর মধ্যে নানা রকম কাজ অন্তর্ভুক্ত থাকে। এই বিভিন্ন রকম কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সেবামূলক মনোভাবের বিকাশ হয়।

বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন কমিটিতে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীকে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। সুতরাং এই আলোচনা থেকে বলা যায় যে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী শিক্ষার লক্ষ্য পূরণে সহায়তা করে এবং শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে করে তোলে বিজ্ঞান ভিত্তিক। শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য সহ পাঠক্রমিক কার্যাবলীর গুরুত্ব এক কথায় অনস্বীকার্য।

- **সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীতে শিক্ষকের ভূমিকা (Role of teachers in co curricular activities):**

সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর একটি প্রথম এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো শিক্ষার্থীর পূর্ণ স্বাধীনতা এবং স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ। তাই এইক্ষেত্রে শিক্ষকের খুব বেশি কিছু করণীয় থাকে না। শিক্ষক এক্ষেত্রে শুধু ছত্র বা নির্দেশকের কাজ করেন। তিনি হলেন তত্ত্বাবধায়ক, পরিচালক বন্ধু ভাবাপণ্য উপদেষ্টা। তাহলেও সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীতে শিক্ষকের ভূমিকার ব্যবহারিক রূপ সঠিকভাবে কেমন হবে তা আলোচনা করার প্রয়োজন আছে।

১. **শিক্ষকের সূক্ষ্ম সক্রিয় ভূমিকা (Teachers subtle and active role):** সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর প্রবর্তনে শিক্ষকের ভূমিকা সীমিত কিন্তু সক্রিয় এবং সূক্ষ্ম (subtle)। শিক্ষকের সচেতন দৃষ্টি না থাকলে সহপাঠক্রমের প্রতিটা কাজ বিদ্যালয়ে প্রবর্তন করা এবং তাদের সার্থক ব্যবহার সম্ভব

নয়। এই ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করা, সুপরামর্শ দেওয়া এবং সুপরিচালনার ভার সবই শিক্ষকের। গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শিক্ষার্থীদের একজন হিসেবে তাঁকে সার্থক কর্মসূচি সম্পাদনের দায়িত্ব পালন করতে হয়। শিক্ষকই হলেন সক্রিয় উদ্বোধক এবং শিক্ষার্থীদের যাবতীয় প্রেরণার উৎস। উপদেষ্টা যদি নিজে নিষ্ক্রিয় হয় তাহলে তার জাগানো প্রেরণাও হবে ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু শিক্ষক যদি নিজের সক্রিয় হন তাহলে শিক্ষার্থীর মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী প্রেরণা, উৎসাহ, উদ্দীপনা সঞ্চার করতে পারবেন। তবে সব কার্যাবলী সবার পক্ষে কার্যকরী করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে শিক্ষককে একটি নীতি অনুসরণ করতে হবে আর তা হল 'আপনি আচরি ধর্ম পরকে শেখাও'। পাঠ্যসূচির মধ্যে এমন কার্যাবলী অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যেগুলিতে শিক্ষক নিজেও অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হবেন।

২. **কর্মসূচি বাস্তবায়নের সম্ভাব্য সমস্যা ও সমাধান বিবেচনা করতে হবে (The probable problems and their respective solutions should be found before hand):** ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক কোন নির্দিষ্ট কাজ বাস্তবে প্রয়োগের আগে সেই কাজের শিক্ষামূলক দিক, স্বরূপ এবং প্রকৃতি, সম্ভাব্য সমস্যা এবং সমাধান বিবেচনা করবেন। সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর পরিকল্পনা প্রবর্তনে সব রকম সহায়তা তিনি শিক্ষার্থীকে করবেন। নির্দিষ্ট কোন কাজে শিক্ষার্থীরা সক্রিয় হয়ে উঠলেই তিনি ধীরে ধীরে নিজের সক্রিয়তা বর্জন করে শুধুমাত্র পরিচালনার জন্য প্রস্তুত থাকবেন। তার কারণ সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী সার্থক করতে হলে শিক্ষার্থীদের উদ্যোগ, আন্তরিকতা এবং আগ্রহের সুযোগ সৃষ্টি করাই প্রধান উদ্দেশ্য। শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্ম-সক্রিয়তা (self-activity) গড়ে তুলতে হবে এবং শিক্ষককে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী প্রবর্তনের পর হয়ে যেতে হবে নিষ্ক্রিয়। কারণ শিক্ষক সক্রিয় থাকলে শিক্ষার্থীরা কখনোই স্বতঃস্ফূর্তভাবে (spontaneous) কাজে অংশগ্রহণ করতে পারবে না এবং তাদের আগ্রহ স্তিমিত হয়ে যাবে।

৩. **শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের স্বীকৃতি (Recognition of students ability):** গণতান্ত্রিক মনোভাব, নিরপেক্ষতা এবং কৃতিত্বের স্বীকৃতি প্রদান হলো নেতৃত্ব দানের বড় কথা। অনেক সময় শিক্ষকেরা প্রবল উদ্দীপনায় শিক্ষার্থীদের কর্মের ভুল ভ্রান্তির জন্য কঠোর সমালোচনা করেন, কিন্তু কোন কাজের কৃতিত্বের স্বীকৃতি প্রদানে বিরত থাকেন। মনোবিজ্ঞানিকদের মতে শিশু মনে নিন্দা এবং প্রশংসার প্রতিক্রিয়া সুদূর প্রসারী। তাই শিক্ষার্থীদের কার্যাবলীকে নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়ন করতে হবে এবং গভীর সহানুভূতি ও বিচক্ষণতার সাথে শিক্ষার্থীদের কর্মের বিচার করতে হবে। শিক্ষার্থীদের ত্রুটি ধরা যেমন প্রয়োজন ঠিক তেমনি কোন কাজে সফল হলে তার স্বীকৃতি দেওয়া এবং প্রশংসা করাও দরকার।

৪. **শিশুর ব্যক্তিত্বের সঠিক বিকাশ লাভে গুরুত্ব দেওয়া (To emphasize on all round development of personality):** সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর একটি প্রধান উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ। তাই শিক্ষকের কর্তব্য হলো সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী ওপর নিয়ম কানুনের বেশি গুরুত্ব না দিয়ে বরং লক্ষ্য রাখা উচিত শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য কতটুকু সফল হলো এবং শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা কতটুকু বিকাশ লাভ করল।

১.৬. সারাংশ ((ভ্জ্ব্বথন)

পাঠক্রমে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী তত্ত্বগতভাবে মর্যাদা পেলেও বিদ্যালয়ে এই কার্যাবলী এখনো ব্যবহারিক মর্যাদা পায়নি। তবে আধুনিক প্রগতিশীল বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের একটি অন্যতম শর্ত হলো সহ পাঠ্যসূচির কোন না কোন বিষয়ে প্রার্থীর যোগ্যতা বিচার। তাই যারা পেশাগতভাবে শিক্ষকতা বেছে নিয়েছেন বা নিতে চলেছেন তাদের সহপাঠক্রমের বিষয়গুলিতে দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজন রয়েছে। মুদালিয়ার কমিশন এবং কোঠারি কমিশনে বিশেষভাবে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

১.৭. আত্ম মূল্যায়নকারী প্রশ্নাবলী (self assessment questions)

১. শিক্ষার মূল উপাদানগুলি কি কি?

২. পাঠক্রমের বুৎপত্তিগত অর্থ কি?

৩. পাঠক্রমের সংজ্ঞা দাও।

৪. শিশুর চাহিদাকে কেন পাঠক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক বলে মনে করা হয়? কারণ লেখ।

৫. 'পাঠক্রম একটি গতিশীল প্রক্রিয়া'এই সম্পর্কে তোমার মতামত কি ?তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

৬. পাঠক্রম এবং পাঠ্যসূচির মধ্যে মিলগুলি উল্লেখ করো।

৭. ভারতীয় প্রেক্ষাপটে লুক্কায়িত পাঠক্রমের ধারণাটি বিচার করো।

৮. লিখিত পাঠক্রমের ওপর সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

৯. সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী সংজ্ঞা দাও।

১০. সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর উদ্দেশ্যগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ কর।

১১. সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী সম্পাদনে শিক্ষকের ভূমিকা লেখ।

১২. পাঠক্রমের প্রকৃতিটি বর্ণনা কর।

১৩. পাঠক্রমের নির্ধারকগুলির উপরে একটি সংক্ষিপ্ত রচনা লেখ।

১৪. পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির তুলনা কর।

১৫. পাঠক্রমের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গুলি আলোচনা করো।

১৬. বিভিন্ন প্রকার পাঠক্রমের বর্ণনা দাও। তোমার মতে শিক্ষার্থীদের জন্যে কোনটি সবচেয়ে উপযুক্ত?

১৭. সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী সংগঠনের নীতিগুলি উল্লেখ কর।

১৮. শিক্ষাক্ষেত্রে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা কর।

১.৮. গ্রন্থপুঞ্জী (References)

Aggarwal– J.C.– S1990V. Curriculum Reforms in India. Doaba House– Delhi.
Bilbao– P. P.– Lucido– P. I.– Iringan– T. C.– & Javier– R. B. S2008V. Curriculum development. Philippines- Lorimar Publishing– Inc.
Bloom– Benjamin S. S1956V. Taxonomy of educational objectives— the classification of educational goals. New York- Longmans– Green.
Bobbitt– F. S1918V. The curriculum. Boston- Houghton Mifflin
Caswell– H. L.– & Campbell– D. S. S1935V. Curriculum development. New York- American Book.
Cortes– C.E. S1981V The societal curriculum- Implications for multiethnic educations. In Banks– J.ASed.V Educations in the 806s- Multiethnic education. National Education Association.
Crow and Crow S1897V. Human Development and learning New York– American Book Co.
Cunningham– P.– & Allington– R. S1994V. Classrooms that work. New York- HarperCollins College.
Dewey– J. S1916V. Democracy and education- An introduction to the philosophy of education. New York- MacMillan.
Eisner– E.W. S1994V The educational imagination- On design and evaluation of school programs. S3rd.edV New York- Macmillan.
Froebel– F. S1861V The Pedagogics of the Kindergarten SEd. W. Lange in 2001V. New York- D. Appleton.
Froebel– F. S1887V The Education of Man Strans. W. Hailmann V. New York- D. Appleton.
Glatthorn– A. A.– & Jailall– J. M. S2009V. The principal as curriculum leader- Shaping what is taught and tested. Thousand Oaks– CA- Corwin Press.
G Terry Page— J B Thomas— A R Marshall S1977V. International Dictionary of Education S1977V. Kogan page– New York- Nichols Pub. Co.
Howell– K. W.– & Evans– D. G. S1995V. "Must instructionally useful performance assessment be based in the curriculumÚ"- Comment. Exceptional Children– 61S4V– 394–396.
Ivowi– U.M.O. S2009V. Definition or meaning of curriculum San I operationalV definition suited for Nigeria. In Ivowi– U.M.O.– Nwufo– Kate– Nwagbara.

Kelly– A. V. S1999V. The curriculum- Theory and practice S4thed.V. London- Paul Chapman Publishing Ltd.

McBrien– J. L.– & Brandt– R. SEds.V. S1997V. The language of learning- A guide to educational terms. Alexandria– VA- ASCD.
Mrunalini– T. Curriculum Development– New Delhi– Neel kamal Publications Pvt Ltd.– 2017 New Delhi
Offorma– G.C. SedV S2002V. SRevisedV. Curriculum theory and planning. Enugu- Donze Press.
Olivia– P. F. S1997V. Developing the curriculum S4th Ed.V. New York– NY- Longman.
Offorma– G.C. SedV S2002V. SRevisedV. Curriculum theory and planning. Enugu- Donze Press.
Ragan– W. B. S1960V. Modern elementary curriculum SRev. ed.V. New York- Henry Holt.
Report of the Secondary Education Commission S1952éôé1953V– Ministry of education– Govt. of India– New Delhi- India.
T. P. Nunn S1923V. The Contact Between Minds- A Metaphysical HypothesisC. Delisle Burns. éôé International Journal of Ethics 34 S1V-88éôé89.
Tanner– D.– & Tanner– L. S1995V. Curriculum development- Theory and practice S3rd ed.V. New York- Merrill.
Tyler– R. W. S1957V. The curriculum then and now. In Proceedings of the 1956 Invitational Conference on Testing Problems. Princeton– NJ- Educational Testing Service.
Tyler– RW. S1971V. Basic principle of curriculum and instruction. Chicago- The University of Chicago Press.
UNESCO publication entitled Preparing Text Book Manuscripts S1970V
Wheeler– D.K. S1978V. Curriculum process. London- Hodder &Stoughton.

UNIT 2 ❑ Curriculum as a Process

Structure

২.১. উদ্দেশ্য **(Objectives)**

২.২. ভূমিকা **(Introduction)**

২.৩. পাঠক্রমের ভিত্তি দার্শনিক, সামাজিক এবং মনোবিজ্ঞানীক **(Bases of Curriculum - Philosophical, Sociological, Psychological)**

২.৩.১. দার্শনিক ভিত্তি **(Philosophical BaseV**

২.৩.২. সামাজিক ভিত্তি **(Sociological Base)**

২.৩.৩. মনোবিজ্ঞানিক ভিত্তি **(Psychological Base)**

২.৪. পাঠক্রমের প্রধান দৃষ্টিভঙ্গি: বিষয়কেন্দ্রিক, ব্রড ফিল্ড দৃষ্টিভঙ্গি, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি **(Major approaches to curriculum, Subject centred, Broad fields approach, Humanistic approach)**

২.৪.১ বিষয় কেন্দ্রিক ডিজাইন **(Subject centred designs)**

২.৪.২ শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক ডিজাইন **(Learner centred designs)**

২.৪.৩ সমস্যা কেন্দ্রিক ডিজাইন **(Problem centred designs)**

২.৫ পাঠক্রমের বিকাশ প্রক্রিয়া **(Process of Curriculum development)**

২.৫.১ শিক্ষামূলক চাহিদার মূল্যায়ন **(Assessment of educational needs)**

২.৫.২ শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য নির্ধারণ **(Formulation of Educational objectives)**

২.৫.৩ বিষয়বস্তু নির্বাচন এবং সংগঠন **(Selection and organisation of content)**

২.৫.৪. এখন অভিজ্ঞতা নির্বাচন এবং সংগঠন **(Selection and organisation of learning experiences)**

২.৫.৫. পাঠক্রমের মূল্যায়ন **(Evaluation of the curriculum)**

২.৬. সারাংশ **(Summary)**

২.৭. আত্ম মূল্যায়নমূলক প্রশ্নাবলী **(Self-Assessment Questions)**

২.৮. গ্রন্থপঞ্জি **(References)**

২.১. Objectives

এই উপএককটির অধ্যয়নের পর শিক্ষার্থীরা

- পাঠক্রমের বিভিন্ন ধারণা বুঝতে পারবে
- শিক্ষার সঙ্গে দার্শনিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিগুলির সম্পর্ক চিহ্নিত করতে পারবে।
- পাঠক্রমের ডিজাইন তৈরি করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে
- পাঠক্রম নির্মাণের জন্য বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ করতে পারবে
- পাঠক্রম নির্মাণে বিষয়কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিটি বর্ণনা করতে পারবে
- পাঠক্রম নির্মাণে ব্রডফিল্ড দৃষ্টিভঙ্গিটির সংজ্ঞা দিতে পারবে
- পাঠক্রমের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিটির সংজ্ঞা দিতে পারবে
- শিক্ষামূলক চাহিদার মূল্যায়নের গুরুত্ব বুঝতে পারবে
- বিষয় নির্বাচনের বিভিন্ন উৎস গুলি সম্পর্কে ধারণা গঠন করতে পারবে।
- বিভিন্ন শিখন অভিজ্ঞতা নির্বাচন ও সংগঠনের প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করতে পারবে
- পাঠক্রম মূল্যায়নের প্রক্রিয়াটি আলোচনা করতে পারবে

২.২. ভূমিকা (Introduction)

প্রথম এককে পাঠক্রমের প্রকৃতি এবং পরিধি তোমরা পড়েছ। তোমরা পাঠক্রমের উপাদান এবং বিভিন্ন নির্ধারকের কথাও জেনেছো। পাঠক্রম এবং সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী প্রথম এককের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। দ্বিতীয় এককে আমরা তিনটে ভিন্ন পাঠক্রম বিকাশের ভিত্তি সম্পর্কে জানব। এই ভিত্তিগুলি হল শিক্ষার দার্শনিক, সামাজিক এবং মনোবিজ্ঞানিক ভিত্তি। পাঠক্রম বিকাশের দৃষ্টিভঙ্গিগুলির মধ্যে মূলত বিষয়কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, ব্রডফিল্ড দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করা হবে। এই এককে পাঠক্রম বিকাশের আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হবে যেমন - শিক্ষার চাহিদা, শিক্ষার উদ্দেশ্য, বিষয় নির্বাচন এবং সংগঠন; এছাড়াও শিখন অভিজ্ঞতা এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়াও আলোচনা করা হয়েছে এই অংশে। প্রতিটি উপএকক যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং আগ্রহ ব্যঞ্জক, যা শিক্ষার্থীদের পাঠক্রম বিকাশের মূল ভিত্তি সম্পর্কে জ্ঞান লাভে সহায়তা করবে ।

২.৩. পাঠক্রমের ভিত্তি দার্শনিক, সামাজিক এবং মনোবিজ্ঞানিক (Bases of Curriculum, philosophical, sociological and psychological)

পাঠক্রমের ভিত্তি বলতে বোঝায় সেই সমস্ত সূত্র যা পাঠক্রম নির্মাতাদের প্রভাবিত করে। পাঠক্রমের এই ভিত্তিগুলি বিষয়টি সম্পর্কে একটি বাহ্যিক সীমারেখা তৈরি করে। এই ভিত্তিগুলি নির্ধারণ করে সেই সমস্ত তথ্যের উৎস যা থেকে পাঠক্রমের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য তত্ত্ব, নীতি এবং ধারণার উদ্ভব ঘটে।

এই প্রকারের পাঠক্রমের ভিত্তিগুলি, পাঠক্রমের বিষয় এবং কাঠামোকে প্রভাবিত করে যা একটি দেশের সংস্কৃতিতে প্রতিফলিত হয়। যে কোন একটি সমাজের প্রত্যাশা যে শিক্ষার্থীরা তাদের সমাজের অভ্যাস, ধারণা, মনোভাব, দক্ষতা এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে জানবে এবং শিখবে। এই দক্ষতাগুলি সঠিকভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো বিদ্যালয়। শিক্ষক এবং বিদ্যালয়ের দায়িত্ব হল পাঠক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এই অভিজ্ঞতাগুলির সঙ্গে পরিচিত করে তোলা। সমাজের চাহিদা, জ্ঞান এবং তথ্যাবলী থেকেই পাঠক্রমের ভিত্তি সৃষ্টি হয়।

পাঠক্রম পরিকল্পনাকারী এবং নির্মাণকারীদের উদ্দেশ্য হলো গতানুগতিক নিয়ম, দর্শন, নীতি, জ্ঞান এবং মনোভাব, শিক্ষার এবং পাঠক্রমের উদ্দেশ্যের মধ্যে দিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। যার প্রতিফলন ঘটে পাঠক্রমের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে যেমন বিষয়বস্তু, শিখন প্রক্রিয়া এবং মূল্যায়নে। সুতরাং বলা যায় পাঠক্রমের ভিত্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মূলত যে ভিত্তিগুলি পাঠক্রমের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেগুলি হল দার্শনিক, সমাজতাত্ত্বিক এবং মনোবিজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি।

২.৩.১. পাঠক্রমের দার্শনিক ভিত্তি (Philosophical Base of Curriculum)

দর্শন বলতে বোঝায় জ্ঞানের জন্য ভালোবাসা। (Love of wisdom), দর্শনের আরেকটি অর্থ হলো সত্যের সন্ধান (search for truth)। এই পৃথিবীতে জীবনের সঠিক ধারণা এবং বাস্তবতা বুঝতে সাহায্য করে দর্শন এবং পাঠক্রম হলো সেই দর্শনেরই গতিশীল দিক।

জ্ঞানের ভিত্তি হলো দর্শন এবং এটি শিক্ষার তাত্ত্বিক ভিত্তিও বটে। দর্শনকে অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের জন্মদাত্রী মনে করা হয় কারণ এই স্থান থেকেই জ্ঞানের খোঁজ শুরু হয়। শিক্ষা হল দর্শনের ব্যবহারিক রূপ এবং পাঠক্রম হলো সেই উপাদান যা শিক্ষার লক্ষ্য পূরণে সহায়তা করে।

দর্শন হল একটি বাস্তব সম্পর্কিত নিয়মমাফিক, কঠিন এবং নৈব্যক্তিক পঠনপাঠন প্রক্রিয়া। শিক্ষার বিভিন্ন তত্ত্বের উদ্ভব দর্শন থেকে এবং পাঠক্রম এই জ্ঞানকে বাস্তব এবং ব্যবহারিক পর্যায়ে নিয়ে আসে।

পাঠক্রম বলতে বোঝায় এমন কিছু কাজ এবং অভিজ্ঞতার ধারা যার মাধ্যমে শিশুর পরিণমন ঘটে। কিছু নির্বাচিত কার্যাবলীর সমন্বিত রূপ হল পাঠক্রম যা সমাজে স্বার্থক জীবনযাপনে সহায়তা করে। পাঠক্রমে সেই সমস্ত কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত থাকে যা একটি ব্যক্তিকে সামাজিক এবং দায়িত্বশীল প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। কোন্ কোন্ গুণাবলী সমাজের প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মধ্যে থাকা প্রয়োজন সেই সম্পর্কে পাঠক্রম নির্মাণকারীরা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। কোন্ কোন্ গুণাবলী সমাজবাঞ্ছিত তা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে সহায়তা করে দর্শন, তাই দর্শন এবং পাঠক্রমের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। মানবজাতির জন্য কি প্রয়োজন তা দর্শন আবিষ্কার এবং নির্ধারণ করে। এই নির্বাচিত গুণাবলী শিক্ষার সমস্ত লক্ষ্যগুলিতে প্রতিফলিত হয়।

পাঠক্রমের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো একটি নির্দিষ্ট শিক্ষা কোর্সের, নীতি, মান, জ্ঞান, দক্ষতা এবং মূল্যবোধ চিন্হিত করা এবং সেই সম্পর্কে অবহিত করা। সুতরাং বলা যায় দর্শনের মতো পাঠক্রমও একটি আদর্শ এবং এটির কোন বাস্তব বা concrete রূপ নেই।

পাঠক্রমের ধারণাটি যথেষ্ট জটিল যার নিজস্ব নীতি এবং তত্ত্ব রয়েছে। নির্দিষ্ট কিছু জ্ঞান এবং

দক্ষতার ভিত্তিতে পাঠক্রম গঠিত, যা নির্ভর করে দর্শন, মনোবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞান থেকে আহরণ করা উপাদান সমূহের উপর। তবে পাঠক্রম উন্নয়ন এবং বিকাশে সবচেয়ে বড় প্রভাব রয়েছে দর্শনের কারণ পাঠক্রম পরিকল্পনাকারী, শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষকেরা দর্শন থেকেই পাঠক্রম পরিকল্পনা, প্রয়োগ এবং মূল্যায়নের কাঠামো (framework for planning, implementation and evaluation of Curriculum) পেয়ে থাকেন।

- **শিক্ষা বিষয়ে সমস্ত সিদ্ধান্তগ্রহণ শুরু হয় দর্শন থেকে।**

একজন পাঠক্রম পরিকল্পনাকারী, বাস্তবায়নকারী এবং মূল্যায়নকারীর জীবনের অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পটভূমি এবং শিক্ষা ইত্যাদি প্রতিফলিত হয় তার দর্শনে। পাঠক্রমের দার্শনিক ভিত্তির উদ্দেশ্য হল ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ, যা কিনা জাতির দর্শনের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। মানুষের আদর্শ আশা-আকাঙ্ক্ষারও প্রতিফলন ঘটে এই ভিত্তিতে। এটি তরুণ প্রজন্মের মধ্যে জীবনের কাঙ্খিত আদর্শগুলি গড়ে তোলে এবং তাদের মধ্যে যথার্থ জীবন দর্শনেরও বিকাশ ঘটায়। এই ভিত্তি ব্যক্তির নিজস্ব আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ। তাই বলা যায় শিক্ষার্থীদের কাঙ্খিত সংস্কৃতিক মূল্যবোধ, মেধা, সামাজিক নিয়মকানুন এবং নৈতিক শিক্ষার ধারণা দেয় এই ভিত্তি। ব্যক্তির এবং জাতীয় চরিত্র গঠনে সহায়তা করে দার্শনিক ভিত্তি।

পাঠক্রমের বিভিন্ন দার্শনিক ভিত্তি পাঠক্রমের বিভিন্ন উপাদানের উপর গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। যেমন প্রকৃতিবাদীরা শিখন অভিজ্ঞতা নির্বাচনের জন্য শিক্ষার্থীর বর্তমান চাহিদা, আগ্রহ এবং কার্যাবলীর ওপর গুরুত্ব দেয়। প্রয়োগবাদীরা প্রয়োজন কেন্দ্রীকতা এবং ব্যবহারিকতার (needs centeredness and utilitarianism) উপর বেশি গুরুত্ব প্রদান করে। প্রকল্প ভিত্তিক এবং মৌলিক পাঠক্রমের মূল কেন্দ্রবিন্দু হল সক্রিয়তা (activity)। আবার আদর্শবাদী পাঠক্রম গুরুত্ব দেয় সমগ্র মানবজাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং সভ্যতার ওপর।

- **বিভিন্ন দর্শন এবং পাঠক্রম (Major philosophies and curriculum)**

বিভিন্ন প্রকারের দর্শন পাঠক্রমকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। আদর্শবাদ, বস্তুবাদ, প্রকৃতিবাদ, অস্তিত্ববাদ, প্রয়োগবাদ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন দর্শন দ্বারা শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারিত হয়।

আদর্শবাদ এবং পাঠক্রম (Idealism and Curriculum)

আদর্শবাদী চিন্তাধারা হলো সবচেয়ে প্রাচীন এবং যা প্লেটোর দার্শনিক ধারণা থেকে উদ্ভুত। এটি ব্যক্তির মানসিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক প্রকৃতির ওপর গুরুত্ব প্রদান করে। আদর্শবাদীদের মতে ব্যক্তির আধ্যাত্মিক, মানসিক এবং নৈতিক বিকাশের ওপর জোর দেওয়া প্রয়োজন। আদর্শবাদীরা আরো বলেন ব্যক্তির অভিজ্ঞতার চূড়ান্ত বাস্তবতা হলো সে নিজে অর্থাৎ self। আদর্শবাদে বলা হয়েছে সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কে একজন ব্যক্তি তখনই অবহিত হবে, যখন সে বুঝবে যে সে নিজে সমাজেরই একটি অংশ। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, ধর্ম, গণিত এবং কলা ইত্যাদি বিষয়গুলি আদর্শবাদী পাঠক্রমে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

● **বাস্তববাদ এবং পাঠক্রম (Realism and Curriculum):**

লক এবং জন এমস কমেনিয়াসের মত বাস্তববাদী দার্শনিকেরা মনে করেন শিক্ষা প্রক্রিয়া দ্বারা যুক্তিশক্তির সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটে যার ফলে সার্থক জীবন এবং শিক্ষা পাওয়া যায়, তাই পাঠক্রমে মৌলিক জ্ঞান এবং ব্যবহারিক জ্ঞানের উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন তথ্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন এবং সেই জ্ঞানের শ্রেণীকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এই দর্শনে। পাঠক্রম এমন হবে যাতে ব্যক্তি নিজের প্রাকৃতিক ক্ষমতাগুলি বিকাশের জন্য প্রশিক্ষণ পায়। আদর্শবাদী পাঠক্রমে পড়া, লেখা, আঁকা, ভুগোল, জ্যোতির্বিজ্ঞান গণিত. ইতিহাস, নীতি এবং আইন (reading, writing, drawing, geography, astronomy, arithmetic, history, ethics and law) অন্তর্ভুক্ত।

● **প্রকৃতিবাদ এবং পাঠক্রম (Naturalism and Curriculum)**

প্রকৃতিবাদীরা বিশ্বাস করেন সত্য আবিষ্কার করা যায় কেবলমাত্র প্রকৃতির মাধ্যমে। ডেমোক্রিটাস, এপিকুরুস, হবস, স্পেন্সার, রুশো ইত্যাদির মত প্রকৃতিবাদীরা বিশ্বাস করেন প্রকৃতির নীতি অনুযায়ী মানুষের বিকাশ ঘটে। তাদের মতে শিক্ষা শুধুমাত্র বিভিন্ন ধরনের বিকাশের জন্য পরিকল্পিত হওয়া উচিত নয় বরং শিক্ষা হবে ব্যবহারিক জীবনের জন্য প্রস্তুতি। প্রকৃতিবাদী পাঠক্রম এমনভাবে প্রস্তুত করা উচিত যাতে শিশু একদম প্রথমেই সরাসরি পরিবেশের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করতে সমর্থ হয়। প্রভৃতিবাদীদের মধ্যে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জন করা জ্ঞান, সবসময়ই গতানুগতিক উৎস থেকে সরবরাহিত জ্ঞানের চাইতে উত্তম।

● **অস্তিত্ববাদ এবং পাঠক্রম (Existentialism and Curriculum):**

এই দর্শনে ব্যক্তির অস্তিত্ব, কোন কিছু নির্বাচনের স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ অত্যন্ত জরুরী। যে কোন বিষয় কতটা ভালো, সত্য এবং বাস্তব সেটি নির্ভর করে ব্যক্তির নিজস্ব ধারণার উপর, সারা বিশ্বে ব্যক্তি বিশেষে এই ধারণাগুলি বদলাতে থাকে। সোরেন কিয়ার্কেগার্ড (Soren Kierkeguard) অস্তিত্ববাদের জনক হিসেবে পরিচিত। অস্তিত্ববাদের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হলো ব্যক্তিকে তাৎপর্যপূর্ণ এবং অর্থপূর্ণ অস্তিত্বের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া। যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কোন সার্বজনীন নির্দেশিকা নেই, তাই শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করা হয় যাতে সে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে এবং নিজের অস্তিত্বকে গ্রহনীয় করে তুলতে পারে। এই শ্রেণীর দর্শন বিষয়কেন্দ্রিক পাঠক্রমে বিশ্বাসী; তাই যেই বিষয়গুলি পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত সেগুলি হল সাহিত্য, ইতিহাস, নৈতিক মূল্যবোধ এবং সৌন্দর্যবোধের বিকাশের জন্য কলা।

বিভিন্ন দর্শন বিভিন্নভাবে শিক্ষার সম্প্রসারণ, বৃদ্ধি, সংগঠন এবং ব্যবস্থাপনায় দিক নির্দেশ করে। পাঠক্রমের ভিত্তি হিসেবে প্রকৃতিবাদী আদর্শবাদীরা শিক্ষার্থীর প্রকৃতির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন এবং তাদের মতে শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা এবং শিক্ষকের ধনাত্মক প্রভাবও এই ক্ষেত্রে জরুরী। প্রগতিবাদীরা জ্ঞানের পরিবর্তনের ওপর জোর দিয়েছেন তার কারণ এটি পরিবর্তনশীল এবং স্থায়ী নয়। বাস্তববাদীরা সংস্কৃতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার প্রয়োজনীয়তার সপক্ষে সুপারিশ করেছেন । তবে উপরোক্ত সমস্ত শ্রেণীর

দর্শন থেকে যা সাধারণভাবে বোঝা যাচ্ছে তা হল সকলেই পাঠক্রমের ধারাবাহিক নির্মাণ এবং পুনঃনির্মাণের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

● **দার্শনিক ভিত্তির গুরুত্ব (Significance of Philosophical Base):**

শিক্ষার লক্ষ্য জীবনের দর্শন এবং জীবনের উদ্দেশ্য দ্বারা নির্ধারিত হয়। দর্শন জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে এবং শিক্ষা বলে দেয় কিভাবে এই লক্ষ্যগুলি মানুষ অর্জন করবে। জীবন দর্শনের সাথে সাথে শিক্ষার লক্ষ্যও বদলায়। প্রাচীন স্পার্টার শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল দেশপ্রেমিক নাগরিক এবং সৈন্য তৈরি করা। আথেনিয়ান শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য ছিল প্রতিটি ব্যক্তির সংস্কৃতিমূলক বিকাশ।

শিক্ষার একটি অন্যতম উপকরণ হলো পাঠক্রম যা শিক্ষার্থীদের আচরণ এবং দর্শন পরিবর্তনের জন্য নতুন নতুন পথ খোঁজে। এই কাজে শিক্ষকরা এবং পাঠক্রম পরিকল্পনাকারীরা শিক্ষার্থীদের আচরণ পরিবর্তনে সহায়তা করেন। বর্তমান বিশ্বে নতুন উপায়ে জ্ঞান এবং বাস্তবতার ধারণার বিকাশ হচ্ছে এবং এর ফলে জ্ঞানের এক নতুন পরিকাঠামো তৈরি হচ্ছে। এই পরিবর্তনশীল সময়ে, আবিষ্কার, জ্ঞানের পুন:র্মাজন এবং নতুন ধারার পাঠক্রম সৃষ্টির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে।

সমাজের দার্শনিক এবং আদর্শগত বিশ্বাস অনুযায়ী বিষয়বস্তু নির্বাচন এবং নির্মাণ করার ক্ষেত্রে দর্শন পাঠক্রম পরিকল্পনাকারীদের নির্দেশ দিয়ে থাকে । এই ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের চাহিদা এবং বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তাও দেখা প্রয়োজন যাতে শিক্ষার্থীদের আচরণ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানব জীবনের উন্নয়ন এবং সামাজিক পরিবর্তন ঘটে। দর্শন শিক্ষাবিদ, শিক্ষক এবং পাঠক্রম নির্মাণকারীদের একটি কাঠামো প্রদান করে যা বিদ্যালয়ে পাঠক্রম পরিকল্পনা, প্রয়োগ এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য কি? কোন বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ? কোন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা শেখে? কোন প্রকারের উপকরণ এবং পদ্ধতি শিক্ষণ শিখন পর্যায়ে ব্যবহার করতে হবে? - দর্শন এই সমস্ত প্রশ্নরর উত্তর দেয়। নতুন শিক্ষা পদ্ধতির অনুসন্ধান এবং শ্রেণিকক্ষে কিভাবে এই নতুন পদ্ধতির প্রয়োগ করা হবে যাতে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার উন্নতি ঘটানো যায় এই সমস্ত ক্ষেত্রে সহায়তা করে দর্শন। শিক্ষার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মূল্যায়ন, নতুন মূল্যায়ন পদ্ধতির ব্যবহার সম্পর্কেও দর্শন সহায়তা করে থাকে।

দর্শন নির্ধারণ করে শিক্ষার লক্ষ্য কি হবে এবং পাঠক্রম নির্ধারণ করে কিভাবে এই লক্ষ্যগুলি সম্পন্ন হবে। সুতরাং পাঠক্রম হলো শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপাদান। পাঠক্রম নির্ধারিত হয় শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে এবং উদ্দেশ্যগুলি নির্ধারিত হয় দর্শন দ্বারা। তাই যে পাঠক্রম বিদ্যালয়ে অনুসরণ করা হয় তা জাতি এবং জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। সবশেষে বলা যায় যে, পাঠক্রম নির্মাণের ক্ষেত্রটি দর্শনের বিভিন্ন বিশ্বাস এবং নীতি দ্বারা সফলভাবে পরিচালিত হয়।

২.৩.২. পাঠক্রমের সামাজিক ভিত্তি (Sociological Base of Curriculum)

জন ডিউইর মতে শিশুর কাছে বিদ্যালয় হওয়া উচিত তার গৃহের মত, কারণ বিদ্যালয় হল সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ এবং অঙ্কুরিত (embryonic) সমাজ। একটি পরিবর্তনশীল এবং গতিশীল সমাজ তৈরি হতে পারে শুধুমাত্র একটি দেশের উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা। শিক্ষা এমন একটি প্রক্রিয়া যা সমাজের মধ্যে

ঘটে, সমাজের জন্য ঘটে এবং সমাজের দ্বারা ঘটে। তাই শিক্ষা এবং মানব সংস্কৃতি পরিবর্তনশীল সমাজের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। শিক্ষা প্রক্রিয়ার মধ্যে নানা প্রকার সমঞ্জস্য বিধান চলতে থাকে তার কারণ পারিপার্শ্বিক সমাজের পরিবর্তন। এই পরিবর্তন প্রয়োজন কারণ এই নমনীয়তা না থাকলে শিক্ষা ব্যবস্থা সমাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে না এবং সমাজজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। সংক্ষিপ্তাকারে বলতে গেলে এটি অবাস্তব, অপ্রয়োজনীয় এবং অর্থহীন হয়ে পড়বে।

ব্যক্তি তার অস্তিত্ব রক্ষা এবং আত্ম বিকাশের জন্য সমাজের ওপর নির্ভর করে। সমাজ বিজ্ঞানের লক্ষ্য হলো অন্তর-ব্যক্তিগত এবং দলগত সম্পর্কের (interpersonal and group relationship) ব্যাখ্যা দান। একটি দেশে পেশাগত, ধর্মীয় এবং সামাজিক দলের প্রকৃতি নানা প্রকারের। সামাজিক পরিবর্তন যা দলগত জীবনে ঘটে চলেছে তার বিশ্লেষণ করে সমাজবিজ্ঞান। যে সামাজিক প্রক্রিয়া এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সেটি হল মিথস্ক্রিয়া; যার মাধ্যমে প্রতিযোগিতা, অন্তর্দ্বন্দ্ব , সহযোগিতা, সামঞ্জস্যবিধান এবং সমন্বয়ন ইত্যাদির মত সামাজিক প্রক্রিয়াগুলি ঘটে চলে।

সমাজ একটি পরিবর্তনশীল সত্তা এবং কখনো কখনো এই পরিবর্তন এত দ্রুত ঘটে, যে সামঞ্জস্য বিধান করা কঠিন হয়ে পড়ে। বিদ্যালয়ের কাজ হল এই পরিবর্তনগুলি বুঝে পাঠক্রমে তার প্রতিফলন ঘটানো। বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে আরো বেশি প্রাসঙ্গিক করে তোলার জন্য বিদ্যালয় পাঠক্রমে বৈচিত্র্য, জ্ঞান বিস্ফোরণ, সামাজিক এবং শিক্ষামূলক সংস্কার এবং সকলের জন্য শিক্ষা - এই উপাদানগুলি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কেন্দ্রীয় মূল্যবোধ ভারতীয় সমাজের চাহিদা পাঠক্রমের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। মানুষের মূল্যবোধের পরিবর্তন, আধুনিক সমাজের চাহিদা, ভালো পরিবার, জীবন যাপনের ধারা, সমাজের গণতান্ত্রিক মনোভাব, বিশ্বাস এবং মানুষের মনোভাব ইত্যাদি হলো পাঠক্রম নির্মাণের ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক উপাদান। সমাজ উন্নত হয়, পরিবর্তিত হয় এবং এই সামাজিক পরিবর্তনগুলি শুধুমাত্র যে শিক্ষায় প্রতিফলিত হবে তা নয়, শিক্ষা দ্বারা প্রভাবিতও হবে। সংস্কৃতিমূলক ক্ষেত্রে এবং প্রাকৃতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিবর্তন খুব স্বাভাবিক। তাই পাঠক্রম এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলি বিবেচনা করবে যাতে শিক্ষার্থীর মধ্যে বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়।

শিক্ষার সামাজিক লক্ষ্য শিক্ষাকে সমাজ নিয়ন্ত্রণের একটি কার্যকরী মাধ্যম হিসেবে গড়ে তুলেছে। মানব সমাজ গতিশীল, নমনীয় এবং প্রগতিশীল। এই সমাজ পরিবর্তনকে মাথায় রেখে পাঠক্রমে একটি সমাজের সামাজিক চাহিদা প্রতিফলিত হবে, মূল্যবোধ এবং আদর্শ সঞ্চালিত হবে যা সমাজ অনুসারে গুরুত্বপূর্ণ এবং বংশ পরম্পরায় পরের প্রজন্মের কাছে শিক্ষা ব্যবস্থা তুলে দিয়ে থাকে।

সমাজ বিজ্ঞানীদের কাছে সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই ভিত্তিতে যুব প্রজন্মকে সমাজ জীবনে কার্যকরী অংশগ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এই মতামতের আরো একটি লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক এবং পেশামূলক ক্ষেত্রের প্রতি শ্রদ্ধার বিকাশ যাতে তারা শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হয়। এর ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমাজবাঞ্ছিত মনোভাব তৈরি হয়, যার সাহায্যে সমাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়। সামাজিক দিক থেকে এটি অত্যন্ত উপযোগী, তার কারণ প্রতিটি ব্যক্তিই সর্বোত্তম প্রগতির জন্য সর্বদা প্রচেষ্টা করছে।

● **সামাজিক পরিবর্তন এবং পাঠক্রম (Social Change and Curriculum):**

শিক্ষার্থীরা খেলা, অভিজ্ঞতা এবং বিভিন্ন বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা বা জিজ্ঞাসা থেকে নিজেরা জ্ঞান নির্মাণ করে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হল এমন একটি নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি করা যাতে শিশু, অভিভাবক এবং শিক্ষকদের মধ্যে একটি অর্থপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়। প্রতিটি মানুষ নির্দিষ্ট একটি সামাজিক প্রেক্ষাপটে তাদের জ্ঞান নির্মাণ করে। শিক্ষক, প্রতিবেশী, সমবয়স্ক দল, অভিভাবক এবং অন্যান্য বয়স্ক মানুষরা মিলে যেকোনো একটি সামাজিক প্রেক্ষাপটের অংশ সৃষ্টি হয়। নানা সময় বিভিন্ন সামাজিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বস্তু, ঘটনা এবং মানুষের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করে মিথস্ক্রিয়ার দ্বারা। শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে ধারাবাহিকভাবে মিথস্ক্রিয়ার ফলে। প্রযুক্তির উন্নতি, পারিবারিক কাঠামো, কৃষ্টিমূলক বৈচিত্র্য, সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যার প্রভাব পড়ছে পাঠক্রম বিকাশ প্রক্রিয়ায়।

● **প্রযুক্তির উন্নতি এবং পাঠক্রম (Growth of Technology and Curriculum):**

প্রযুক্তি বলতে বোঝায় বিজ্ঞানের জ্ঞান যা ব্যবহার করে কিছু উপকরণ এবং পদ্ধতির উদ্ভব করা হয়, যার দ্বারা মনুষ্য সমাজের নির্দিষ্ট কিছু সমস্যার সমাধান করা হয়। সারা বিশ্বে প্রযুক্তির উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তণ এনেছে। প্রযুক্তির সাহায্যে সকলে স্বাধীনভাবে নানা রকম তথ্য সংগ্রহ করতে পারে এর ফলে স্বশিক্ষা, পরিবেশ সচেতনতা, প্রাকৃতিক নিয়মের পরিবর্তন (self education, environmental awareness, change in the law of nature) ইত্যাদি যেমন ঘটেছে ঠিক তেমনি প্রতিটি সমাজ আজ প্রশ্নের সম্মুখীন তার স্থায়িত্ব সম্পর্কে। সামাজিক পরিবর্তন বিভিন্ন উপাদান দ্বারা প্রভাবিত, যার একটি হল প্রযুক্তির বহুল প্রবর্তন এবং বিশ্বের মানচিত্রে প্রযুক্তিমূলক পরিবর্তন (technological shift) একই ইশারা করছে।

● **পরিবারের কাঠামো এবং পাঠক্রম (Structure of Family and Curriculum):**

ভারতবর্ষে নগরায়ন, শিল্পায়ন এবং আধুনিকীকরণের মত উপাদানগুলি পারিবারিক কাঠামোকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। তৎকালীন যৌথ পরিবার ব্যবস্থা, ভারতবর্ষের শহরাঞ্চল এবং গ্রামাঞ্চলের পরিবার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে বিকাশ এবং পরিবর্তনের ওপর । যদিও পরিবর্তনের ধারা সব জায়গায় এক নয়। বর্তমানে বিভিন্ন মিডিয়া যেমন সংবাদপত্র, টেলিভিশন, রেডিও, ইন্টারনেট, সমাজ মাধ্যম ইত্যাদি প্রতিটি মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে। পণ্য সংস্কৃতি (consumerism culture) এবং বাজার, উভয়ের ফলে ব্যক্তিবাদ অতি দ্রুত বিকাশ লাভ করেছে (individualism grow at a faster rate than ever)। গ্রামে এবং শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যক্তিবাদ অত্যন্ত প্রাধান্য পেয়েছে যার ফলে পরিবারের সদস্যরা আরও আত্মসচেতন হয়ে উঠছে এবং ব্যক্তিবাদে বিশ্বাস করছে।

● **কৃষ্টিমূলক বৈচিত্র্য (Cultural Diversity):**

কৃস্টিমূলক বৈচিত্রের ফলে বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে বিশ্বাস, সম্মান এবং বোধগম্যতা গড়ে ওঠে। এই বৈচিত্র্য আমাদের দেশকে মানুষের থাকার জন্য আরো আকর্ষক করে তুলেছে। এখানে বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ একসঙ্গে থাকে এবং মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষা শেখে, নতুন চিন্তাভাবনার পথ আবিষ্কার করে, নতুন জ্ঞান আহরণ করে এবং ভিন্ন ভিন্ন আগ্রহ সঞ্চয় করে। সংস্কৃতিমূলক বৈচিত্রের জ্ঞান আমাদের দেশে

আরো গুরুত্বপূর্ণ তার কারণ কাজের জায়গা বিদ্যালয় ইত্যাদিতে বিভিন্ন সংস্কৃতি, জাতি- উপজাতির মানুষেরা থাকে। আমরা তাদের সংস্কৃতি থেকে যেমন শিখি আবার তারাও আমাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে পারে। বিভিন্ন সংস্কৃতি যদি এইভাবে পরস্পরকে বুঝতে পারে তাহলে সারা বিশ্বে যে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির উপস্থিতি রয়েছে সেই সম্পর্কেও সম্মুখ ধারণা পাওয়া যায়। এর ফলে খত্বত্বড্ডুডখাইদ্র— হয় এবং এর ফলস্বরূপ সামাজিক পরিবর্তন ঘটে।

- **পাঠক্রমের সামাজিক ভিত্তির গুরুত্ব (Significance of Sociological Base of Curriculum):**

যে কোন দেশে সমাজ পাঠক্রমকে প্রভাবিত করে এবং পাঠক্রমের প্রকৃতিও সমাজ পরিবর্তনের কারণ হয়ে ওঠে। পাঠক্রম এবং শিক্ষার মাধ্যমে সমাজ বিকশিত হয় তাই পাঠক্রম নির্মাণকারীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাঠক্রমের বিশেষজ্ঞরা এবং নির্মাণকারীরা সমাজেরই অংশ। তাই পরোক্ষভাবে তারা সমাজ এবং পাঠক্রম দ্বারা তারা প্রভাবিত। তাদের কৃষ্টিমূলক মানদন্ড, মনোভাব এবং বিশ্বাস; পাঠক্রমকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে এবং ব্যক্তি শিক্ষার্থীর ওপর এর প্রভাব অসীম। এছাড়াও বিভিন্ন পাঠক্রম নির্মাতাদের ব্যক্তিগত প্রভাবও পাঠক্রমের বিভিন্ন বিষয়কে প্রভাবিত করে- যেমন উদ্দেশ্য এবং বিষয়বস্তু নির্বাচন, শিক্ষকের ভূমিকা, শিখন পদ্ধতি, মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ইত্যাদি।

পাঠক্রমের বিষয়বস্তু সমাজতাত্ত্বিক উপাদান দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত তার কারণ পাঠক্রম নির্মাতা এবং পরিকল্পনাকারীরা তাদের নিজেদের সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত। তাই বলা যায়, পাঠক্রম সংস্কৃতিরই প্রতিচ্ছবি। পাঠক্রম নির্মাতারা সচেতনভাবে হোক অথবা অচেতনে এতটাই সমাজ এবং সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত যে পাঠক্রমে তার প্রতিফলন অতি সহজেই বোঝা যায়।

সমাজের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা সমস্যা যেমন জনসংখ্যার বৃদ্ধি, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, নগরায়ন, ব্যবস্থাপনার সমস্যা (rapid growth of population, democratic values, urbanization and management problems) ইত্যাদি বিষয়বস্তুর একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস এবং পাঠক্রম নির্মাণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যহিসেবে গণ্য করা হয়।

বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ ধারা, জাতীয়এবং আন্তর্জাতিক আগ্রহ, পাঠক্রমের ধারা, শিক্ষায় সমসুযোগ এবং বিশ্ব স্তরে শিক্ষার সুযোগ ইত্যাদি পাঠক্রমের এবং শিক্ষার খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; যা পাঠক্রমের সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়।

পাঠক্রম এবং সমাজের সম্পর্কটি উভয়মুখী। সুতরাং পাঠক্রমের মাধ্যমে সমাজ এবং সংস্কৃতির সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। সমাজের পরিবর্তনগুলি শিক্ষার প্রথাগত প্রতিষ্ঠানগুলিতে একই সময়ে প্রতিফলিত হওয়া প্রয়োজন। পাঠক্রমের সামাজিক ভিত্তি সম্পর্কে বলতে গেলে আমাদের বুঝতে হবে গৃহের এবং পরিবারের পরে, বিদ্যালয় হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান যা থেকে সমাজ শিক্ষিত হয়। তবে বিদ্যালয় হল প্রথাগত প্রতিষ্ঠান যা আরো জটিল এবং অন্তরসম্পর্কিত সমাজের জন্য উপযোগী।

সুতরাং উপসংহারে বলা যায় সামাজিক এবং কষ্টিমূলক উপাদানগুলি পাঠক্রমে এবং শিক্ষায় গভীর প্রভাব ফেলে। তবে সমাজ এবং সংস্কৃতি একটি সমাজের শিক্ষাব্যবস্থাকে ঠিক কতটা প্রভাবিত করে? এটি

একটি তর্কের বিষয়। পাঠক্রম নির্মাতারা সমাজ এবং সংস্কৃতির একটি অংশ তাই তারা মনে রাখবেন, যে পাঠক্রম সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় ব্যক্তিগত চাহিদা এবং সামাজিক চাহিদা উভয়ই পূরণের কথা মাথায় রাখতে হবে।

২.৩.৩. পাঠক্রমের মনোবিজ্ঞানিক ভিত্তি (Psychological Base of Curriculum):

William Kilpatrick এর মতে পাঠক্রম হলো সেই সমস্ত শিশুকেন্দ্রিক উদ্দেশ্যমূলক কার্যাবলীর সমাহার যার উদ্দেশ্য হল শিশুর বৃদ্ধি এবং বিকাশ। Franklin Bobbit পাঠক্রম সম্পর্কে বলেছেন এটি একটি বিজ্ঞান যা শিক্ষার্থীর চাহিদার উপর জোর দেয় এবং এর উদ্দেশ্য হল শিশুর সম্পূর্ণ বিকাশ। সুতরাং বলা যায়, পাঠক্রম হলো এমন একটি উপকরণ যা শিক্ষার্থীকে প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের জন্য প্রস্তুত করে। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার পাঠক্রমও শিশুকেন্দ্রিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রকৃত অর্থে পাঠক্রমকে শিশুকেন্দ্রিক করে তোলার জন্য পাঠক্রমে মনোবিজ্ঞানিক ভিত্তি অত্যন্ত প্রয়োজন।

মনোবিজ্ঞানিক ভিত্তি সেই সমস্ত জ্ঞানের সমাহার যা শিখন পদ্ধতি, শিক্ষার্থীর আচরণ সম্পর্কে শিক্ষককে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। তাই মনোবৈজ্ঞানিক নির্ধারকের মধ্যে পড়ে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের প্রকৃতি এবং শিখন প্রক্রিয়া, একই সঙ্গে সেই সমস্ত শর্তাবলী যার ফলে শিক্ষার্থীর বৃদ্ধি এবং বিকাশ সম্পর্কিত জ্ঞান, বুদ্ধি এবং শিক্ষার্থীর অন্যান্য গুণাবলীর সর্বোত্তম শিখন ঘটে। মানসিক বিকাশ, আগ্রহ, শিক্ষার্থীর ক্ষমতা ইত্যাদির ভিত্তিতেই শিখন অভিজ্ঞতা ব্যবহার করতে হবে যাতে পাঠক্রম প্রকৃত অর্থে শিশুকেন্দ্রিক হয়।

শিক্ষার্থীর বয়স, দৈহিক বিকাশ, মানসিক বিকাশ সমস্যা, চাহিদা - এই সমস্ত উপাদানগুলির সঙ্গে পাঠক্রম ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত এবং এই সমস্ত উপাদানগুলি পাঠক্রমকে প্রভাবিত করে। মনোবিদ্যার মূল প্রশ্ন হল মানুষ কিভাবে শেখে? ব্যক্তির আচরণের পরিবর্তনের ধারা অনুযায়ী শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়। এইখান থেকেই বোঝা যায় যে শিক্ষার চিন্তা এবং চর্চা কিভাবে মনোবিজ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত।

- **শিখন তত্ত্ব এবং পাঠক্রম (Learning Theories and Curriculum):**

শিক্ষণ শিখন প্রক্রিয়াকে ভালো করে বোঝার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান অত্যন্ত কার্যকরী। মনোবিজ্ঞান, পাঠক্রম বিশেষজ্ঞদের কাছে শিক্ষণ শিখন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পাঠক্রমে মনোবিজ্ঞানের যে তত্ত্ব এবং নীতিগুলি অন্তর্ভুক্ত সেইগুলি শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকের আচরণকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করে। একজন শিশু কিভাবে তার পারিপার্শ্বিক অন্যান্য ব্যক্তি এবং বস্তুর সাথে মিথস্ক্রিয়া করবে, কি শিখবে, কতখানি শিখবে, তা বুঝতে গেলে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। পাঠক্রমের মনোবিজ্ঞানিক ভিত্তি - শিক্ষণ শিখন প্রক্রিয়ার সমস্ত উপাদান এবং পাঠক্রম বিকাশ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কে স্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট ধারণা দিয়ে থাকে। বিভিন্ন পাঠক্রমিক কার্যাবলী যেমন শিক্ষণ পদ্ধতি, শিক্ষণ-শিখন উপকরণ, শিখন কার্যাবলী ইত্যাদি মনোবিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে নির্মাণ করা হয়। এখানে বিভিন্ন শিখন তত্ত্বাবলী যা পাঠক্রম বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সেইগুলি আলোচিত হলো।

- **আচরনবাদী তত্ত্ব (Behaviourist Theories):**

আচরণবাদী মনোবিদ্যায় বলা হয় সফল অভিজ্ঞতার জন্য শিখন প্রক্রিয়াকে একটি নির্দিষ্ট ক্রমে সাজানো প্রয়োজন। বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা প্রয়োজন ধাপে ধাপে। আচরণবাদী তত্ত্বে উদ্দীপক, প্রতিক্রিয়া এবং reinforcement অত্যন্ত জরুরী। মনোবিদ্যার বিভিন্ন ধারার মধ্যে, আচরণবাদে প্রথম শিখনের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আচরনবাদীরা অনুবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আচরণ পরিবর্তন করার ওপর জোর দিয়েছেন, যাতে বাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়াটি পাওয়া যায়। বারোর শতকের প্রথমার্ধে এই তথ্যগুলি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যক্তিভিত্তিক শিক্ষা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই তথ্যগুলি জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। যে শর্তাবলীর উপস্থিতিতে শিখন হয় তাই আচরণকে পরিবর্তন করে বা প্রভাবিত করে। নির্বাচিত ন্ত্রত্রদ্রন্ত্বত্রদ্বত্র—ষ্ঠ এবং শিখন অভিজ্ঞতা দ্বারা বাঞ্ছিত আচরণের পরিবর্তনটি ঘটানো যায়। সুতরাং বলা যায় আচরণবাদ শিক্ষার ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে। পাঠক্রম নির্মাণকারী, যারা আচরণবাদে বিশ্বাসী তারা মনে করেন এই নীতিগুলি ব্যবহার করে নতুন শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম সৃষ্টি করা যায়। এর ফলে আমরা এই নীতিগুলির সার্থক প্রয়োগ করতে পারি শিক্ষাক্ষেত্রে, শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে, শিক্ষা প্রযুক্তিমূলক কোর্সে এবং কম্পিউটার সহযোগী নির্দেশনায় (teacher training programs, educational technology courses, computer assisted instruction)।

- **জ্ঞানমূলক তত্ত্ব (Cognitive Theories):**

ব্যক্তি কিভাবে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ করে, শিখন সম্পর্কিত চিন্তন কিভাবে ঘটে, চিন্তায় যৌক্তিক পদ্ধতি কিভাবে ব্যবহৃত হয়, শিখন সংগঠন এবং ব্যাখ্যাদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে জ্ঞানমূলক মনোবিজ্ঞানের তত্ত্বাবলীর মনোযোগের বিষয়। মনোবিজ্ঞানের এই তত্ত্বাবলীতে শিক্ষক অনেক প্রকার চিন্তন এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতা শিক্ষণ শিখন এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন যার ফলে বিভিন্ন প্রকার চিন্তা প্রক্রিয়ার চর্চা সম্ভব হয় যেমন - প্রতিফলিত চিন্তা, সৃজনাত্মক চিন্তা, অনুমানমূলক শিখন, আবিস্কারমূলক শিখন (reflective thinking, creative thinking, activity thinking, discovery learning) ইত্যাদি। এই শ্রেণীর প্রবর্তকরা বিশ্বাস করেন শিখন প্রক্রিয়ার প্রকৃতি হল জ্ঞানমূলক। এটি আরো বলে মানুষের বৃদ্ধি এবং বিকাশ একাধারে জ্ঞানমূলক, সামাজিক এবং মনোবিজ্ঞানিক। জ্ঞানমূলক দৃষ্টিভঙ্গি একটি যৌক্তিক পদ্ধতি যার দ্বারা শিখন প্রক্রিয়ার সংগঠন এবং ব্যাখ্যা দান সম্ভব। ১৯৫০ সালে পিঁয়াজে শিখন এবং বিকাশকে পরিণমনের একটি পদ্ধতি বলে বর্ণনা করেন, যা ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে এবং একটি স্তরের বৃদ্ধি এবং বিকাশ পরের স্তরের বৃদ্ধি বিকাশকে প্রভাবিত করে। প্রতিটি স্তরের মধ্যে একটি ক্রম থাকে এবং প্রতিটি স্তরের শিখন নির্ভর করে মানুষের বংশগতি এবং পরিবেশের নানা উপাদানের উপর। পিয়াজে জন্ম থেকে পরিণমন পর্যন্ত জ্ঞানমূলক বিকাশের চারটি স্তরের কথা বলেছেন।

- **মানবিক মনোবিদ্যা (Humanist Psychology):**

মনোবিদ্যার এই নির্দিষ্ট শ্রেণী মানুষের মনোভাব অনুভূতি ইত্যাদির ওপর জোর দিয়েছে যা শিখনের অনুভূতিমূলক ক্ষেত্রের (affective domain) অন্তর্ভুক্ত। গেস্টাল্ট মনোবিদ্যার ওপর ভিত্তি করে মানবিক মনোবিদ্যার এই ধারাটি বিকশিত হয়েছে। শিক্ষার্থীর মধ্যে কিভাবে তার মানবিক সম্পদের বিকাশ ঘটে

তাই এর আলোচ্য বিষয়। মনোবিদ্যার এই ধারায় শিখনকে একটি সম্পূর্ণ সমস্যা হিসেবে দেখা হয় এবং সদা পরিবর্তনশীল পরিবেশে শিক্ষার্থী ধারাবাহিকভাবে তার নিজের প্রত্যক্ষণকে কাজে লাগিয়ে নতুন বিষয় শেখে। বিদ্যালয়গুলিকে সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ হিসেবে ভাবা হয় যা সামাজিক প্রেক্ষাপটের মধ্যেই অবস্থান করে। সুতরাং বলা যায় সমাজের সংস্কৃতি দ্বারা বিদ্যালয়ের পাঠক্রম গভীরভাবে প্রভাবিত। পাঠক্রম এবং সমাজের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান তাই পাঠক্রম - সংস্কৃতি এবং সমাজের সংরক্ষিত ঐতিহ্যকে বিদ্যালয় পাঠক্রমের মধ্যে নিয়ে আসা প্রয়োজন।

এই তত্ত্বাবলী একটি প্রাণীকে তার পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে এবং একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে একজন প্রাণীর কাছে একটি ব্যক্তিগত অর্থ নির্মিত হয়। শিখন বলতে বোঝায় সমস্যার সম্পূর্ণতা (wholeness)। মানুষ কখনো শুধুমাত্র একটি উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দেয় না বরং একটি সম্পূর্ণ সংগঠন বা উদ্দীপকের ধারার প্রতি সাড়া দেয়। যদিও বাস্তবে শিক্ষণ শিখন পরিস্থিতিতে এই শিখন মডেলটি বেশিরভাগ সময়ে অসম্পূর্ণ থেকে যায় যখন শ্রেণীকক্ষে এর প্রয়োগ করা হয়। এটি জানা কথা যে অনেক বিদ্যালয়ে শিখনের উপযোগী স্থান বা পরিবেশ থাকে না তাই শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর অবস্থার গুণগত মানোন্নয়ন করা প্রয়োজন। পাঠক্রম বিশেষজ্ঞেরা এই কথা অবশ্যই বুঝবেন যে বিদ্যালয়ে হবে এমন একটি স্থান যেখানে স্বাধীনভাবে প্রশ্ন করা যায়, নির্ভয়ে ভুল করা যায়, নির্ভয়ে ঝুঁকি নেওয়া যায়, নিত্য নতুন চিন্তা ভাবনা নিয়ে খেলা করা যায় ইত্যাদি। অর্থাৎ সংক্ষেপে বলা যায় বিদ্যালয় হবে আরও অনেক মানবিক যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের মানবিক গুণাবলীর স্বাধীন বিকাশ করতে পারে।

মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব, শিখন এবং অনুবর্তনের, প্রচেষ্টা ও ভুলের তত্ত্ব, অন্তর্দৃষ্টিমূলক তত্ত্ব, শিখনের সূত্রাবলী যেমন-প্রস্তুতির সূত্র, অনুশীলনের সূত্র, ফলাফলের সূত্র, স্মরণ এবং বিস্ফোরণের শর্ত ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে পাঠক্রমে বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। এছাড়াও আগ্রহ এবং মনোযোগের তত্ত্ব, শিখন সঞ্চালনের তত্ত্ব, বৃদ্ধি এবং বিকাশের তত্ত্ব, বুদ্ধি, সৃজনশীলতা, ব্যক্তিসত্তা ইত্যাদি তত্ত্বাবলী শিক্ষার্থীর শিখনের প্রকৃতি এবং প্রক্রিয়া নির্ধারণের জন্য প্রয়োজন। সমস্ত শিক্ষাবিদ পাঠক্রম নির্মাতাগণ মনোবৈজ্ঞানিক সবাই এই বিষয়ে একমত যে শিক্ষার্থীর প্রবণতা এবং ক্ষমতার ভিত্তিতেই শিখন এবং প্রেষণার তত্ত্বাবলী সংগঠিত করা প্রয়োজন। পাঠক্রম নির্মাতাদের মতে উপরে উল্লেখিত সমস্ত তত্ত্বের ভিত্তিতে এবং মনোবৈজ্ঞানিক নীতিগুলির ভিত্তিতে যদি পাঠক্রম সৃষ্ট হয় তাহলে সেই পাঠক্রমকে স্বাভাবিকভাবেই মনোবিজ্ঞানিক বলে গণ্য করা হবে।

পূর্বে শিশুর বিকাশ এবং শিখনের জন্য পাঠক্রম নির্মাণ করা হতো গতানুগতিক পদ্ধতিতে, যেখানে মনোবিজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর পর্যাপ্ত গুরুত্ব প্রদান করা হতো না। কিন্তু শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবিদ্যার গুরুত্ব বেড়েছে এবং মানব আচরণের চর্চার জন্য মনোবিদদের ভূমিকার সম্প্রসারণ ঘটেছে। প্রানীর আচরণ সম্পর্কে অনুসন্ধান এবং ব্যাখ্যাদান মনোবিদ্যার কাজ। সুতরাং, পাঠক্রমে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্য প্রয়োজন। শিক্ষার্থীর শিখন প্রক্রিয়া অনুযায়ী - শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ধারণ, শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞান, শিক্ষণ পদ্ধতির পরিকল্পনা ইত্যাদির জন্য মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তির প্রয়োজন আবশ্যক।

পাঠক্রম নির্মাণের ক্ষেত্রে যে প্রশ্নগুলি স্বভাবতই উঠে আসে তা হল-

- পাঠক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের উদ্দেশ্য কি পূরণ হচ্ছে?
- শিক্ষার্থীর চাহিদা এবং আগ্রহ অনুসারে পাঠক্রমের পরিকল্পনা কি করা হয়েছে?
- শিক্ষার্থীদের বৃদ্ধি এবং বিকাশের স্তর এবং বয়স অনুযায়ী পাঠক্রমের কার্যাবলী কি ক্রমানুসারে সাজানো আছে?
- শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত ভিন্নতা অনুযায়ী পাঠক্রমে নমনীয়তা বজায় রাখা হয়েছে?
- ব্যক্তিভিত্তিক আবিষ্কার স্বাধীন এবং অপসারী চিন্তনের সুযোগ কি পাঠক্রমে আছে?
- শিক্ষার্থীদের প্রেক্ষাপট এবং input আচরণ সম্পর্কে তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে?
- উপরোক্ত সমস্ত প্রশ্নগুলি হল পাঠক্রমে মনোবিজ্ঞানিক ভিত্তি স্থাপনার প্রয়োজনীয় শর্তাবলী।
- পাঠক্রমে মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তির গুরুত্ব (Significance of Psychological Base of Curriculum)

বর্তমানে শিক্ষা প্রক্রিয়া, পাঠক্রমের বিকাশ, শিশুর মানসিক বিকাশ, শিক্ষণ পদ্ধতি, শিখন তত্ত্ব, শিক্ষা প্রশাসন এবং পরিকল্পনা, শিক্ষার্থীদের এবং শিক্ষকদের মনোভাব এবং চরিত্র গঠন ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রের কেন্দ্রীয় বিন্দু হল মনোবিদ্যা। এমনকি শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রযুক্তিও মনোবিদ্যার নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

প্রতিটি শিক্ষার্থীর প্রকৃতি ভিন্ন সুতরাং শিক্ষণ শিখন প্রক্রিয়ায় তাদেরকে সমান মনে করা কঠিন। কেউ কেউ তাড়াতাড়ি শেখে কেউবা ধীরে শেখে। মনোবিজ্ঞানিক ভিত্তি এই ব্যক্তি বৈষম্যের নীতির ওপর স্থাপিত। এটা সত্যিই যে প্রতিটি শিক্ষার্থী তার অনন্য ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী ভিন্ন তাই তাদের শিখন এবং দক্ষতা অর্জন প্রক্রিয়াও ভিন্ন। সুতরাং পাঠক্রম নির্মাণের সময় এই তথ্যগুলি মনে রাখা প্রয়োজন এবং পাঠক্রমের বিকাশ এমনভাবে করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর ক্ষমতা এবং গুণাবলী বিকশিত হয়, যা পাঠক্রমের মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছাড়া সম্ভব নয়।

সমস্ত রকম শিক্ষা প্রোগ্রামের ভিত্তি হলো মনোবিদ্যা তাই শিক্ষণ শিখন পদ্ধতি অবশ্যই মনোবিজ্ঞান সম্মত হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষণ পদ্ধতি, শিক্ষার বিষয়বস্তু এবং পদ্ধতি নির্বাচন, শিখনের তত্ত্ব এবং সামাজিক নিয়ম অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশ সমস্তটাই নির্ধারিত হয় মনোবিজ্ঞান সম্মত উপায়ে।

বর্তমানে গবেষকগণ বিভিন্ন পরীক্ষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করছেন, যাতে নতুন শিক্ষণ শিখন পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়। দেখা হয় শিক্ষার্থীরা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় কিভাবে শেখে। নতুন নতুন শিক্ষণ পদ্ধতি অবলম্বন করে, বিষয়বস্তু ব্যবহার করে শিক্ষণ শিখন সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়। শিক্ষণ শিখন ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রবর্তন করা সম্ভব নয় মনোবিজ্ঞানিক ভিত্তি এবং পরীক্ষণমূলক মনোবিদ্যা (experimental psychology) ছাড়া। মনোবিদ্যার একটি জনপ্রিয় শাখা হলো পরীক্ষণমূলক মনোবিদ্যা।

সুতরাং সংক্ষেপে বলা যায় পাঠক্রমের উপর মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তির প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষার নীতি, ধারণা, মনোবিজ্ঞানিক বিভিন্ন প্রক্রিয়া ইত্যাদি

পাঠক্রম নির্মাণের ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে এবং প্রতিদিন যা আরো প্রাসঙ্গিক, অর্থপূর্ণ এবং অবসম্ভাবী হয়ে উঠছে। শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের প্রভাব রয়েছে এবং বাস্তবে শ্রেণিকক্ষে পাঠক্রম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এটি প্রয়োগও করা হয়।

পাঠক্রমের তিনটি ভিত্তি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার পর সংক্ষেপে যে বাক্যটি বলা যায় তা হল, তিনটি ভিত্তির গুরুত্ব রয়েছে আলাদাভাবে এবং যৌথভাবে। পাঠক্রম বিকাশের ধারণাটিও এই তিনটি ভিত্তি দ্বারা সমানভাবে প্রভাবিত। মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি পাঠক্রমে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য গঠন করে। আবার মনোবিজ্ঞানিক ভিত্তির কেন্দ্রবিন্দু হল শিক্ষার্থী। সমাজ বিজ্ঞানমূলক ভিত্তির মূল বিষয় হলো শিক্ষার্থী, শিক্ষার্থীযে স্থানে জন্মায় এবং বড় হয়, অর্থাৎ শিক্ষার্থীর পরিবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সবশেষে বলা যায়, এই তিনটি ভিত্তি ধারাবাহিকভাবে পাঠক্রম বিকাশ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে চলে।

২.৪. পাঠক্রমের প্রধান দৃষ্টিভঙ্গি: বিষয়কেন্দ্রিক, ব্রড ফিল্ড দৃষ্টিভঙ্গি, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি (Major approaches to curriculum- Subject centred, Broad fields approach, Humanistic approach)

ওয়েবস্টার সংবিধান অনুযায়ী দৃষ্টিভঙ্গি বলতে বোঝায় কোন কিছু করার বা চিন্তার নির্দিষ্ট কোন পদ্ধতিগ্ধ। যখন আমরা পাঠক্রম বিকাশের কথা বলি তখন দৃষ্টিভঙ্গি বলতে বোঝায় পাঠক্রমকে নিয়ে কাজ করার পদ্ধতি। এর অন্তর্ভুক্ত হলো পাঠক্রম সম্পর্কিত চিন্তন, সৃজন এবং নকশা অথবা পরিকল্পনা (thinking–creating and designing curriculum)। পাঠক্রম পরিকল্পনাকারী এবং নির্মাণকারীরা এক বা একাধিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে থাকেন পাঠক্রম পরিকল্পনা, প্রয়োগ এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে (planning implementing and evaluating the curriculum)। বিভিন্ন শিক্ষক এবং পাঠক্রম সম্পর্কে যারা চর্চা করেন তারা গুরুত্বপূর্ণ কিছু মডেল গ্রহণ করেছেন যা পাঠক্রমের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে পরিচিত। পাঠক্রমের দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণ করে পাঠক্রমের নকশাটি কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং প্রয়োগ করা হয়েছে।

পাঠক্রম নির্মাণকারী এবং ব্যবহারকারীরা এক বা একাধিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে থাকেন পাঠক্রমটির পরিকল্পনা, নকশাদান, ব্যবহার এবং মূল্যায়নের (planning, designing, implementing and evaluating) ক্ষেত্রে।

পাঠক্রমের উপাদানগুলি বিভিন্ন উপায়ে সংগঠিত করা যায়। বিভিন্ন প্রকার সংগঠিত রূপ থেকে বিভিন্ন প্রকার পাঠক্রমের দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব ঘটে। তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠক্রমের নকশা সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি এখানে আলোচনা করা হলো। এই আলোচনার আগে আমাদের জেনে নিতে হবে যে পাঠক্রমের নকশার ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। পাঠক্রমের নকশা নির্মাণের পদ্ধতি তত্ত্বাবধানের জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করা প্রয়োজন। এই কমিটিতে শিক্ষক, অভিভাবক, প্রশাসকেরা থাকবেন এবং প্রয়োজনবোধে কিছু শিক্ষার্থীকেও অন্তর্ভুক্ত করা যায়। পাঠক্রমের নকশা নির্মাণের ক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা অনুসরণ করা প্রয়োজন, সেটি এখানে উল্লেখ করা হলো।

প্রথমত: এই কমিটি একদম প্রারম্ভিক স্তরে কিছু মিটিং করবেন যার মাধ্যমে পাঠক্রমের উদ্দেশ্য এবং দর্শন স্পষ্ট করে বোঝা যাবে।

দ্বিতীয়ত: কমিটির কাজ হবে পাঠক্রম নির্মাণের আগে শিক্ষার্থী এবং সমাজের চাহিদা এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা।

তৃতীয়ত: বিদ্যালয় এর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য পরিষ্কার থাকতে হবে যাতে পাঠক্রমের নকশা একটি নির্দিষ্ট পথে এগোতে পারে। পাঠক্রম এমন ভাবে তৈরি করতে হবে যাতে সাধারণ শিক্ষামূলক দর্শন অনুযায়ী হয়।

চতুর্থত: এই ডিজাইনের মধ্যে বাঞ্ছিত জ্ঞানমূলক, বোধমূলক এবং সঞ্চালনমূলক দক্ষতার উল্লেখ থাকে, যাতে শিক্ষকেরা নতুন পরিশীলিত ডিজাইন সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে।

পঞ্চমত: পাঠক্রমের এই ডিজাইন অধ্যক্ষ দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে।

ষষ্ঠ: জেলা এবং রাজ্যস্তরের প্রশাসকেরা সংযুক্ত হবেন পাঠক্রম নির্মাণ প্রক্রিয়ায়। পাঠক্রম এবং নির্দেশনার ওপর প্রশাসকদের বিভিন্ন নীতি, নিয়মকানুন লাগু হবে।

সপ্তমত: বিকল্প পাঠক্রম ডিজাইনের সঙ্গে খরচ, শ্রেণীতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা, সুযোগ সুবিধা, প্রয়োজনীয় পদ (cost, class size, facilities, personnel required etc.)ইত্যাদির তুলনা করার সুযোগ থাকবে।

তিনটি প্রধান পাঠক্রমের নকশা এখানে আলোচনা করা হলো।

২.৪.১ বিষয় কেন্দ্রিক ডিজাইন (Subject Centred Designs)

জ্ঞান এবং বিষয়কে পাঠক্রমের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য অন্যতম অংশ বলে মনে করা হয়, তাই এই শ্রেণীর নকশা সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা সংগঠনের জন্য সবচেয়ে বেশি মাত্রায় ব্যবহৃত হয়। এই ডিজাইনে বিষয়বস্তুকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় যার ভিত্তিতে শিখন অভিজ্ঞতা সংঘটিত হয়। আমাদের সংস্কৃতিতে জ্ঞান এবং বিষয়কে শিক্ষার বিষয়বস্তু হিসেবে বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার ঐতিহ্য বর্তমান। বিষয়কেন্দ্রিক নকশা বা ডিজাইনের মধ্যে যে উপ-শ্রেণীগুলি (sub categories of designs) অন্তর্ভুক্ত, এগুলি এখানে আলোচনা করা হলো-

বিষয় মূলক নকশা (Subject Design)-এই শ্রেণীর নকশা সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সবচেয়ে পুরনো। যে সমস্ত ব্যক্তি পাঠ্যপুস্তক তৈরি বা অধ্যায়ন উপাদান (preparation of test books and study materials) তৈরির সঙ্গে যুক্ত এবং শিক্ষক; এদের সবার কাছে এই ডিজাইন অত্যন্ত পরিচিত। বিশ্বাস করা হয় মানুষ অনন্য এবং পৃথক তার বুদ্ধিসত্তার জন্য, এবং এই বুদ্ধিসত্তা তৃপ্ত হয় জ্ঞানের খোঁজ এবং প্রাপ্তির মাধ্যমে। ১৯৩০ সালে রবার্ট হাটচিন্স (Robert Hutchins) পাঠক্রমের ডিজাইনে ভাষা, গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও বিদেশী ভাষা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্তের কথা বলেছিলেন। তবে ১৯৮০ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত জ্ঞানের বিস্ফোরণের ফলে বিষয়ের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে এক সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এবং নির্দেশমূলক পদ্ধতি হিসেবে মূলত বক্তৃতা, আবৃত্তি দলগত আলোচনা ইত্যাদি ব্যবহার করেন।

এই প্রকারের পাঠক্রমের নকশা বা ডিজাইনের সীমাবদ্ধতা হল যে এটি ব্যক্তি ভিত্তিক প্রোগ্রাম (Individualised programme) নয় এবং এই প্রোগ্রামে শিক্ষার্থীকে কেন্দ্রীয় স্থান দেওয়া হয়নি।

- **গুরুত্ব (Strengths):**
  - শিক্ষার্থীকে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত করে।
  - সহজে সঞ্চালন ঘটে
  - পাঠ্যপুস্তক এবং অধ্যয়ন সামগ্রী বাণিজ্যিকভাবে উপলব্ধ

- **সীমাবদ্ধতা (Weaknesses)**
  - যে বিষয়গুলি শিক্ষার্থীদের কাছে সবচেয়ে বেশি অর্থপূর্ণ সেইগুলি নির্বাচনের কোন সুযোগ নেই।
  - বিষয়বস্তু কোন প্রেক্ষাপট ছাড়াই উপস্থাপিত হয়।
  - সামাজিক, মনোবিজ্ঞানিক এবং দৈহিক বিকাশ লাভে সহায়ক নয়।
  - শিক্ষার্থীদের চাহিদা আগ্রহ এবং অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

- **শৃঙ্খলা মূলক নকশা বা ডিজাইন (Discipline Design):**

এই ডিজাইনে শুধুমাত্র শিক্ষামূলক বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই নতুন নকশা বা ডিজাইনটি ১৯৫০ সালে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং ১৯৬০ সালে এটি জনপ্রিয়তা লাভ করে। তবে এর জনপ্রিয়তা ধুলিস্যাৎ হয়ে যায় ১৯৭০ সালের ছাত্র প্রতিবাদের সময়। এই ধ্বংসের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো শৃঙ্খলাযুক্ত জ্ঞানের (disciplined knowledge) উপর অত্যাধিক গুরুত্ব দান, যা কঠোরভাবে শুধু বিজ্ঞান, গণিত, ইংরেজি, ইতিহাস ইত্যাদির মত বিষয় পঠনের ওপর অতি গুরুত্ব দিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় শিক্ষার্থীরা ইতিহাস পড়তো ঐতিহাসিকদের মত এবং জীববিজ্ঞান পড়তো জীববিজ্ঞানীদের মত।

এই নকশা বা ডিজাইনগুলিতে নির্দিষ্ট বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ধারণার কাঠামো এবং প্রক্রিয়া বোঝার ওপর অত্যন্ত বেশি গুরুত্ব দেওয়া হতো। এই শ্রেণীর ডিজাইন বা নকশায় শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা হতো যাতে তারা প্রতিটি বিষয়ের কাঠামো বা মৌলিক যুক্তি (structure and basic logic) সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারে। বিভিন্ন ধারণা , ধারণাগুলির মধ্যে সম্পর্ক, নীতি ইত্যাদি সঠিকভাবে বোঝার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হতো যাতে শিক্ষার্থীর বিষয় সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভ ঘটে।

- **গুরুত্ব (strength):**

  যে শিক্ষার্থীরা বিষয় সম্পর্কে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে সমর্থ্য হতো তারা স্বাধীনভাবে পরবর্তীকালে শিখনে সমর্থ্য হতো।

- **সীমাবদ্ধতা (weakness):**

  অনেক বিষয় বা জ্ঞানকে disciplined বলে শ্রেণীভুক্ত করা সম্ভব নয় যেমন সৌন্দর্যবোধ,

মানবিকতা, ব্যক্তিগত-সামাজিক জীবন ইত্যাদি।

● **ব্রডফিল্ড নকশা বা ডিজাইন (Broadfield Design):**

পাঠক্রমের নকশা বা ডিজাইনের এই উপশ্রেণীকে বিষয়কেন্দ্রিক ডিজাইনের একটি অন্য রূপ বলে মনে করা হয়। বিষয় ডিজাইনে যে বিভাজনের সৃষ্টি হয়েছিলো সেটি সংশোধনের জন্য এই ডিজাইনটি সৃষ্টি হয়েছিল। নির্দিষ্ট এই ডিজাইনটিতে বিষয়গুলি যুক্তি অনুসারে সমন্বয়ের প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। বিষয়বস্তু, জ্ঞান এবং কর্মকতাদের একটি বিস্তৃত সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ব্রডফিল্ড দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব ঘটে। এর ফলে ভূগোল, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, নৃতত্ব ইত্যাদি বিষয়গুলিকে এক ছাতার তলায় সমাজবিজ্ঞান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হলো। এই ডিজাইনের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা এবং বিভিন্ন বিষয়কে যুক্তিপূর্ণভাবে একই ছাতার তলায় নিয়ে আসার প্রচেষ্টা করা।

● **গুরুত্ব (strength):**

এই ডিজাইনটি মূলত সরল এবং শিক্ষার্থীরা জ্ঞানের একটি বিস্তৃত ক্ষেত্র সম্পর্কে শেখার সুযোগ পাবে।

জ্ঞানকে আর বহুমাত্রিক অথবা খন্ডিত রূপে দেখা হবে না।

● **সীমাবদ্ধতা (weakness):**

বিষয় সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয়, কারণ একজন শিক্ষার্থী যদি এক বছর শুধু অর্থনীতি পরে সে বিষয় সম্পর্কে যে গভীর জ্ঞান অর্জন করতে পারবে, এক বছর সমাজবিদ্যা পড়লে তা সম্ভব হবে না।

● **সহগতি মূলক নকশা বা ডিজাইন (Correlational Design):**

এই নির্দিষ্ট নকশা বা ডিজাইনটি 'স্বতন্ত্র বিষয়' এবং 'মোট বিষয়ের সমন্বয়'এই দুই বিপরীত মেরুর মাঝামাঝি অবস্থিত। এই নকশায় বিভিন্ন বিষয়কে সম্পর্কিত করার চেষ্টা করা হয়েছে তবে বিষয়ের নিজস্ব সত্তা বজায় রেখে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ভৌত বিজ্ঞান কোর্সের একজন শিক্ষার্থী একটি একক গণিতের ধারণা বুঝতে গেলে তাকে রসায়নের একটি পরীক্ষন করতে হবে। যে বিষয়গুলি সহগতি মূলক নকশায় পঠন পাঠন করা যাবে সেগুলি হল বিজ্ঞান এবং গণিত; সাহিত্য এবং ইতিহাস ইত্যাদি। এই দলগত ডিজাইনে সেই সমস্ত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত হবে যেগুলি প্রকৃতিগত দিক থেকে একই রকম। এই ডিজাইনের সার্থক প্রয়োগের জন্য বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকেরা একসঙ্গে কাজ করবেন এবং শিক্ষার্থীদেরও বিভিন্ন কাজ দেবেন যা বিষয়গত দিক থেকে সম্পর্কিত।

● **গুরুত্ব (Strength):**

- এই শ্রেণীর পাঠক্রম ডিজাইনগুলি নতুন এবং আকর্ষণীয়।
- দলগত প্রচেষ্টা এবং মিথস্ক্রিয়ার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠা বাঞ্ছনীয়।

- **সীমাবদ্ধতা (Limitations):**
  - এটি সময় সাপেক্ষ, শিক্ষকেরা যেহেতু বিভিন্ন বিষয়ের এবং বিভাগের তাই একই সময়ে কাজ করা সহজ নয়।
  - বিভিন্ন বিষয়কে সহগতির মাধ্যমে সমন্বিত করা এবং একই শ্রেণীতে একই সঙ্গে কাজ করার জন্য অনেক পরিকল্পনা প্রয়োজন।
  - বেশিরভাগ শ্রেণীর সময়সারণিতে পর্যাপ্ত সময় থাকে না যাতে, শিক্ষার্থী সম্পর্কিত বিষয়গুলির অর্থপূর্ণ পঠন পাঠন করতে পারে।

- **পদ্ধতিমূলক নকশা বা ডিজাইন (Process Design):**

এই শ্রেণীর নকশা বা ডিজাইনে সেই পদ্ধতিগুলির ওপরে গুরুত্ব দেওয়া হয় যে পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অর্জন ঘটে। শিক্ষাক্ষেত্রে চিন্তন প্রক্রিয়াকে সব সময় গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং শিক্ষার্থীদের চিন্তা করতে শেখানো হয় বিদ্যালয়ে। শিক্ষার্থীরা কি শিখছে এবং কিভাবে শিখছে এই দুইটি বিষয়ই সমান গুরুত্বপূর্ণ এই ডিজাইনে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় - জীববিদ্যা পড়ার জন্য জৈবিক পদ্ধতির ব্যবহার (biological procedures to learn biology) এবং সংস্কৃতি এবং সমাজ সম্পর্কে জানার জন্য নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতির (Ethnographic procedures to study culture and society) ব্যবহার করতে হবে।

- **গুরুত্ব (Strengths):**
  - এই প্রকারের ডিজাইন এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান অর্জনের জন্য বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন কাঠামো তৈরি করে।
  - শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন শিখন প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত করা যায়, যাতে তারা নিজেদের শিখন পদ্ধতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।
  - পাঠক্রমের এই ডিজাইন বিভিন্ন প্রকার চিন্তন ক্ষমতা যেমন সমালোচনামূলক চিন্তন, যুক্তিমূলক চিন্তন এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিকশিত করতে সহায়তা করে।

- **সীমাবদ্ধতা (Limitations):**
  - শিক্ষার্থীরা যথার্থ রূপে ব্যক্তিগতভাবে কতটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অর্জন করছে, সেটি নির্ধারণ করা কঠিন।

২.৪.২. শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক ডিজাইন বা নকশা (Learner Centred Designs):

ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বভাগে শিক্ষাবিদগন মনে করতেন শিক্ষার্থীরাই সমস্ত শিক্ষা প্রোগ্রাম এর কেন্দ্রবিন্দু। এই নকশা বা ডিজাইনগুলি শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে বেশি প্রযোজ্য তার কারণ এই স্তরে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে থাকে। পরবর্তীকালে শিক্ষার মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীকে কেন্দ্রে রাখা সম্ভব হয় না কারণ বিষয়বস্তুকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিতে হয়।

● **শিশুকেন্দ্রিক নকশা বা ডিজাইন (Child centric design):**

এই ডিজাইন বা নকশা অনুসারে শিক্ষার্থীরা তাদের শিখন পরিবেশে সক্রিয় থাকবে। শিখন এবং শিক্ষার্থীর জীবন খুব ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হবে। এটি তখনই সম্ভব যখন শিক্ষা প্রক্রিয়া শিশুর আগ্রহ এবং চাহিদার উপর ভিত্তি করে সৃষ্ট হবে। এই ডিজাইন বা নকশার প্রবক্তরা কাজ করার মাধ্যমে শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন যাতে শিশুদের আত্মপোলব্ধি ঘটে এবং তারা সামাজিক বিষয়ে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। এই শ্রেণীর ডিজাইনের উপর ভিত্তি করে যে পাঠক্রম তৈরি হয় তা মূলত শিশুকেন্দ্রিক এবং অভিজ্ঞতা কেন্দ্রিক।

এটি বিশ্বাস করা হয় যে কার্যকরী শিখনের জন্য কঠোর শৃঙ্খলার প্রয়োজন হয় না কারণ শিশুর জন্মগত প্রবণতা হল স্বতঃস্ফূর্তভাবে আগ্রহব্যঞ্জক জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হওয়া।

এই ডিজাইন বা নকশা মানুষের আবেগের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই স্বাভাবিকভাবেই মানুষ সমাজে মিশতে চায়, নির্মাণ করতে চায়, অনুসন্ধান করতে চায়, পরীক্ষণ করতে চায়, প্রকাশ করতে চায় এবং সৃষ্টি করতে চায় (like to socialise, to construct, to inquire, to experiment, to express and to createV।

● **গুরুত্ব (strength):**

শিক্ষা প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে থাকে শিশু, এটি এই ডিজাইন অথবা নকশার সবচেয়ে শক্তিশালী দিক।

● **সীমাবদ্ধতা (weakness):**

সামাজিক চাহিদা এবং প্রয়োজনীয়তাকে পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেওয়া যায় না এই ডিজাইন বা নকশায়।

● **অভিজ্ঞতা কেন্দ্রিক ডিজাইন বা নকশা (Experience centred design):**

এই নকশা বা ডিজাইন অনেকটা শিশুকেন্দ্রিক ডিজাইনের মতো কিন্তু একটি মূল পার্থক্য বর্তমান, সেটি হল শিক্ষার্থীর চাহিদা এবং আগ্রহের ভিত্তিতে যে অভিজ্ঞতা নির্বাচিত হয় তা আগে থেকে বোঝা যায় না (experience is based on needs and interest– cannot be anticipated) তাই কোন নির্দিষ্ট পাঠক্রমের কাঠামো সমস্ত শিক্ষার্থীদের জন্য পরিকল্পনা করা সম্ভব হয় না। সুতরাং এই প্রকার পাঠক্রমের নকশা পূর্ব পরিকল্পিত হয় না বরং এটি নির্ভর করে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের (দ্র— স্দ্মদ্রষ্ঠম্ব্রত্ব্হ্দ্র—) উপর। প্রতিটি শিক্ষার্থীর স্বতন্ত্রতার ওপর শিক্ষকদের বিশ্বাস আছে তাই শিক্ষকেরা বিভিন্ন প্রকার অভিজ্ঞতার নির্বাচন করেন শিক্ষার্থীদের জন্য।

● **গুরুত্ব (Strength):**

শিক্ষার্থীরা প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ এবং সক্রিয় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নিজেদের শিখন নিজেরাই নির্মাণ করে অর্জিত জ্ঞান সংশোধন করে।

- **সীমাবদ্ধতা (Weakness):**

প্রতিবার শিক্ষককে চিন্তা করতে হয় কোথা থেকে শুরু হবে। শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষকের ধারণা থাকা প্রয়োজন এবং প্রথাগত জ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের আগ্রহকে যুক্ত করতে হবে।

- **কল্পনাপ্রবণ অথবা মূলসংক্রান্ত নকশা বা ডিজাইন (Romantic or Radical Design):**

এই প্রকারের পাঠক্রম নির্মাণকারীরা বিশ্বাস করেন যে শিখন একটি প্রতিফলিত প্রক্রিয়া যা ক্ষমতাসম্পন্ন একজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দ্বারা বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। এই নির্দিষ্ট পাঠক্রমের নকশায় জ্ঞানকে কোন কোর্স বা পাঠ্যসূচির মত উৎপাদিত বস্তু (finished product) হিসেবে গণ্য করা হয় না। এই মতাবলম্বীরা মনে করেন শিখন হল বিভিন্ন মানুষের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার ফলস্বরূপ। মৌলবাদীরা সাধারণভাবে সমাজকে দুর্নীতিগ্রস্ত এবং দমনমূলক বলে মনে করেন। তাই এই শ্রেণীর পাঠক্রম ডিজাইনে মনে করা হয় শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে যুক্ত হতে হবে বিষয়বস্তু নির্বাচনে, যাতে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান ঘটে। শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করবেন এবং এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন। শিক্ষার্থীরাও স্বাধীনতা দাবি করবে এবং নিজেদের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

- **গুরুত্ব (Strengths):**
  - শিক্ষার্থীরা শেখে কিভাবে জ্ঞানের সমালোচক হিসেবে নিজেদের নিযুক্ত করা যায়
  - শিখন হলো প্রতিফলনমূলক তাই শিক্ষার্থীদের সমাজের নির্দিষ্ট অনুশাসন মেনে নেওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকে না।

- **মানবিক ডিজাইন বা নকশা (Humanistic Design):**

মানবিক মনোবিদ্যার সঙ্গে বেশিরভাগ মানবিক ডিজাইন বা নকশা যুক্ত যার উদ্ভব ঘটেছিল ১৯৫০ সালে আচরণবাদী মনোবিদ্যার বিপক্ষে। পাঠকক্রমের ডিজাইনের এই শ্রেণী অনুযায়ী মানুষের কর্মকে শুধুমাত্র একটি উদ্দীপকের প্রতি সরল প্রতিক্রিয়ার থেকে বেশি কিছু বলে মনে করা হতো। ব্যক্তির অস্তিত্বের মধ্যে যে ব্যক্তি সাপেক্ষতা রয়েছে তার প্রতি এই শ্রেণীর পাঠক্রম নির্মাতারা মনোযোগী হয়েছিলেন। এই নকশা বা ডিজাইনে বিভিন্ন বিষয়ের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছিল এবং প্রচেষ্টা করা হয়েছিল যাতে ব্যক্তি পূর্ণ কর্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তিতে পরিণত হয়। মানবিক গুণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল তাই শিক্ষার্থীদের নিজেদের বৃদ্ধি এবং বিকাশ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। শিক্ষকদের কাজ ছিল উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি যাতে সহমর্মিতা, শ্রদ্ধা এবং সততার বিকাশ ঘটে। শিক্ষার্থীরা কোন সমস্যাকে বুদ্ধিমত্তার এবং নমনীয়তার সঙ্গে দেখবে, তারা সহযোগিতামূলক পদ্ধতিতে কাজ করবে, অন্য কারো অনুমোদনের প্রয়োজন নেই, বরং তারা নিজেদের ভুলত্রুটিকে শিখন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই গণ্য করবে। শিক্ষার এই ডিজাইনে পাঠক্রম এমন হবে যাতে শিক্ষার্থীরা আনন্দ পাবে এবং তাদের প্রক্ষোভের বিকাশ ঘটবে। মানবিক নকশা অথবা ডিজাইন আরো উল্লেখ করে যে, জ্ঞানমূলক, বোধমূলক এবং সঞ্চালনমূলক ক্ষেত্রগুলি অন্তরসম্পর্কিত এবং একটি নির্দিষ্ট ক্রমানুসারেই শিক্ষার্থী এই ক্ষেত্রগুলিতে দক্ষ হয়ে ওঠে।

- **গুরুত্ব (Strengths):**
  - শিক্ষা হল জ্ঞানমূলক এবং বোধমূলক ক্ষেত্রের সার্থক সমন্বয়, তাই শিক্ষক অনুমতি দেবেন যাতে শিখনের সময় শিক্ষার্থী অনুভব করতে পারে, মূল্য বুঝতে পারে এবং তার বিকাশ ঘটে।
  - এই দৃষ্টিভঙ্গি আরো অনুভূতিমূলক উপাদান যোগ করেছে যেমন অনুভূতি, মনোভাব, মূল্যবোধ ইত্যাদি যা শিক্ষাকে এবং শিখনকে আরো মানবিক করে তুলেছে।

- **সীমাবদ্ধতা (Weaknesses):**
  - ব্যক্তির উপর অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কারণে সামাজিক চাহিদাগুলি অবহেলিত হচ্ছে।
  - দক্ষতা এবং ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষকের প্রয়োজন যাতে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সফল মিথস্ক্রিয়া সম্ভব হয়।

২.৪.৩. সমস্যা কেন্দ্রিক ডিজাইন বা নকশা (Problem Centred Design):

পাঠক্রম নকশার এই শ্রেণীটি প্রাতিষ্ঠানিক এবং দলগত জীবনের সমস্যার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য এই ডিজাইনগুলি সংগঠিত করা হয়েছে। এই প্রকারের ডিজাইন কোন বিষয়ের সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, তার কারণ বিষয়বস্তু নির্বাচিত এবং পরিকল্পিত হয় শিক্ষার্থী শিক্ষাক্ষেত্রে আসার অনেক আগে। এই ডিজাইনের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলি হল শিক্ষার্থীদের চাহিদা প্রয়োজনীয়তা এবং ক্ষমতাগুচ্ছ, তাই বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর বিকাশের উপরও নজর দেওয়া হয়। বিভিন্ন প্রকারের সমস্যাকেন্দ্রিক ডিজাইন আছে যেগুলির উদাহরণ দেওয়া হলো - বিভিন্ন জীবনের পরিস্থিতি, গতানুগতিক সামাজিক সমস্যা, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র, সমাজের পুনঃনির্মাণ ইত্যাদি।

- **জীবন পরিস্থিতির ডিজাইন বা নকশা (Life Situation Designs):**

১৯০০ শতকে হারবার্ট স্পেন্সারের লেখা 'সম্পূর্ণ জীবন-যাপনের জন্য শিক্ষা' (Education for complete living) য় এই ডিজাইন বা নকশার উদ্ভব। এই ডিজাইনে তিনটি মৌলিক অনুমান পাওয়া যায়।

প্রথমত: সমাজকে সার্থকভাবে কাজ করতে গেলে জীবন পরিস্থিতি হতে হবে স্থির বা অবিচল।

দ্বিতীয়ত: শিক্ষার বিষয় এবং সমাজ জীবনের বিভিন্ন দিকের মধ্যে শিক্ষার্থীরা, প্রত্যক্ষ প্রাসঙ্গিকতা দেখতে সমর্থ হবে।

তৃতীয়ত: সমাজ উন্নয়নে শিক্ষার্থীরা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হবে। শিক্ষার বিষয়বস্তু এমনভাবে সংঘটিত হবে যাতে শিক্ষার্থীরা স্পষ্টভাবে সমস্যার ক্ষেত্র গুলি চিহ্নিত করতে পারবে। এই ডিজাইন শিক্ষার্থীর অতীত এবং বর্তমান অভিজ্ঞতাগুলি কাজে লাগিয়ে জীবনযাপনের মৌলিক ধারাটি বিশ্লেষণ করতে সহায়তা করে।

- **গুরুত্ব (Strengths):**
  - শিখনের প্রক্রিয়ার বিভিন্ন সমস্যা সমাধান পদ্ধতির উপর জোর দেওয়া হয়।
  - এই প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন বিষয় সুসংগঠিত এবং সমন্বিত থাকে তাই শিক্ষার্থী স্পষ্টভাবে সমস্যার ক্ষেত্রটি চিনতে পারে।
  - বিষয়বস্তু বাস্তব পরিস্থিতি সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত হওয়াতে পাঠক্রমের প্রাসঙ্গিকতা বৃদ্ধি পায়।

- **সীমাবদ্ধতা (Limitations):**
  - যুবসমাজকে উপস্থিত পরিস্থিতি মানতে বলা হয় তাই পরোক্ষভাবে সমাজকে মেনে নেওয়ার কথাই বলে।
  - আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হচ্ছে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলির পরিধি এবং ক্রম নির্ধারণ করা কঠিন।
  - এই ডিজাইনটি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের যথেষ্ট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে। একই সময়ে পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার এবং অন্যান্য শিক্ষণ শিখন উপকরণের ব্যবহার করলে এই ডিজাইনটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সফল হবে না।

- **মূল অথবা কোর ডিজাইন বা নকশা (Core Design):**

এই ডিজাইন বা নকশার কেন্দ্র হল সাধারণ শিক্ষা এবং মানুষের বিভিন্ন কাজের ফলে যে মূল সমস্যা সৃষ্টি হয়, তাই। এই ডিজাইন বা নকশার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো বিষয়বস্তু, শিক্ষার্থীদের সাধারণ চাহিদা এবং সমস্যা ইত্যাদি।

- **সুবিধা (Strengths):**
  - এই ডিজাইন বা নকশা বিভিন্ন বিষয়গুলি এক জায়গায় নিয়ে আসে এবং শুধুমাত্র প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তুগুলি শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দেয়।
  - বিষয়বস্তুকে প্রাসঙ্গিক আকারে শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরে এর ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রেষণার জাগরণ ঘটে।
  - শিক্ষার্থীরা সমাজকে শিখনের গবেষণাগার হিসেবে দেখে তাই এর মাধ্যমে তারা গণতান্ত্রিক চর্চা শেখে (learn democratic practice)।

- **সীমাবদ্ধতা (Limitations):**
  - এই ডিজাইন বা নকশায় এমন কিছু বস্তুর প্রয়োজন হয় যা, প্রথাগত পাঠ্য পুস্তকে পাওয়া কঠিন।

- ব্যতিক্রমী শিক্ষক প্রয়োজন যাদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অগাধ পাণ্ডিত্য, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা এবং স্বাভাবিক জ্ঞানের সীমা অসীম।
- এটি একটি পুনঃনির্মাণমূলক ডিজাইন বা নকশা।

পাঠক্রম নির্মাণকারীরা বিশ্বাস করেন এই ডিজাইন বা নকশা প্রয়োগের ফলে সামাজিক পরিবর্তন আসবে এবং শেষ পর্যন্ত একটি ন্যায় নীতি পরায়ণ সমাজের সৃষ্টি হবে। বিশ্বাস করা হয় যে বিদ্যালয়ে ব্যক্তিকে একটি সামাজিক সত্তা এবং সামাজিক বাস্তবতায় দক্ষ পরিকল্পনাকারী করে গড়ে তুলবে। পাঠক্রমের এই ডিজাইন লক্ষ্য, পাঠক্রম, সামাজিক কর্ম (social action) ত্বরান্বিত করবে এবং শিক্ষার্থীকে সমাজ বাস্তবের দক্ষ পরিকল্পনাকারী (social planner of social reality) করে গড়ে তুলবে। এই নকশা বা ডিজাইন শিল্প এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনকে উৎসাহিত করবে এবং আশা করা যায় শিক্ষার্থীরা সাম্যবাদী সমাজের প্রতিষ্ঠা করবে।

খুব সংক্ষিপ্তাকারে বলা যায় যে, পাঠক্রমের নকশা একটি জটিল প্রক্রিয়া এবং সমস্ত শিক্ষাবিদদের এই বিষয়ে মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। যেকোনো পাঠক্রম নকশা বা ডিজাইন সফল হতে পারে যদি সেই ডিজাইনটির মধ্যে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ধারণা মনোভাব এবং দক্ষতা চিহ্নিতকরণের ক্ষমতা থাকে। তাহলেই একমাত্র শিক্ষার্থীদের বৃদ্ধি এবং বিকাশে এটি সহায়ক হবে।

প্রতিটি পাঠক্রমেরই কিছু ইতিহাস এবং দর্শন থাকে যা পাঠক্রমটির প্রেক্ষাপট বুঝতে সহায়তা করে। বিষয়কেন্দ্রিক, শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক, এবং সমস্য কেন্দ্রিক নকশায় তিনটি করে উপ- বিভাগ রয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সুবিধে এবং অসুবিধা রয়েছে। তবে এই কথা বলাই বাহুল্য যে বাস্তব জীবন পরিস্থিতিতে যে কোন একটি নকশা বা ডিজাইন অনুসরণ করা সম্ভব নয়। তাই কিছু নির্দিষ্ট দল আছে যারা এই সমস্ত ডিজাইনগুলোকে পুনর্মার্জন করে নির্দিষ্ট এবং স্বতন্ত্র কিছু পাঠক্রম প্রক্রিয়া তৈরি করেন যা বিদ্যালয়ের এবং শিক্ষার্থীর নির্দিষ্ট প্রয়োজন মেটাতে সহায়তা করে।

২.৫ পাঠক্রমের বিকাশ প্রক্রিয়া (Process of Curriculum development)

২.৫.১ শিক্ষামূলক চাহিদার মূল্যায়ন (Assessment of educational needs)

২.৫.২ শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য নির্ধারণ (Formulation of Educational objectives)

২.৫.৩ বিষয়বস্তু নির্বাচন এবং সংগঠন (Selection and organisation of content)

২.৫.৪. শিখন অভিজ্ঞতা নির্বাচন এবং সংগঠন (Selection and organisation of learning experiences)

২.৫.৫. পাঠক্রমের মূল্যায়ন (Evaluation of the curriculum)

২.৬. সারাংশ (Summary)

২.৭. আত্ম মূল্যায়নমূলক প্রশ্নাবলী (Self-Assessment Questions)

২.৮. গ্রন্থপঞ্জি (উব্রত্রন্ত্র—ত্বত্রন্)

২.৫ পাঠক্রমের বিকাশ প্রক্রিয়া (Process of Curriculum Development)

২.৫.১ শিক্ষামূলক চাহিদার মূল্যায়ন (Assessment of Educational Needs)

একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট জনসমষ্টির জন্য পাঠক্রম নির্মান করা হয়।পাঠক্রমের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল পাঠক্রমেরচাহিদা সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা। নির্দিষ্ট কিছু দর্শনের ওপর ভিত্তি করে প্রতিটি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে যার উপর ভিত্তি করে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য তৈরি করা হয়, যা পাঠক্রমের সঠিক দিক দর্শনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাঠক্রমের লক্ষ্য নির্ধারণের আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রক্রিয়া হল পাঠক্রম বিকাশের আগে পাঠক্রমের চাহিদা সম্পর্কে সঠিক ধারণা গঠন। শিক্ষাদর্শন কতখানি অনুসরণ করা যাবে এবং প্রয়োগ করা যাবে তা নির্ভর করে এই চাহিদা নির্ণয়ের উপর। চাহিদা সম্পর্কে জানার জন্য উপযুক্ত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে ব্যক্তি নিরপেক্ষ পদ্ধতি দ্বারা। শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং শিক্ষাবিদদের এই চাহিদা নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তবে শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং শিক্ষাবিদদের মতামতে ব্যক্তিসাপেক্ষতা থাকতে পারে, তাই এই মতামতগুলি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করে নেওয়াও জরুরি।

একজন প্রাণীর চাহিদা বলতে বোঝায় মূলত সুস্থ জীবন যাপনের প্রয়োজনীয়তা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় - বাতাস, জল, খাদ্য, পোশাক, আশ্রয় ইত্যাদি নিরাপদ স্বাস্থ্যকর জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদা। এই চাহিদাগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তাই এখানে কোন খামতি থাকলে ব্যক্তির জীবনে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে এমনকি মৃত্যু ঘটতে পারে।

সাধারণভাবে চাহিদাকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় যেমন - অনুভূতি মূলক চাহিদা (Felt Needs), বাস্তব চাহিদা (Real Needs) এবং পর্যবেক্ষিত চাহিদা (Observed Needs)।

- **অনুভূতি মূলক চাহিদা (Felt Needs):**

অনুভূতিমূলক চাহিদা (Felt Needs): এই চাহিদাগুলি মানুষ অনুভব করে এবং এইগুলি হল মানুষের আশা-প্রত্যাশা। মানুষ ভাবে অথবা অনুভব করে এই চাহিদাগুলি জীবনের জন্য প্রয়োজন। প্রতিটি মানুষ এই প্রকার চাহিদাগুলি নিজের মতো নির্ধারণ করে এবং অনুভব করে এইগুলি তার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় চাহিদা। পানীয় জল, বিদ্যালয়, উচ্চশিক্ষা, রাস্তা এবং যোগাযোগ, কর্ম সংস্থান ইত্যাদি এই শ্রেণীর অনুভূত চাহিদার অন্তর্ভুক্ত।

বাস্তব চাহিদা (Real Needs): বাস্তব চাহিদার অন্তর্ভুক্ত হলো ব্যক্তির সেই সমস্ত চাহিদা যা তার আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য সত্যিই প্রয়োজন। জলের পরিচ্ছন্নতা, কিভাবে জলের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা যায় সেই জ্ঞান, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, মায়ের এবং শিশুর স্বাস্থ্য শিক্ষা (examining purity of water, knowledge to treat water, personal cleanliness maternal and child health education) ইত্যাদি ব্যক্তির বাস্তব চাহিদার অন্তর্ভুক্ত।

পর্যবেক্ষিত চাহিদা (Observed Needs): পর্যবেক্ষিত চাহিদা বলতে বোঝায় সেই সমস্ত আদর্শ চাহিদা (normative need) যা অন্যের দ্বারা প্রত্যক্ষণ করা হয়েছে। যে ব্যক্তিদের সাধারনত বিশেষজ্ঞ

অথবা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়, তারা যদি কোন চাহিদাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন, তাহলে এইগুলিকে পর্যবেক্ষিত চাহিদার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় - ফ্যাশন। দৃষ্টিভঙ্গি বলতে বোঝায় কোন কাজ করবার অথবা চিন্তার ধরন (website dictionary)। পাঠক্রম বিকাশের ক্ষেত্রে আমরা যখন কোন দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলি তার অর্থ হল পাঠক্রমকে আমরা কোন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখছি এবং এর অন্তর্ভুক্ত হলো পাঠক্রম সম্পর্কে চিন্তন, সৃজন এবং ডিজাইন বা নকশা প্রদান। পাঠক্রম পরিকল্পনাকারী এবং নির্মাণকারীরা যেকোনো একটি বা একাধিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবহার করেন পাঠক্রমের পরিকল্পনা প্রয়োগ এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে। শিক্ষক এবং পাঠক্রম চর্চাকারীরা পাঠক্রম নকশার বিভিন্ন মডেলগুলি গ্রহণ করেছেন যার উদ্ভব ঘটেছে পাঠক্রমের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। পাঠক্রমের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নির্ধারণ করা হয় কিভাবে পাঠক্রমের নকশা বা ডিজাইনের ব্যবহার এবং প্রয়োগ করা হবে।

পাঠক্রম নির্মাতারা এবং প্রয়োগকারীরা যেকোনো একটি দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করেন পাঠক্রম পরিকল্পনা, ডিজাইন প্রয়োগ এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে। পাঠক্রমের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে পাঠক্রম পরিকল্পনার নকশা অথবা ডিজাইনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আধুনিক ফ্যাশন, স্বাস্থ্য শিক্ষা, পরিবেশের স্বচ্ছতা, স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপদ পানীয় জল, বিভিন্ন অসুস্থতা সম্পর্কে জ্ঞান, বাঞ্ছিত শরীরের ওজন এবং আকর্ষণীয়তা ইত্যাদি পর্যবেক্ষিত চাহিদার অন্তর্ভুক্ত।

- **শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য গঠন (Formulation of Educational Objectives):**

শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য গঠিত হয় দর্শন এবং চাহিদা নির্ধারণের উপর নির্ভর করে। এরপর চিহ্নিত করা চাহিদাগুলিকে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের রূপ দেওয়া হয়। লক্ষ্য বলতে বোঝায় শিক্ষা প্রচেষ্টার ফলাফল সম্পর্কে সাধারণ বাক্য (general statement of the results of educational endeavour), যার ভিত্তিতে শিখন পরিকল্পনা করা হয়। যখন লক্ষ্য সম্পর্কে বাক্য আরো নির্দিষ্ট রূপ ধারণ করে তখনই শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য পাওয়া যায়। এই উদ্দেশ্যগুলি আরো নির্দিষ্ট রূপে পাই যখন উদ্দেশ্যগুলি আচরণের মাধ্যমে পূরণ করার পরিস্থিতিতে আসে। লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য খুব সহজে চেনা যায় কারণ লক্ষ্য হলো সাধারণ (general)এবং উদ্দেশ্য হলো নির্দিষ্ট (specific)। লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় দর্শনের ওপর ভিত্তি করে এবং লক্ষ্যের প্রতিফলন ঘটে শিখনের সমস্ত পরিস্থিতিতে যেমন পাঠক্রম পরিকল্পনার শুরু থেকে শ্রেণীকক্ষে ব্যবহৃত পাঠ পরিকল্পনা (lesson plan) পর্যন্ত। সুতরাং বলা যায় লক্ষ্য তৈরি হয় দর্শনের ভিত্তিতে এবং নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য গঠন হয় লক্ষ্যের ভিত্তিতে।

উদ্দেশ্য নির্মাণ করার তিনটি মূল উৎস আছে যেমন সমাজ, ব্যক্তি এবং জ্ঞান। এখানে এই তিনটি আলোচনা করা হলো -

- **সমাজ (Society):**

শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয় আঞ্চলিক স্তরে এবং জাতীয় স্তরের সমাজে। সংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং সঞ্চালনা হল এমন একটি চাহিদা যার দ্বারা জীবনে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং অন্যান্য অভিনব উদ্দেশ্য পূরণ হয়। পাঠক্রমের পরিকল্পনা এবং বিকাশের ক্ষেত্রে সামাজিক চাহিদাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়, যাতে শিক্ষার্থীর মধ্যে সেই সমস্ত ক্ষমতা এবং গুণাবলীর বিকাশ ঘটে।

● **ব্যক্তি (Individual):**

সমাজ নির্ধারণ করে শিক্ষার মৌলিক প্রয়োজনীয়তা গুলি, যার থেকে ব্যক্তিগত চাহিদাগুলির উদ্ভব ঘটে এবং তার প্রতিফলন ঘটে সমাজে। ব্যক্তির কিছু নির্দিষ্ট চাহিদা রয়েছে যেমন শিক্ষার্থীর দৈহিক এবং মানসিক বিকাশ (physical and psychological development), এই চাহিদাগুলিকে আত্মবিকাশ বা আত্মসম্পূর্ণতার চাহিদার (selféôé development or self-fullfilment) দলে ফেলা যায়। মনোবৈজ্ঞানিক বিকাশ বলতে জ্ঞানমূলক, বোধমূলক এবং সঞ্চালনমূলক ক্ষেত্রগুলিকে বোঝায় যা শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরী। কিছু চিন্তাশীল মানুষ আবার ব্যক্তির আধ্যাত্মিক চাহিদার কথাও উল্লেখ করেছেন সুতরাং এটি বাঞ্ছিত যে ব্যক্তি তার আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণেরও সুযোগ পাবে।

● **জ্ঞান (Knowledge):**

জ্ঞানের অনুপস্থিতিতে কোন সভ্যতারই বিকাশ ঘটা সম্ভব নয় তাই জ্ঞান হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত সভ্যতার বিকাশের জন্য। জ্ঞানের নানা প্রকার শ্রেণীকরণ করা যায় যেমন তথ্য, প্রক্রিয়া, মৌলিক ধারণা, ধারণা, চিন্তনের ক্ষেত্র (facts, process, basic ideas, concepts, thought systems) ইত্যাদি। তাই জ্ঞানের প্রকৃতি বা বিষয়বস্তু হলো শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য নির্ধারণ করার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ শর্তাবলী।

সুতরাং আমরা নিশ্চিত রূপে বলতে পারি যে সমাজ এবং জ্ঞান একটি অন্যটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত এবং একটি অন্যটির দ্বারা প্রভাবিত।

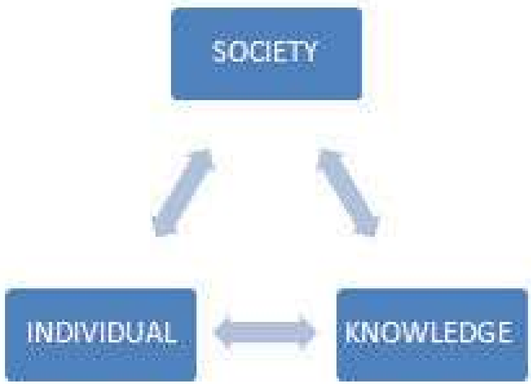

সমাজ একটি গতিশীল ধারণা যা সদা পরিবর্তনশীল এবং ব্যক্তি সমাজে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য অবিরত অভিযোজন করে থাকে। নিজের সত্ত্বা বজায় রেখে সমাজের সঙ্গে অভিযোজনে ব্যক্তিকে সাহায্য করে জ্ঞান। জ্ঞানের চরিত্র কেমন হবে তা নির্ধারণ করে ব্যক্তি এবং সামাজিক কল্যাণ (individual and social welfare)।

● **শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য নির্ধারণ (Formulation of Educational Objectives):**

শিক্ষার্থী বিভিন্ন শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানবে, বুঝতে সক্ষম হবে এবং প্রয়োগ করতে পারবে; শিখন উদ্দেশ্যে আগে থেকেই এই কথা উল্লিখিত এবং বর্ণিত থাকে । এই কাজগুলি হলো মেলানো, মূল্য

বোঝা, সঠিক শব্দের ব্যবহার, উপযুক্ততা, যুক্তি মূলক দল গঠন, পুনর্মারজন (matching, worth, wording, appropriateness, logical grouping, revision) ইত্যাদি।

শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য নির্ধারণ (Formulation of Educational Objectives)

মেলানো (matching)

মূল্য বোঝা (worth)

সঠিক শব্দের ব্যবহার (wording)

উপযুক্ততা (appropriateness)

যুক্তিমূলক দল গঠন (logical grouping)

পুনর্মারজন (revision)

এই উপাদানগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো -

মেলানো (Matching)- নির্দিষ্ট বিষয়ের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলি শিক্ষার ব্যাপক অথবা চরম লক্ষ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে হবে, যার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলিকে গঠন করা হয়েছে।

মূল্য (Worth)- মূল্য বলতে বোঝায় পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্যগুলি শিক্ষার্থীর বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তা নির্ধারণ করা। ব্যক্তির জ্ঞানমূলক ভিত্তির জন্য মানব জীবনের মান ধীরে ধীরে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উন্নত হচ্ছে, পরিবর্তিত হচ্ছে। তাই পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্যগুলির পুনর্মূল্যায়ন দরকার এবং প্রয়োজনে পরিবর্তন দরকার। উদ্দেশ্যগুলি হবে অর্থপূর্ণ, লাভ দায়ক, নির্মাণমূলক এবং শিক্ষার্থীদের চাহিদার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক (meaningful, beneficial, constructive and relevant to the demand of the learners)।

শব্দের ব্যবহার (Wording) -পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্যগুলি নির্দিষ্ট ধারার বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এই উদ্দেশ্যগুলি নির্মাণের সময় সঠিক শব্দের ব্যবহার প্রয়োজন, যাতে অনভিজ্ঞ শিক্ষার্থীরা বাঞ্ছিত ফলাফল সম্পর্কে সহজেই ধারণা গঠন করতে পারে এবং কিভাবে উদ্দেশ্যগুলি পূরণ সম্ভব সেই পরিকল্পনা করতে পারে ।

- **উপযুক্ততা (Appropriateness):**

পূর্ব নির্ধারিত শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য নির্মাণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের চাহিদা এবং আগ্রহ একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। সঠিকভাবে উদ্দেশ্য নির্বাচন প্রয়োজন। উদ্দেশ্যে যদি স্পষ্টতার অভাব থাকে তাহলে শিক্ষকদের, শিক্ষার্থী এবং অন্যান্য স্টেক হোল্ডারদের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। যা পাঠক্রম বিকাশ প্রক্রিয়ার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।

যুক্তিমূলক দল গঠন (Logical grouping)

উদ্দেশ্য গঠনের ক্ষেত্রে সঠিক সংগঠন এবং ক্রম অনুসরণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। পাঠক্রমের প্রতিটি বিষয় ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান, বোধগম্যতা এবং প্রয়োগের ক্ষেত্র অনুযায়ী অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সুতরাং বিভিন্ন উদ্দেশ্যগুলিও কিছু সাধারন ধারণা বা ক্ষেত্র অনুযায়ী শ্রেণীভুক্ত করা হয়। এই ক্ষেত্রগুলি হল জ্ঞানমূলক, বোধ মূলক এবং সঞ্চালন মূলক ক্ষেত্র। উদ্দেশ্যগুলি যত সুচিন্তিত ভাবে দলভুক্ত করা হবে পাঠক্রম ততই কার্যকরী হবে।

● **পুনর্মারজন (Revision):**

বর্তমানে প্রতিটি সমাজ এবং অর্থনীতি খুব দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে তার তার ফলে শিক্ষার্থীদের চাহিদা, জ্ঞানভাণ্ডার, নির্দেশমূলক পদ্ধতিও অতি দ্রুত বদলে যাচ্ছে তাই উদ্দেশ্যের পুনর্মারজন অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। পাঠক্রমের বিকাশ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এই প্রক্রিয়াকে গতিশীল রাখার জন্য উদ্দেশ্যের পুনর্মারজন বাধ্যতামূলক। পাঠক্রমের উপর এর প্রভাব অনুস্বীকার্য এবং এর ফলে পাঠক্রম হবে নমনীয় । তাহলেই আধুনিক পাঠক্রম সমাজের সাম্প্রতিক চাহিদাগুলি সার্থকভাবে মেটাতে সক্ষম হবে।

উদ্দেশ্যগুলি দ্বারা নির্দিষ্ট আচরণের প্রতিফলন ঘটলে আচরণমূলক উদ্দেশ্য যথার্থ রূপে গঠিত হয়। একজন শিক্ষার্থী জানতে পারে এবং বুঝতে পারে একটি নির্দিষ্ট আচরণমূলক উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর কাছে কি প্রকার আচরণের পরিবর্তন আশা করে। আচরণমূলক উদ্দেশ্য বর্ণনা করে একজন শিক্ষার্থীর শিখনের সময় যথাযথভাবে কি করনীয়।

শিক্ষামূলক বা আচরনমূলক উদ্দেশ্য নির্মাণ করার ক্ষেত্রে যে কোন আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকবে যদি ব্লুমের ট্যাক্সোনমি আলোচনা না করা হয়।

১৯৫৬ সালে শিক্ষা মনোবিদ ডক্টর বেঞ্জামিন ব্লুমের নেতৃত্বে ব্লুমের ট্যাক্সোনমি গঠিত হয়েছিল। এই ট্যাক্সোনমির উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে আরো উচ্চস্তরের চিন্তাকে অন্তর্ভুক্ত করা। শুধুমাত্র তথ্যের স্মরণ বা না বুঝে শিখন (remembering of fact and rote learning) নয় বরং এই শ্রেণীকরণ ব্যবস্থা ধারণার বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়ন, প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি, নীতি ইত্যাদির ওপর জোর দিয়েছিল। শিক্ষামূলক প্রশিক্ষণমূলক এবং শিখন প্রক্রিয়া ডিজাইনের ক্ষেত্রে এই ট্যাক্সনামি সাধারণভাবে ব্যবহৃত হতো। তিনটি ক্ষেত্রে শিক্ষামূলক কার্যাবলী বা শিক্ষনকে বিভক্ত করা হয়েছিল যেগুলি হল জ্ঞানমূলক ক্ষেত্র - বিভিন্ন মানসিক দক্ষতা এবং জ্ঞান যার অন্তর্ভুক্ত; বোধ মূলক ক্ষেত্র-বিভিন্ন অনুভূতি এবং প্রক্ষোভমূলক ক্ষেত্র, মনোভাব ইত্যাদি যার অন্তর্ভুক্ত এবং সঞ্চালনমূলক ক্ষেত্র যার অন্তর্ভুক্ত হলো হাতে কলমে কাজ করার দক্ষতা।

● **বিষয় নির্বাচন এবং সংগঠন (Selection and Organisation of Content):**

বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হবে শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন জীবন অভিজ্ঞতা থেকে তার কারণ শিক্ষার্থীরা তাহলেই তাদের অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগ করতে পারবে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনে। শিক্ষার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যর উপর ভিত্তি করে বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হবে। বিভিন্ন উৎসের ওপর নির্ভর করে বিষয়বস্তু নির্বাচন প্রক্রিয়া। কিছু গুরুত্বপূর্ণ উৎস এখানে আলোচনা করা হলো ,

● **বিষয়বস্তু উৎস হিসেবে জ্ঞান (Knowledge as a source of content):**

জ্ঞানের ক্ষেত্রটি পাঠক্রম রচণার ক্ষেত্রে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উৎস তার কারণ নির্দিষ্ট কোন বিষয়বস্তুই জ্ঞানের উৎস ছাড়া নির্বাচিত হতে পারে না। জ্ঞান হতে পারে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক অথবা বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক (disciplinary and multiéôédisciplinary)। একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের জ্ঞান সেই বিষয়ের কাঠামো এবং স্বতন্ত্রতা বজায় রাখে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ভৌতবিজ্ঞান অথবা সাহিত্যের মতো নির্দিষ্ট কোন বিষয় জানার পদ্ধতি, সেই বিষয়ের জন্যই নির্দিষ্ট। আবার আন্তঃ বিভাগীয় বিষয়গুলিতে কোনো

নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক স্বতন্ত্র পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় না। আন্তঃ বিভাগীয় বিষয়গুলির মধ্যে অধিক্রমণ (overlapping) থাকার দরুন বিভিন্ন বিষয় থেকে বিষয়বস্তু নির্বাচন করে একটি সাধারণ বিষয়ের দল তৈরি হয়। যেমন সমাজবিজ্ঞান এবং শিক্ষা, জৈব তথ্যবিজ্ঞান এবং জৈব প্রযুক্তি (bioinformatics and biotechnology) ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধান বা জানার প্রক্রিয়া অনেকটা এক, কারণ বিষয়গুলি সমপ্রকৃতি।

- **বিষয়ের উৎস হিসেবে শিক্ষার্থী (Learner as a source of content):**

বিষয় নির্বাচন প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হল শিক্ষার্থী বা ব্যক্তি। শিক্ষার কেন্দ্র হল ব্যক্তি কারণ শিক্ষার লক্ষ্য হলো ব্যক্তির মধ্যে প্রেষণা জাগিয়ে নতুন নতুন ধারণা সৃষ্টি করা। শিক্ষা প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক হয়ে উঠবে যদি শিক্ষার কেন্দ্রীবিন্দু হয়ে ওঠে শিক্ষার্থীর শিখন, মনোভাব গঠন, মূল্যবোধের বিকাশ, আগ্রহে বিকাশ এবং অভিনব ধারণা গঠন। যদিও শিক্ষার্থীদের আগ্রহ হয় ক্ষণস্থায়ী (ঔস্থ—হ্স্ঠদ্রণ), তবু শিক্ষকের কাজ হল সেই সমস্ত আগ্রহর ক্ষেত্র খুঁজে বের করা এবং আগ্রহকে দীর্ঘস্থায়ী করে তোলা যাতে শিক্ষার্থী সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক হয়ে বেড়ে ওঠে।

- **বিষয়ের উৎস হিসেবে সমাজ (Society as a source of content):**

সমাজ পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে, সেই বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে বিষয়বস্তু নির্বাচন পাঠক্রমকে একটি শক্তিশালী ভিত্তি দিতে পারে। পাঠক্রম নির্মাতারা বিদ্যালয়কে সমাজের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ বলে মনে করেন এবং বিশ্বাস করেন পাঠক্রমের বিষয়বস্তু নির্ভর করে সমাজের প্রকৃতির উপর। শিশুরা জন্মায় এবং বেড়ে ওঠে সমাজ পরিবেশে তাই পাঠক্রম এমন হওয়া উচিত যাতে শিক্ষার্থীরা সমাজে নিজেদের জায়গা করে নিতে পারে। একই সাথে পাঠক্রমের আরেকটি ভূমিকা হল সামাজিক উন্নয়ন। তাই শিক্ষকের ভূমিকা এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তিনি পাঠক্রমের বিষয়বস্তুর মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যম বা প্রতিনিধি।

পাঠক্রমের বিষয় নির্বাচনের বিভিন্ন উৎসগুলি এখানে আলোচিত হলো। এছাড়াও কিছু গুরুত্বপূর্ণ শর্তাবলী আছে যা পাঠক্রমের বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ যা এখানে আলোচিত হলো-

বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে উপযোগিতা বা কার্যকারিতার উপাদানটি বিশ্লেষণ করে নেওয়া প্রয়োজন। একজন ব্যক্তির দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে বিষয়বস্তুর কার্যকারিতা নির্ধারণ।

শিখন ক্ষমতা হল আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত যা উপযুক্ত বিষয় নির্বাচনের জন্য জরুরী। বিষয়বস্তুটি এমন হবে যা শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতার আওতায় পড়ে এবং সহজে বোধগম্য হয়। যে শিক্ষার্থীদের জন্য বিষয়টি নির্বাচন করা হয়েছে সেই শিক্ষার্থীরা যেন সঠিকভাবে বিষয়টির সমন্বয় (assimilate) করতে সমর্থ হয়।

বিষয় নির্বাচনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো সম্ভাব্যতা বা feasibility। বিষয়টি উপযোগী কিনা তা দেখে নেওয়ার জন্য কিছু শর্তাবলী থাকে যেমন পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যাচ্ছে কিনা, পর্যাপ্ত সম্পদ পাওয়া যাচ্ছে কিনা, শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞগণ পর্যাপ্ত কিনা, আর্থিক সম্পদ ইত্যাদি শর্তাবলীগুলি থাকা প্রয়োজন। পাঠক্রম নির্মাণকারীরা বিস্তৃত জ্ঞানের বিষয় পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন তবে শিক্ষামূলক

ক্যালেন্ডারে কতগুলি কাজের দিন (number of working days in academic calendar) পাওয়া যাচ্ছে, শ্রেণীকক্ষের শিক্ষার্থী সংখ্যা, শিক্ষকদের সংখ্যা ইত্যাদি উপাদানগুলিও এই ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়।

বিষয়বস্তু নির্বাচনের পরের কাজটি হলো নির্বাচিত বিষয়গুলিকে একটি নির্দিষ্ট ক্রমে পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্য অনুযায়ী সাজানো, যাতে পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্যগুলি অর্জন করা সম্ভব হয়। পাঠক্রমের বিষয়গুলি যদি সঠিকভাবে সংগঠিত না করা হয় তাহলে বাঞ্ছিত উদ্দেশ্যগুলি অর্জন করা সম্ভব হবে না। যুক্তিযুক্তভাবে পাঠক্রমের বিষয়বস্তু ক্রমানুসারে সাজানো একটি সময়সাপেক্ষ এবং শক্ত কাজ। শিক্ষণ শিখন পদ্ধতির যদি গভীর জ্ঞান না থাকে তাহলে বিষয়বস্তুর সংগঠন করা মুশকিল। পাঠক্রম নির্মাণকারীরা বিষয়বস্তুর আদর্শ সংগঠনের ক্ষেত্রে কিছু বিষয়কে কেন্দ্রে রাখে এবং অন্যান্য বিষয়কে পারিপার্শ্বিক বিষয়ে হিসেবে পরিগণিত করেন। সুতরাং এই কথা বলাই বাহুল্য যে পাঠক্রমে বিভিন্ন বিষয়বস্তু সংগঠন কোনো সহজ কাজ নয়। বিষয়বস্তু সংগঠন হবে মনোবিজ্ঞানিক নীতি অনুযায়ী, তাই বিষয়বস্তুকে সহজ থেকে কঠিন, মুহূর্ত থেকে বিমূর্ত ইত্যাদি নীতি মেনে সাজানো প্রয়োজন। বিষয়বস্তু সংগঠনের সময় আরো একটি দিক মনে রাখতে হবে তা হল বিষয়বস্তু এবং অভিজ্ঞতা সাজাতে হবে সময়ের ক্রম (chronogical order) অনুযায়ী, অর্থাৎ যে ঘটনা আগে ঘটছে তা বিষয়বস্তুর মধ্যে আগে সংযোজিত করতে হবে। আবার যে ঘটনা পরে ঘটছে সেটি বিষয়বস্তুর পরের দিকে সংযোজিত হবে।

নির্দিষ্ট ক্রম, ধারাবাহিকতা এবং সমন্বয় ইত্যাদি হলো বিভিন্ন উপাদান যা একটি সুসংগঠিত পাঠক্রমের ক্ষেত্রে জরুরী। ধারাবাহিকতা হলো দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা বজায় রাখা প্রয়োজনীয় কারণ কোন বিষয়বস্তু পাঠক্রমে দ্বিতীয়বার যদি অন্তর্ভুক্ত করা হয় (included for the second time or repeated), তা কেন করা হচ্ছে তার জন্য উপযুক্ত যুক্তি থাকা প্রয়োজন। এর ফলে শিক্ষার্থীর মনে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু স্থায়ী রূপে স্মৃতিতে জায়গা করে নেয়। Jerome Bruner, পাঠক্রমে এই প্রকারের ধারণাকেই স্পাইরাল (spiral) পাঠক্রম বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন বিভিন্ন ধারণার বিকাশ ঘটবে এবং তার পুনর্বিকাশ ঘটবে, এইভাবে বারবার বিষয়টি শিক্ষার্থীর মধ্যে জ্ঞান এবং দক্ষতার গভীরতা এবং দৈর্ঘ্য বাড়াতে সাহায্য করবে।

এর পরের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি হলো সমন্বয়ের নীতি। মানব জীবন বিভিন্ন বিষয়ের সমাহার এই বিভিন্ন বিষয়গুলি যুক্ত করা এবং সমন্বয়ন করা প্রয়োজন। পাঠক্রমের ডিজাইন বা নকসারও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো সমন্বয়। এর ফলে বিভিন্ন বিষয়ে অন্তর্বর্তী ফারাক মুছে ফেলা যায় এবং এর ফলে একটি বিষয় অন্যটির থেকে একেবারে আলাদা থাকে না, একটি যোগসূত্র তৈরী হয়, যাতে শিক্ষাকে একটি সমন্বয়ের প্রকৃতি দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়।

আর একটি বিশেষ উপাদান এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হল কোন বিষয়ের খুব কম বা খুব বেশি অংশ পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করাটা বিপত্তিমূলক তাই সমস্ত বিষয়গুলির মধ্যে যতদূর সম্ভব একটি সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন; বিষয়বস্তু, সময়, অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য উপাদানের পরিপ্রেক্ষিতে।

- **শিখন অভিজ্ঞতা নির্বাচন এবং সংগঠন (Selection and Organisation of Learning Experiences):**

পাঠক্রম বিকাশের ক্ষেত্রে, বিষয়বস্তুর নির্বাচন এবং সংগঠনের পর পরবর্তী পদক্ষেপে আসে শিখন অভিজ্ঞতার উপযুক্ত নির্বাচন। নির্দেশমূলক প্রোগ্রামটি সার্থকভাবে পরিচালনা করার জন্য বিস্তৃত অভিজ্ঞতার (wise range of experiences) প্রয়োজন, যাতে শিক্ষক বিভিন্ন পাঠক্রমের অভিজ্ঞতাগুলি ব্যবহারের মধ্যে নমনীয়তা রাখতে পারেন। পাঠক্রমিক এবং সহ পাঠক্রমিক কার্যাবলী মধ্যে বর্তমানে কোন সীমারেখা নেই। তাই শিক্ষামূলক এবং ও শিক্ষামূলক কার্যাবলীর প্রকৃত গুরুত্ব অনুভব (importance of academic and non academic activities is genuinely felt) করা সম্ভবপর হয়েছে। পাঠক্রম নির্মাণকারীদের কাজ এখন অনেক বেশি কঠিন হয়ে গিয়েছে কারণ তাদের একটি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ, সামগ্রিক, নির্দেশমূলক প্রোগ্রামের পরিকল্পনা (planning a balanced and comprehensive instructional programme) করতে হয়, যেখানে বিভিন্ন প্রকার শিখন অভিজ্ঞতার সুযোগ থাকতে হবে। এখানে আরও একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন, তা হল পাঠক্রম ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিকাশে সহায়ক হবে যাতে শিক্ষার্থীর মধ্যে ব্যক্তিগত বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক গুণাবলীরও বিকাশ ঘটে। এর ফলে তারা ধারাবাহিকভাবে শিখনের দক্ষতাগুলি অর্জন করতে সক্ষম হবে। ব্যক্তিগত বিকাশের জন্য পাঠক্রমে বয়স এবং পরিণমনের স্তর অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার কার্যাবলী অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পাঠক্রম নির্মাণকারীরা বিভিন্ন কার্যাবলী অন্তর্ভুক্ত করবেন যাতে শিক্ষার্থীরা ভালোভাবে আত্মপোলব্ধি করতে পারে। সামাজিক গুনাবলী বিকাশের জন্য বিজ্ঞান, গণিত, কলা ইত্যাদির মত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

শিক্ষার্থীরা যাতে ধারাবাহিকভাবে শিখনের দক্ষতা অর্জন করে তাই শিখন চাহিদা এবং নির্দেশমূলক প্রোগ্রামের মধ্যে সার্থক সম্পর্ক গড়তে হবে, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যে বাঞ্ছিত প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটে।

পাঠক্রম বিকাশে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা। সেই সমস্ত অভিজ্ঞতাকে জরুরি বলে মনে করা হয় যা সাম্প্রতিক জ্ঞান, সমাজ এবং সংস্কৃতির ধারাকে তুলে ধরে। পাঠক্রমের বিকাশ এমনভাবে করতে হবে যাতে শিক্ষার্থী ভবিষ্যতের জন্য সঠিক ভাবে তৈরি হতে পারে। যেকোনো শিক্ষা প্রোগ্রামের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে পাঠক্রমে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা নির্বাচনের প্রয়োজনীয় শর্তগুলি এখানে উল্লেখ করা হলো।

- জ্ঞান এবং দক্ষতা শিক্ষার্থীদের কাছে যথার্থ হতে হবে যাতে তারা বিদ্যালয়ের ভেতরে এবং অন্যান্য পরিস্থিতিতেও তা প্রয়োগ করতে পারে।
- সময়, পরিকাঠামো এবং বিদ্যালয়ের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধে অনুযায়ী নির্বাচিত অভিজ্ঞতাগুলিকে সম্ভাবপর (feasible) হতে হবে।
- শিক্ষার্থী যাতে বিষয়বস্তু শিখনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সুযোগ পায় সেটা নিশ্চিত করতে হবে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের চিন্তন এবং যুক্তিযুক্ত চিন্তনের বিকাশ ঘটার পর্যাপ্ত সুযোগ থাকতে হবে।
- শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতাগুলিকে এমন ভাবে সংগঠিত করতে হবে যাতে তারা আরো গভীরভাবে

বিষয়বস্তু বুঝতে পারে । ব্যক্তি হিসেবে এবং দলের দায়িত্বশীল সদস্য নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কেও শিক্ষার্থীর ওয়াকিবহাল হওয়া প্রয়োজন।

- শিক্ষাক্ষেত্রের অভিজ্ঞতাগুলি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ মিটিয়ে তাদের চাহিদায় পরিতৃপ্তি ঘটাবে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য প্রস্তুত থাকবে এবং বৈচিত্রপূর্ণ শিক্ষার্থীদের প্রতি গ্রহণযোগ্যতা (preparation for new experiences and tolerance for diversity in the learners) তৈরি হবে।
- শিক্ষার্থীর বিকাশ সম্পূর্ণ হবে যদি শিখন অভিজ্ঞতার মধ্যে জ্ঞানমূলক, বোধমূলক, সঞ্চালনমূলক ক্ষেত্রের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রগুলিও পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

পাঠক্রম বিকাশের এই স্তরে উপরোক্ত শর্তাবলী মেনে পাঠক্রম বিকাশ প্রক্রিয়া সম্পাদন করলে শিক্ষার্থীদের সামাজিক এবং নিরাপত্তার চাহিদা মিটানো সম্ভব যা অন্যদের প্রতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমমর্মিতার জাগরণ ঘটাবে। শিখন অভিজ্ঞতা যদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংগঠিত করা যায় তাহলে শিক্ষার্থীর জন্য নির্বাচিত কার্যাবলীগুলি অর্থপূর্ণ এবং আগ্রহব্যঞ্জক হবে। নির্বাচিত পাঠক্রমিক অভিজ্ঞতাগুলিকে বাস্তবে ব্যবহারযোগ্য করে তোলার জন্য শিক্ষার্থীদের শিখনের সময় নানা প্রকার কার্যাবলী অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বিস্তৃত শিখন অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষক নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীর উপযোগী নির্দেশনামূলক পদ্ধতিটি নির্বাচন এবং প্রয়োগ করবেন। শিক্ষণ-শিখনের সময় একাধিক পদ্ধতি এবং উপকরণের ব্যবহারের সুযোগ থাকতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বক্তৃতা, আলোচনা, প্রশ্নকরন, সহযোগিতামূলক পদ্ধতি, দলগত কাজ ইত্যাদি হলো কিছু নির্দেশমূলক পদ্ধতি অন্য দিকে চক বোর্ড, মানচিত্র, মডেল, দৃশ্য শ্রাব্য উপকরণ, মুভি ক্লিপ ইত্যাদি শিক্ষণ-শিখন উপকরণ ইত্যাদি শ্রেণীকক্ষে উপলব্ধ করা হবে এবং শিক্ষক প্রয়োজনমতো পদ্ধতি এবং উপকরণ ব্যবহার করবেন। তবে এই নির্বাচনে শিক্ষার্থীরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি এবং উপকরণ নির্বাচন সম্পর্কে তারাও সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে যাতে তাদের অভিজ্ঞতা আরো আকর্ষণীয় এবং সার্থক হয় ।

শিখন অভিজ্ঞতা সংগঠনের সময় আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত মনে রাখা প্রয়োজন তাহল সমগ্র শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয়তা এবং সমগ্র শিক্ষা প্রোগ্রামের পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের প্রকৃতির যেন সমন্বয় ঘটে। তাহলেই শিক্ষা প্রোগ্রাম এবং পাঠক্রমের উদ্দেশ্য মিলবে।

- **পাঠক্রমের মূল্যায়ন** (Evaluation of the curriculum):

পাঠক্রম নির্মাণ প্রক্রিয়ায় মূল্যায়নের লক্ষ্য হলো পাঠক্রম প্রয়োগের ফলে পূর্ব নির্ধারিত শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যগুলি বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করা। পাঠক্রমের মূল্যায়ন মূলত তিনটি পাঠক্রমিক উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর নির্ভর করে। এই উপাদানগুলি হলো উদ্দেশ্য (objectives), শিখন অভিজ্ঞতা (বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি/content and method) এবং ফলাফল (outcome)।

নিচে দেওয়া চিত্রে মূল্যায়নের তিনটি মূল পাঠক্রমিক উপাদানের সম্পর্ক দেখানো হলো।

এই তিনটি উপাদান একে অন্যের উপর নির্ভরশীল তাই কোনটিকে আলাদা করে জানা সম্ভব নয়। পাঠ্যক্রমের বিকাশ প্রক্রিয়ার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ফিডব্যাক। ফিডব্যাক ছাড়া যে কোন শিক্ষামূলক প্রোগ্রামের উন্নতি সম্ভব নয়। পাঠক্রম বিকাশের স্তরে যখন মূল্যায়ন সম্পাদিত করা হয় সেই প্রক্রিয়াকে বলা হয় গঠনমূলক মূল্যায়ন অথবা formative evaluation। গঠনমূলক মূল্যায়ন দ্বারা যে ফিডব্যাক পাওয়া যায় সেটি ব্যবহার করে পাঠক্রমিক বিভিন্ন উপাদান গ্রহণ, পরিবর্তন অথবা প্রত্যাখ্যান করা যায়।

শিখনের মূল্যায়ন (evaluation of learning) এবং নির্দেশনার মূল্যায়ন (evaluation of instruction) উভয়ই পাঠক্রম বিকাশের দুটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

শিখনের মূল্যায়ন বলতে বোঝায় সেই সমস্ত পদ্ধতি যার দ্বারা শিক্ষার্থীর শিখনের মূল্যায়ন করা হয়। মূল্যায়নের জনপ্রিয় পদ্ধতিগুলি হল পরীক্ষা, প্রজেক্ট, MCQ (multiple choice questions) ইত্যাদি। কোন্ পদ্ধতি কখন ব্যবহারের উপযোগী তা নির্ভর করে নির্দিষ্ট পদ্ধতিটি নির্দিষ্ট শিক্ষার্থী দলের চাহিদা কতখানি পূরণ করতে পারবে তার উপর। নির্দেশমূলক পদ্ধতি এবং বিষয়বস্তু উভয়ের মধ্যে কতখানি মিল রয়েছে তাও বিশ্লেষণ করে দেখা হয়। সবশেষে বলা যায় শিক্ষা প্রোগ্রামটির লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের সঙ্গে মিলছে কিনা তাও দেখে নেওয়া হয়। শিখনের প্রকৃতি এবং প্রকার পাঠক্রম মূল্যায়নের প্রোগ্রামে কতখানি প্রতিফলিত এবং শিক্ষা কোর্স বা প্রোগ্রামের সঙ্গে বিষয়বস্তুর কতটা মিল রয়েছে, তাও দেখে নেওয়া প্রয়োজন।

মূল্যায়ন কথাটি সাধারণভাবে মূল্য নিরূপণ করার প্রক্রিয়াকে (the process of making a value judgment) বোঝায়। পাঠক্রম মূল্যায়ন এবং শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন - সমগ্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ দুটি অংশ। পাঠক্রম মূল্যায়ন হলো পাঠক্রমটি মূল্যায়ন করার প্রক্রিয়া এবং এর লক্ষ্য হল যে পাঠক্রমটি ব্যবহার করা হচ্ছে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার উপর সেটির প্রভাব। পাঠক্রম মূল্যায়ন একটি অভ্যন্তরীণ কাজ

এবং প্রক্রিয়া যা শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে উপস্থিত বিভিন্ন একক দ্বারা সংগঠিত। আবার বাহ্যিক কোনো উপাদান এখানে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে যেমন যে কাজগুলি প্রতিনিয়ত বিশেষ কমিটি বা টাস্ক ফোর্স দ্বারা সম্পাদিত। শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন বলতে বোঝায় শিক্ষার্থীর শিখনের মূল্যায়ন। শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের এই প্রক্রিয়া হতে পারে গঠনমূলক অথবা সারাংশ মূলক। বিভিন্ন প্রকার আদর্শিত পরীক্ষা, শিক্ষক নির্মিত পরীক্ষা, পারদর্শিতার পরীক্ষা, ক্ষমতা পরিমাপক পরীক্ষা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। পরীক্ষা নেওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে যেমন মৌখিক, লিখিত, প্রাকটিক্যাল, আলোচনাভিত্তিক অথবা অন্য কোন পদ্ধতি প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করা হয়।

CURRICULUM EVALUATION MODEL

Curriculum Evaluation Process

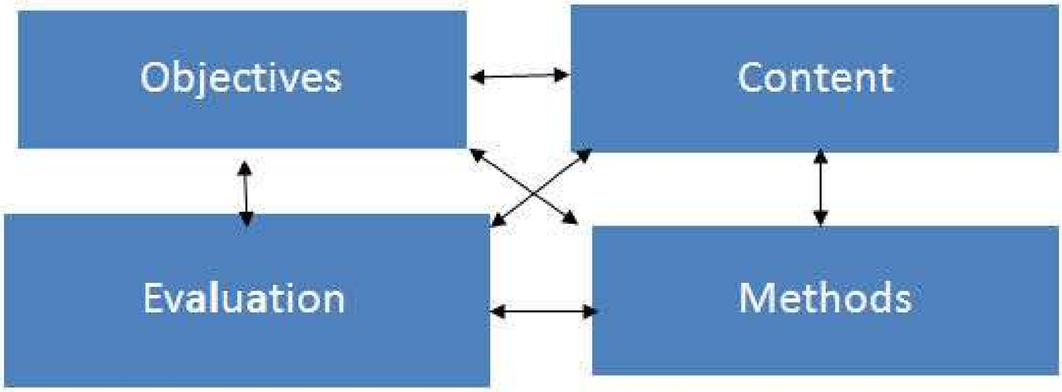

নির্দেশনার মূল্যায়ন এবং শিখনের মূল্যায়ন উভয়ই সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং কার্যকরী। শিক্ষার্থীর কাজের পর্যালোচনা, শিক্ষার্থী নির্দেশনা সম্পর্কে কি ভাবছে, অ্যানেকডটাল রেকর্ড, অন্যান্য রেকর্ড ইত্যাদি দ্বারা নির্দেশনার মূল্যায়ন করা সম্ভব। যেকোনো নির্দেশনামূলক প্রোগ্রামের কার্যকরী পরিবর্তন এবং উন্নতির জন্য প্রোগ্রামটির প্রতিটি উপাদান অথবা ক্ষেত্রের ধারাবাহিক এবং নিয়মমাফিক পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

সারাংশ (Summary)

এই ব্লকে আলোচিত অংশটি তিনটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম উপএককে পাঠক্রমের বুনিয়াদ বা ভিত্তি আলোচিত হয়েছে। দার্শনিক, মনোবিজ্ঞানিক এবং সামাজিক ভিত্তির অর্থ এবং গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে এই অংশে। শিক্ষার একজন ছাত্র এই সমস্ত অংশ সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞানের অধিকারী হবে, যাতে পাঠক্রম এবং শিক্ষার ধারণা সম্পর্কে সঠিক ধারণা তৈরি হয়। দ্বিতীয় উপএককে পাঠক্রমের প্রধান দৃষ্টিভঙ্গিগুলি আলোচিত হয়েছে যেমন বিষয়কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, ব্রডফিল্ডস দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি। পাঠক্রমের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিগুলি এই অংশে আলোচিত হয়েছে। এখানে একটি পাঠক্রম সৃষ্টির জন্য চিন্তন প্রক্রিয়া এবং নকশা বা ডিজাইনের প্রক্রিয়াও আলোচিত হয়েছে। পাঠক্রম চর্চাকারী এবং প্রয়োগকারীরা এক বা একাধিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করেন পাঠক্রম পরিকল্পনা, প্রয়োগ এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে। ব্রডফিলস দৃষ্টিভঙ্গিতে একাধিক বিষয়গুলি একটি আলাদা বিষয় রূপে গণ্য করা হয়। যে বিষয়গুলি সমপ্রকৃতির সেইগুলিকে

একসঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি বিস্তৃত ক্ষেত্র হিসেবে গণ্য করা হয়। বিষয়কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি মূলত জোর দেয় বিষয়বস্তুর উপর এবং এই ক্ষেত্রে তথ্যের বিভিন্ন অংশ একসঙ্গে সমন্বিত করা হয় যা জীবন সম্পর্কিত নাও হতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রথাগত ব্যবস্থা এবং বাহ্যিক জগৎ থেকে শেখার ধারাবাহিক প্রচেষ্টার উপর জোর দেওয়া হয় না। মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির উৎস হল শিশুকেন্দ্রিক আন্দোলন এবং প্রগতিশীল দর্শন। এই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রথাগত, পরিকল্পিত পাঠক্রম এবং অপপ্রথাগত লুক্কায়িত পাঠক্রম উভয়ের উপযুক্ত স্থান রয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে শিশুকে সম্পূর্ণরূপে দেখা হয় এবং বিশ্বাস করা হয় যে পাঠক্রমে ব্যক্তির সম্পূর্ণ বিকাশই মূল বিষয়। এই ব্লকের তৃতীয় উপএককটিতে পাঠক্রম বিকাশের প্রক্রিয়া আলোচিত হয়েছে। শিক্ষা চাহিদার মূল্যায়ন, উদ্দেশ্য নির্ধারণ, বিষয়বস্তু নির্বাচন ও সংগঠন, শিখন অভিজ্ঞতা নির্বাচন ও সংগঠন এবং মূল্যায়ন এই উপএককের অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় সেগুলি হল - একটির সাথে অপরটির মিল, মূল্য, উপযুক্ততা এবং যুক্তিমূলক দল গঠন Smatching, worth, appropriateness and logical grouping)। অনুভূত চাহিদা, বাস্তব চাহিদা এবং পর্যবেক্ষিত চাহিদার উপর ভিত্তি করে শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য গঠিত হয়। বিষয়বস্তু সংগঠিত হয় নির্দিষ্ট কিছু নীতির ভিত্তিতে যেমন ক্রমানুসারে সাজানো, ধারাবাহিকতা এবং সমন্বয় (sequencing, continuity and integration)। পাঠক্রমের বিকাশ প্রক্রিয়াটি মূল্যায়নের সাথে সাথে সম্পূর্ণ হয়ে যায় এবং এটি মাইক্রো স্তর এবং ম্যাক্রো স্তরে সম্পাদন করা যায়।

২.৭. আত্ম মূল্যায়নমূলক প্রশ্নাবলী (Self-Assessment Questions)

১. শিক্ষামূলক চাহিদার মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা কি?

২. বিষয়বস্তু নির্বাচনের উৎসগুলি উল্লেখ করো।

৩. বিষয়বস্তু নির্বাচনের উৎস হিসেবে জ্ঞান -এই ধারণাটির বর্ণনা কর।

৪. পাঠক্রমের মনোবিজ্ঞানিক ভিত্তিটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

৫. বিষয়বস্তু নির্বাচনের উৎস হিসেবে সমাজ -এই ধারণাটির বর্ণনা কর।

৬. শিখন অভিজ্ঞতা নির্বাচন এবং সংগঠনের প্রক্রিয়াটি বর্ণনা কর।

৭. পাঠক্রম মূল্যায়নের প্রক্রিয়াটি আলোচনা কর।

৮. পাঠক্রমের বিভিন্ন ভিত্তিগুলি বর্ণনা কর।

৯. পাঠক্রমের বিভিন্ন ভিত্তিগুলি উল্লেখ কর। এই ভিত্তিগুলি কিভাবে পাঠক্রমকে প্রভাবিত করে?

১০. পাঠক্রম বিকাশের জন্য নির্মিত ডিজাইনগুলি প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশগুলি উল্লেখ কর।

১১. পাঠক্রম বিকাশের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিগুলি উল্লেখ কর।

১২. পাঠক্রম বিকাশের বিষয়কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিটি বর্ণনা করো।

১৩. পাঠক্রমের বিষয়কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ডিজাইনগুলি আলোচনা কর।

১৪. পাঠক্রম বিকাশের ব্রডফিল্ডস দৃষ্টিভঙ্গিটি বর্ণনা কর।

১৫. পাঠক্রম বিকাশের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিটি বর্ণনা কর।

২.৮. গ্রন্থপঞ্জি (References)

Cronback– J. Lee S1964V - Evaluation for Course Improvement in New Curricula– New York - Harper & Row.

Dewey– J. S1916V. Democracy and education- An introduction to the philosophy of Education. New York - MacMillan.

J. Dewey S1966V- The Child & the Curriculum éôéThe School & Society– Phoenix– USA. Ornstein– C. & Hunkins P. S1988V - Curriculum– Foundations– Principles and Issues– New Jersey– U.K.

Tanner– D. and Tanner– L. N. S1980V. Curriculum Development - Theory into Practice. New York- Macmillan.

Schubert– W. H. S1986V. Curriculum – Perspective– paradigm and possibility. New York- Macmillan Publishing Company.

Oliva– P. F. S1997V. Developing the curriculum S4th ed.V. Boston- Longman.

Bishop– G. S1985V. Curriculum Development- A textbook for Students. London- The Macmillan Press

The international or encyclopedia of education S pp.1170éôé79 V .Oxford- Pergamon Press.

UNIT 3 ❑ পাঠ্যক্রম পরিকল্পনা (Curriculum Planning)

৩.১. উদ্দেশ্য (Objectives)

৩.২. ভূমিকা (Introduction)

৩.৩. পাঠক্রম সংব্যবহার এবং পাঠক্রম মূল্যায়ন :একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া (curriculum transaction and curriculum evaluation- A continuum)

৩.৩.১ (Important features of Curriculum transaction)

৩.৩.২ The process of Curriculum transaction

৩.৩.৩ Use of media in curriculum transaction

৩.৩.৪ Different modes of Curriculum transaction in classroom situation

৩.৩.৫ Curriculum evaluation

৩.৪. Basic considerations in curriculum planning

৩.৫. (tages for planning of Curriculum developmentSSystem approach in curriculum development)

৩.৬. Summary

৩.৭. Self assessment questions

৩.৮. References

৩.১. উদ্দেশ্য (Objectives)

উপএককগুলি পঠনের পর শিক্ষার্থীরা যে কাজগুলি করতে পারবে সেগুলি হল -

- পাঠক্রম সংব্যবহারের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করতে পারবে
- পাঠক্রম সংব্যবহারের প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করতে পারবে
- পাঠক্রম সংব্যবহারে মিডিয়ার ভূমিকা আলোচনা করতে পারবে।
- শ্রেণিকক্ষে ব্যবহৃত বিভিন্ন পাঠক্রম সংব্যবহারের পদ্ধতিগুলি বর্ণনা করতে পারবে।
- পাঠক্রমের বিভিন্ন দিকগুলি বুঝে সমগ্র পাঠক্রম অথবা পাঠক্রমের একটি অংশ মূল্যায়ন করতে পারবে
- পাঠক্রম পরিকল্পনার সংজ্ঞা দিতে পারবে
- পাঠক্রম পরিকল্পনার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করতে পারবে

- পাঠক্রম পরিকল্পনার অর্থনৈতিক দিকগুলি আলোচনা করতে পারবে
- পাঠক্রম পরিকল্পনার সামাজিক এবং সংস্কৃতি মূলক চাহিদাগুলি বিচার করতে পারবে
- পাঠক্রম বিকাশে সিস্টেম দৃষ্টিভঙ্গির প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করতে পারবে
- টাইলার দ্বারা সৃষ্ট পাঠক্রমের মডেলটিকে বর্ণনা করতে পারবে
- একটি সিস্টেমের বৈশিষ্ট্যগুলিকে বর্ণনা করতে পারবে
- পাঠক্রম বিকাশের ক্ষেত্রে সিস্টেম দৃষ্টিভঙ্গির স্তরগুলি পরীক্ষা করতে পারবে
- পাঠক্রম বিকাশে সিস্টেম দৃষ্টিভঙ্গির সুবিধাগুলি উল্লেখ করতে পারবে

৩.২. ভূমিকা (Introduction)

আগের দুটি এককে আমরা পাঠক্রমের বিভিন্ন অর্থ এবং ধারণা আলোচনা করেছি। পাঠক্রমের মূল তিনটি ভিত্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ব্যাপক অর্থে পাঠক্রম বলতে বোঝায় ব্যক্তির সমগ্র শিখন অভিজ্ঞতা যা শুধুমাত্র বিদ্যালয় নয়, সমাজেও ঘটে থাকে (total learning experience of individuals not only in school but society as well éôé Bilbao et. al. 2008)। পাঠক্রম বিকাশের প্রক্রিয়াটিকে একটি পরিকল্পিত উদ্দেশ্যমুখী গতিশীল এবং নিয়মমাফিক প্রক্রিয়া হিসেবে বর্ণনা করা হয় যার দ্বারা শিক্ষাব্যবস্থার নানা প্রকার উন্নয়ন ঘটে। সারা বিশ্বে যা ঘটছে তার প্রভাব পাঠক্রমে পড়ে এবং ধারাবাহিকভাবে পাঠক্রমে নানা রকম পরিবর্তন এবং বিকাশ চলতে থাকে। সামাজিক চাহিদা পূরণের জন্য পাঠক্রমের আধুনিক রূপদান প্রয়োজন। পাঠক্রম হলো একটি শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম যার দ্বারা শিক্ষার্থী তাদের জীবনের লক্ষ্য, আদর্শ এবং আশা পূরণ করতে সমর্থ হয়। পাঠক্রমের মাধ্যমে বিদ্যালয় শিক্ষার সাধারণ লক্ষ্যগুলি সঠিক আকার পায়। প্রথাগত ধারণায় পাঠক্রম ছিল বিষয়কেন্দ্রিক (subject centric) এবং আধুনিক পাঠক্রম হলো শিশু এবং জীবন কেন্দ্রিক (child and life centric)। পাঠক্রম বলতে বোঝায় একটি নির্দেশমূলক প্রোগ্রাম যা তৈরি করা হয় একটি বিশাল এবং প্রকৃতিগত দিক থেকে ভিন্ন জাতীয় জনসংখ্যার প্রয়োজন মেটানোর জন্য (to meet the various requirements of a vast heterogeneous population)। সুতরাং, পাঠক্রম হলো সেই সমস্ত অভিজ্ঞতার সামগ্রিক রূপ যা শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের নির্দেশনায় পেয়ে থাকে। পাঠক্রম বিকাশের ভিত্তি বলতে বোঝায় বিভিন্ন স্তম্ভ যার উপর ভিত্তি করে পাঠক্রমের ভিত গঠিত হয়। পাঠক্রম বিকাশের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার বিষয়বস্তু এবং পদ্ধতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যেকোনো পাঠক্রম পরিকল্পনার উৎস নির্ভর করে দর্শন, সমাজবিদ্যা এবং মনোবিদ্যার মৌলিক ধারণার উপর। এই উপএককে পাঠক্রমের সংব্যবহার এবং পাঠক্রমের মূল্যায়ন, পাঠক্রম পরিকল্পনার মূল নির্ধারক এবং সিস্টেম দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পাঠক্রম বিকাশ প্রক্রিয়ার পরিকল্পনার স্তর ইত্যাদি মূল আলোচ্য বিষয়।

৩.৩.১. পাঠক্রম সংব্যবহার এবং পাঠক্রম মূল্যায়ন: একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া (Curriculum Transaction and Curriculum Evaluation- A continuum)

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় মানুষ প্রথাগত এবং অপ প্রথাগত উভয় ব্যবস্থার মাধ্যমে পড়াশোনা করে।

একটি প্রথাগত পরিবেশে তথ্যের সমস্ত উৎস ব্যক্তির মনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে যার ফলে কোন একটি বিষয়ের প্রতি ধারণা অন্য বিষয়ের থেকে স্বতন্ত্র হয়। অপ্রথাগত পদ্ধতিতে শিখন প্রক্রিয়া ঘটে ধীরগতিতে। শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট চাহিদা এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকে যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পূরণ করার জন্য বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। নির্দিষ্ট কিছু জ্ঞান এবং শিখন অভিজ্ঞতা ব্যবহার করা হয় শিক্ষার্থীদের পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে যাকে এক কথায় পাঠক্রম বলা হয়ে থাকে। পাঠক্রম সংব্যবহার হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নির্দেশমূলক পরিকল্পনা এবং প্রয়োগ ঘটে।

পাঠক্রমের সংব্যবহার হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে পাঠক্রমের তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরা হয়। পাঠক্রমের সংব্যাবহার একটি জটিল কাজ এবং সমস্ত স্টেকহোল্ডার বিশেষত শিক্ষকদের কাজ হল পরিকল্পনাটি ভালো মতো বোঝা এবং প্রতিফলন ঘটানো (visualise and reflect)।

পাঠক্রমের বিকাশ প্রক্রিয়াকে আরও বেশি কার্যকরী করে তোলার জন্য সমস্ত বস্তুগত, অর্থনৈতিক এবং মানবসম্পদের ব্যবহার প্রয়োজন।

পাঠক্রমের বিকাশ বিচ্ছিন্নভাবে সম্ভব হয় না। অর্থপূর্ণ পাঠক্রম বিকাশের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়াকে আর্থসামাজিক এবং পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্ত করা প্রয়োজন । বিদ্যালয়ের ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হলো সমাজের সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ এবং সঞ্চালন করা আর এই লক্ষ্য পূরণে সাহায্য করে পাঠক্রম।

পাঠক্রমের দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে প্রথমত যে জ্ঞানভান্ডার তৈরি হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলি তার সংরক্ষণ এবং সঞ্চালন। দ্বিতীয়তঃ গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানের বিষয়গুলি কিভাবে অর্জিত এবং সঞ্চালিত হবে তা নির্ধারণ করা। এইখানেই পাঠক্রম পরিকল্পনাকারীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ এবং উপরোক্ত দুটি উদ্দেশ্যের ভিত্তিতেই পাঠক্রমের বিকাশ ঘটে।

পাঠক্রম সংব্যবহারের মূল ভিত্তি হল জাতীয় চাহিদা, শিক্ষা কোর্সের প্রকৃতি এবং সামাজিক দর্শন। পাঠক্রম সংব্যবহারের প্রক্রিয়াটি নির্ধারিত হয় সরকার, জাতীয় কমিশন ও কমিটির সুপারিশ এবং মানব সংগঠনের ভিত্তিতে। পাঠক্রম সংব্যবহারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল শিক্ষার্থীদের বৃদ্ধি ও বিকাশের ধারা এবং কোন প্রকারের পরীক্ষা তাদের বৃদ্ধি বিকাশের স্তর অনুযায়ী উপযোগী তা নির্ধারণ করা।

পাঠক্রম সংব্যবহার প্রক্রিয়াটি নির্ভর করে অনেক ছোট ছোট কার্যাবলীর (micro operations) উপর যা শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, বিদ্যালয় প্রশাসক, পাঠ্যপুস্তকের লেখক ইত্যাদি ব্যক্তিরা পালন করে থাকে। এইভাবে প্রথাগত পাঠক্রমের সংব্যবহার ঘটে এবং নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীদের দলের কাছে পৌঁছয়।

- **বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পাঠক্রম (Curriculum according to Different Perspectives):**

বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পাঠক্রমের লক্ষ্য হলো একটি নির্দিষ্ট অনুমানের ক্ষেত্র অনুযায়ী জ্ঞান, বোধগম্যতা এবং দক্ষতা গঠন। নির্দিষ্ট একটি দৃষ্টিভঙ্গিতে জ্ঞান বলতে বোঝায় জ্ঞাত, স্থির এবং সঞ্চালনযোগ্য (known, fixed, transmittable) বিষয়বস্তু। শিক্ষার্থীরা একটি নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে তাদের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করে পারদর্শিতার পরীক্ষার ভিত্তিতে।

জ্ঞানের নির্মাণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষার্থীরা নির্মাণ করে তাদের অভিজ্ঞতা দ্বারা। শিখনকে একটি সামাজিক

প্রক্রিয়া বলে মনে করা হয় যেখানে শিক্ষার্থী অর্থপূর্ণ ধারণার নির্মাণ (construct meaningful concepts) করে পূর্বার্জিত জ্ঞান এবং নতুন তথ্যের মধ্যে নিজস্ক্রিয়ার ফলে।

যে কোন দৃষ্টির ওপর ভিত্তি করেই পাঠক্রমের বিকাশ ঘটতে পারে তবে পাঠক্রমের বিকাশের ক্ষেত্রে সংব্যবহার এবং প্রয়োগ বাধ্যতামূলক শিখন উপকরণ, যদিও পাঠক্রম সংব্যবহার একটি কঠিন এবং জটিল কাজ। পাঠক্রমের সংব্যবহার বলতে বোঝায় পাঠক্রমের বিষয়বস্তুর কার্যকরী এবং বাঞ্ছিত প্রয়োগ যা পাঠক্রমের তালিকাভুক্ত লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য অনুযায়ী করা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত শিখন অভিজ্ঞতা ব্যবহার করা হয় পাঠক্রমের কার্যকরী পরিকল্পনার ক্ষেত্রে। এই প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হলো - সংগঠন বা পরিকল্পনা, প্রশাসন অথবা প্রয়োগ এবং মূল্যায়ন (organisation or planning– administration or implementation and evaluation)। পাঠক্রমের এই প্রয়োগ প্রক্রিয়ায় দায়িত্বে থাকেন শিক্ষিক এবং প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞগণ।

৩.৩.১ পাঠক্রম সংব্যবহারের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য (Important features of Curriculum Transaction):

- পাঠক্রম সংব্যবহার হল পাঠক্রম পরিকল্পনা এবং সংগঠনের প্রক্রিয়া, এই সংগঠন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষার বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী করা হয়।
- পাঠক্রম সংব্যবহারের প্রয়োগ করতে হবে ধারাবাহিক ভাবে তত্ত্বাবধানের সঙ্গে সঙ্গে। শিক্ষকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ প্রয়োজন এবং সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত প্রতিফলন এবং পরিকল্পনাও করা দরকার।
- মানুষের বিভিন্ন পরিবর্তনশীল চাহিদা এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন থাকতে হবে পাঠক্রম প্রয়োগের ক্ষেত্রে। সমগ্র দেশের জন্য এবং সর্বসময়ের জন্য প্রযোজ্য একটি সর্বজনীন পাঠক্রম নির্মাণ করা কঠিন।
- একটি স্বার্থক এবং কার্যকরী পাঠক্রম সংব্যবহার সম্ভব যখন সমস্ত সম্পদগুলি যেমন ভৌতিক, প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক এবং মানবীয় ইত্যাদির সর্বোচ্চ ব্যবহার করা হয়।
- একটি দেশের সাম্প্রতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে পাঠক্রম সংব্যবহারের প্রক্রিয়া সম্পাদিত হয়।

উপরে উল্লেখিত এই বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে বোঝা যায় পাঠক্রম সংব্যবহার (Curriculum Transaction) প্রক্রিয়াটির ক্ষেত্রে কঠোর এবং গুরুতর পরিকল্পনার প্রয়োজন। এই পরিকল্পনা এবং বিকাশ প্রক্রিয়ায় ধাপে ধাপে শিক্ষণ, শিক্ষার্থী নির্বাচন, সম্পদ এবং সুযোগ-সুবিধা বিচার করা হয় যার মাধ্যমে পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্যগুলি অর্জন করা সম্ভব। এই পরিকল্পনার স্তরে নতুন কিছু যোগ করা, কিছু বাদ দেওয়া এবং পাঠক্রমে নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের বা অভিজ্ঞতার - স্থান, ক্রম এবং গুরুত্ব প্রয়োজনে পরিবর্তন করা হয়ে থাকে।

পাঠক্রম সংব্যবহার প্রক্রিয়াকে কার্যকরী করার জন্য পর্যাপ্ত পরিকল্পনার প্রয়োজন এবং এই পরিকল্পনার জন্য স্বচ্ছ চিন্তা এবং সংগঠন প্রয়োজন। যারা এই সংব্যবহারের জন্য দায়ী তাদেরকে উপযুক্ত সংব্যবহার

পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে হবে। কেউ একা হাতে এই প্রক্রিয়া সম্পাদন করতে পারবে না সুতরাং প্রতিটি সদস্য তার নিজের অংশের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকবে। যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা থাকবে যাতে পাঠক্রম সংব্যবহার প্রক্রিয়া বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের চাহিদা সঠিকভাবে মেটাতে পারে। যে নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীদের কথা পাঠক্রমে ভাবা হয়েছে, তাদের এমন ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং বুঝতে হবে যাতে প্রতিটি শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছানো যায়। পাঠক্রম সংব্যবহারের ক্ষেত্রে আরো প্রয়োজন হল সঠিক মাপের শ্রেণিকক্ষ এবং সংগঠন। সময় অনুযায়ী ব্যবস্থাপনার (timely management) দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন যাতে কার্যকরী পাঠক্রম তৈরি করা যায়। শিক্ষাকার্যের পর্যালোচনা করে বিকল্প ব্যবস্থা তৈরি রাখা দরকার সমস্ত স্তরের জন্য। যে ব্যক্তিরা পাঠক্রম সংব্যবহারের জন্য দায়িত্বে থাকবেন তারা সবসময় সতর্ক থাকবেন, কাজের পর্যালোচনা, বিকল্প ব্যবস্থা তৈরি রাখা ইত্যাদি পাঠক্রম সংব্যবহারের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্তাবলী।

৩.৩.২. পাঠক্রম সংব্যবহারের প্রক্রিয়া (The Process of Curriculum Transaction):

সংব্যবহারের সুবিধার জন্য পাঠক্রমকে নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়ে বিভক্ত করা হয়েছে। যে উপ-বিষয় এবং কার্যাবলীগুলি একটি সম্পূর্ণ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত সেগুলিকে একসাথে পাঠ্যসূচি বলে অভিহিত করা হয়। পাঠ্যপুস্তক তৈরি হয় পাঠ্যসূচির ভিত্তিতে। শিক্ষক পাঠ্যসূচির সেই অংশটি পড়ান যা তাকে পড়ানোর জন্য দেওয়া হয়। উপযুক্ত পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের বিষয়গুলি শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দিয়ে থাকেন যাতে শিক্ষার্থীরা বিষয়টি সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করে প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং মনোভাব অর্জন করে। এই প্রক্রিয়াটিকেই মূলত পাঠক্রমের সংব্যবহার বলা হয়। এই ক্ষেত্রে শিক্ষককে দক্ষ হতে হবে যাতে তিনি শিক্ষার্থীদের কার্যাবলী এবং অভিজ্ঞতার সঠিক সংগঠন করতে পারেন।

পাঠক্রম সংব্যবহারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো পরিকল্পনা। পাঠক্রমের পরিকল্পনা এবং বিকাশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন চলক (variables) সম্পর্কিত যেগুলি হল শিক্ষার্থী, সম্পদ এবং সুযোগ সুবিধা (learners resources and facilities) যার দ্বারা শিক্ষার্থী পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্যগুলি অর্জন করতে পারে।

পাঠক্রম সংব্যবহারের প্রক্রিয়াটি সঠিকভাবে বোধগম্য করার জন্য পরিকল্পনার বিভিন্ন দিকগুলি এখানে আলোচনা করা হলো।

- **নির্দেশনার পরিকল্পনা (Planning for Instruction):**

পাঠক্রম সংব্যবহার প্রক্রিয়ায় পরিকল্পনা হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যা শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের একটি নির্দিষ্ট দিক দর্শন করে। পরিকল্পনার সময়েই শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকেরা শিক্ষার লক্ষ্য অথবা শিখনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত থাকেন, যা শিক্ষণ-শিখন কার্যাবলীকে বাধাহীনভাবে সম্পাদিত করতে সাহায্য করে। বেশিরভাগ শ্রেণিকক্ষের ব্যবস্থাপনা জনিত সমস্যা সহজেই মেটানো যায় সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিকল্পনা দ্বারা। একটি আদর্শ শিক্ষামূলক পরিস্থিতিতে নির্ধারিত উদ্দেশ্যগুলি, আচরণমূলক উদ্দেশ্য ও শিক্ষণ কার্যাবলী এবং পদ্ধতির ডিজাইন বা নকশা এমন ভাবে করা হয় যাতে পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্যগুলি সঠিকভাবে অর্জিত হয়। এই উদ্দেশ্যগুলি পরবর্তীকালে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা দ্বারা পরিমাপিত হয়। সঠিক পরিকল্পনার ফলস্বরূপ একটি সামগ্রিক সমন্বিত এবং অর্থপূর্ণ বিষয়বস্তুর বিকাশ ঘটে, প্রতিটি শিক্ষা স্তরে।

কার্যকরী পরিকল্পনার ফলে বৈচিত্র্যপূর্ণ নির্দেশমূলক উদ্দেশ্য তৈরি করা যায়, কম সময়, শক্তি এবং অর্থ ব্যয়ে। এইভাবে পরিকল্পনা করা হলে বিভিন্ন পাঠগুলি একটি যুক্তিযুক্ত ক্রমে সাজানো যায় এবং পাঠগুলি উপস্থাপনের সময় কিভাবে সাজানো হবে তাও নির্ধারণ করা যায়। সুপরিকল্পনার ফলে কিছু সুসংগঠিত শিখন অভিজ্ঞতা ফলাফল স্বরূপ পাওয়া যায়। শিখনের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক নির্দেশনামূলক পরিকল্পনাকে উদ্দেশ্যভিত্তিক করার জন্য নির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপ ক্রমানুসারে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। প্রতিটি কাজ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে গুরুত্ব সহকারে। যদি সমস্ত কাজগুলি সার্থকভাবে সম্পাদন করা হয় তাহলেই শিক্ষার্থী পঠন পাঠনে পাণ্ডিত্য অর্জন করবে ।যেহেতু বিভিন্ন কাজগুলি অন্তর সম্পর্কিত, তাই একটি সম্পূর্ণ চক্রও (complete cycle)তৈরি হবে।

● **শিক্ষণের বিষয় বা বিষয়বস্তু (Subject matter or content for teaching):**

পাঠক্রম পরিকল্পনাকারীরা শিক্ষণের জন্য বিষয়বস্তু নির্বাচন করেন বিভিন্ন স্তরে। Boards of School Education, Board of Studies and various board যেগুলি শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত পাঠক্রমের একটি বিস্তৃত আকার তারাই তৈরি করেন। অবশেষে, শিক্ষক সিদ্ধান্ত নেন পাঠক্রমের কোন অংশগুলিকে বেশি জোর দিয়ে পড়াতে হবে এবং কোনগুলি কম জোর দিয়ে পড়ানো হবে। সময় নির্ধারণ করা, শিক্ষণ শিখন উপকরণ ব্যবহার করা, প্রযুক্তির ব্যবহার করা, শিক্ষণ শিখন এ নির্দিষ্ট পদ্ধতির ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন শিক্ষক। কিছু বিষয়ে এমন থাকতে পারে যেগুলির বেশি ব্যাখ্যা প্রয়োজন নেই আবার কিছু বিষয় এমন থাকে যার অর্থ বোঝা কঠিন। তাই বলা যায় অতি অভিজ্ঞ শিক্ষকও তার নির্দেশনার পরিকল্পনা করবেন শ্রেণীকক্ষে পঠনের আগে।

● **ব্যবহৃত পদ্ধতি (Methods to be used):**

শ্রেণিকক্ষে নির্দেশনার লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাঞ্ছিত আচরণের পরিবর্তন যা সমস্ত রকম বিষয়বস্তু এবং সমস্ত রকম পদ্ধতি দ্বারা সম্ভব নয়। নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুটি উপযুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করে পঠন পাঠন পরিচালনা করলে তাহলেই শিক্ষক তার বাঞ্ছিত নির্দেশমূলক লক্ষে পৌঁছতে পারবেন। শিক্ষার্থীর কাছে বিভিন্ন উপায়ে ঘটনা, তথ্য , ধারণা, নীতি, সাধারণ নীতি Sfact, information, concepts–principles and generalizations) ইত্যাদির মত তথ্য পৌঁছে দিতে হবে। তাই শিক্ষক বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতি এবং উপকরণ ব্যবহার করে থাকেন। প্রতিটি ধারনা উপস্থাপনের জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা দরকার হয় এছাড়াও শিক্ষার্থী বয়স অনুযায়ী বিভিন্ন ধারণা এবং ভিন্ন উপায় গঠন করে থাকে। তাই শিক্ষকের এমন একটি নির্দেশমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত যা শিক্ষার্থীকে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণে অনুপ্রাণিত করবে। নির্দেশদান পরিকল্পনার সময় শিক্ষক এমন পদ্ধতি নিয়ম এবং নীতি ব্যবহার করবেন যা শিক্ষার্থীকে বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান এবং বোধগম্যতা অর্জনে সাহায্য করবে। বিষয়বস্তুটি কি শিক্ষার্থীর বয়স উপযোগী? প্রাসঙ্গিক শিক্ষণ শিখন উপকরণ কি ব্যবহার করা হচ্ছে ? বিষয়টি আকর্শনীয় ভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থিত হচ্ছে? ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্র শিক্ষক সুচিন্তিত ভাবে নির্বাচন করবেন , একটি উপযুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতি নির্বাচনের সময়।

- **নির্দেশনার স্তর (Level of Instruction):**

একই প্রকার বিষয়বস্তু শিক্ষনের সময় শিক্ষক নির্দেশনাদান পরিকল্পনা করেন ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে, নিজের পছন্দ অথবা প্রয়োজন অনুযায়ী। নির্দেশদানের তিনটি স্তর আছে যেগুলি হলো স্মৃতিস্তর, বোধগম্যতার স্তর এবং প্রতিফলনের স্তর (memory level, understanding level and reflection level)। প্রথম স্তরে আচরণ হল শিক্ষার্থীরা মনে রাখতে শিখবে এবং শিক্ষনীয় বিষয়বস্তুগুলি উপস্থাপন করবে ঠিক যেমন তারা শিখেছে। সুতরাং শিক্ষার্থীরা স্মরণ করে এবং সংরক্ষণ করে বিষয়বস্তুটি। সাধারণত নাম বাচক ধারণা, গাণিতিক টেবিল, বানান চিহ্ন ইত্যাদি স্মৃতিস্তরের নির্দেশদানের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় স্তর হলো বোধগম্যতার স্তর যেখানে শিক্ষক বিষয়বস্তুকে অর্থপূর্ণভাবে তুলে ধরেন শিক্ষার্থীর কাছে। যদি শিক্ষক চান যে শিক্ষার্থীরা এই বিষয়গুলি শিখে পরবর্তীকালে প্রয়োগ করবে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে, তাহলে বিষয়বস্তুটির ব্যাখ্যা দান করা হয় উদাহরণ সহিত এবং শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান এবং পূর্বার্জিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনও করা হয়। নির্দেশদান এমন ভাবে পরিকল্পনা করা হয় যাতে শিক্ষার্থী বিষয়বস্তুটি বুঝতে পারে, বিষয়টি সম্পর্কে পাণ্ডিত্য অর্জন করে এবং সর্বশেষে অর্জিত জ্ঞানটি অন্যান্য পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারে। নির্দেশনার এই স্তর হলো বোধগম্যতার স্তর। নির্দেশনা সর্বোচ্চ স্তরটি হল প্রতিফলনের স্তর। এই স্তরের লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমস্যা সমাধানের ক্ষমতার বিকাশ ঘ্। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ, শ্রেণীকরণ এবং সামান্যীকরণ করতে শেখে, এর ফলে শিক্ষার্থী গভীর চিন্তন ক্ষমতা অর্জন করে এবং বিভিন্ন অভিনব এবং সৃজনশীল কার্যাবলীর সঙ্গে যুক্ত হয় ঘ্।

- **শিখন অভিজ্ঞতার সংগঠন (Organising Learning Experiences):**

শিক্ষককে নির্বাচন করতে হবে কোন্ তথ্যটি সবচেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক এবং সঠিক, কোন্ ধারণাগুলি শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত এবং কোন্ নতুন ধারণাটির ব্যাখ্যা দান প্রয়োজন ইত্যাদি। কোন্ শিক্ষণ পদ্ধতি শিক্ষার্থীকে বিষয়বস্তু সম্পর্কে আরো ভালো করে বোধগম্যতা দান করবে, সঠিক শিখন অভিজ্ঞতা চিহ্নিত করার জন্য শিক্ষককে সঠিক পরিকল্পনা করতে হবে। বিষয়বস্তুকে ক্রমানুসারে সাজানো এবং সেইমত উপস্থাপন প্রক্রিয়াটি বিজ্ঞানসম্মত এবং মনোবিজ্ঞানিক । শিখনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান কারণ আগের শিখনের উপর নির্ভর করে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ ধারণা গঠনের প্রক্রিয়াটি। সুতরাং, সমস্ত শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া কিছু মনোবিজ্ঞানিক নীতি অনুসরণ করবে যেমন সহজ থেকে কঠিন ইত্যাদি। বিভিন্ন ধারণা এবং উপহধারনার মধ্যে যোগসূত্রটি সঠিকভাবে জানতে হবে যাতে শিক্ষার্থী বিভিন্ন ধারণা সৃষ্টির কাঠামো সম্পর্কে জ্ঞাত হয়। যেমন ফুল হলো একটি সম্পূর্ণ ধারণা এবং এর উপধারণাগুলি হলো-বৃতি, দল মন্ডল, প্রজনন ভোর্ল , স্ত্রী স্তবক (calyx, Corolla, androecium, gynoecium)। শিক্ষার্থী যদি পরিষ্কারভাবে এই ধারণাগুলির মৌলিক কাঠামোটি বুঝতে পারে তাহলে একই প্রকার অন্যান্য ধারণাও শিক্ষার্থী সহজেই বুঝতে পারবে।

- **শিক্ষার্থী চাহিদা এবং আগ্রহ (Students Needs and Interests):**

নির্দেশনাদানের পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল শিক্ষার্থীর চাহিদা এবং ক্ষমতা নির্ণয় করা। শিক্ষার্থীর আগ্রহ এবং ক্ষমতাবলি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে নিয়মমাফিক পদ্ধতির

ব্যবহার করতে হবে । যে কোন নির্দেশনামূলক প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি হলো শিক্ষার্থী। তাই শিক্ষার্থীর চাহিদা এবং ক্ষমতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকলে নির্দেশমূলক উদ্দেশ্য এবং আচরণমূলক উদ্দেশ্য গঠন করা শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব নয়। এর ফলে বাঞ্ছিত ফলাফলের ক্ষেত্রটিও সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না। শিক্ষার্থীর চাহিদা এবং আগ্রহের সঙ্গে পাঠক্রমের উদ্দেশ্যের একটি সামঞ্জস্য বিধান করার প্রচেষ্টা করবেন শিক্ষক। এই সামঞ্জস্য বিধান যত ভালো হবে ততই পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্যগুলি অর্জন করা সহজতর হবে।

2. পরিকল্পনার বিভিন্ন স্তর (Different levels of planning):

শিক্ষাবর্ষ শুরু হওয়ার আগে থেকেই শিক্ষকেরা পূর্ব নির্দেশনামূলক পরিকল্পনা (pre instructional planning) শুরু করবেন তিনটি স্তরে। কোর্স পরিকল্পনা, একক পরিকল্পনা এবং পাঠ পরিকল্পনা এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্তরে পরিকল্পনা প্রয়োজন যাতে পাঠক্রম সংব্যবহার প্রক্রিয়াটি কার্যকরী হয়। একটি নির্দিষ্ট কোর্সে কটি একক থাকবে তা নির্ধারিত হয় কোর্স পরিকল্পনায়। নির্দেশনার পরিকল্পনা একজন শিক্ষককে বাঞ্ছিত উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা করে। একটি বৈজ্ঞানিক এবং নিয়মমাফিক নির্দেশনার পরিকল্পনা শিক্ষকের হাতে সিস্টেমের নিয়ন্ত্রণ এনে দেয়। শিক্ষক তার কল্পনাশক্তি, সৃজনশীলতা এবং অন্তর্দৃষ্টি ইত্যাদির ব্যবহার করবেন যাতে বিভিন্ন স্তরে নির্দেশনার সঠিক পরিকল্পনা করতে পারেন।

জ্ঞানের কোন সীমা নেই এই তথ্যটি সকলের জানা, তাই যে কোন বিষয় পঠন-পাঠনের সময় পাঠ্যসূচিতে উল্লেখিত নির্দিষ্ট সীমারেখাটি অতিক্রম করতে পারে। বিষয়কে বিভিন্ন এককে ভাগ করা হয় আবার প্রতিটি একককে বিভিন্ন উপ এককে ভাগ করা হয় এবং এক একটি একক অনুযায়ী পরিকল্পনা করা হয়। একটি ইউনিট বলতে বোঝায় বিষয়বস্তুর একটি নির্দিষ্ট অংশ এবং সংযুক্ত অভিজ্ঞতা যা একই সঙ্গে প্রত্যক্ষণ করা হয় একটি যুক্তিযুক্ত উপায়ে। আবার একটি উপএকককে নির্দিষ্ট পাঠ পরিকল্পনায় ভাঙ্গা হয়, একটি নির্দিষ্ট অংশের বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য।

শিক্ষার্থীর চাহিদার ভিত্তিতে একজন শিক্ষককে নির্দিষ্ট করে নিতে হয় বিষয়বস্তুর কতটুকু পড়ানো হবে। বিশ্লেষণ বলতে বোঝায় কোন কিছু উপাদান বা কাঠামোর বিস্তারিত পরীক্ষা। বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ বলতে বোঝায় বিষয়কে ভিন্ন ভিন্ন ছোট অংশে ভেঙে নেওয়া। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষক পাঠক্রমের কিছু অংশ বেছে নেন, বেছে নেওয়া অংশগুলি আরো ছোট অংশে বিভক্ত করেন, এরপর সমস্ত অংশগুলিকে একটি নির্দিষ্ট ক্রমে এবং উপএককটির পরিধি হিসেবে বিভক্ত করেন। পাঠ্যসূচী হল পাঠক্রমের একটি অংশ তাই এখানে শুধুমাত্র বিষয়গুলি উল্লেখ করা থাকে কিন্তু কোন নির্দিষ্ট ক্রম এখানে উল্লেখ থাকে না । সুতরাং শিক্ষক পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্যগুলি একটির পরে একটি নিয়ে বিষয় অনুযায়ী বিশ্লেষণ করবেন এবং একইভাবে ক্রমানুসারে সাজাবেন। এই পদ্ধতিতে সাজানোর সময় শিক্ষার্থীর চাহিদা আগ্রহ এবং ক্ষমতার উপর জোর দেওয়া হয়ে থাকে। কিছু বিষয়বস্তু বা উপএককের উপর বেশি জোর দেওয়া হয় তার কারণ সেই বিশেষ ধারণাগুলি প্রতিদিনের জ্ঞানের একটি অংশ। আবার শিক্ষক নির্দিষ্ট কিছু উপএকক নির্বাচন করতে পারেন কারণ সেইগুলি শিক্ষার্থীর মানসিক বয়সের সঙ্গে মেলে গ্ধ। বিষয়বস্তুর সীমা নির্ধারিত হয় যখন সমগ্র বিষয়বস্তুটি চিহ্নিত করা যায়।

বিষয়টির সীমা এবং পরিধি বিবেচনার পর শিক্ষক এই বিষয়গুলিকে একটি নির্দিষ্ট ক্রমে সাজান। টপিকগুলি ক্রমানুসারে সাজানোর ভিত্তি হল শিখনের মনোবৈজ্ঞানিক নীতি - এই নীতিগুলি হল 'জানা থেকে অজানা', 'সরল থেকে জটিল' ইত্যাদি। এই স্তরে মনে রাখতে হবে বিভিন্ন বিষয়ের এই ক্রম বিষয়বস্তুর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সম্পূর্ণ যুক্তিপূর্ণ। প্রতিটি উপাদান অপর উপাদানটির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে হবে যাতে ঋউলম্ব এবং অনুভূমিক (ডব্রন্ধত্বখ্বখ— ত্ম ভ্রদ্র— ঠখত্ত্ব) দিক থেকে মূল বিষয়ের অংশ হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। এইক্ষেত্রে শিক্ষক নিজেই শিখন অভিজ্ঞতা সম্পর্কে, দূরদৃষ্টি, প্রত্যক্ষণ, অনুভূতি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এই পর্যায়ে শিক্ষক একটি বিষয়ের ফ্লোচার্ট তৈরি করেন। ফ্লোচার্টের সাহায্যে বিষয়বস্তুর বিভিন্ন দিক পরিষ্কারভাবে এবং কার্যকরীভাবে উপস্থাপিত হয়, এর ফলে বিভিন্ন বিস্তৃত কাঠামোর সমস্যা কমে যায়। চিত্রের মাধ্যমে ফ্লোচার্ট টি বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক তুলে ধরে। বিভিন্ন বিষয়ের এবং উপবিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক ফুটে ওঠে। এছাড়াও সমগ্র বিষয়টির একটি সামগ্রিক চিত্র শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকের মনে ফুটে ওঠে।

ফ্লোচার্ট পেজ ৮৮

Flow charting the content:

PLANT- Selected Unit or Content or Topic ↓				
Subunit 1 Stem ↓ Learning experience 1	Subunit 2 Root ↓ Learning experience 1	Subunit 3 Flower ↓ Learning experience 1	Subunit 4 Fruit ↓ Learning experience 1	Subunit 5 Leaf ↓ Learning experience 1
Learning experience 2	Learning experience 2	Learning experience 2	Learning experience 2	Learning experience 2
Learning experience 3	Learning experience 3	Learning experience 3	Learning experience 3	Learning experience 3
Learning experience 4	Learning experience 4	Learning experience 4	Learning experience 4	Learning experience 4

- **নির্দিষ্ট উপস্থাপনের পদ্ধতি নির্বাচন (Selecting suitable presentation mode):**

বিষয়ের বিশ্লেষণের পর একজন শিক্ষককে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় কোন পদ্ধতি বিষয়টি উপস্থাপনের সময় ব্যবহৃত হবে। এই স্তরে নানারকম প্রশ্নের উদ্ভব ঘটে যেমন- কোন শিক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে, উপযুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতি কোনটি, কার্যকরী শিক্ষণ শিখন উপকরণ ইত্যাদি। প্রতিটি প্রশ্নের যথার্থ উত্তর আছে এবং এই উত্তরগুলি মূলত নির্ভর করে কিছু নির্দিষ্ট উপাদানের ওপর যেমন পূর্বনির্ধারিত নির্দেশমূলক উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, শিক্ষার্থীর বিভিন্ন পটভূমি, শিক্ষার্থীদের শিখনের ধারা এবং শিক্ষণ পদ্ধতি। শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের শেখার ক্ষমতা অনুযায়ী উপস্থাপনার পদ্ধতি নির্বাচন করবেন। শিক্ষার্থীরা যাতে সকলে উপস্থাপিত তথ্য থেকে অর্থপূর্ণ এবং সন্তোষজনক জ্ঞান অর্জন করতে পারে তা শিক্ষক নিশ্চিত করবেন।

এক্ষেত্রে আরও উল্লেখ্য হলো শিক্ষকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষনের ব্যক্তিগত স্টাইল যা নির্দিষ্ট উপস্থাপনের পদ্ধতির উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে।

পাঠ পরিকল্পনা সংক্রান্ত একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে করা হলো। একটি পাঠ পরিকল্পনায় বিভিন্ন প্রকার কার্যাবলী এবং অভিজ্ঞতা সংগঠিত থাকে যাতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে এককের অংশের উদ্দেশ্যগুলি পূর্ণ হয়। প্রতিদিনের পাঠ পরিকল্পনার জন্য নির্ধারিত সময় হলো ৪০ থেকে ৪৫ মিনিট। সাধারণত পাঠ পরিকল্পনায় চারটি অংশ থাকে। বিষয়, শ্রেণী, সেইদিনের বিষয় (ষ্ঠদ্রদ্ধত্ব), পূর্বার্জিত জ্ঞান। সাধারণ উদ্দেশ্য পাঠ পরিকল্পনার প্রথম অংশে থাকে। পরবর্তী অংশে ভূমিকা উল্লেখ করা থাকে যা আগের দিনের পাঠ এবং সেই দিনের পাঠের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। আগের দিনের পাঠের কিছু অংশ সেই দিনের পাঠের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এরপর যে বিভাগটি থাকে তা হল বিভিন্ন পদ্ধতি এবং শিক্ষণ শিখন উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে শিখন অভিজ্ঞতার উপস্থাপন। সর্বশেষ স্তরটিতে থাকে সারাংশ মূলক, অনুশীলনমূলক এবং মূল্যায়ন সংক্রান্ত বিষয়। শেষ পর্যায়ে বাড়ির কাজ দেওয়া হয়। সাধারণভাবে এই চারটি স্তর থাকলেও পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তন করার সুযোগ আছে।

৩.৩.৩. পাঠক্রম সংব্যবহারে মিডিয়ার ব্যবহার (Use of Media in Curriculum Transaction):

উপযুক্ত মিডিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে নির্বাচিত বিষয়টির সংব্যবহার করা হয়। শ্রেণিকক্ষে মিডিয়ার ব্যবহার একটি কঠিন কাজ। একেবারে শুরুতে শিক্ষকদের কোন একটি নির্বাচিত বিষয়বস্তু উপস্থাপনের আগে, একটি স্বচ্ছ ধারণা থাকা প্রয়োজন কি পড়াতে হবে, কিভাবে পড়াতে হবে, শিক্ষণ শিখনের কার্যকারিতা কিভাবে পরিমাপ করা যাবে, শিক্ষার্থীদের প্রকৃতি, শিক্ষকদের প্রযুক্তি ব্যবহারের জ্ঞান এবং দক্ষতা ইত্যাদি। মিডিয়া নির্বাচন এবং ব্যবহারের প্রক্রিয়াটি সহজ হয়ে যায়, যদি উপরোক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর জানা থাকে। শিক্ষকেরা গতানুগতিক এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া উভয়ই ব্যবহার করতে পারেন তবে মিডিয়ার উপযুক্ত নির্বাচন নির্ভর করে কিছু উপাদানের উপর। এই উপাদানগুলি হল -

প্রথমত: কোন্ কো্ন নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্যগুলি অর্জন করতে হবে, কোন বিষয়বস্তু পড়াতে হবে এবং কিভাবে মিডিয়া ব্যবহার করে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতে হবে ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত: মিডিয়ার ব্যবহার নির্ভর করবে শিক্ষার্থীদের বৈশিষ্ট্যের ওপর যাদের জন্য পাঠ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে।

তৃতীয়ত: মিডিয়ার ব্যবহার নির্ভর করে কতখানি মিডিয়া ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া যাবে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে তার উপরগ্ধ। এই ক্ষেত্রে মিডিয়া ব্যবহারের খরচও গুরুত্বপূর্ণ। মিডিয়া ব্যবহার করার জন্য বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয় পর্যাপ্ত পরিকাঠামোমূলক সুযোগ-সুবিধা থাকা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের জন্য প্রজেক্টর এবং কম্পিউটার থাকা প্রয়োজন।

চতুর্থত: ব্যবহৃত মিডিয়াটি যদি ব্যবহার করা সহজ হয় এবং এর মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার উপাদানটি থাকে তাহলে শিক্ষার্থীরা সহজেই মিডিয়া ব্যবহারের সময় মিথস্ক্রিয়া করে। মিডিয়া ব্যবহার কতখানি কার্যকরী হবে তা নির্ভর করে মিথস্ক্রিয়ার হারের ওপর।

পঞ্চমত: মিডিয়া নির্বাচন এবং ব্যবহার নির্ভর করে শিক্ষক কতখানি সার্থকভাবে এটি ব্যবহার করতে সক্ষম তার ওপর। শ্রেণিকক্ষে মিডিয়া ব্যবহার করার জন্য শিক্ষককে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে।

ষষ্ঠত: মিডিয়া ব্যবহার করার সময় দেখতে হবে নির্বাচিত শিখন পদ্ধতি কতটা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানমূলক, বোধমূলক এবং সঞ্চালনমূলক ক্ষেত্রগুলি অর্জন করতে সহায়তা করছে।

নির্দেশনাদানের সময় মিডিয়ার ব্যবহার সমগ্র নির্দেশনাব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শিক্ষার্থীদের মধ্যে নির্বাচিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে যেন কোন প্রকার বিভ্রান্তি না থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে। বরং নির্বাচিত বিষয়বস্তু এবং উপস্থাপনের পদ্ধতির মধ্যে সামঞ্জস্য থাকবে। নির্বাচিত মিডিয়ার মাধ্যমে শিক্ষকের নির্দেশদান শিক্ষণ পদ্ধতির সঙ্গে এমন ভাবে সমন্বিত হবে যাতে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া, একটি স্বাভাবিক নিয়মে এগিয়ে চলে, যেখানে শ্রেণিকক্ষের কোন কিছুই কৃত্রিম মনে হয় না । উদাহরণস্বরূপ বলা যায় শিক্ষক আলোচনা পদ্ধতিতে শ্রেণিকক্ষে কিছু পড়ালেন এবং বিষয়টি আরো আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য শিক্ষক কিছু ভিডিও ক্লিপিং দেখালেন। এই ক্ষেত্রে মিডিয়া শুধুমাত্র মিডিয়া ব্যবহার করার স্বার্থে নয় বরং বিচক্ষণতার সাথে ব্যবহার করা হলো, ঠিক যখন প্রয়োজন। এইভাবেই মিডিয়ার ব্যবহার করা উচিত যেখানে শিক্ষকের নির্দেশমূলক পদ্ধতির পরিপুরক হিসেবে মিডিয়া ব্যবহৃত হবে।

৩.৩.৪. শ্রেণী কক্ষে বিভিন্ন পদ্ধতিতে পাঠক্রম সংব্যবহার প্রক্রিয়া (Different Modes of Curriculum transaction in Classroom Setting):

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকেরা বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতি ব্যবহার করেন পাঠক্রমের বিষয়বস্তু সংব্যবহারের ক্ষেত্রে। কোন শিক্ষার্থী দলের জন্য নির্দেশনা দান দেওয়া হচ্ছে, বিষয়বস্তুর প্রকৃতি, প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামো মূলক সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদির উপর একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি নির্বাচন নির্ভর করে। শিখন পরিবেশের ভিত্তিতে পাঠক্রমের সংব্যবহার নানা প্রকারের হতে পারে যেমন কাঠামোবদ্ধ, মিথস্ক্রিয়, আত্ম নির্দেশিত এবং কম্পিউটার সহায়ক (structured, interactive, self directed and computeréôéassisted)।

- **কাঠামোবদ্ধ (Structured):**

পাঠক্রমের প্রতিটি উপাদান যখন আগে থেকেই পরিকল্পিত এবং পাঠক্রমের বিকাশ শুধুমাত্র পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পাদিত হয়, এই প্রকার পাঠক্রম সংব্যবহারকে কাঠামোবদ্ধ বলা হয়। কাঠামোবদ্ধ সংব্যবহারের ক্ষেত্রে শ্রেণীকক্ষে পাঠক্রমের প্রয়োগ ঘটে একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর উপর ভিত্তি করে।

- **মিথস্ক্রিয় (Interactive):**

এই প্রকার পাঠক্রমের সংব্যাহারে যে মূল পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তা হল দলগত শিখনে দলগত আলোচনার ব্যবহার। দলগত আলোচনার ফলে শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে বিভিন্ন প্রকার যোগাযোগ সম্পাদন করে থাকে এবং শিক্ষণ প্রক্রিয়া, শিক্ষকের চাইতে দলের বিভিন্ন সদস্য দ্বারাই বেশি প্রভাবিত হয়। এই

মিথস্ক্রিয়ামূলক পদ্ধতিগুলি শ্রেণীকক্ষে ব্যবহৃত হয় তবে বিভিন্ন প্রকার বিষয়ে এবং বিভিন্ন শিক্ষাস্তরে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এই পদ্ধতির ব্যবহার ঘটে।

- **আত্ম নির্দেশিত (Self-directed):**

এই প্রকার পাঠক্রমের সংব্যবহারে, কোর্সে পঠিত বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন এককে ভাগ করা হয় এবং প্রতিটি এককের আলাদা আলাদা শিখন উদ্দেশ্য থাকে। শিক্ষার্থীকে এই ক্ষেত্রে একটি নির্দেশিকা দেওয়া হয় যেখানে বিভিন্ন পদ্ধতির কথা উল্লেখিত থাকে যার দ্বারা সেই এককটির পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্যগুলি অর্জন করা যায়। এই এককগুলি আত্মনির্দেশনামূলক প্রকৃতির। নির্দেশিকায় উল্লেখিত পাঠ্যপুস্তক এবং অন্যান্য নোটস শিক্ষার্থীকে বিষয়টি বুঝতে সহায়তা করে। একটি কোর্স এককের মধ্যে পূর্ব নির্ধারিত কাজ, অনুশীলনী, স্লাইড, মডেল ইত্যাদি দেওয়া থাকে যা শিক্ষার্থীকে কোর্সটি বাধাহীন উপায়ে শিখতে সাহায্য করে। শিক্ষকেরা তখনই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন যখন এই একক সংক্রান্ত কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয় শিক্ষার্থী। সাধারণত এই আত্মনির্দেশমূলক পদ্ধতিতেও বৈচিত্র্য থাকে তার কারণ একজন শিক্ষার্থী এক এক রকম গতিতে শেখে।

- **কম্পিউটার সহায়ক (Computeréôéassisted):**

কম্পিউটার সহযোগী শিখন একমুখী যোগাযোগের জায়গায় দ্বিমুখী যোগাযোগ ব্যবস্থা। শিক্ষককেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতিতে মূলত একমুখী যোগাযোগের সুযোগ থাকে। কম্পিউটার সহযোগী শিখন ব্যবস্থায় শিক্ষার্থী এবং শিখন প্রোগ্রামের মধ্যে একটি গতিশীল মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ তৈরি হয়। কম্পিউটার হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উপকরণ যা কখনো কখনো শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে থাকে এবং ব্যক্তিভিত্তিক শিখনেও সহায়তাকারী। এই ব্যবস্থায় শিক্ষার্থী স্বাধীনভাবে শেখার সুযোগ পায়। শিখন প্রক্রিয়ায় কম্পিউটার নানা রকম কাজ করে থাকে যেমন তথ্য সংরক্ষণ প্রক্রিয়াকরণ এবং তথ্য পুনরুদ্ধার ইত্যাদি। সুতরাং বলা যায় একজন শিক্ষার্থীকে একজন স্বাধীন শিক্ষার্থী হওয়ার সুযোগ দেয় এই ব্যবস্থা। কম্পিউটার সহায়তাকারী ব্যবস্থায় কম্পিউটার শিক্ষার্থীকে বুঝতে সাহায্য করে যে তার দেওয়া প্রতিক্রিয়াটি সঠিক না ভুল। যদি উত্তরটি সঠিক হয় তাহলে শিক্ষার্থী পরবর্তী পদক্ষেপে পৌঁছে যায় আর যদি কোন ত্রুটি থাকে তাহলে তাকে অনুশীলনীটি আরো একবার করার নির্দেশদান দেওয়া হয়। এছাড়া শিখন প্রক্রিয়াকে প্রতিটি শিক্ষার্থীর চাহিদা, বৈশিষ্ট্য, দক্ষতা, মনোভাব এবং গতি অনুযায়ী আরও ব্যক্তিভিত্তিক করে তোলা যায়।

শিক্ষকেরা শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন প্রকার পাঠক্রম সংব্যবহারের পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকেন, যেগুলি এখানে আলোচিত হলো-

1. বক্তৃতা পদ্ধতি (Lecture method verbal exposition)—

এটি একটি প্রাচীন ব্যবস্থা যা বর্তমানেও পাঠক্রম সংব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। বক্তৃতা পদ্ধতিতে শিক্ষক বিষয়টির প্রবর্তন করেন ভূমিকা দিয়ে, এরপর বিষয়বস্তু ব্যাখ্যাকরন, শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া, গঠনমূলক মূল্যায়ন সম্পাদন এবং সবশেষে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ফিডব্যাক সংগ্রহ করা হয়। শিক্ষার্থীদের বক্তৃতা পাঠক্রম সংব্যবহারের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পন্থা। নির্দেশনাদান, তথ্য সরবরাহ এবং শিক্ষার্থীদের

অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান ইত্যাদি এই বক্তৃতা পদ্ধতি দ্বারা সম্ভব। শ্রেণিকক্ষে যোগাযোগের ক্ষেত্রে শিক্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এই পদ্ধতির মাধ্যমে। শিক্ষক নানা প্রকার আধুনিক দৃশ্য-শ্রাব্য উপকরণ নির্দেশনাদানের জন্য ব্যবহার করলেও বক্তৃতা পদ্ধতি বর্তমানেও গুরুত্বপূর্ন। শিক্ষকের বক্তৃতা একমুখী যোগাযোগ নয়, শ্রেণীকক্ষে আলোচনা, প্রশ্ন উত্তর পর্ব এবং সহযোগিতামূলক শিক্ষণ- শিখনের ক্ষেত্রে এটি এখনো বহুল প্রচলিত। শিক্ষক অবিরত কথোপকথনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চিন্তার প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যান এবং বিভিন্ন ধারণা সম্পর্কে শিক্ষার্থীর বোধগম্যতা যাচাই করে থাকেন।

2. শ্রেণিকক্ষের আলোচনা (Classroom discussion):

পাঠক্রম সংব্যবহারের আরেকটি অন্যতম জনপ্রিয় পদ্ধতি হল আলোচনা। বর্তমানে অধিকাংশ শিক্ষক একটি নিজস্ব ক্রিয়ামূলক শ্রেণিকক্ষ সৃষ্টি করেন যাতে শিক্ষার্থীদের আরো সক্রিয় করে তোলা যায়। আলোচনা হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি যা, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এবং বিভিন্ন শিক্ষণ মডেলে ব্যবহৃত হয়।

আলোচনার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম থাকে না, শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনায় যুক্ত হন যাতে বিভিন্ন প্রকার আচরণমূলক উদ্দেশ্য অর্জন করা যায়। শিক্ষকের নির্দেশমূলক উদ্দেশ্যগুলি আলোচনার মাধ্যমে পূর্ণ করার সুযোগ বেশি। কথোপকথন অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান এবং বিতর্কের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানা জটিল ধারণার বিকাশ ঘটে। আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন ধারণা উন্নত হয় এবং নতুন ব্যাখ্যার সৃষ্টি হয়। এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের চিন্তা এবং মতামত প্রকাশ করার সুযোগ পায় যা অনেক ক্ষেত্রেই ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে। আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষক এই ত্রুটিগুলি সংশোধনের সুযোগ পান এবং শিক্ষার্থীকে তার চিন্তা ভাবনার ফিডব্যাক দিতে পারেন।

আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের চিন্তা ভাবনাকে আরো গঠনমূলক এবং উন্নত করে তুলতে পারে। শিক্ষার্থীরা শিক্ষামূলক ধারণার নতুন অর্থও উদ্ভাবন করতে সমর্থ হয়। এই প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীকে উচ্চস্বরে চিন্তনে (loud thinking) সহায়তা করে এবং তাদের জ্ঞানমূলক গঠন আরো শক্তিশালী হয়। এটি শিক্ষার্থীর যুক্তিপূর্ণ চিন্তনের ক্ষমতার বিকাশ ঘটায়।

3. প্রশ্ন উত্তর পদ্ধতি (Question answer mode):

শ্রেণিকক্ষে যোগাযোগ এবং পাঠক্রম সংব্যবহারের ক্ষেত্রে এটি একটি অন্যতম পদ্ধতি। প্রশ্ন উত্তর প্রাথমিকভাবে শিক্ষার্থীর জ্ঞান এবং দক্ষতা মুল্যায়নের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। শিক্ষার্থীরা উচ্চ স্তরের জ্ঞান, প্রয়োগ, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ, মূল্যায়ন এবং সৃজন সম্পাদন করতে পারে প্রশ্নের মাধ্যমে। শিক্ষক জ্ঞানের গভীর স্তরগুলি বোঝার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন করতে পারেন যার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিষয়বস্তু সম্পর্কে গভীর জ্ঞান, অন্তদৃষ্টি এবং আবিস্কারের প্রবণতা তৈরি হয়।

শ্রেণিকক্ষে প্রশ্নকরন ব্যবহার করা হয় শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান বোঝার ক্ষেত্রে, বিষয়ের উন্নতি এবং শিক্ষার্থীর বোধগম্যতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে। সুতরাং পাঠক্রম সংব্যবহারে প্রশ্নকরনের স্থান অসীম। সক্রেটিস যথোপযুক্ত ভাবে প্রশ্নকে শিক্ষার একটি প্রধান উপকরণ মনে করতেন। তাই পাঠক্রম সংব্যবহারে বিভিন্ন প্রকার প্রশ্নকরনের সুযোগ থাকে। প্রশ্নের নানা প্রকার আছে যেমন তথ্যসন্ধানকারী প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান এবং বোধগম্যতা অর্জনের পরিমাপ করা হয় আবার উচ্চ শ্রেণীর প্রশ্ন করা হয় শিক্ষার্থীদের উচ্চ

পর্যায়ের দক্ষতা পরিমাপের জন্য।

প্রশ্নকরনের সময় শিক্ষককে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত বৈষম্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে হবে এবং সেই মতো সময় দিতে হবে যাতে শিক্ষার্থী উত্তর দিতে পারে। প্রতিটি শিক্ষার্থীর অপেক্ষার সময় বা প্রতিক্রিয়ার সময় (waiting time or reaction time) ভিন্ন। তাই একজন পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীর একজন গড় শিক্ষার্থীর তুলনায় উত্তর দিতে বেশি সময় লাগবে।

4. শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ (Participation of the learners):

বেশিরভাগ শ্রেণীকক্ষ পরিস্থিতিতে শিক্ষকের স্থান প্রধান এবং শিক্ষার্থীর ভূমিকা হল নিষ্ক্রিয় শ্রোতার। কার্যকরী পাঠক্রম সংব্যবহারের জন্য শিক্ষার্থীকে জ্ঞানের উচ্চ স্তরে নিয়ে যেতে হবে যা শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধি করে এবং শিক্ষণ শিখন প্রক্রিয়াটিকে সহযোগিতামূলক করে তুলবে।

পাঠক্রম সংরক্ষণের ক্ষেত্রে যেই অংশগ্রহণের কাঠামো ব্যবহার করা হয় সেইগুলি এখানে বলা হলো।

শ্রেণিকক্ষে অংশগ্রহণের মাত্রা আরো বৃদ্ধি করে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণকে আরো উন্নত করে তোলা যায়। বক্তা এবং শ্রোতার মধ্যে যোগাযোগের নেটওয়ার্ক দ্বারা শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের কাঠামো পরিচালিত হয়। দলগত পাঠের ক্ষেত্রে শিক্ষকের প্রশ্ন অনুযায়ী, কে কখন কথা বলবে, কে কখন উত্তর দেবে - এই সমস্তের উপর ভিত্তি করেই পাঠক্রম সংব্যবহার পরিচালিত হয়। গতানুগতিক শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকেরা কথা বলেন শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের চুপ করানোর জন্য, যখন একজন শিক্ষক একজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলবেন তখন শ্রেণীকক্ষের অন্যান্য শিক্ষার্থীদের কথা বলা বারণ।

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ আরো কার্যকরী করার জন্য বিভিন্ন অংশগ্রহণকারী মডেল (participatory model) ব্যবহার করতে হবে যার ফলে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ আরো বেশি গুরুত্ব পাবে।

1. সক্রিয় শিখন পদ্ধতির ব্যবহার (Using active learning methods):

আলোচনা, Role play, Brian storming, সেমিনার বিতর্কসভা, প্রজেক্ট, ব্যবহারিক কাজ, উপস্থাপন (demonstration) শিক্ষামূলক ভ্রমণ (excursion) ইত্যাদির আরো বেশি ব্যবহার শিক্ষকেরা করবেন যাতে শিক্ষার্থীদের আরো বেশি অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত করা যায়। মিথস্ক্রিয়া এবং অংশগ্রহণকে আরো গুরুত্ব দেওয়ার জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি ছোট ছোট দলে বিভক্ত করতে পারেন এবং তাদের সহযোগিতামূলক কাজে নিযুক্ত করতে পারেন।

1. শিক্ষার্থীকে পঠন-পাঠনে যুক্ত করার প্রয়াস বৃদ্ধি (Creating greatest scope for learnersó involvement):

সাম্প্রতিককালের গবেষণায় দেখা যায় শিক্ষার্থীদের যখন শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার সঙ্গে আরো বেশি যুক্ত করা হয় তখন তাদের দায়বদ্ধতা বাড়ে। শিক্ষার্থী যখন স্বাধীন ভাবে কাজ করার সুযোগ পায় তখন শিক্ষার লক্ষ্যের সঙ্গে নিজেদেরকে যুক্ত করতে পারে এবং উদ্দেশ্যগুলি অর্জনের কাজে সক্রিয় হয়ে ওঠে।

সুতরাং কিছু কিছু কার্যাবলী যেমন খাতা, ওয়ার্কশিট, বই ভাগ করে দেওয়া বা সংগ্রহ করা, বুলেটিন বোর্ডের দায়িত্ব, ক্লাস মনিটরের দায়িত্ব ইত্যাদির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে দায়িত্ব দিলে শিক্ষণ শিখন প্রক্রিয়া বাধাহীন হয়ে ওঠে। আরো কিছু ক্ষেত্রে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্ত করা যায়, যেমন সহপাঠী শিক্ষণ (peer teaching) এবং সহযোগিতামূলক (collaborative) শিক্ষণ ইত্যাদি।

এখানে আমরা শ্রেণিকক্ষে পাঠক্রম সংব্যবহারের বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা করলাম। শিক্ষণ -শিখনের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলি অর্জন করার ক্ষেত্রে পাঠক্রমের সার্থক সংব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষকের স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। শিক্ষকদের দেখতে হবে যাতে পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যগুলি বাস্তবে অর্জন করা যায় এবং শিক্ষার্থীদেরও এই লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যগুলি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। শিক্ষার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যে যদি কোন রকম ধোঁয়াসা থাকে তাহলে নির্দেশনাদানও স্পষ্টভাবে দেওয়া যায় না এর ফলে পাঠক্রমের সংব্যবহার ক্রটিপূর্ণ হতে পারে।

৩.৩.৫. পাঠক্রম মূল্যায়ন (Curriculum Evaluation):

মূল্যায়ন বলতে বোঝায় একটি প্রোগ্রাম সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ যার মাধ্যমে প্রোগ্রামটির মূল্য এবং গুরুত্ব বোঝা যায় এবং সেই অনুযায়ী প্রোগ্রামটি গ্রহণ, বর্জন অথবা পুনর্মারজন করা যায়। পাঠক্রম মূল্যায়ন বলতে বোঝায় পাঠক্রম বিকাশ প্রক্রিয়ার এমন একটি অংশ যা পাঠক্রম নির্মাণকারীরা অথবা পরিকল্পনাকারীরা সম্পাদন করে থাকে। শিক্ষকগন পাঠক্রমের বিকাশ প্রক্রিয়ায় আগ্রহী তার কারণ একটি প্রোগ্রাম বা পাঠক্রমের কার্যকারিতার উপর নির্ভর করে প্রোগ্রামটি কতখানি শিক্ষামূলক লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারবে। পাঠক্রমের মান উন্নয়নেও শিক্ষকেরা সমান আগ্রহী। পাঠক্রম মূল্যায়ন প্রক্রিয়া দ্বারা একটি প্রোগ্রাম বা কোর্সের মূল্য অথবা প্রয়োজনীয়তা নির্ধারিত হয়।

পাঠক্রম মূল্যায়নের কিছু সংজ্ঞা এখানে দেওয়া হল। আরো কিছু সংজ্ঞা পঞ্চম অধ্যায় উল্লেখ করা হবে।

পাঠক্রম মুল্যায়ন বলতে বোঝায় এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়বস্তুর প্রথাগত নির্ধারণ সম্ভব; এর অন্তর্ভুক্ত হলো নির্দিষ্ট কোন প্রোগ্রামের গুণগতমান, কার্যকারিতা অথবা মূল্য, ফলাফল, প্রজেক্ট, প্রক্রিয়া, উদ্দেশ্য অথবা পাঠক্রম। Curriculum evaluation is the formal determination of the quality effectiveness or value of a programme, product, project, process, objective or curriculum (Worthen and Sanders)

পাঠক্রম মূল্যায়ন হল এমন একটি প্রক্রিয়া অথবা অনেক প্রক্রিয়ার সমাহার যার মাধ্যমে মানুষ বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে, যার উপর ভিত্তি করে কোন কিছুর পরিবর্তন বা বর্জন নির্ধারিত হয়, পাঠক্রমকে সাধারণ অর্থে ব্যবহার করা হয় অথবা শিক্ষামূলক পাঠ্যপুস্তক হিসেবে নির্দিষ্টরূপে ব্যবহৃত হয়। (Curriculum evaluation is a process that people perform in order to gather data will enable them to decide whether to accept change or eliminate something - The curriculum in general or an educational textbook in particular (Ornstein and Hunkins 1998)।

পাঠক্রম মূল্যায়ন প্রক্রিয়া দ্বারা পাঠক্রমের গুরুত্ব অথবা মূল্য নির্ধারিত হয়। এই প্রক্রিয়া দ্বারা

নির্ধারিত হয় পরিকল্পিত কোর্স, প্রোগ্রাম কার্যাবলী, শিখন এর সুযোগ ইত্যাদির সংগঠন যাতে বাঞ্ছিত ফলাফল পাওয়া যায়।

মূল্যায়নের আরেকটি কাজ হল পাঠক্রমের প্রক্রিয়াটির মানোন্নয়ন করার ধারাবাহিক প্রচেষ্টা।

পাঠক্রম বিকাশে সমগ্র প্রক্রিয়াটি পাঠক্রম পরিকল্পনা এবং পাঠক্রম মূল্যায়নের মধ্যে সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে। পাঠক্রম মূল্যায়নের মাধ্যমে যখন একটি শিক্ষা প্রোগ্রামের শক্তি এবং দুর্বলতাগুলি চিহ্নিত হয় তখনই নিয়মমাফিক পরিবর্তন সম্ভব। এই কথা বলাই বাহুল্য যে নির্দিষ্ট একটি পাঠক্রমিক প্রস্তাব সর্বজনীনভাবে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পারেনা। তাই পাঠক্রম বিকাশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি পদক্ষেপ হলো পাঠক্রম পরিকল্পনা এবং পাঠক্রম মূল্যায়ন।

পাঠক্রম বিকাশ প্রক্রিয়াটি পাঠক্রম পরিকল্পনা থেকে পাঠক্রম মূল্যায়ন পর্যন্ত বিস্তৃত। এই দুটি প্রক্রিয়ায় সমগ্র পাঠক্রম বিকাশ প্রক্রিয়াটির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে থাকে।

পাঠক্রমের সবকটি উপাদানের মূল্যায়নের প্রক্রিয়াকেই পাঠক্রম মূল্যায়ন বলা হয়। প্রতিটি উপাদান একটি অপরের উপর নির্ভরশীল এবং এই উপাদানগুলিকে যৌথভাবে মূল্যায়ন করা হয়। পাঠক্রম নির্দিষ্ট শিক্ষাদলের চাহিদার সঙ্গে কতখানি সামঞ্জস্যপূর্ণ তা দেখা হয় পাঠক্রম মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায়। প্রতিটি উপাদান একটির সঙ্গে আরেকটি এমনভাবে সম্পর্কিত যে কোনটির স্বতন্ত্র মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। পাঠক্রম মূল্যায়নের দুটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো পূর্বস্থরে পরীক্ষা (pre testing) এবং পরবর্তী স্তরে পরীক্ষা (post testing)। নর্ম অনুযায়ী পরীক্ষা (Norm referenced testing)– শর্ত অনুযায়ী পরীক্ষা (Criteria and reference testing এবং গঠনমূলক মূল্যায়ন, পাঠক্রম মূল্যায়নের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। পূর্বস্থরে পরীক্ষা থেকে শিক্ষার্থীর সম্পর্কে যা ধারণা তৈরি হয়, তার উপর নির্ভর করে বঞ্চিত প্রান্তিক আচরণ (desired terminal behaviour)। পাঠক্রম মূল্যায়ন একটি নির্দিষ্ট অথবা কোন নির্দিষ্ট নর্ম অনুযায়ী করা প্রয়োজন। উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য একটি সাধারন মান অথবা নর্মের সাথে একজন পাঠক্রমের মূল্যায়ন করতে পারেন। গঠনমূলক এবং সারাংশ মূলক পর্যায়ে মূল্যায়ন সম্পাদিত হয়। গঠনমূলক মূল্যায়ন মূলত দুটি স্তরে সম্পাদিত হয় একটি হলো বিকাশমূলক স্তরে যাকে বলা হয় প্রক্রিয়ার মূল্যায়ন অপরটি সম্পাদিত হয়, প্রয়োগের স্তরে যাকে বলা হয় ফলাফলের মূল্যায়ন (process evaluation at development and product evaluation at implementation level)। পাঠক্রম মূল্যায়নের বিভিন্ন দিক আছে যা পাঠক্রম প্রক্রিয়াকে একটি সামগ্রিক কার্যাবলী করে তোলে। সমগ্র মূল্যায়ন পদ্ধতি নির্ধারিত হয় পাঠক্রম মূল্যায়নের উপর।

পাঠক্রম মূল্যায়নের সমস্যা (Problems in Curriculum Evaluation): পাঠক্রম বিকাশ এবং প্রয়োগ প্রক্রিয়ার প্রতিটি স্তর বিভিন্ন প্রকার সমস্যার এবং বাধার সম্মুখীন হয়। এখানে পাঠক্রম অথবা প্রোগ্রাম মূল্যায়নের কিছু প্রতিবন্ধকতা আলোচনা করা হল -

প্রথমত: সাধারণভাবে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে একটি প্রবণতা হলো সেই সমস্ত উপাদানগুলির মূল্যায়ন যা পরিমাপ করা সহজ। পর্যবেক্ষণের ওপর যথোপযুক্ত গুরুত্ব দান করা হয় না। যে কোন গতানুগতিক শিক্ষামূলক পরিস্থিতিতে মূল বিষয় সম্পর্কিত তথ্যের জ্ঞান পরিমাপের ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়। বর্তমানে সেই সমস্ত পরীক্ষাগুলির ওপর বেশি জোর দেওয়া হয় যা উচ্চ

স্তরের দক্ষতা মাপে এবং এই জ্ঞানের স্তর বিষয়বস্তর জ্ঞানের তুলনায় উচ্চ স্তরে অবস্থিত। তা সত্ত্বেও সমালোচনামূলক চিন্তন, সমস্যা সমাধান, সৃজনমূলক প্রকাশ, কৃষ্টিমূলক উপলব্ধি (critical thinking, problem solving, creative expressions, cultural appreciations) ইত্যাদি বর্তমানে উপেক্ষিত রয়ে গেছে। এর মূল কারণ হলো পরিমাপক উপকরণগুলি শুধুমাত্র সরল শিখনের সঙ্গে যুক্ত। অন্যদিকে বলা যায় যে সমস্ত ক্ষেত্রগুলি পরিমাপ করা কঠিন সেইগুলির প্রতি সাধারণত মানুষ আগ্রহী হয় না। এর ফলস্বরূপ গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষামূলক ফলাফলের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সহজ বিষয়বস্তুগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলি পরিমাপের আওতায় আসে না।

দ্বিতীয়তঃ পরীক্ষা নির্মাণকারীরা সততার সঙ্গে আদর্শায়িত মূল্যায়নের উপকরণগুলি তৈরি করে থাকে। তবে এই উপকরণগুলি প্রয়োগের ক্ষেত্রে নানা প্রকার সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় পরিমাপ ও মূল্যায়ন সম্পাদনের সময়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় পরীক্ষা নির্মাণকারী এবং পরীক্ষা ব্যবহারকারীদের মধ্যে চিন্তাভাবনার কোন সমতা থাকে না। এই ফারাক মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার উপর ঋণাত্মক প্রভাব ফেলে।

তৃতীয়তঃ আঞ্চলিকভাবে যে পরিমাপক উপকরণগুলি তৈরি করা হয়, সেইগুলির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় না। মূল্যায়নমূলক উপকরণ এবং পদ্ধতিগুলি মূলত বিশ্বের এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজন হিসেবে প্রস্তুত করা হয়। বিশ্বস্তরে নির্মিত অনেক উপকরনই পরবর্তীকালে আঞ্চলিক প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। যদি কোন প্রোগ্রাম আঞ্চলিক ছেলেমেয়েদের কথা ভেবে নির্মাণ করা হয় তাহলে শিক্ষার্থীদের শিখন এবং সৃজনমূলক প্রচেষ্টাগুলি নৈর্ব্যক্তিকভাবে পরিমাপ করা যায়।

চতুর্থত: শিক্ষক এবং প্রযুক্তিবিদদের মধ্যে যোগাযোগের অভাব থেকে যায়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় শিক্ষকদের মধ্যে আধুনিক পরীক্ষার উপকরণগুলি ব্যবহারে অনীহা থাকে তার কারণ এইগুলির ব্যবহার কিছুটা হলেও জটিল। যদিও এই আধুনিক উপকরণগুলির নানা প্রকার গুরুত্ব রয়েছে। সাধারণত শ্রেণিকক্ষের বাস্তবতা অনুযায়ী বিভিন্ন পরীক্ষা নির্বাচিত এবং ব্যবহৃত হয় না। শিক্ষকেরা কোন প্রকার পরীক্ষণ এবং সৃজনশীলতার চর্চাকে শ্রেণিকক্ষে সমর্থন করেন না। তাই যারা শিক্ষামূলক পরীক্ষা নির্মাণ করেন তাদের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন এবং একই সঙ্গে শিক্ষকদেরও পরিমাপের দক্ষতা বৃদ্ধি প্রয়োজন।

পরিকল্পনাকারীদের, উন্নয়নকারীদের, শিক্ষকদের শিক্ষার্থীদের, অভিভাবকদের, নীতি নির্ধারকদের এবং সিদ্ধান্তকারীদের ফিডব্যাক দেওয়ার একটি ব্যবস্থা হল মূল্যায়ন। পাঠক্রম মূল্যায়ন হতে পারে গঠনমূলক এবং সারাংশ মূলক। গঠনমূলক মূল্যায়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যা বিভিন্ন সময়ে তথ্য সংগ্রহ করে কোর্স বা প্রোগ্রামটির গুণগতমান সম্পর্কে। সারাংশমূলক মূল্যায়ন সামগ্রিক কোর্স বা প্রোগ্রামটির কার্যকারিতা বিচার করে যাতে পাঠক্রমের প্রয়োগ প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে করা যায় এবং বাঞ্ছিত পরিবর্তনও করা সম্ভব হয়।

যেকোনো পাঠক্রমিক প্রস্তাব সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করা যায় না যদি এই প্রোগ্রামটি বিভিন্ন স্তরে

সহায়তা পায় এবং এটির মূল্য স্থাপিত হয়। পাঠক্রম সংব্যবহার এবং পাঠক্রম মূল্যায়ন হলো পাঠক্রম বিকাশের অন্যতম দুটি পর্যায়।

৩.৪. পাঠক্রম পরিকল্পনার মূল বিবেচ্য বিষয় (Basic considerations in curriculum planning):

নির্দিষ্ট একটি কোর্সের চাহিদা এবং উদ্দেশ্য নির্ধারণের জন্য উপস্থিত পরিস্থিতির বিশ্লেষণ অত্যন্ত প্রয়োজন একটি পাঠক্রম পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায়। জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মিলিয়ে প্রোগ্রাম বা কোর্স নির্মাণ করতে হবে। একটি কমিটি থাকবে যেখানে শিক্ষাবিদ, নীতি নির্ধারকগন, অর্থনীতিবিদ, দার্শনিক, মনোবৈজ্ঞানিক, পাঠক্রম বিশেষজ্ঞগণ ইত্যাদি থাকবেন একটি উপযুক্ত পাঠক্রম বিকাশের জন্য। পাঠক্রম পরিকল্পনার প্রক্রিয়াটি চারটি মূল শর্তের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত।

প্রথমতঃ একটি প্রোগ্রাম যৌথভাবে তৈরি করা উচিত সেই সমস্ত বিশেষজ্ঞ মানুষের দ্বারা যাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে এই প্রক্রিয়ায়। পাঠক্রম পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সহযোগিতার ভূমিকাটি অত্যন্ত বাঞ্ছিত একটি শর্ত।

দ্বিতীয়তঃ একটি প্রাসঙ্গিক প্রোগ্রামের প্রয়োজনীয় কাঠামো তৈরীর ক্ষেত্রে সাধারণ এবং বিমূর্ত (general and abstract considerations) সমস্ত শর্তাবলীই গুরুত্বপূর্ণ এবং বিবেচ্য বিষয়।

তৃতীয়তঃ পাঠক্রম পরিকল্পনা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, তাই যে কোন প্রোগ্রাম প্রস্তুতির প্রক্রিয়াটি একটি মাত্র পদক্ষেপেই (not a one shot operation) সম্পূর্ণ হওয়ার নয়। পাঠক্রম বিকাশের প্রতিটি পদক্ষেপেই ধারাবাহিকভাবে পরিকল্পনা এবং পুনমার্জনা প্রয়োজন।

চতুর্থত: পাঠক্রম পরিকল্পনা স্বাভাবিকভাবেই একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া সুতরাং প্রোগ্রামের সমস্ত উপাদানগুলির একটি নির্দিষ্ট সংগা থাকা প্রয়োজন। যাতে পাঠক্রমের প্রোগ্রামটি সমস্ত মূল ক্ষেত্রগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং পাঠক্রমের সমস্ত উদ্দেশ্যগুলি অর্জিত হয়।

পাঠক্রম পরিকল্পনার মূল বিবেচ্য ক্ষেত্রগুলি (Major Areas of Consideration in Curriculum Planning):

পাঠক্রম বলতে শুধুমাত্র বিভিন্ন শিক্ষামূলক বিষয়কে এক ছাতার তলায় আনা নয় বরং এই প্রক্রিয়া আরো অনেক বেশি কিছু বোঝায়। নানা প্রকার বিষয়বস্তু পাঠক্রম পরিকল্পনার সময় বিবেচনা করা হয় যেমন শিক্ষার্থীর শিখনমূলক চাহিদা, শিক্ষক এবং প্রশাসকদের যৌথ অনুমতি সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা শিক্ষামূলক ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক আবিষ্কার (learning needs of students, the mutual consent of teachers and administrators, the expectations of the community, the current breakthroughs in academic fields) ইত্যাদি। পাঠক্রম পরিকল্পনার আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হলো বিকাশমূলক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশ মূলক এবং প্রাতিষ্ঠানিক শর্তাবলী (developmental, social, economic, environmental and institutional) ইত্যাদি। বিষয়ের প্রকৃতি হল আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়, একই সঙ্গে শিক্ষকের ভূমিকা এবং কার্যাবলীও পাঠক্রম পরিকল্পনাকারীদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আরেকটি কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, উপরোক্ত কোন একটি উপাদান স্বতন্ত্রভাবে একটি কার্যকরী পাঠক্রম নির্মাণ করতে পারে না তাই পাঠক্রম পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সমগ্র উপাদানগুলি যৌথভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

পাঠক্রম পরিকল্পনার মূল বিবেচ্য ক্ষেত্র গুলি উপরের চিত্র দেখানো হলো

1. বিকাশমূলক বিবেচ্য বিষয় (Development Considerations):

আদর্শগত ভাবে যেকোনো শিক্ষা প্রক্রিয়ায় বিকাশমূলক বিবেচ্য বিষয় শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শিক্ষার্থীর দৈহিক বিকাশ, প্রাক্ষোভিক বিকাশ, সামাজিক বিকাশ, জ্ঞানমূলক বিকাশ ইত্যাদি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যে কার্যাবলীগুলির কথা উল্লেখ করা হবে সেগুলি যাতে ধারণার বিকাশ, জ্ঞান অর্জন এবং চিন্তন প্রক্রিয়াকে প্রতিপালন করে। পাঠ্যপুস্তককে জ্ঞান অর্জনের একমাত্র উৎস মনে করা উচিত নয় শিক্ষার্থীর। শিক্ষার্থী পাঠক্রমের অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে এবং বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে শিক্ষা প্রক্রিয়াকে যুক্ত করতে সমর্থ হবে। আবার পাঠক্রম পরিকল্পনা এমন ভাবে করা উচিত যাতে শিক্ষার্থীর কাছে নতুন নতুন জানার রাস্তা খুলে যায় যার ফলে শিক্ষার্থী বোধমূলক ক্ষেত্রের উদ্দেশ্যগুলি (objectives of affective domain) অর্জন করতে সমর্থ হয়। পাঠক্রম পরিকল্পনার ক্ষেত্রে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন যেমন শিক্ষার্থীর প্রকৃতি, বিকাশমূলক স্তর, শিখনের ধারা এবং অন্যান্য দার্শনিক ও মনোবৈজ্ঞানিক চাহিদা ইত্যাদি। শিক্ষার্থীরা হল পাঠক্রম পুনর্মারজনের প্রচেষ্টার মূল সুবিধাভোগী, তাই পাঠক্রমের ডিজাইন অথবা নকশা নির্মাণের ক্ষেত্রে তাদের চাহিদা এবং আগ্রহ জানা অত্যন্ত প্রয়োজন তাহলেই তাদের বিকাশমূলক চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটে। শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ, মনোভাব এবং অভ্যাস ইত্যাদির ওপর প্রভাব পরে তাদের আর্থ-সামাজিক পরিবেশের সুতরাং পাঠক্রমের বিকাশে এই সমস্ত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

2. বিষয়ের প্রকৃতি (nature of discipline):

কোন্ কোন্ বিষয়বস্তু পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হবে, কোন্ কোন্ দক্ষতাবগুলির ওপর পান্ডিত্য অর্জন করতে হবে, কোন মূল্যবোধগুলি প্রাসঙ্গিক এই সমস্ত উপাদানগুলি বিবেচনা করতে হবে যখন পাঠক্রমের পরিকল্পনা করা হয়। শিক্ষার সর্বোচ্চ ফলাফল হলো ব্যক্তির বিকাশ। কিছু প্রগতিশীল শিক্ষাবিদগণ সৃজনশীল শিক্ষার্থীর বিকাশকে গুরুত্ব দিয়ে সমাজে শিক্ষার সৃজনমূলক ভূমিকার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। সমাজ পরিবর্তনশীল তাই উদ্দেশ্য এবং চাহিদাও পরিবর্তনশীল। পাঠক্রমকে বাস্তবভিত্তিক এবং গতিশীল রাখার জন্য এই চাহিদাগুলির অবিরত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে। কোন্ প্রেক্ষাপটে শিক্ষা কার্যকরী হয় তা ধারাবাহিকভাবে চর্চা করা প্রয়োজন এবং বিভিন্ন বিজ্ঞান এবং সমাজ বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। সংস্কৃতি এবং সমাজ সম্পর্কে যে তথ্য সংগৃহীত হবে তা কার্যকরী রূপে প্রয়োগ করতে হবে শিক্ষানীতি নির্ধারণ এবং পাঠক্রম নির্মাণের ক্ষেত্রে।

4. সামাজিক এবং কৃষ্টি মূলক বিবেচ্য বিষয় (Social and cultural considerations):

পাঠক্রমের বিকাশ প্রক্রিয়া বিভিন্ন সামাজিক শক্তি দ্বারা প্রভাবিত তাই উদারনৈতিক শিক্ষা (liberal education) এবং পাঠক্রমের বিষয়বস্তুর পুনঃ বিবেচনা প্রয়োজন। শিক্ষার একটি অন্যতম লক্ষ্য হল উৎপাদনশীল মানবসম্পদ তৈরি করা । সুতরাং পাঠক্রম সমাজের এই চাহিদাকে সময়মতো পূরণ করার চেষ্টা করবে শিক্ষা দ্বারা। সুতরাং শিক্ষার মাধ্যমেই একটি সমাজ উন্নত হবে এবং সমাজে বসবাসকারী মানুযেরা সর্বোচ্চ বিকাশের মাধ্যমে তাদের জীবনযাপনের মান আরো উন্নত করতে সমর্থ হবে। সমাজে বসবাসকারী মানুষের প্রকৃতি বোঝা যায় তার সংস্কৃতি থেকে যা কিছুটা দৃশ্যমান এবং কিছুটা অদৃশ্য (visible and non visible)। দৃশ্যমান উপাদানগুলি হল খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-আশাক, নিয়ম-নীতি, ভাষা, সংগীত, নৃত্য, জীবন যাপন পদ্ধতি, রাজনৈতিক আচরণ, পরিবার, সমাজ এবং প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম নীতি Sfood, dress rules and regulations, language, music, dance, means of livelihood, political behaviour as well as family community and institutional norms and practices)। অদৃশ্য উপাদানগুলি হল সমাজ এবং সংস্কৃতির সেই সমস্ত দিক যেমন দর্শন, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ইত্যাদি (philosophy, belief, value system etc.); বলাই বাহুল্য এই অদৃশ্য উপাদানগুলির গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব মানব জীবনে রয়েছে। এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হলো যৌথ দর্শন, বিশ্বাস, আচরণ, নর্ম, সামাজিক নিয়ম (shared philosophy, belief, behaviour norms and rules of the society) ইত্যাদি। পাঠক্রম পরিকল্পনার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো সংস্কৃতি, কারণ শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো একটি সমাজের সংস্কৃতিমূলক ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ এবং সঞ্চালন করা সমাজের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে। পাঠক্রম হলো জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন করার এমন একটি কার্যকরী উপকরণ। একটি দেশের সমস্ত রকম উন্নয়নের কেন্দ্রস্থল হল শিক্ষা তাই কোন দেশই বিকাশ লাভ করতে এবং শক্তিশালী হতে পারে না যদি শিক্ষাব্যবস্থা দুর্বল হয়। তাই পাঠক্রম বিকাশের ক্ষেত্রে সমাজ এবং সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠক্রম বিকাশের জন্য আবশ্যিক; সেইগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পাঠক্রম পরিকল্পনাকারীরা নজর রাখবেন যাতে শিক্ষা ব্যবস্থার ফলস্বরূপ সমাজের কার্যকরী সদস্য তৈরি হয়। প্রতিটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা ব্যবস্থা, ,, প্রভাবিত করবে এবং প্রভাবিত হবে সমাজের অন্যান্য উপাদান দ্বারা। সামাজিক নিয়ম-নীতি বিভিন্ন

সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যও বিদ্যালয় পাঠক্রমে সঠিক রূপদান করে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান একটি ব্যবস্থা হিসেবে এবং সম্পূর্ণ ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশ হিসেবে কাজ করে। সরকারি সংস্থা, পেশামূলক সংগঠন এবং আধা আইনি সংগঠন (Government agencies professional organisations and quasi legal organisations), বিভিন্ন প্রথাগত, অপ্রথাগত এবং প্রথা মুক্ত সংস্থার কাঠামো, কাজ এবং লক্ষ্যকে প্রভাবিত করে এবং এই সমস্ত কার্যাবলী সরকারি কার্যাবলীকেও প্রভাবিত করে। সরকার বিভিন্ন সময় শিক্ষানীতি প্রকাশ করেন যা শিক্ষাক্ষেত্রে একটি নির্দেশিকার মত সব সময় কাজ করে। উদাহরণ স্বরূপ ২০২০ র শিক্ষানীতির কথা উল্লেখ করা যায়, শিক্ষানীতির মাধ্যমে সরকার সাংবিধানিক এবং আইন (Constitutional and statute) শিক্ষাক্ষেত্রে প্রণয়ন করেন।আধা আইনি (Quasi legal) সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হলো বিশ্ববিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয়গুলি, অভিভাবক শিক্ষক সংগঠন, পাঠ্যপুস্তক লেখক, প্রকাশক, ধর্মীয় সংগঠন, গণমাধ্যম ইত্যাদি; এছাড়াও পেশাগত সংগঠন যেমন National Council of Teacher Education ও এই শ্রেণীতে পড়ে। পাঠক্রমের লক্ষ্য হলো বৈচিত্র্যপূর্ণ বিভিন্ন সংস্কৃতির সমাহারে একটি আন্তঃসংস্কৃতিক যোগাযোগ তৈরি করা, যাতে বিভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয়ের ফলে একটি জাতীয় এবং বিশ্ব সংস্কৃতি গড়ে ওঠে।

5. অর্থনৈতিক বিবেচ্য বিষয় (Economic Considerations):

পাঠক্রম পরিকল্পনার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হল জাতীয় অর্থনীতি কারন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সর্বসময় বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। এর মধ্যে অন্যতম হলো পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন কর্মীর চাহিদা। পাঠক্রম বিকাশের ক্ষেত্রটি শিক্ষাক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষার অর্থনৈতিক দায়িত্ব কেন্দ্র না রাষ্ট্রকে বহন করবে তা নির্ভর করে দেশের প্রচলিত নীতির উপর। অর্থনৈতিক বিষয়টি পাঠক্রমের সঙ্গে বাস্তবেই সম্পর্কযুক্ত, কারণ শিক্ষার্থীদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর শিক্ষা ব্যবস্থা অনেকখানি নির্ভরশীল। এই কথা বলাই বাহুল্য যে, যেখানে অন্ন, স্বাস্থ্য, বাসস্থান এই মৌলিক চাহিদাগুলি বেশিরভাগ মানুষের মেটে না সেইখানে অনেক শিক্ষার্থী অপুষ্টিজনিত কারণে বিদ্যালয়ের বাইরে থেকে যাবে। শিক্ষায় পরিকাঠামো জনিত সুযোগ সুবিধা, শিক্ষণ উপকরণের উন্নতি, প্রশিক্ষণহীন শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদি পাঠক্রমের প্রয়োগ প্রক্রিয়াকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রভাবিত করে। সরকার সমাজ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এই পুনরাবৃত্তিমূলক ব্যয় (Recurring expenses) বহন করে থাকে। কিছু খরচের প্রকৃতি আবার এককালীন ব্যয় (Non recurring)। পাঠক্রম পরিকল্পনাকারীরা এই ধরনের নানা ব্যয়ের হিসেব রাখেন পাঠক্রম বিকাশের স্তরে। মূলত চার প্রকারের খরচের কথা বিবেচনা করতে হয় পাঠক্রম নির্মাণকারীদের যেমন প্রাথমিক খরচ, রক্ষনাবেক্ষন খরচ, সম্পূরক খরচ এবং ব্যক্তিগত খরচ (Initial cost, maintenance cost, supplementary cost, and personal cost)। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা কোর্সে প্রাথমিক খরচ হল পরিকাঠামো জনিত সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি করা যেমন ramp, lift ইত্যাদি, এই গুলিকে চলমান রাখার খরচ, Braille এ তৈরি শিক্ষণ শিখন উপকরণ, audiometry, অন্তর্ভুক্তি শিক্ষার জন্য একজন প্রকৃত জ্ঞান, দক্ষতা এবং মনোভাব সম্পন্ন শিক্ষকের নিয়োগ ইত্যাদি হলো maintenance cost এর অন্তর্ভুক্ত।

5. পরিবেশমূলক বিবেচ্য বিষয় (Environmental considerations):

যে পরিবেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত এবং ওই অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের সংস্কৃতি - এই দুটি

পাঠক্রম পরিকল্পনাকারীদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিবেচ্য বিষয়। অতি সাম্প্রতিককালে সমাজের শিক্ষিত মানুষেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ এবং পরিস্থিতির উপর মনোনিবেশ করেছেন। শিক্ষার্থীদের জন্য যে অভিজ্ঞতা নির্বাচন এবং সংগঠন করা হয়েছে পরিবেশে সুযোগ থাকবে যাতে শিক্ষার্থীগণ অভিজ্ঞতাগুলি অর্জনের সুযোগ পায়। শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক ডিজাইনে বলা হয়েছে, পরিবেশকে অর্থপূর্ণ করে গড়ে তুলতে হবে শিক্ষার্থীদের কাছে। স্থানের পর্যাপ্ততা (adequacy of space) বিকাশশীল শিক্ষার্থীদের কাছে অত্যন্ত জরুরী, অন্যভাবে বলা যায় পর্যাপ্ত জায়গা থাকলে শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার বেশি সুযোগ পায়।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশ নির্মাণ করা হবে সামাজিক চাহিদা, নিরাপত্তার চাহিদা, স্বত্বের (Belongingness) চাহিদা, ব্যক্তির সচেতনতা বিকাশের চাহিদা, অন্যান্যদের জন্য প্রশংসার (Appreciation), সমমর্মিতা ইত্যাদির ভিত্তিতে।

পাঠক্রম পরিকল্পনাকারীরা এমন একটি পরিবেশের রচনা করবেন যা শিক্ষার্থীদের শিখনের সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং নানা প্রকার কার্যাবলী শেখার জন্য উদ্দীপকের কাজ করবে। পাঠক্রম বিকাশের ক্ষেত্রে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির সংযোজন প্রয়োজন সেইজন্য প্রযুক্তির গুরুত্ব এবং প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে সমাজে কি কি পরিবর্তন ঘটছে তাও পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। আধুনিক মানুষের ক্ষমতার আমূল পরিবর্তন এনেছে প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রসারতা। পরিবেশের নিত্যনতুন পরিস্থিতি পাঠক্রম পরিকল্পনাকারীদের সামনে নানা প্রকার চ্যালেঞ্জ তুলে ধরছে।

বর্তমান সমাজে জ্ঞানের প্রসারতা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে দক্ষ এবং শিক্ষিত কর্মীর প্রয়োজন বাড়ছে। নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছেও চাহিদা বাড়ছে যাতে জাতির উন্নতির জন্য উপযুক্ত কর্মী তৈরি হয়।

6. প্রাতিষ্ঠানিক বিবেচ্য বিষয় (Institutional considerations):

পাঠক্রমের এই ধারণায় পাঠক্রম পরিকল্পনাকারীদের বিদ্যালয়ে এবং সমাজের সম্পর্ক নিয়ে বিবেচনা করতে হয়। শিক্ষার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো শারীরিক শিক্ষা যা পাঠক্রম পরিকল্পনাকারীদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

প্রাতিষ্ঠানিক বিবেচ্য বিষয়গুলির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবেশের বিভিন্ন উপকরণ যেমন দরজা-জানলা, মেঝে এই সমস্ত পরিকাঠামো তৈরীর সময় খরচ, সাহিত্যে, সৌন্দর্যবোধ, পর্যাপ্ত আলো আরামদায়ক তাপমাত্রা, নিরাপদ ইলেকট্রিকের সুযোগ-সুবিধা (Wiring) ইত্যাদি বিবেচ্য বিষয় গ্ধ। পাঠক্রম পরিকল্পনার সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধার প্রতি মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন।

শিক্ষার্থীর সংখ্যার সঙ্গে শ্রেণীর মাপ আনুপাতিক হতে হবে। প্রাপ্ত স্থানের ব্যবহার উপযুক্ত ভাবে করা প্রয়োজন এবং শ্রেণীতে অতি সংখ্যায় শিক্ষার্থীও (Overcrowded) বাঞ্ছিত নয়।

7. শিক্ষক সম্পর্কিত বিবেচ্য বিষয় (Teacher related considerations):

পাঠক্রম পরিকল্পনাকারীদের কাছে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ পাঠক্রমের প্রয়োগ মূলত ঘটে

শিক্ষক দ্বারা। প্রতিটি পাঠক্রমেরই সফল প্রয়োগের জন্য একটি নির্দিষ্ট শিক্ষকের গোষ্ঠী দরকার যারা উপযুক্ত জ্ঞান, শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পাঠক্রমের উপযুক্ত সংব্যবহার করতে পারবেন। শিক্ষণ-শিখন ব্যবস্থার একটি অন্যতম অংশ হলো দক্ষ শিক্ষক। শিক্ষকদের কাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো অর্থ নিরূপণ, ব্যাখ্যাদান, উপস্থাপন এবং নির্দেশনা যা বিভিন্ন কার্যাবলী এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সুতরাং শিক্ষক সম্পর্কিত বিবেচ্য বিষয়গুলিও পাঠক্রম পরিকল্পনাকারীরা গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন। শিক্ষকদের শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পী বলে মনে করা হয় যারা বিভিন্ন কার্যাবলী নির্বাচন করবেন তাদের শিক্ষার্থিদের জন্য এবং শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন যাতে তারা পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্যগুলি অর্জন করতে সমর্থ হয়। শিক্ষকেরা সিদ্ধান্ত নেন কোন্ শিক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে এবং কোন্ শিক্ষণ শিখন উপকরণ ব্যবহার করা হবে। তাই পাঠক্রম পরিকল্পনাকারীরা সিদ্ধান্ত নেবেন কোন কোন বাঞ্ছিত গুণগুলি শিক্ষকের মধ্যে থাকা প্রয়োজন যাতে তারা প্রকৃত অর্থে শিক্ষক হয়ে উঠতে পারেন।

8. শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ চাহিদা চিহ্নিতকরণ (Recognising future needs of students):

পাঠক্রম পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ চাহিদা এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে আগে থেকেই ধারণা থাকা দরকার। বর্তমানের তুলনায় ভবিষ্যৎ জগতের চাহিদা অনেকটাই আলাদা, শিক্ষার্থীদের পঠন পাঠন ভবিষ্যৎ পৃথিবীর বিভিন্ন চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানও পাঠক্রম পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। পাঠক্রম পরিকল্পনাকারীদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রচেষ্টা করতে হয়।

৩.৫. পাঠক্রম বিকাশের স্তর -পাঠক্রম বিকাশে সিস্টেম দৃষ্টিভঙ্গি (Stages for curriculum development éôé System approach in curriculum development):

পাঠক্রমের বিকাশ হওয়া উচিত নিয়মমাফিক এবং কখনোই বিশৃঙ্খলভাবে নয়। অনেক ক্ষেত্রে পাঠক্রমের বিকাশ প্রক্রিয়ায় নানা প্রকার লুক্কায়িত বিষয়সূচি (hidden agenda) থাকে, যেমন নির্দিষ্ট কিছু সামাজিক বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূর্ণ করা, নির্দেশকের নির্দিষ্ট পছন্দ ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রে পাঠক্রমের বিকাশকে প্রভাবিত করে। এই সমস্ত অবাঞ্ছিত সমস্যা অনেকটাই এড়ানো যায় সিস্টেম দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহারের মাধ্যমে।

এখানে সিস্টেমের বিভিন্ন সংজ্ঞা দেওয়া হল।

একটি সিস্টেম বলতে বোঝায় বিভিন্ন উপাদানের সংগ্রহ যা একটির সঙ্গে অপরটি মিথস্ক্রিয়া করে একটি সাধারন লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য (A system is a collection of elements interacting with each other to achieve a common goal. Crunkiliton and Finch, 1999)।

Webster dictionary র মতে সিস্টেম হলো একটি ধারাবাহিকভাবে মিথস্ক্রিয়াকারী অথবা আত্মনির্ভর দল যার উপাদানগুলি একটি সম্পূর্ণ একক গঠন করে (A regularly interacting or independent group of items forming a unified whole)।

পৃষ্ঠা ১০৩ ছবি

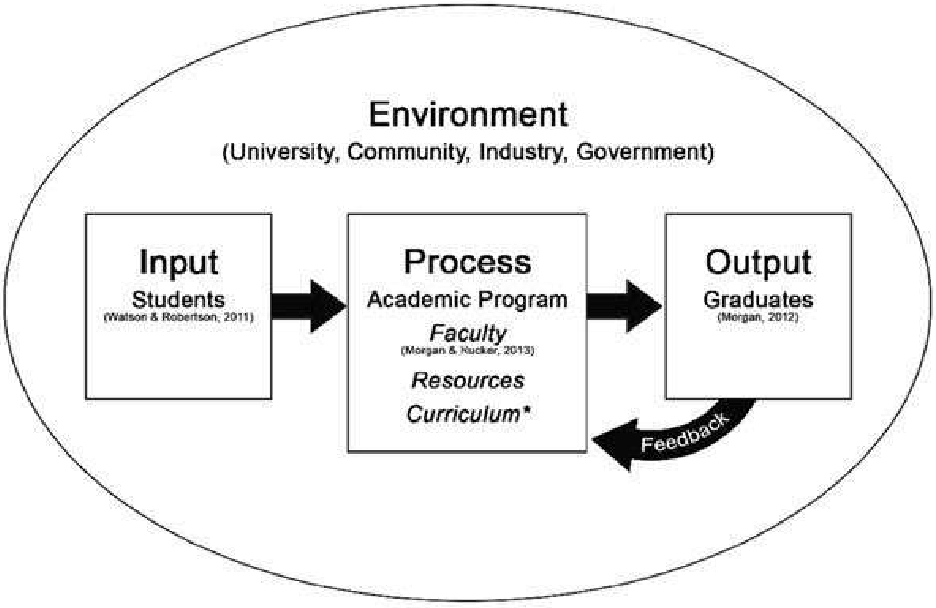

Systems Model with emphasis on curriculum content

সিস্টেম দৃষ্টিভঙ্গি বলতে বোঝায় একটি নিয়মমাফিক প্রক্রিয়া যা একটি সমস্যার সমস্ত উপাদানগুলির মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করে একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে পৌঁছয়। একটি সিস্টেমের বৈশিষ্ট্যগুলি একটি সরল উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। একটি পাচনতন্ত্রের প্রতিটি উপাদান পাচনতন্ত্রকে কার্যকরী রাখতে সহায়তা করে সুতরাং পাচনতন্ত্রের বিভিন্ন উপাদানকে একসঙ্গে একটি ব্যবস্থা অথবা শস্ঠব্রদ্ব বলে। পাঠক্রমের একটি বিষয়ভিত্তিক কাঠামো হলো বিভিন্ন সংগঠিত অভিজ্ঞতা অথবা বিদ্যালয়ের কার্যাবলীর সংগঠিত রূপ যা শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন অভিনব অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করায়। পাঠক্রম বিকাশের ক্ষেত্রে সিস্টেম দৃষ্টিভঙ্গি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শিক্ষাক্ষেত্রে সিস্টেম বলতে বোঝায় একটি একক যা সমগ্র অংশবিশেষ অর্থাৎ শিক্ষার্থী, শিক্ষক, পাঠক্রম, বিষয়বস্তু এবং নির্দেশনা মূলক উদ্দেশ্যের সমন্বয়। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, নির্দেশনামূলক প্রোগ্রাম এবং একটি নির্দিষ্ট মিথস্ক্রিয়া সমস্ত কিছুর সমন্বয়ে তৈরি হয় সিস্টেম।

বিভিন্ন মডেল দ্বারা বর্ণনা করা যায়, কিছু নির্দিষ্ট এবং নিয়ম মাফিক স্তর অনুসরণের দ্বারা কিভাবে পাঠক্রমের বিকাশ ঘটে ।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় Ralph Tyler এর পাঠক্রম বিকাশের মডেলটিতে চারটি সরল ধাপ রয়েছে। এগুলি হল - উদ্দেশ্যের বিকাশ, কার্যাবলী এবং অভিজ্ঞতার বিকাশ, সংগঠনের বিকাশ এবং অবশেষে মূল্যায়ন (Development of objectives– development of activities and experiences– development of organisation and finally evaluation)।

Doll পরবর্তীকালে Tyler এর পাঠক্রম বিকাশের মডেলটির আরো প্রসার ঘটান। এই মডেলে যে স্তরগুলির কথা বলা হয়েছিল সেগুলি হল -চাহিদাভিত্তিক মূল্যায়নের বিবৃতি, উদ্দেশ্যের বিবৃতি, বিষয়ের

তালিকা এবং সাংগঠনিক পরিকল্পনা, শিখন অভিজ্ঞতার বর্ণনা, মূল্যায়নের পরিকল্পনা এবং সর্বশেষে পাঠক্রম সংক্রান্ত বিভিন্ন সহায়তা লাভের পরিকল্পনা (Statement of need based on assessment– statement of objectives– content list and organisational plan and description of learning experiences– evaluation plan and lastly plan to solicit support for the curriculum)।

একটি সিস্টেম বিভিন্ন উপাদান দ্বারা সংঘটিত যেগুলি একসাথে কাজ করলে একটি সিস্টেমের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। একটি সিস্টেমের সমস্ত উপাদানগুলি একটি অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং একটির মধ্যে পরিবর্তন অন্যগুলির কার্যকারিতায়ও প্রভাব ফেলে প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে। একটি সিস্টেম কতটা সম্পূর্ণ তা নির্ভর করে প্রতিটি উপাদানের একসঙ্গে কাজ করার উপর। একটি আদর্শ সিস্টেমের পাঁচটি উপাদান আছে।

1. ইনপুট
2. প্রক্রিয়া
3. আউটপুট
4. ফিডব্যাক
5. পরিবেশ

১. **ইনপুট** - ইনপুট বলতে বোঝায় সিস্টেমে যা শুরুতে দেওয়া হয় আউটপুট পাওয়ার জন্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় একটি কম্পিউটারের ইনপুট উপাদান বলতে বোঝায় কিবোর্ড, মাউস, জয়স্টিক ইত্যাদি।

২. **প্রক্রিয়া** - প্রক্রিয়া হলো একটি সিস্টেমের সেই উপাদান যার মাধ্যমে ইনপুটগুলি আউটপুটে পরিণত হয়। এটি একটি সিস্টেমের কর্মক্ষম উপাদান। উদাহরণস্বরূপ কম্পিউটারের CPU, বিভিন্ন যন্ত্রাংশ, ইঞ্জিন, বাস্তু তন্ত্র ইত্যাদি।

৩. **আউটপুট** - বিভিন্ন ইনপুট প্রক্রিয়াকরণের ফলে যে উপাদানগুলি উৎপাদিত হয় তাকে আউটপুট বলা হয়। একটি সিস্টেমের আউটপুট বলতে বিভিন্ন তথ্য, জ্ঞান, রিপোর্ট, ডকুমেন্ট, অর্থ ইত্যাদি বোঝায়। উদাহরণস্বরূপ কম্পিউটারের আউটপুট উপাদান বলতে বোঝায় প্রিন্টার, স্ক্রিন, মনিটর ইত্যাদি।

৪. **পরিবেশ** - পরিবেশ বলতে বোঝায় সীমানা এবং দুটি বিষয়ের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম। আরো পরিষ্কার করে বলতে গেলে পরিবেশ হল সেই স্থান যেইখানে সমগ্র প্রক্রিয়াটি ঘটছে।

৫. **ফিডব্যাক** - খুব সরল ভাষায় ফিডব্যাক বলতে বোঝায় আউটপুট উপাদানটির পরিমাণগত এবং গুণগত মান সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ।

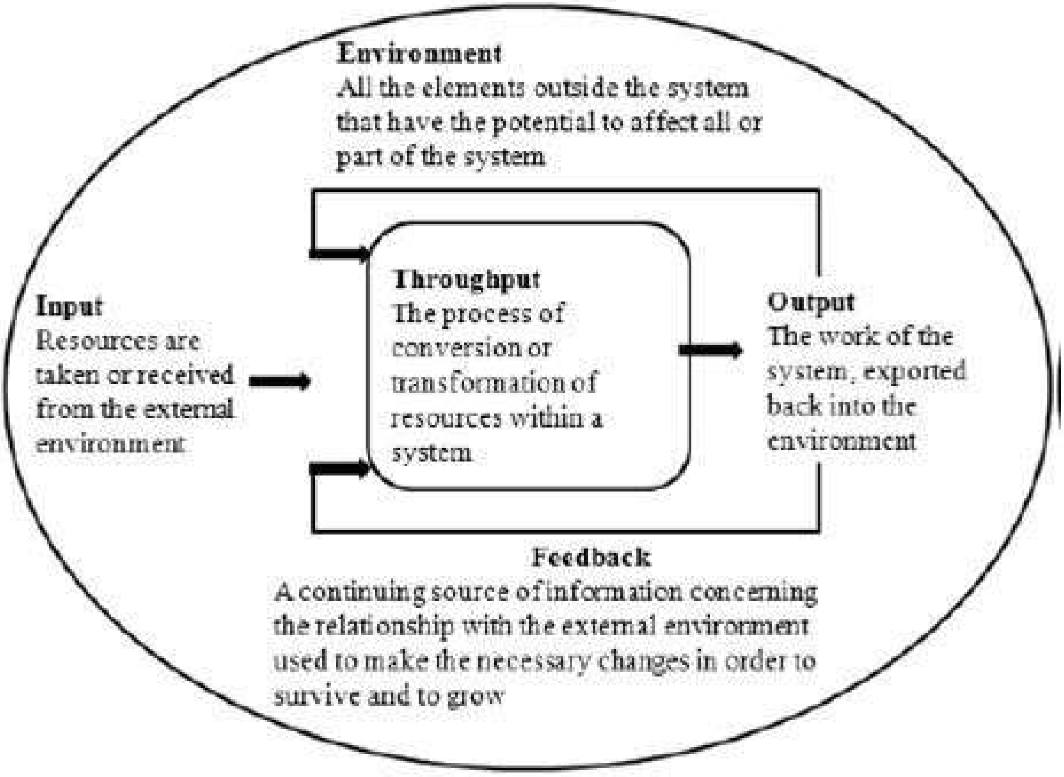

Katz and Kahn Open System Model showing the Elements of System approach [Source- Katz and Kahn S1978V].

NOTE- ছবি বড় করতে হবে

সিস্টেম দৃষ্টিভঙ্গি বলতে বোঝায় বাস্তব বিশ্ব পরিস্থিতির সরলীকৃত উপস্থাপন, যার মাধ্যমে খুব সহজেই বাস্তব পরিস্থিতির কিছু ব্যবস্থা বোধগম্য হয়। এটি লক্ষ্যে পৌঁছানোর একটি সংগঠিত এবং নিয়মমাফিক পদ্ধতি। আবার এই দৃষ্টিভঙ্গিটি হওয়া প্রয়োজন বাস্তবসম্মত, ব্যবহারিক, কার্যকরী এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক। শিক্ষামূলক পরিকল্পনাকারীরা সিস্টেম দৃষ্টিভঙ্গিকে একটি উপকরণ হিসেবে বর্ণনা করেন, তাদের মতে এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হলো সবচেয়ে কার্যকরী উপায়ে এবং কম খরচে শিক্ষামূলক সমস্যা মিটানোর পন্থা।

একটি সিস্টেমের তিনটি মূল বৈশিষ্ট্য আছে

১. একটি ব্যবস্থাকে নির্দিষ্ট একটি কাজের জন্যই তৈরি করা হয়।

২. একটি সিস্টেমের বিভিন্ন উপাদানের বিভিন্ন কাজ থাকে। একটি সিস্টেম স্বার্থক ভাবে কাজ করে যদি সমস্ত উপাদানগুলি কার্যকর হয় এবং একসঙ্গে কাজ করে।

৩. একটি সিস্টেমের প্রতিটি উপাদান একটি সঙ্গে অপরটি সম্পর্কযুক্ত এবং নির্ভরশীলও বটে।

- **সিস্টেম দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন স্তরে ডিজাইন করা হয় (System Approach is designed in several stages):**

১. **পরিকল্পনার স্তর (Planning phase):** এই পর্যায়ে চাহিদা নিরূপণ এবং কাজের বিশ্লেষণ (Need assessment and Task analysis) করা হয়।

২. **ডিজাইনের পর্যায় (Designing phase):** চাহিদার বিশ্লেষণের ফল অনুযায়ী প্রোগ্রামের এই স্তরে পাঠগুলি ডিজাইন করা হয়। যেই সমস্যাগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে এই পর্যায়ে চেষ্টা করা হয় যাতে বিভিন্ন চাহিদাগুলি সেই অনুযায়ী সাজানো যায়। লক্ষ্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে উপযুক্ত মিডিয়া এই স্তরেই ঠিক করে নেওয়া হয়।

৩. **বিকাশমূলক স্তর (Development phase):** নতুন বিষয়বস্তু নির্মাণ করা এবং উপস্থিত বিষয়বস্তুর পুনর্মারজন করা হয় এই স্তরে। শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত শিখনের জন্য যথোপযুক্ত পদ্ধতি নির্বাচন করা হয় এই স্তরে।

৪. **ভূমিকা অনুযায়ী ব্যক্তি নির্বাচন (Role assignment):** শিক্ষক, শিক্ষার্থী, সহায়ককর্মী ইত্যাদি কার ভূমিকা, কেমন হবে এটি নির্বাচন করা হয় এই স্তরে। উপযুক্ত শিখন অভিজ্ঞতা নির্বাচন করতে হবে বিভিন্ন উপলব্ধ শিখন অভিজ্ঞতার মধ্য থেকে। এই স্তরে নির্বাচিত কাজটি সম্পাদন করার জন্য উপযুক্ত উপকরণও নির্ধারণ করে নিতে হবে।

৫. **প্রয়োগ পর্যায় (Implementation phase):** যে বিষয়বস্তুগুলি নির্মাণ করা হয়েছে সেইগুলি প্রয়োগ করা হয় বাস্তব পরিস্থিতিতে এই পর্যায়ে।

৬. **মূল্যায়ন স্তর (Evaluation phase):** এই স্তরে পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্যগুলি পরিমাপ করা হয় শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার ভিত্তিতে।

৭. **পুনর্মারজন স্তর (Revision phase):** এই স্তরে দেখা হয় শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়া উন্নত করার জন্য সিস্টেমটির উন্নতি কিভাবে করা যায়।

সিস্টেমের ধারণাটি সমাজবিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, নেতা এবং ব্যবস্থাপকেরা বেশি ব্যবহার করে থাকেন। সাধারণ মানুষও সিস্টেম কথাটি ব্যবহার করে কোন সম্পূর্ণ জিনিসের উপাদান হিসেবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থার প্রচলন আছে শিক্ষক শিক্ষণ প্রক্রিয়ায়। সিস্টেমের সবচেয়ে বাইরের ক্ষেত্রে রয়েছে সম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা, যার অন্তর্ভুক্ত হলো বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা এবং কেন্দ্রে রয়েছে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া।

সিস্টেম দৃষ্টিভঙ্গি বলতে সেই চিন্তন প্রক্রিয়াকে বোঝায় যার দ্বারা সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সমস্যা সমাধান সম্ভব। সিস্টেম দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি সমস্যা নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায় এবং কোন্ কোন্ বিকল্প ব্যবস্থা উপলব্ধ তাও জানা যায়। এরপর সবচেয়ে উপযুক্ত বিকল্পটি চিহ্নিত করে সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়।

নির্দেশনার সিস্টেম দৃষ্টিভঙ্গিতে বিভিন্ন স্তর অনুসরণ করা হয় যেগুলি এখানে আলোচিত হলো-

১. **প্রান্তিক আচরণ অনুযায়ী উদ্দেশ্য নির্ধারণ (Formulation of objectives in terms of terminal behaviour):** এই প্রারম্ভিক স্তরে সমস্ত উদ্দেশ্যগুলি পর্যবেক্ষণযোগ্য এবং পরিমাপযোগ্য প্রান্তিক আচরণের ভিত্তিতে ব্যক্ত করা হয়। নির্দেশমূলক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হওয়ার পরে শিক্ষার্থীদের প্রান্তিক আচরণ নির্ধারিত হয়।

২. **মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার বিকাশ (Developing an evaluation process) :** সিস্টেম বিকাশকারী বিভিন্ন প্রশ্ন এবং পদ যার দ্বারা শিক্ষার্থীর প্রান্তিক আচরণ পরিমাপ করা যায়, সেইগুলি নির্মাণ করেন। মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা পরিমাপ করা হয়, দেখা হয় সমস্ত বাঞ্ছিত প্রান্তিক আচরণগুলি শিক্ষার্থী অর্জন করতে পেরেছে কিনা। শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা বিকাশমূলক স্তরে যেমন পরিমাপ করা যায়, তেমনি প্রক্রিয়াটির শেষেও পরিমাপ করা যায়। গঠনমূলক এবং সারাংশমূলক উপকরণ এই কাজে ব্যবহৃত হয়। প্রক্রিয়া চলাকালীন গঠনমূলক পরীক্ষার ফিডব্যাক পাওয়া যায় যা কাজে লাগিয়ে, সারাংশমূলক উপকরণ ব্যবহার করা হয় প্রক্রিয়াটির শেষে।

৩. **ইনপুট উপাদান চিহ্নিতকরণ (Identifying input specification):** শিক্ষার্থীদের প্রারম্ভিক আচরণ অর্থাৎ পূর্ব জ্ঞান এবং দক্ষতা পূর্ব নির্ধারিত। এই উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট কিছু পরীক্ষা ব্যবহার করা হয়।

৪. **বিকল্পগুলিকে নির্দিষ্ট রূপে জানা (Specifying the alternatives) :** এই স্তরে বিভিন্ন শিক্ষণ শিখন পদ্ধতি চিহ্নিত করা যায় যা কার্যকরীভাবে ব্যবহার করা হয়, যাতে প্রান্তিক আচরণের ক্ষেত্রে বাঞ্ছিত উদ্দেশ্যটি অর্জন করা যায়।

৫. **সর্বোত্তম বিকল্পটি নির্বাচন** (Selecting the best alternative) **:** সমস্ত সম্ভাব্য বিকল্পগুলি চিহ্নিত করার পর স্বাভাবিকভাবেই যেটি সর্বোত্তম সেটিকেই নির্বাচন করা হয়। এই নির্বাচন নির্ভর করে বিষয়ের প্রকৃতি, মানবসম্পদ, পরিকাঠামো এবং অন্যান্য সম্পদ, শ্রেণী কক্ষের আকার ইত্যাদির উপর।

৬. **শিখন অভিজ্ঞতার পরিকল্পনা (Planning for learning experiences):** এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তর যেখানে উপযুক্ত শিখন অভিজ্ঞতা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু প্রস্তুত করা হয়। নির্দিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য যে কার্যাবলী প্রয়োজন সেগুলিকে সঠিক ক্রমে সাজানো হয় যাতে শিক্ষণ-শিখনকে আরো কার্যকরী করে তোলা যায়।

৭. **পাইলট টেস্টিং অথবা ট্রাই আউট স্তর (Pilot testing or try out):** এই স্তরে সাধারণত দেখে নেওয়া হয় পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্যগুলি অর্জনের মতো স্তরে সিস্টেমটি প্রস্তুত হয়েছে কিনা। নিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের ছোট দলে সিস্টেমটি প্রয়োগ করে দেখে নিতে হয় । এই স্তরে সিস্টেমটির যদি কোন সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত হয় তাহলে তার সংশোধন করে সিস্টেমটি উন্নত করে তোলা হয়।

৮. **পুনঃবিবেচনা এবং প্রয়োগ (Revision and implementation):** এটি হলো সিস্টেমের

অন্তিম এবং শেষ স্তর কিন্তু একটি কথা এখানে মনে রাখা দরকার যে এই স্তরে এসে সিস্টেমটি শেষ হয়ে যায় না। সিস্টেমটি প্রয়োগের সময় যেকোন স্তরের পুনর্বিবেচনা এবং পরিবর্তন করা যায়। কারণ এটি একটি গতিশীল এবং চলমান প্রক্রিয়া।

Various stages of System approach

⇩

Identify the task or the problem

⇩

Analyse the situation

⇩

Identify the objectives

⇩

Specify the materials to be used

⇩

Construct replica of programme design or pilot study

⇩

Try out

⇩

Analyse the results

⇩

Implementation

⇩

Recycle

⇩

Stages of system approach

- **সিস্টেম দৃষ্টিভঙ্গির সুবিধা (Advantages of system approach):**
- উদ্দেশ্য পূরণের ক্ষেত্রে সম্পদের ব্যবহার উপযুক্ত হয়েছে কিনা তা চিহ্নিত করা যায় সিস্টেম দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা।
- সম্পদের চাহিদা, সম্পদের উৎস, প্রয়োজনীয় সময় এবং অন্যান্য উপাদান বিশ্লেষণ করা যায় এই

- একটি সিস্টেমের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি একটি নির্দিষ্ট ক্রমে উপস্থাপন করা যায় যাতে শিক্ষার্থীদের শিখন সফল হয়।
- ধারাবাহিক মূল্যায়ন সিস্টেম দৃষ্টিভঙ্গির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তাই পরিকল্পনায় নমনীয়তা বজায় রাখা হয়।- যাতে প্রয়োজনে পরিবর্তনও করা যায়।

সিস্টেম দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা (Limitations of system approach):

- সিস্টেম দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে যেই সমস্ত ব্যক্তিরা নিযুক্ত তাদের কঠোর এবং ধারাবাহিকভাবে কাজ করা প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রে এই অতিরিক্ত কাজের দায়িত্ব সকলে নিতে চান না।
- সিস্টেম দৃষ্টিভঙ্গিটির ক্ষেত্রে বোধগম্যতার অভাব থাকতে পারে। শিক্ষক এবং প্রশাসকেরা এখনো সিস্টেম দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অবগত নন। যদিও বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গির বহুল প্রচলন দেখা যায়; শিক্ষাক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গির জনপ্রিয়তা এখনো সেইভাবে তৈরি হয়নি।
- নতুন পদ্ধতি বা দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে মানুষের মধ্যে নানা রকম বাধা দেখা যায়। পুরনো প্রচলিত পদ্ধতি সহজে কেউ বদলাতে চায় না।

৩.৬. সারাংশ (Summary)

এই এককে আমরা পাঠক্রম পরিকল্পনার মূল বিবেচ্য বিষয়গুলি সম্পর্কে জেনেছি। একটি পাঠক্রমের পরিকল্পনা বলতে বোঝায় বিভিন্ন উপকরণের মিথস্ক্রিয়া যা শুধুমাত্র শিক্ষামূলক কোন সীমায় আবদ্ধ থাকে না বরং সমগ্র সমাজে এটি বিস্তৃত। উপযুক্ত পাঠক্রম ছাড়া শিক্ষার্থীরা সমাজের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয় না। একটি পাঠক্রমের উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রস্তুত করে সফল, আত্মবিশ্বাসী এবং দায়িত্বপূর্ণ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। একটি নতুন প্রোগ্রাম প্রস্তুত করার জন্য চাহিদার বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চাহিদার বিশ্লেষণের মাধ্যমেই ফিডব্যাক পাওয়া যায় যা উপস্থিত পাঠক্রম বিকাশ প্রক্রিয়ার উন্নতির জন্য প্রয়োজন। সুতরাং, বলা যায় পাঠক্রমের বিকাশ প্রক্রিয়ায় পাঠক্রমের পরিকল্পনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি স্তর।

উপএককের শেষে পাঠক্রমের সম্ভাব্য এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করা হয়েছে। পাঠক্রমের সংব্যবহার পাঠক্রম বিকাশের একটি কার্যকরী স্তর। পাঠক্রমের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য অনুযায়ী পাঠক্রমে বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এইক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হল পরিকল্পনা সংগঠন, উপস্থাপন ও প্রয়োগ এবং সবশেষে মূল্যায়ন।

সিস্টেম দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষককে একজন সিস্টেম ডিজাইনার বলে মনে করা হয়, কারণ শিক্ষক নির্ধারণ করেন কোন পদ্ধতি, বিষয়বস্তু এবং মিডিয়া এই কাজে ব্যবহার করা হবে। যেকোনো নির্দেশমূলক ব্যবস্থায় একজন শিক্ষক শুধুমাত্র অংশগ্রহণকারী নন বরং পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্যগুলি অর্জন করার ক্ষেত্রে এবং পাঠক্রমের বিকাশ প্রক্রিয়াটি উন্নত করার ক্ষেত্রে শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বর্তমান। শিক্ষা এবং পাঠক্রম বিকাশের ক্ষেত্রে সিস্টেম দৃষ্টিভঙ্গি বলতে বোঝায় একটি পরিকল্পিত এবং সংগঠিত প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে

সমস্ত শিখন সম্পদ, এমনকি দৃশ্য-শ্রাব্য উপকরণ ইত্যাদি ব্যবহার করা যায় যাতে শিখনের উদ্দেশ্যগুলি সম্পূর্ণ অর্জন করা যায়।

৩.৭. আত্ম মূল্যায়নকারী প্রশ্নাবলী (Self Assessment Questions)

১. সিস্টেমের সংজ্ঞা দাও।

২. পাঠক্রম সংব্যবহারের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি কি?

৩. পাঠক্রম মূল্যায়ন বলতে কী বোঝো?

৪. পাঠক্রম পরিকল্পনার সংজ্ঞা দাও।

৫. পাঠক্রম পরিকল্পনার মূল ক্ষেত্রগুলি কি কি?

৬. পাঠক্রম বিকাশের ক্ষেত্রে সিস্টেম দৃষ্টিভঙ্গির প্রক্রিয়াটি বর্ণনা কর।

৭. Ralph Tyler এর পাঠক্রম বিকাশের মডেলটির বর্ণনা দাও।

৮. সিস্টেম দৃষ্টিভঙ্গির উপাদানগুলি চিহ্নিত কর।

৯. একটি সিস্টেমের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর।

১০. পাঠক্রম বিকাশের ক্ষেত্রে সিস্টেম দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতাগুলির তালিকা দাও।

১১. পাঠক্রম বিকাশের ক্ষেত্রে সিস্টেম দৃষ্টিভঙ্গির স্তরগুলির বর্ণনা দাও।

১২. পাঠক্রম বিকাশের ক্ষেত্রে সিস্টেম দৃষ্টিভঙ্গির সুবিধাগুলি উল্লেখ কর।

১৩. পাঠক্রম পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক বিবেচ্য বিষয়গুলি বর্ণনা কর।

১৪. পাঠক্রম পরিকল্পনায় সামাজিক এবং কৃষ্টিমূলক বিষয়গুলির প্রয়োজনীয়তা যাচাই কর ।

১৫. পাঠক্রম পরিকল্পনার মূল বিবেচ্য বিষয়গুলি বর্ণনা করো।

১৬. পাঠক্রম সংব্যবহারের প্রক্রিয়াটি বর্ণনা কর।

১৭. পাঠক্রম সংব্যবহারের ক্ষেত্রে মিডিয়ার ভূমিকা আলোচনা কর।

১৮. শ্রেণিকক্ষে পাঠক্রম সং ব্যবহারের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি বর্ণনা করো।

১৯. পাঠক্রম মূল্যায়নের সমস্যাগুলি লেখ।

৩.৮. গ্রন্থপঞ্জি (References)

Bilbao– P. P.– Lucido– P. I.– Iringan– T. C.– and R. B. Javier S2008V. Curriculum development. Philippines- Lorimar Publishing– Inc.

Finch CR– Crunkilton JR S1999V. Curriculum development in vocational and technical education- Planning– content– and implementation. 5th ed. Edn.– Allyn and Bacon–Boston.

Ornstein– A. C.– & Hunkins– F. P. S1998V. Curriculum Foundations– principles– and

issues S3rd ed.V. Needham Heights– MA Allyn & Bacon.
Taba Hilda. S1962V– Curriculum Development- Theory and Practice. New York. Harcourt Brace Jovanovict.
Worthen– B.R. and Sanders– J.R. S1987V Educational Evaluation Alternative Approaches and Practical Guidelines. Longman Press– New York– 102.
Katz– D.– Kahn– R. L. S1978V. The Social Psychology of Organizations (2nd ed) New York- Wiley

একক ৪ ❑ পাঠক্রমের বিকাশ (Curriculum Development)

কাঠামো

৪.১. উদ্দেশ্য

৪.২. ভূমিকা

৪.৩. পাঠক্রম বিকাশের মাত্রা (dimensions of Curriculum development)

৪.৩.১. পাঠক্রমের ডিজাইনের উপাদান (Components of Curriculum design)

৪.৩.২. পাঠক্রমের ডিজাইন এর উৎস (Sources of Curriculum design)

৪.৩.৩. পাঠক্রমের মাত্রা (Dimensions of Curriculum)

৪.৪. পাঠক্রম বিকাশের তত্ত্ব

৪.৪.১. নির্দেশমূলক তত্ত্ব (Prescriptive theories)

৪.৪.২. বর্ণনামূলক তত্ত্ব (Descriptive theories)

৪.৪.৩. সমালোচনামূলক তত্ত্ব (Critical Theory)

৪.৪.৪. ব্যক্তিগত পাঠক্রম তত্ত্ব (personal curriculum Theory)

৪.৫. পাঠক্রম বিকাশের মডেল: টাইলার, টাবা, কিলপ্যাট্রিক

৪.৫.১. টাইলার মডেল

৪.৫.২. টাবা মডেল

৪.৫.৩. কিলপ্যাট্রিক মডেল

৪.৬. সারাংশ

৪.৭. আত্ম মূল্যায়নমূলক প্রশ্ন

৪.৮. গ্রন্থপঞ্জি

উদ্দেশ্য (Objectives)

উপএককগুলি পঠনের পর শিক্ষার্থীরা যে কাজগুলি করতে পারবে সেগুলি হল -

- পাঠক্রম ডিজাইনের সংজ্ঞা দিতে পারবে
- পাঠক্রম ডিজাইনের বিভিন্ন উপাদানগুলি চিহ্নিত করতে পারবে

- পাঠক্রম বিকাশের সমস্ত তথ্য অনুযায়ী একটি ব্যাপক পাঠক্রম ডিজাইনের রূপরেখা তৈরি করতে পারবে।
- বিভিন্ন পাঠক্রমের ডিজাইনের মাত্রাগুলির নাম বলতে পারবে
- পাঠক্রম ডিজাইনের মাত্রাগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে পারবে
- পাঠক্রম ডিজাইনে নির্দিষ্ট ক্রমের গুরুত্ব বিচার করতে পারবে
- পাঠক্রম বিকাশের বিভিন্ন প্রকার মডেলগুলির উল্লেখ করতে পারবে
- পাঠক্রমের বিকাশের নির্দেশমূলক মডেলটি বর্ণনা করতে পারবে
- পাঠক্রম বিকাশের বর্ণনামূলক মডেলটির ব্যাখ্যা দিতে পারবে
- পাঠক্রম বিকাশের সমালোচনা মূলক মডেলটির বর্ণনা দিতে পারবে
- পাঠক্রমের ব্যক্তিগত মডেলটির বর্ণনা দিতে পারবে
- পাঠক্রম বিকাশের ক্ষেত্রে কিলপ্যাট্রিকের দৃষ্টিভঙ্গিটির বর্ণনা দিতে পারবে

ভূমিকা (Introduction)

আগের এককগুলিতে পাঠক্রমের অর্থ, প্রকৃতি এবং পরিধি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পাঠক্রমের বিকাশের প্রক্রিয়াকে কোন্ কোন্ উপাদানগুলি প্রভাবিত করে তাও আলোচিত হয়েছে। প্রথম এককে পাঠক্রমের অর্থ, ধারণা, উদ্দেশ্য এবং সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর প্রকারভেদ আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় এককে পাঠক্রমের তিনটি ভিত্তি যেমন দার্শনিক, সামাজিক এবং মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তিগুলি আলোচিত হয়েছে। পাঠক্রমের তিনটি প্রধান দৃষ্টিভঙ্গি যেমন বিষয়ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি, ব্রড ফিল্ড্স দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় এককে পাঠক্রম পরিকল্পনার ক্ষেত্রে মূল বিবেচ্য বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে। পাঠক্রম বিকাশের পরিকল্পনার বিভিন্ন স্তর, পাঠক্রম সংব্যবহার এবং পাঠক্রম মূল্যায়ন তৃতীয় এককে আলোচিত হয়েছে।

চতুর্থ এককে পাঠক্রমের ডিজাইন এবং মাত্রার ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক বিকাশ সম্পর্কে জানার সুযোগ দেবে। এই এককটি পঠন পাঠনের দ্বারা আরো ভালো করে বোঝা যাবে এই এককটির কেন্দ্রে রয়েছে পাঠক্রম ডিজাইনের প্রক্রিয়াটি । পাঠক্রম বিকাশের তত্ত্বগুলি ও এখানে আলোচিত হয়েছে যা থেকে বোঝা যাবে কিভাবে পাঠক্রমের মডেলগুলির বিকাশ ঘটেছে। শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো দীর্ঘমেয়াদি বিকাশ, এই লক্ষ্য পূরণের জন্য পাঠক্রম ডিজাইনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয় যেমন-পাঠক্রম অতি অবশ্যই জাতীয় পাঠক্রমের মানদন্ডটি বিবেচনা করবে। আবার পাঠক্রম বিকাশে নাগরিকত্ব, মূল্যবোধের শিক্ষা এবং সামাজিক পরিবর্তনের উপরও যথেষ্টগুরুত্ব দিতে হবে। পাঠক্রমের সাম্প্রতিক দৃষ্টিভঙ্গিগুলি পাঠক্রমের উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, গুণমান এবং সাধারণ শিক্ষার্থীদের শিখনের ফলাফল ইত্যাদির মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখবে। আবার বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং বিভিন্ন জরুরি

পরিস্থিতির সঙ্গে অভিযোজনের ক্ষমতার বিকাশ ইত্যাদিকেও আধুনিক শিক্ষার পাঠক্রমে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

- **পাঠক্রম বিকাশের মাত্রা (Dimensions of Curriculum Development):**

পাঠক্রম ডিজাইনের উপাদান (Components of Curriculum design):

শিক্ষকেরা চারটি মূল উপাদানের ভিত্তিতে বিভিন্ন শিক্ষণ শিখন কার্যাবলী পরিকল্পনা করেন, এই উপাদানগুলি হল - শিক্ষণ শিখন উদ্দেশ্য (teaching learning objectives), শিক্ষণের বিষয় অথবা বিষয়বস্তু (teaching content or subject matter), শিক্ষণ পদ্ধতি (teaching methods) এবং শিখনের ফলাফলের মূল্যায়ন (evaluation of learning outcomes)। শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট স্তর, সমাজ এবং জাতির চাহিদা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে পাঠক্রম নির্মিত হয়। শিক্ষণ শিখনের উদ্দেশ্য চিহ্নিত করার জন্য বিষয়বস্তুর প্রকৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু অনেক প্রকার শিক্ষণ উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা করতে পারে। কিছু নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জন করা যায় শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কিছু শিক্ষণ কার্যাবলী এবং কাজ দ্বারা। উপরোক্ত পাঠক্রমের চারটি উপাদান একটি অপরটির সঙ্গে যুক্ত, প্রতিটি উপাদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণী এখানে দেওয়া হল।

ক) লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের ডিজাইন (Design of Goals and Objectives):

শিক্ষার কেন্দ্রীয়, রাজ্য এবং আঞ্চলিক স্তরে (National, State and local levels) লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয় দার্শনিক, সমাজতাত্ত্বিক এবং মনোবিজ্ঞানী ভিত্তিকে (philosophical, sociological and psychological bases) কেন্দ্র করে। লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে কি করতে হবে (what is to be done)। শিক্ষণ শিখনের উদ্দেশ্যগুলি নির্ধারিত হয় বিষয়টির কাঠামো (content structure), শিক্ষার্থীদের স্তর, পরীক্ষা ইত্যাদির উপর। উদ্দেশ্যগুলি নির্দিষ্ট এবং আচরণের ভিত্তিতে এমনভাবে লেখা হয় যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সার্থকভাবে এই আচরণগুলির বিকাশ ঘটে একটি সদর্থক শিখন পরিবেশে। শিক্ষার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হয় বিভিন্ন উদ্দেশ্যের মধ্যে।

খ) বিষয়বস্তু অথবা বিষয় (Subject matter or Content):

পাঠক্রমের বিষয় বা বিষয়বস্তু হলো এমন একটি চ্যানেল বা মাধ্যম যার দ্বারা উদ্দেশ্যগুলি পূর্ণ হয়। প্রথমতঃ শিক্ষার একটি অন্যতম দিক হলো সংগঠিত জ্ঞানকে পরবর্তী প্রজন্মের অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। শিখনের বিষয়বস্তুগুলির সুসংগঠিত রূপ হল পাঠক্রমের বিষয়বস্তু বা Content।

বিষয়বস্তুর বিভিন্ন অংশের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণতা, সংযোজন, ক্রম, সমন্বয় এবং ধারাবাহিকতা থাকা প্রয়োজন। একটি বিষয়ের বিষয়বস্তু সাধারণভাবে একটি বিস্তৃত ক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে। একটি বিষয়বস্তুর নানা একক এবং উপএকক থাকে যা আরো সরলতর উপএককে ভাঙা যায়। এই এককগুলি একটি যুক্তিযুক্ত ক্রমে সাজানো থাকে পাঠক্রমে। এক একটি ক্ষুদ্রতম উপাদানের ওপর ভিত্তি করে আচরণমূলক উদ্দেশ্য গঠিত হয়।

গ) পদ্ধতির ডিজাইন এবং সংগঠন (Design of the methods and Organisation):

পদ্ধতি বলতে বোঝায় নির্দেশমূলক কৌশল, সম্পদ এবং কার্যাবলী যা শিক্ষণ শিখন এ ব্যবহৃত হয়। পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্যগুলি তখনই সঠিকভাবে অর্জিত হয় যখন উপযুক্ত শিক্ষণ কৌশল ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন নির্দেশমূলক কৌশল এবং পদ্ধতি কাজে লাগানো হয় যখন ভিন্ন বিষয়বস্তু সম্পর্কে পঠনপাঠন সম্পাদিত হয়, বাঞ্ছিত ফলাফল বা আচরণে পরিবর্তন আনবার জন্য।

ঘ) পাঠক্রমের মূল্যায়ন (Evaluation of Curriculum):

পাঠক্রম মূল্যায়নের মাধ্যমে একজন নিশ্চিত রূপে বলতে পারে উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যগুলি অর্জিত হয়েছে কিনা। যদি বাঞ্ছিত ফলাফল অর্জনে বিফল হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে অন্য কোন কৌশল ব্যবহার করে দেখা হয় যদি কার্যকরী ফল পাওয়া যায়। পাঠক্রমের মূল্যায়ন নির্ধারণ করে কোন পদ্ধতি এবং উপকরণ ব্যবহার করা হবে পাঠক্রমের ফলাফল নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে। একটি কোর্স বা প্রোগ্রামের গুণগতমান এবং কার্যকারিতাও এইভাবে চিহ্নিত করা যায়।

শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার স্তর মূল্যায়ন করা যায় Criterion reference পরীক্ষা দ্বারা এবং গুচ্ছদ্বন্দ্ব reference পরীক্ষা ব্যবহার করা হয় যখন শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা পরিমাপ করা হয় তার নিজের দলের পারদর্শিতার সাপেক্ষে। গঠনমূলক এবং সারাংশমূলক মূল্যায়ন দ্বারা পাঠক্রমের প্রক্রিয়া এবং ফলাফল পরিমাপ করা হয়।

পাঠক্রমের সমস্ত উপাদানগুলি একটি ওপরের সঙ্গে সম্পর্কিত। একটি পাঠক্রমে যে চারটি উপাদানের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক সেগুলি এখানে আলোচনা করা হলো। শিখনমূলক যাত্রার একটি নোঙর (anchor) হল শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষামূলক যাত্রাপথের কেন্দ্র অথবা কেন্দ্রস্থল হল বিষয় বা বিষয়বস্তু, পদ্ধতি বা অভিজ্ঞতা শিখন প্রক্রিয়াকে বাস্তবের আঙিনায় নিয়ে আসে এবং অবশেষে পাঠক্রম মূল্যায়ন হলো এমন একটি উপকরণ যা দিয়ে মাপা যায় শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষামূলক যাত্রাপথের কতখানি অতিক্রম করতে পেরেছে।

Relationship between the four elements of Curriculum

৪.৩.২. পাঠক্রমের ডিজাইনের উৎস সমূহ (Sources of Curriculum design)

পাঠক্রমের ডিজাইন তৈরি করার জন্য পাঠক্রম নির্মাতাদের শিক্ষার অর্থ এবং লক্ষ্য সম্পর্কে দূরদৃষ্টি থাকা দরকার। একটি সমাজের দার্শনিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন এবং তাহলেই এইগুলিকে সাধারণ পাঠক্রমের উৎস হিসেবে গণ্য করা যাবে। একটি মানুষের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে, তার কাছে কোন বিষয়বস্তুটি জানার এবং শিখণের উপযোগী। পাঠক্রম ডিজাইনের মূল উৎসগুলি হল -উৎস হিসেবে সমাজ, উৎস হিসেবে বিজ্ঞান, উৎস হিসেবে নৈতিক মতবাদ এবং দৈব মতবাদ, উৎস হিসেবে জ্ঞান এবং উৎস হিসেবে শিক্ষার্থী (society as a source– science as a source, moral doctrine and divine sources, knowledge as resource and learner as a source)। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎসটি হল শিক্ষার্থী। পাঠক্রম নির্মাণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী সম্পর্কে নানা প্রকার তথ্য সংগ্রহ করা উচিত অর্থাৎ কিভাবে তারা শেখে, তাদের মনোভাব সৃষ্টি হয়, আগ্রহের বিকাশ ঘটে এবং মূল্যবোধেরও বিকাশ ঘটে। শিক্ষার্থীরাই হলো সেই মুখ্য উৎস যা থেকে পাঠক্রমের উদ্ভব ঘটে। এই উৎসটি পাঠক্রম ডিজাইনারদের প্রভাবিত করে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখন এবং কার্যাবলী অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে। শিক্ষার্থীরাই হলো সক্রীয় ব্যক্তি যারা নিজের শিখনে অংশগ্রহণ করে।

- **উৎস হিসেবে বিজ্ঞান (Science as a Source):**

পাঠক্রম ডিজাইনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান হলো অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্ষেত্র। পাঠক্রমের বিকাশ প্রক্রিয়ায় নানা প্রকার উপাদান এবং চলের ব্যবহার করা হয় এবং এইগুলি পর্যবেক্ষণ এবং পরিমাপের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োজন। পদ্ধতির জ্ঞান উপলব্ধি করা যাবে যদি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় বাস্তবকে উপলব্ধি করে সত্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে।

- **উৎস হিসেবে সমাজ (Society as a Source):**

পাঠক্রমের বিকাশ এমনভাবে করা উচিত যাতে বৃহত্তর সমাজের উপযোগী হয় এবং আঞ্চলিক ক্ষেত্রেও কাজে লাগে। বিদ্যালয় হল একটি ক্ষুদ্র সমাজ এবং বেশিরভাগ পাঠক্রম গঠনকারী কঠোরভাবে বিশ্বাস করেন যে সমাজের উপযুক্ত পরিকাঠামোর উপর নির্ভর করে পাঠক্রমের বিকাশ। পাঠক্রম নির্মাণকারীরা আরো বিশ্বাস করেন যে পাঠক্রমের মাধ্যমে ব্যক্তি সমাজে নিজের স্থান তৈরি করতে সমর্থ্য হবে। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে শিক্ষার্থীরা সমাজে আসে যাতে তারা নিজেদেরকে সমাজের উপযোগী করে তুলতে পারে এবং বিদ্যালয়গুলি সামাজিক পরিবর্তন আনতে সমর্থ হয় যদি ব্যক্তির এই লক্ষ্য পূরণ হয়। সমাজ নির্দেশদান করে কখন এবং কোথায় পাঠক্রমে পরিবর্তন আনতে হবে কারণ পাঠক্রম সামাজিক পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। সমাজ নির্ধারণ করে দেয় পাঠক্রমের ঠিক কোন বিষয়টির পরিবর্তন দরকার। ঈত্রন্দ্রত্রা ১৯০০ সালে বলেছেন, যখনই শিক্ষায় কোন নতুন আন্দোলনের প্রশ্ন মনে আসে অথবা আলোচিত হয়, সেই সময় প্রয়োজন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিটি বোঝার চেষ্টা করা (whenever we have in mind the discussion of a new movement in education– it is especially necessary to take the broader or social viewéôé Dewey– 1900)।

● **উৎস হিসেবে জ্ঞান (Knowledge as a Source):**

যেকোনো সময়েই জ্ঞানের ক্ষেত্রটি নিজেই পাঠক্রম গঠনের একটি অন্যতম উৎস। একথা বলাই যায় যে জ্ঞানই হলো পাঠক্রমের একমাত্র উৎস। সমাজ এবং শিক্ষার্থী সম্পর্কে যে তথ্য সংগৃহীত হয় সেইগুলি একমাত্র বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটি ছাঁকনি মাত্র (Hunkins. 1980)। জ্ঞান হতে পারে শৃঙ্খলাবদ্ধ অথবা শৃঙ্খলা মুক্ত (discipline and undisciplined)। শৃঙ্খলাবদ্ধ জ্ঞান বলতে বোঝায় একটি অনন্য, নির্দিষ্ট, সংগঠিত এবং কাঠামোবদ্ধ বিষয় যেমন ভূগোল এবং ভৌত বিজ্ঞান। এখানে শৃঙ্খলামুক্ত জ্ঞান বলতে বোঝায় অন্যান্য বিষয়সমূহ যার কেন্দ্রে আছে তদন্ত অথবা investigation যেমন জৈববিজ্ঞান এবং জৈবপ্রযুক্তি (Bio science & Biotechnology)।

● **উৎস হিসেবে শিক্ষার্থী (The learner as a Source):**

আমরা শিক্ষার্থী সম্পর্কে যা তথ্য জানতে পারি সেই অনুযায়ী পাঠক্রম সৃষ্ট হয়। তাই পাঠক্রমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস হল ব্যক্তি। শিক্ষা সবসময়ই প্রচেষ্টা করবে যাতে ব্যক্তি তার নিজের ধারণার সৃজন ঘটাতে পারে। পাঠক্রমের জ্ঞানমূলক গবেষণার ভিত্তিতে পাঠক্রম পরিকল্পনাকারীরা মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি থেকে অনেক তথ্য সংগ্রহ করে। তাই পাঠক্রম হবে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক এবং অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক । শিক্ষার প্রকৃতি এবং শিক্ষার পদ্ধতিও হবে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক। কিভাবে শিক্ষার্থীরা শেখে, মনোভাব সৃষ্টি করে, মূল্যবোধ এবং আগ্রহের বিকাশ ঘটে ইত্যাদি শিখন প্রক্রিয়া দ্বারা নির্ধারিত হয়। এখানে শিক্ষকের কাজ হল ব্যক্তি শিক্ষার্থীর শিখন প্রক্রিয়ায় সহায়তাকারীর (facilitator)।

বাহ্যিক এবং দৈব উৎস (External and divine sources): পাঠক্রম ডিজাইনের ক্ষেত্রে কিছু বাহ্যিক এবং জৈব উৎসের প্রভাব থাকতে পারে। এইক্ষেত্রে ধর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। পাঠক্রম নির্মাণকারীদের মূল্যবোধ এবং ব্যক্তিগত নীতিবোধও এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

● **পাঠক্রম ডিজাইন (Curriculum design):**

পাঠক্রমের বিভিন্ন উপাদানের সংগঠিত রেকর্ড হলো পাঠক্রমের ডিজাইন। প্রতিটি উপাদানের মধ্যে আন্ত:সম্পর্কটি পাঠক্রম ডিজাইনের মধ্যে উল্লিখিত থাকে এবং পাঠক্রম ডিজাইন থেকেই এই উপাদানগুলির সংগঠনের নীতি এবং কার্যকারিতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। প্রশাসনিক শর্তাবলী এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যায়, যার তত্ত্বাবধানে এই উপাদানগুলি কাজ করে (This also mentions the prerequisites of the administrative conditions under which it is to operate. Hilda Taba, 1962)। পাঠক্রম ডিজাইনে পাঠক্রমের উপাদানগুলি উলম্ব এবং অনুভূমিক, এই দুই ক্ষেত্র অনুযায়ী সংগঠিত হয়।

অনুভূমিক সংগঠনে পাঠক্রমের মৌলিক উপাদানগুলি পাশাপাশি সাজানো হয় যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আলাদা আলাদা বিষয় যেমন ভূগোল, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়গুলি থেকে কিছু নির্বাচিত অংশ নিয়ে একটি সমসাময়িক অধ্যয়ন (contemporary study) কোর্স তৈরি করা যায়। আবার উলম্ব সংগঠনে একটি নির্দিষ্ট নিয়ম, ধারাবাহিকতা, ক্রম ইত্যাদির ভিত্তিতে বিষয়বস্তুকে সাজানো হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় গণিতে সাধারণ সুদের অংক ষষ্ঠ শ্রেণীতে শুরু হয় এবং উচু ক্লাসে এই একই ধারণার অংকগুলি কঠিনতর হয়ে ওঠে। এই ধারণাকে ব্রুনারের স্পাইরাল পাঠক্রম বলা হয়।

জনসন পাঠক্রম ডিজাইনের তিনটি ধারণা চিহ্নিত করেছেন -

- পাঠক্রম ডিজাইন হল একটি সজ্জা (arrangement) অথবা নির্বাচিত ক্রমানুসারে সাজানো শিখন ফলাফল যা নির্দিষ্ট কিছু নির্দেশনার মাধ্যমে অর্জন করা যায়।
- পাঠক্রম ডিজাইন হল একটি সজ্জা (arrangement) অথবা নির্বাচিত ক্রমানুসারে সাজানো শিখন অভিজ্ঞতা যা নির্দিষ্ট নির্দেশমূলক পরিস্থিতিতে ঘটে থাকে।
- পাঠক্রম ডিজাইন হল শিখন অভিজ্ঞতা অর্জন করার একটি পরিকল্পনা।
- পাঠক্রমের সংকেত (Curriculum Tips)-একটি ব্যাপক পাঠক্রম ডিজাইন স্থাপনা

পাঠক্রম ডিজাইন বলতে বোঝায় পাঠক্রমের মূল উপাদানগুলিকে সঠিক জায়গায় স্থাপিত করা যাতে একটি উপাদান অপরটির সঙ্গে সু সম্পর্কিত হয়, এটি এক ধরনের পঠন পাঠনের কোর্সটির মানচিত্র। একটি ব্যাপক পাঠক্রম বিকাশের ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ এখানে দেওয়া হল যা পাঠক্রম পরিকল্পনাকারীরা অনুসরণ করে থাকেন। এই সুপারিশগুলিকে কার্যকরী উপায় ব্যবহার করা যায় পাঠক্রমের ডিজাইনটি তৈরীর ক্ষেত্রে।

প্রথমত: বিদ্যালয়ের লক্ষ্য এবং কোর্সটির প্রেক্ষাপট এই দুটির মধ্যে সমন্বয় থাকতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ কোর্সটির উদ্দেশ্য রাষ্ট্র অথবা বিদ্যালয় যে জেলায় অবস্থিত সেই জেলার নির্দেশিকা অনুযায়ী তৈরি হয়েছে কিনা সেটি দেখতে হবে।

তৃতীয়তঃ কোর্সটির কেন্দ্রবিন্দু সম্পর্কে স্বচ্ছতা থাকতে হবে। কোর্সটি বিষয়বস্তু, শিক্ষার্থীর চাহিদা, সমাজের চাহিদা ইত্যাদি কোনটির উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে অথবা সবকটির উপরই সমান গুরুত্ব দেওয়া হবে কিনা তা আগে থেকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

চতুর্থত: এই কোর্সটি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্যেও প্রযোজ্য কিনা তা আগে থেকেই নির্ধারণ করে নিতে হবে।

পঞ্চমত: বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যেমন বিষয়বস্তু, দক্ষতা, মনোভাব এবং মূল্যবোধ ইত্যাদি চিহ্নিত করতে হবে।

ষষ্ঠত: পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে পাঠক্রম মানচিত্রের (Curriculum Map) উপাদানগুলি নিম্নে উল্লিখিত কাজগুলি সম্পাদন করছে কিনা-

- কোর্সের উদ্দেশ্যগুলি কতটা অর্জিত হচ্ছে
- সমস্ত চিন্তন প্রক্রিয়াগুলি অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে কিনা
- চাহিদার মূল্যায়ন সংক্রান্ত তথ্য অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের ক্ষমতাগুলি মিলছে কিনা
- শিক্ষার্থীদের আগ্রহ উদ্দীপিত হচ্ছে কিনা
- বিদ্যালয়ের সময় এবং সম্পদ অনুযায়ী পাঠক্রমটি ব্যবহারযোগ্য কিনা
- বিষয়, দক্ষতা এবং মনোভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে কিনা ।

সপ্তমত: একক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে পাঠক্রমের কাঠামোটিতে সবকটি উপাদানকে অন্তর্ভুক্ত করা যাচ্ছে কিনা।

অষ্টমত: প্রস্তুত করা পাঠক্রমের মানচিত্র (Curriculum Map) একজন অভিজ্ঞ সহকর্মী বা তত্ত্বাবধায়ককে দেখিয়ে নেওয়া এবং প্রয়োজনে পুনর্মারজন করা।

Source, Allen C. Ornstein, Institutionalized learning in America SNew Brunswick, NJ- Transaction, 1990)

৪.৩.৩. পাঠক্রমের মাত্রা (Dimensions of Curriculum):

পাঠক্রমের বিভিন্ন উপাদানগুলির মধ্যে একটা স্পষ্ট সম্পর্ক বর্তমান যা পাঠক্রমের ডিজাইনের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়। এই উপাদানগুলি হল উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, কার্যাবলী এবং মূল্যায়ন। এই সমস্ত উপাদানগুলি যৌথভাবে পাঠক্রমের আকার নির্ধারণ করে এবং নির্ণয় করে যে পাঠক্রমে কোন্ প্রকারের শিখন অভিজ্ঞতা অন্তর্ভুক্ত হবে।

এখানে পাঠক্রম ডিজাইনের ছয়টি মাত্রা আলোচনা করা হলো।

১. পরিধি (Scope): পরিধির অন্তর্গত হল বিষয়বস্তুর দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ। সমস্ত প্রকার শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীর শিখন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন যাতে জ্ঞানমূলক, বোধমূলক এবং সঞ্চালনমূলক শিখন সম্পাদিত হয়; কেউ কেউ নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রের কথাও অন্তর্ভুক্ত করার কথা উল্লেখ করেছেন। সমস্ত বিষয়বস্তু, আলোচ্য বিষয়, শিখন অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষা পরিকল্পনার সমস্ত সূত্রাবলী এই মাত্রার অন্তর্ভুক্ত।

পরিধি শব্দটি বর্ণনা করা হয় কিছু অন্যান্য শব্দ দ্বারা যেমন ব্যাপক, সীমাবদ্ধ, সাধারণ, সরল ইত্যাদি শব্দগুলি ব্যবহার করা হয় পরিধি শব্দটি বর্ণনা করার ক্ষেত্রে। পাঠক্রমের পরিধি প্রয়োজন অনুসারে নির্দিষ্ট কিছু অংশে ভাগ করা যায় যেমন একক, উপএকক, অধ্যায়, উপঅধ্যায় ইত্যাদি। পাঠক্রমের প্রতিটি অংশ নির্ধারিত হয় নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য দ্বারা। শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষাবিদেরা পাঠক্রমের পরিধি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেন কোন কোন বিষয় বিস্তারিতভাবে পাঠক্রমের বিষয়বস্তুর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্বভাবতই এটা বাঞ্ছিত যে পাঠক্রম যেন খুব বর্ধিত না হয় এবং একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার উদ্দেশ্যই পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ঠিক এই জায়গায় হারবার্ট স্পেন্সারের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উল্লেখ করতেই হয়। প্রশ্নটি হল - কোন জ্ঞান সবচেয়ে প্রয়োজনীয় (What knowledge is of most worth)? এই প্রশ্নটি পাঠক্রম পরিকল্পনাকারীদের নানা সমস্যার সম্মুখীন করায়, কারণ সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞানটি চিহ্নিত করা সত্যিই কঠিন। সবশেষে যে বক্তব্যটি উল্লেখ করা উচিত তা হল শিক্ষার মূল লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীকে একজন সম্পূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা তাই বিষয়বস্তুও এই ভাব ধারাতেই প্রভাবিত হবে।

নির্দিষ্ট ক্রম (Sequence): নির্দিষ্টক্রম বলতে বোঝায় বিষয়বস্তুর ক্রমানুসারে সজ্জা যার উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীর সর্বোত্তম শিখন ঘটবে। এইক্ষেত্রে সমগ্র কোর্সটি সম্পাদনের ক্ষেত্রে পূর্বঅভিজ্ঞতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। যেকোনো একটি কোর্সকে কার্যকরী রূপে প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাবিদগণ একটি নির্দিষ্ট ক্রম নির্ধারণ করবেন।

বিভিন্ন বিষয়গুলি এমনভাবে একের পর এক সাজানো হবে যাতে শিক্ষার্থীর মধ্যে নির্বিঘ্নে ধারাবাহিক শিখন সম্পাদিত হয়। বিভিন্ন বিষয়বস্তুগুলির মধ্যে যাতে শিক্ষার্থী সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে সেই সুযোগ থাকতে হবে। বিষয়বস্তু এবং অভিজ্ঞতাগুলিকে সহজ থেকে কঠিন অথবা মুর্ত থেকে বিমুর্ত ধারনায় সাজানো প্রয়োজন যাতে বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর বিকাশমূলক ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং জ্ঞানমূলক, বোধমূলক সঞ্চালনমূলক ক্ষেত্রগুলির সমানভাবে বিকাশ ঘটে।

পাঠক্রম পরিকল্পনাকারীরা সচেতন হবেন যাতে বিষয়বস্তু কার্যকরী রূপে সংগঠিত হয় এবং শিক্ষার্থীদের বিকাশমূলক ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যও বজায় থাকে। বিষয়বস্তুর কাঠামো সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন। সুতরাং এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে পাঠক্রমের ডিজাইন নির্মাণ করার ক্ষেত্রে, ক্রমানুসারে সাজানো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং এটি করার সময় শিক্ষার্থীর চাহিদা এবং দলগত আগ্রহের দিকগুলি বিবেচনা করতে হবে।

ক্রমানুসারে সাজানোর নীতি (Principles of sequence): Smith, Stanley এবং Shore ক্রমানুসারে সাজানোর চারটি নীতির প্রবর্তন করেন যেগুলি এখানে উল্লেখ করা হলো।

- **সরল থেকে জটিল শিখন (Simple to complex learning):** শিখনের বিষয়বস্তু এবং অভিজ্ঞতাগুলি সরল থেকে জটিল, মূর্ত থেকে বিমূর্ত, সহজ থেকে কঠিন ইত্যাদি ক্রম অনুসারে সাজানো প্রয়োজন। বিভিন্ন গবেষণা দ্বারা দেখা গেছে যে জটিল, কঠিন, বিমুর্ত বিষয়বস্তু থেকে সহজ, সরল, মূর্ত, ধারণার সাহায্যে পঠন পাঠন শুরু করলে শিখন অনেক কার্যকরী হয়।

- **শিখনের পূর্ব শর্ত (Prerequisite learning):** বর্তমান পাঠক্রমের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানার আগে শিক্ষার্থীদের কিছু মৌলিক জ্ঞান থাকা দরকার। এইগুলিই হলো শিখনের পূর্ব শর্ত। এই পূর্ব শর্তগুলির ওপর ভিত্তি করেই বর্তমান শিক্ষণ শিখন কার্যকরী হয়ে ওঠে।

- **পূর্ণ থেকে আংশিক শিখণ (Whole to part learning):** এই নীতিটি শিখনের গেস্টাল্ট তত্ত্বের প্রতিচ্ছবি। এই নীতির মূল বক্তব্য হলো পাঠক্রমের প্রতিটি অংশ পঠন-পাঠনের আগে সমগ্র পাঠক্রমটি সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। জ্ঞানমূলক মনোবিজ্ঞানীরা (cognitive psychologist) পূর্ণ বনাম আংশিক শিখনের প্রক্রিয়াকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে।

- **কালানুক্রমিক শিখন (Learning chronologically):** কোন ঘটনা যেই ক্রমে ঘটে সেই ক্রম অনুযায়ী যদি বিষয়বস্তু এবং অভিজ্ঞতাকে সংগঠিত করা যায়, তাহলে শিক্ষার্থীর শিখন অনেক কার্যকরী হয়। যেমন ইতিহাস, রাজনৈতিক বিজ্ঞান, বিশ্বের নানা ঘটনাবলি সঠিকভাবে কালানুক্রমে উপস্থাপন করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর বোধগম্যতা বৃদ্ধি পায়।

এছাড়াও কিছু কিছু নীতি আছে যেগুলি অনুসরণ করা হয় বিষয়বস্তুর একক গুলিকে ক্রম অনুসারে সাজানোর জন্য।

- স্থান, সময়, দৈহিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ক্রমানুসারে সাজানো
- ধারণা অনুযায়ী ক্রমানুসারে সাজানো যেমন বিভিন্ন শ্রেণী এবং তাদের সম্পর্ক।
- অনুসন্ধান সম্পর্কিত ক্রমাণুসারে সাজানো

- পরীক্ষণমূলক, পূর্বশর্তমূলক, পরিচিতিমূলক ক্রমানুসারে শিখন

আবার বিষয়বস্তু অথবা একক গুলিকে ক্রমানুসারে সাজানো যায় নানা রকম উপায়ে -

- ধারণামূলক ক্রমানুসারে সাজানোর অর্থ হল কিভাবে বিভিন্ন ধারণা একটির সঙ্গে অপরটি সম্পর্কিত তা নির্ধারণ করা।
- অনুসন্ধানমূলক ক্রম অনুসারে জ্ঞান নির্মাণ করা এবং আবিষ্কার করা; সেই জ্ঞানকে যাচাই করা এবং এর ভিত্তিতে বিষয়বস্তু এবং অভিজ্ঞতাগুলিকে যুক্তিযুক্ত ক্রমানুসারে সাজানো।
- শিখন সংক্রান্ত ক্রমানুসারে সাজানো বলতে বোঝায় ব্যক্তি অভিজ্ঞতা বিষয়বস্তু এবং কার্যাবলীর মাধ্যমে শিখবে।
- উপযোগিতা সম্পর্কিত প্রমাণুসারে সাজানো বলতে বোঝায় ব্যক্তি কিভাবে তার অর্জিত জ্ঞান ব্যবহার করে একটি কার্যাবলীর মাধ্যমে।

- **ধারাবাহিকতা (Continuity):**

পাঠক্রমের বিভিন্ন মাত্রার মধ্যে এই উপাদানটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়বস্তুর উপর এককগুলি একাধিকবার পুনরাবৃত্তি করার মাধ্যমে পাঠক্রমে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যদি একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হয়, লিখন দক্ষতার বিকাশ (development of writing skill) তাহলে শিক্ষার্থীকে সুযোগ দিতে হবে যাতে সে বারবার লেখা অনুশীলন করার সুযোগ পায় এবং নির্দিষ্ট লিখন দক্ষতাটি অর্জন করে। এই ক্ষেত্রে ব্রুনারের স্পাইরাল পাঠক্রমের উল্লেখ করা যায়, যেখানে বিষয়বস্তুটি এমনভাবে সংগঠিত করা হয় যাতে বৃহৎ বিষয়টির বিভিন্ন একক গুলির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। স্পাইরাল পাঠক্রমে জ্ঞানের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের উপর একই সঙ্গে নজর দেওয়া হয় এবং সমন্বয় ঘটানো হয়। সুতরাং পাঠক্রম পরিকল্পনাকারীদের কাজ হল বৃহৎ বিষয়ে অথবা পঠনের ক্ষেত্রটির সঙ্গে সমস্ত এককগুলির যোগাযোগ স্থাপন করে সমন্বয় ঘটানো।

সমন্বয় বলতে বোঝায় সমস্ত প্রকার জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা যা পাঠক্রম পরিকল্পনায় রয়েছে তাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন। সবকিছুই সমন্বিত এবং আন্ত:সম্পর্কযুক্ত। জীবন হলো উদীয়মান বিষয়বস্তুর একটি পরম্পরা (Everything is integrated and interconnected. Life is a series of emerging themes. Ornstein and Hungkins 2014), সুতরাং বলা যায় সংগঠনের মূল উৎস হল বিশ্বের বিভিন্ন বিষয় এবং বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা। তাই বিষয়বস্তু যখন নির্বাচিত হয় অনেক ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট সীমা বজায় রাখা যায় না এবং স্বতন্ত্রতাও পরিহার করা হয়। পাঠক্রম ডিজাইনে সমন্বয়ই হলো মূল কথা। মানুষ কখনোই নিজেদেরকে তাদের অনুসন্ধিৎসার প্রবণতা থেকে মুক্ত করতে পারেনা তাই পাঠক্রমকেও একটি স্বতন্ত্র অংশ হিসেবে নির্ণয় করা যায় না। সুতরাং পাঠক্রম পরিকল্পনাকারীরা বিভিন্ন বিষয় এবং ধারার মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করবেন যাতে জ্ঞান এবং দক্ষতার সমস্ত ক্ষেত্রগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। সমন্বয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা জ্ঞানের একটি একক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অবহিত হবে এবং বিষয়বস্তুর গভীরতর অর্থ সম্পর্কে জ্ঞাত হবে। শিখনের সুযোগ ও এমনভাবে ক্রমানুসারে সাজানো প্রয়োজন যাতে শিক্ষার্থীর

মধ্যেও সমন্বয় ঘটে। শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষত জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে সমন্বয়ের অভাব থাকছে তার কারণ জ্ঞানের বিস্ফোরণ। বর্তমানে সমন্বিত পাঠক্রম একটি অত্যন্ত জরুরি চাহিদা কারণ শিক্ষার্থী তাদের বর্তমান জ্ঞানের সঙ্গে অর্জিত জ্ঞানের যোগসূত্র স্থাপন করতে পারবে না যদি তাদের মধ্যে প্রকৃত সমন্বয়ের ধারণা না থাকে।

- **সংযোজন (Articulation):**

সংযোজন বলতে বোঝায় বিষয়বস্তুর দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ অনুযায়ী সম্পর্ক স্থাপন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় শিক্ষক বীজগণিতের কোর্স ডিজাইনের সময় এমনভাবে সংযোজন করবেন যাতে বীজগণিতের ধারণাগুলি জ্যামিতির মূল ধারণাগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত করা যায়। এই প্রক্রিয়া উলম্ব এবং অনুভূমিক দুই ভাবেই করা যায়, যথাক্রমে উলম্ব সংযোজন এবং অনুভূমিক সংযোজন বলে অভিহিত করা হয়।। উলম্ব সংযোজন বলতে বোঝায় একটি স্তর থেকে অন্য স্তরে বিষয়বস্তুকে ক্রমানুসারে সাজানো। কোর্সটি প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিও নজরে রাখা হয়। অনুভূমিক সংযোজনকে সহগতিও (correlation)বলা হয়। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষা প্রোগ্রামের একটি অংশের বিষয়বস্তু যুক্তিযুক্ত ভাবে অন্য একটি অংশের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়। বর্তমানে অনুভূমিক সংযোজনকে বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়। ষষ্ঠ শ্রেণির ইংরেজি এবং ষষ্ঠ শ্রেণির সমাজ বিজ্ঞানের মধ্যে সংযোজন করা বা আন্ত সম্পর্ক স্থাপন করা বাস্তবে কঠিন। অনেক সময় দেখা যায় পাঠক্রমে বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয় কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ের ক্ষেত্রগুলিকে সংযুক্ত করার প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয় না।

- **ভারসাম্য (Balance):**

পাঠক্রম বিকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষাবিদগন পাঠক্রম ডিজাইনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে যথোপযুক্ত গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করেন। সময়, বিষয়বস্তু অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য উপাদানের মধ্যেও ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়োজন আছে পাঠক্রম ডিজাইনে। পাঠক্রম ডিজাইনের জন্য নিয়োজিত কমিটিতে শিক্ষক, অভিভাবক, প্রশাসক এমনকি শিক্ষার্থীরাও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে এই ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য। শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে পাঠক্রমের ডিজাইনের ভিত্তি হিসেবে পুনঃ বিবেচনা করা দরকার। নির্দিষ্ট একটি সমাজে শিক্ষার্থীর চাহিদা এবং আগ্রহ পাঠক্রম বিকাশের সময় মাথায় রাখতে হবে। পাঠক্রমের ডিজাইনের সময় খেয়াল রাখতে হবে, শিক্ষার ফলাফল হিসেবে জ্ঞানমূলক, বোধমূলক এবং সঞ্চালনমূলক দক্ষতার যাতে বিকাশ ঘটে। পাঠক্রমের সমস্ত উপাদানের মধ্যে এবং সমস্ত স্তরের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা কোন সহজ কাজ নয়। এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় পাঠক্রম পরিকল্পনাকারীরা এবং শিক্ষাবিদেরা কোন একটি বিষয়ের উপর অত্যাধিক গুরুত্ব দেওয়ার কারণে অন্যান্য বিষয়গুলি ততটা গুরুত্ব পায় না।

Olivia 1977 সালে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের কথা বলেছেন যেগুলি অনুসরণ করলে পাঠক্রমে ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব। তার মতে যে উপাদানগুলির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা প্রয়োজন সেইগুলি হলো-

- ● শিশুকেন্দ্রিক এবং বিষয়কেন্দ্রিক পাঠক্রম (the child centric and subject centric curriculum)

- ব্যক্তির এবং সমাজের চাহিদা (the need of the individual and of society)
- সাধারণ শিক্ষা এবং বিশেষ শিক্ষার চাহিদা (the needs of common education and specialised education)
- পাঠক্রমের বিষয়বস্তুর দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ (breadth and depth of Curriculum content)
- গতানুগতিক বিষয়বস্তু এবং অভিনব বিষয়বস্তু (traditional content and innovative content)
- বিভিন্ন শিক্ষার্থীদের স্বতন্ত্র চাহিদা এবং তাদের শিখনের ধারা (the needs of unique range of pupils regarding their learning styles)
- বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতি এবং শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা (different teaching methods and educational experiences)
- কাজ এবং খেলা (work and play)
- শিক্ষার বল বা শক্তি হিসেবে সমাজ এবং বিদ্যালয় (the community and school as educational forces)

পাঠক্রমের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার সম্ভাবনা অনেকটাই বৃদ্ধি পায় যদি উপরোক্ত নির্দেশগুলি অনুসরণ করা যায়।

পাঠক্রম বিকাশের তত্ত্ব

পাঠক্রম বিকাশের প্রক্রিয়াটি একটি গতিশীল, পরিবর্তনশীল এবং মিথস্ক্রিয়ামূলক পদ্ধতি। পাঠক্রমের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এবং মডেলগুলি হল পাঠক্রমের বিকাশ প্রক্রিয়ার কেন্দ্র। পাঠক্রমের উদ্দেশ্য এবং বিষয়বস্তু নির্বাচন; একই সঙ্গে পাঠক্রম প্রোগ্রামটির প্রয়োগ উভয় ক্ষেত্রেই পাঠক্রমের দৃষ্টিভঙ্গিগুলি অত্যন্ত জরুরি। একটি শিক্ষা ব্যবস্থায় পাঠক্রমের মডেল বলতে বোঝায় এমন একটি উপকরণ যার দ্বারা তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক দিকের সমন্বয় ঘটে। একটি পাঠক্রম মডেলের তত্ত্ব যেমন থাকে, ঠিক তেমনি একটি জ্ঞানের ভিত্তিও থাকা প্রয়োজন যার মাধ্যমে শিক্ষার দার্শনিক দিকটি প্রতিফলিত হয়। একই সঙ্গে এটি সমর্থিত হয় শিশুদের বিকাশমূলক গবেষণা এবং শিক্ষামূলক মূল্যায়ন দ্বারা।

নির্দেশমূলক তত্ত্ব (Prescriptive theory), বর্ণনামূলক তত্ত্ব (descriptive theory), সমালোচনামূলক তত্ত্ব (Critical theory), ব্যক্তিগত পাঠক্রম তত্ত্ব (Personal curriculum theory)/মডেল (Model)

পাঠক্রমের বর্ণনামূলক এবং নির্দেশমূলক মডেলগুলি হল পাঠক্রম বিকাশের দুটি বহুল প্রচলিত এবং সর্বজনগ্রাহ্য মডেলের বিকল্প রূপ এই মডেল দুটি হল ফলাফল এবং প্রক্রিয়ার Sprocess and product) মডেল। নির্দেশমূলক মডেলটি হল ফলাফলের মডেলটির অনুরূপ এবং প্রক্রিয়ামূলক মডেলটি বর্ণনামূলক মডেলের অনুরুপ। পাঠক্রম মডেলের প্রকারভেদের মধ্যে মূলত এই দুটি প্রকারভেদ বর্তমান - এই সমস্ত মডেল নির্দেশ দেয় শিক্ষকেরা কি করবেন বা তাদের কাছে কি বাঞ্ছিত? একই সঙ্গে বর্ণনামূলক মডেলগুলি বর্ণনা করে শিক্ষকেরা বাস্তবে কি করে থাকেন।

৪.৪.১. নির্দেশমূলক তত্ত্ব /মডেল (Prescriptive theories)

নির্দেশমূলক পাঠক্রমের মডেলগুলি নির্দেশ দেয় শিক্ষকদের কি করা উচিত। অনেক বছর ধরে নির্দেশমূলক মডেলগুলি উঠে এসেছে ঐতিহ্যপূর্ণ নির্দেশমূলক মডেল এবং সাম্প্রতিক নির্দেশমূলক মডেল থেকে। ঐতিহ্যপূর্ণ নির্দেশমূলক মডেলের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত উদাহরণ হল Ralph Tyler এর উদ্দেশ্যমূলক অথবা যুক্তিমূলক পরিকল্পনার মডেল। নির্দেশমূলক তথ্য বলতে বোঝায় কিভাবে মানুষ এবং বিভিন্ন বস্তু কাজ করবে তার একটি নির্দেশাবলি। পাঠক্রমের নির্দেশমূলক তত্ত্ব নির্দেশ দেয় বিষয়বস্তু কেমন হবে সেই সম্পর্কে। নির্দেশমূলক তত্ত্বের উদ্দেশ্য হল সঠিক নর্ম মেনে কর্ম সম্পাদনের আগে ঠিক করে নেওয়া। এই শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন HirstSin Tibble, 1966)। পাঠক্রম পরিকল্পনার নির্দেশমূলক তত্ত্বে প্রথমেই শিক্ষার্থীদের বাঞ্ছিত ফলাফলটি উল্লেখ করা থাকে। ফলাফল চিহ্নিত করার পর পাঠক্রম পরিকল্পনাকারীরা আগের পদক্ষেপগুলি যেমন বিষয়বস্তু নির্বাচন, শিক্ষণ-শিখন কার্যাবলী নির্বাচন, মূল্যায়ন ইত্যাদির পুনর্মূল্যায়ন করেন। নির্দেশমূলক এবং বর্ণনামূলক এই দুটি শব্দ নেওয়া হয়েছে, ভাষা শিক্ষণের মডেল থেকে আরো নির্দিষ্টভাবে বলা যায় ব্যাকরণ শিখন থেকে। নির্দেশমূলক পাঠক্রম বলতে বোঝায় পাঠক্রম পরিকল্পনাকারীদের কি করনীয় সেই সম্পর্কে নির্দেশ দান। অর্থাৎ কিভাবে একটি পাঠক্রম সৃষ্টি হবে সেই সম্পর্কে নির্দেশদান।

এই মডেলটি পাঠক্রম বিকাশ অপেক্ষা বেশি মনোযোগী পাঠক্রমের অন্তিম স্তর অথবা ফলাফল সম্পর্কে। নির্দেশমূলক পাঠক্রমের একটি উদাহরণ হল Ralph Tyler এর উদ্দেশ্য ভিত্তিক মডেল। যে চারটি মূল প্রশ্ন এই মডেলে উঠে আসে সেগুলি হল- প্রথমতঃ পাঠক্রমটির মাধ্যমে কোন শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য অর্জিত হবে?

দ্বিতীয়তঃ কোন প্রকারের শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা দ্বারা শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যগুলি পূর্ণ হবে?

তৃতীয়ত: কিভাবে এই অভিজ্ঞতাগুলিকে কার্যকরী রূপে সংগঠিত করা যাবে?

চতুর্থ: কিভাবে আমরা নির্ধারণ করব যে উদ্দেশ্যগুলি অর্জিত হয়েছে?

উদ্দেশ্যগুলি স্থির করার জন্য জরুরী হলো উদ্দেশ্যগুলিকে পর্যবেক্ষণযোগ্য আচরন রূপে লিপিবদ্ধ করে নিতে হবে, উদাহরণস্বরূপ-

গ্রহণযোগ্য উদ্দেশ্য (acceptable objectives)	বর্জনীয় উদ্দেশ্য (unaceptable objectives)
বর্ণনা করা, সংজ্ঞা দেওয়া(To describe, to define)	জানা(To know)
ব্যাখ্যা দান করা, বিস্তার করা (To explain, to elaborate)	বোঝা(To understand)

উপরের উদাহরণটির মত সমস্ত উদ্দেশ্যগুলিকে এইভাবে উল্লেখ করা যায়।

সাম্প্রতিককালে, প্রাচীন উদ্দেশ্যভিত্তিক মডেলটি আরো অর্থপূর্ণভাবে সংশোধিত হয়েছে 'ব্যাপক ফলাফল এবং নির্দিষ্ট পাঠক্রম উদ্দেশ্যের' ভিত্তিতে (based on broad outcomes and specific curriculum objectives)।

নির্দেশমূলক তত্ব বা দৃষ্টিভঙ্গির সুবিধা (Advantages of Prescriptive Approaches):

১. পাঠক্রমের নির্দেশমূলক মডেল নির্দেশ দেয় শিক্ষকদের কি করা উচিত সেই সম্পর্কে, সুতরাং মডেলের এই প্রকারগুলি আগে থেকেই একটি নির্দেশের তালিকা শিক্ষকদের জন্য এবং পাঠক্রম প্রয়োগকারীদের জন্য নির্দিষ্ট করে।

২. এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারা একটি সরল বার্তা দিয়েছেন তারা পাঠক্রম পরিকল্পনা পদ্ধতিটির একেবারে শুরুতেই শিক্ষার্থীদের বাঞ্ছিত ফলাফল উল্লেখ করেছেন যা শিক্ষার্থীরা অর্জন করবে এবং পাঠক্রম পরিকল্পনাকারীদের কাজ হবে সেই সমস্ত উপাদান নিয়ে কাজ করা যেগুলির ফলে শিক্ষার্থীদের ফলাফল অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

৪.৪.২. পাঠক্রম বিকাশের বর্ণনামূলক তত্ত্ব বা মডেল (Descriptive theorie/ Models of Curriculum development):

বর্ণনামূলক তত্ত্বের প্রবক্তাগণ নির্দেশমূলক পাঠক্রম মডেলটি সমালোচনা করেছেন কারণ তাদের মতে এটি শুধুমাত্র উদ্দেশ্য অথবা ফলাফল ভিত্তিক মডেল Sobjective or outcome based modelV। এই ভিন্ন মত পোষণের কারণ হলো পাঠক্রম পরিকল্পনা একটি অত্যন্ত জটিল মানবিক কার্যাবলী, তাই এটিকে শুধুমাত্র কিছু নির্দিষ্ট এবং পূর্ব নির্ধারিত স্তর দ্বারা বর্ণনা করা যায় না। Stenhouse, নির্দেশমূলক মডেলের একজন সমালোচক যিনি মনে করেন পাঠক্রম প্রক্রিয়া হল শ্রেণিকক্ষভিত্তিক শিক্ষকদের গবেষণার উপস্থাপন। সুতরাং, প্রয়োগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সরল হওয়া সম্ভব নয়, এই সময়ে জটিল মডেলগুলির উদ্ভব ঘটে যেগুলিকে পাঠক্রমের বর্ণমূলক মডেল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই মডেলগুলিতে বাস্তব পরিস্থিতিতে সত্যিই যেটা ঘটে তা উপস্থাপিত করার চেষ্টা করা হয়েছে । বর্ণনামূলক মডেলের একটি উদাহরণ হল পরিস্থিতি মূলক মডেল (situational model)– এই মডেলটি Malcolm Skillbeck নামে একজন অস্ট্রেলিয়ান তৈরি করেন। এই মডেলে পাঠক্রমের সম্পূর্ণ পরিস্থিতি অথবা প্রেক্ষাপটের উপর মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন অর্থাৎ যে পরিস্থিতিতে পাঠক্রমটি প্রয়োগ করা হচ্ছে। যে সমস্ত বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ উপাদান পাঠক্রমের বিকাশ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে পাঠক্রম বিকাশকারীগণ সেই সমস্ত উপাদানের প্রতিও মনোযোগী হয়ে থাকেন। Malcolm Skillbeck একজন বর্ণনামূলক পাঠক্রম মডেলের জনপ্রিয় প্রবক্তা, তিনি মনে করতেন যে পরিস্থিতি বা পরিপ্রেক্ষিতে পাঠক্রমটির বিকাশ ঘটে এবং প্রস্তুত পাঠক্রমটির প্রয়োগ ঘটে সেটির নিয়মমাফিক এবং সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ প্রয়োজন যাতে প্রতিটি উপাদানের কাজ এবং ফলাফল পাঠক্রমের প্রতিটি একককে কিভাবে প্রভাবিত করছে তা বোঝা যায়।

পাঠক্রম ডিজাইনাররা কি করছেন তা নিয়ে বর্ণনামূলক মডেলগুলিতে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং পাঠক্রমে কোন কোন উপাদান অন্তর্ভুক্ত সেই বিষয়ে কম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাঠক্রমিক উদ্দেশ্য এবং ফলাফল নির্ধারিত হয় যে প্রক্রিয়ার দ্বারা তাকেই পরিস্থিতিমূলক বিশ্লেষণ অথবা situational analysis বলা হয়। এটি একটি প্রয়োগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি Spragmatic approachV যা শিক্ষামূলক চাহিদার চাইতে সামাজিক চাহিদাকে বেশি গুরুত্ব দেয়। পরিস্থিতিমুলক বিশ্লেষণ যেমন বাইরের বা বাহ্যিক উপাদানের ওপর করা হয় ঠিক তেমনি কেন্দ্রের বা আভ্যন্তরীণ উপাদানেরও করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়

বাহ্যিক উপাদানগুলি হল জাতীয় লক্ষ্য, সামাজিক আশা আকাঙ্ক্ষা এবং পরিবর্তন, নিয়োগকারী এবং সামাজিক মূল্যবোধ, বিষয়ের প্রকৃতি, সহায়তামূলক ব্যবস্থা, সম্পদ ইত্যাদি। অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ উপাদানগুলি হল- শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং প্রতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি, বর্তমান সম্পদ, সমস্যা এবং সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি।

- **পাঠক্রম মানচিত্র (Curriculum Maps):**

পাঠক্রমের চিত্রাঙ্কন (Curriculum Mapping) হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা পাঠক্রমের বিভিন্ন উপাদানগুলিকে চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপিত করা হয়, যাতে বিভিন্ন শিক্ষামূলক বিভেদ, অপ্রয়োজনীয়তা, সামঞ্জস্যের অভাব (academic gaps, redundancy, misalignments) ইত্যাদি চিহ্নিতকরণ করা যাবে, যাতে পাঠকক্রমটির উন্নয়ন করা যায় । এই প্রক্রিয়াটি সফল হলে সমগ্র কোর্সটির মধ্যে একটি সামঞ্জস্য বজায় থাকবে এবং পাঠক্রমটি শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত নির্দেশমূলক উপকরণ এবং পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করবে।

কম্পিউটার আবিষ্কারের আগে পাঠক্রম বিকাশকারীরা কাগজে-কলমে পাঠক্রমের চিত্রাংকন অথবা Curriculum Planning করতেন। বর্তমানে বিভিন্ন স্প্রেডশীট, সফটওয়্যার প্রোগ্রাম, অনলাইন পরিষেবা (spreadsheet, software programme, online service) ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় যাতে শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে সমর্থ হন। শিক্ষার্থীদের চাহিদা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়, তাই পাঠক্রম বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি হল বর্ণনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি।

বর্ণনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির উপযোগিতা (Advantages of Descriptive Approach)

পাঠক্রমের ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি একটি প্রয়োগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি যা শিক্ষামূলক চাহিদার তুলনায় সামাজিক চাহিদাকে বেশি গুরুত্ব দেয়। তবে একথা বলাই বাহুল্য যে সামাজিক চাহিদা যথোপযুক্ত ভাবে পূরণ হওয়া সম্ভব নয় শিক্ষামূলক চাহিদার পরিতৃপ্তি ছাড়া।

পাঠক্রমের এই মডেলগুলি মূলত বাস্তব পরিস্থিতিতে যা ঘটছে সেটি উপস্থাপিত করে।

৪.৪.৩. পাঠক্রম বিকাশের সমালোচনামূলক তত্ত্ব অথবা মডেল (Critical theory/model of Curriculum Development):

১৯৮৫ সালে Paulo Freire, একজন ব্রাজিলিয়ান শিক্ষাবিদ এবং দার্শনিক তার পুস্তক 'Pedagogy of the Oppressed' এ সমালোচনামূলক পেডাগগির কথা লিখেছিলেন। এই তথ্যটি উত্তর মার্কসিয়ান তত্ত্বাবলী (PostéôéMarxian theories) থেকে উদ্ভূত। এই তত্ত্বে সেই সময়কার আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষের প্রতিফলন ঘটেছিল। পাঠক্রম বিকাশের ক্ষেত্রে এইসব পিছিয়ে পড়া শোষিত মানুষদের অবস্থার উন্নতির কথা ভাবা হয়েছিল। পাঠক্রমের সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির মূল বক্তব্যগুলি এখানে বলা হলো-

- শিক্ষা প্রক্রিয়া হল মূলত মূল্যবোধ ভিত্তিক
- শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে জ্ঞান নির্মাণ করে এবং সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই শিখন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। ক্ষমতা বিষয়টিকে শিক্ষার্থীরা বুঝতে শেখে এবং যাদের ক্ষমতা নেই তাদের ওপর ক্ষমতার প্রভাবও বুঝতে চেষ্টা করে।

- এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন কার্যকারণ এবং পরিস্থিতিগত সম্পর্কগুলি চিনতে পারে যা থেকে সামাজিক অন্যায় এবং অবিচার সৃষ্টি হয়।
- সুবক্তারা শক্তি অর্জন করে তাদের শব্দভাণ্ডার ব্যবহারের মাধ্যমে এবং তাদের ব্যক্তিগত শক্তি সামাজিক পরিবর্তন নিয়ে আসে।
- সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনার উন্নয়ন ঘটে, কথাবার্তা এবং আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আদর্শভিত্তিক কার্যাবলীর উদ্ভব হয় যা সামাজিক সমালোচনামূলক সচেতনতাবোধ জাগ্রত করে।

Paulo Freire বিশ্বাস করতেন-

- শিক্ষকেরা সমস্ত শ্রেনীকে এগিয়ে নিয়ে যায় শিক্ষার্থীদের থেকে পাওয়া সংকেত অনুযায়ী।
- কোন্ প্রকার জ্ঞান অর্জিত হবে সেটি আগে থেকেই স্থির এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে, পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষকের মধ্যে, জ্ঞান নির্মিত হয় মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে যেমন আছে তেমন গ্রহণ করা হয় না।
- শিক্ষা প্রক্রিয়া হলো রাজনৈতিক।ভাষা এবং ক্ষমতা সম্পর্কযুক্ত ।
- পাঠক্রম আগে থেকেই স্থির করা হয় না বরং পাঠক্রমের অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার ফলে পাঠক্রমের উদ্ভব ঘটে। গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সামাজিক ঘটনাবলী পাঠক্রমের কেন্দ্রে থাকে।
- পোর্টফোলিও, আত্ম মূল্যায়ন, সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনের মাধ্যম, শিক্ষার্থীরা কোন্ সচেতনতার স্তরে পৌঁছেছে সেই অনুযায়ী শিখনের মূল্যায়ন ঘটে। বাহ্যিক পারদর্শিতার স্তর এই ক্ষেত্রে গ্‌গ্ধাহ্য হয় না।

সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির সুবিধে (Advantages of Critical Approach):

- এই দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষার্থীদের শিখন সংক্রান্ত সমস্যাগুলিকে গুরুত্বহীন ভাবা হয় না ।
- এই দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষার্থীদের প্রেষণার জাগরণ ঘটে কারণ শিখন এবং জীবন সম্পর্কিত।
- শ্রেণিকক্ষ এবং বাহ্যিক পৃথিবী এই দুটির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে।
- সামাজিক বিচার এবং ক্ষমতায়নে সহায়তাকারী।

সীমাবদ্ধতা (Limitations):

- এটি একটি সময় সাপেক্ষ প্রক্রিয়া
- শিক্ষকদের শিক্ষণ পঠন এবং লিখনের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়তাকারী দক্ষতা থাকা প্রয়োজন।
- এই দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ ধারণা এবং চর্চা অপরিচিত এবং কঠিন।
- শিক্ষার্থীর ক্ষমতার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।
- এই দৃষ্টিভঙ্গি রচনার ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষার কথা মাথায় রাখা হয়েছে তাই শিক্ষার উচ্চতর স্তরে এটি অনুপযোগী।

৪.৪.৪. ব্যক্তিগত পাঠক্রম তত্ত্ব (Personal Curriculum Theory)

এই তত্ত্বের উদ্ভব ঘটেছে Piner ~î, Grumet এর কাছ থেকে এবং এটি পুনর্গঠনবাদী এবং ঐতিহ্যবাহীদের (reconceptualists and traditionalist) তত্ত্বের সমালোচনার ওপর ভিত্তি করেই এই দৃষ্টিভঙ্গি বা তত্ত্ব বিকাশ লাভ করেছে। Michigan State notification এ ব্যক্তিগত পাঠক্রম পাওয়া যায়। মিশিগানের কিছু বিদ্যালয়ে মিশিগান রাষ্ট্রীয় পাঠক্রম নামে প্রচলিত ছিল। ব্যক্তিগত পাঠক্রমের উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতাকে ব্যক্তিগত স্তরে প্রাসঙ্গিক করে তোলা এবং শিক্ষাকে একটি উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যাতে প্রতিটি শিক্ষার্থী সফল হয়। এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হল -

সময় সাশ্রয় (Seat Time Waiver): একজন শিক্ষার্থী ততক্ষণই শ্রেণীকক্ষে থাকবে যতক্ষণ সে চাইবে তাই শ্রেণিকক্ষে বসার সময়ে ছাড় পাওয়া যাবে।

অনলাইন শিখন (Online Learning): অনলাইন শিখনের ব্যবস্থা থাকবে।

দ্বৈত ভর্তির ব্যবস্থা (Dual Enrolment): একই সঙ্গে শিক্ষার্থী তার পছন্দের দুটি কোর্সে ভর্তি হতে পারবে তাই ভর্তি নীতি হবে নমনীয়

পরীক্ষা- (Testing): পরীক্ষার সময় নমনীয়তা থাকবে শিক্ষার্থী তার নিজের অতনুসারে পরীক্ষার উপযুক্ত সময় এবং স্তর নির্ণয় করতে পারবে। শিক্ষার্থীর উপর নির্ভর করবে কোর্সের কোন্ সময়ে সে পরীক্ষা দেবে অথবা কোর্সটি ছেড়ে দেবে।

কেরিয়ার এবং প্রযুক্তিমূলক শিক্ষা (Career and Technical Education) : বৃত্তিমূলক শিক্ষা বলতে যা বোঝায় শিক্ষার্থীকে তাই দেওয়া হবে যদি শিক্ষার্থীর কাছে সেটি কাম্য হয়।

ব্যক্তিগত পাঠক্রম (Personal Curriculum): শিক্ষার্থী স্বাধীনভাবে তার শিক্ষামূলক এবং অশিক্ষামূলক অভিজ্ঞতাগুলি (educational and non academic experiences) নির্বাচন করবে যেগুলি তার শিক্ষা কোর্সে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

এই দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করা হবে যাতে

- তারা যোগ্যতা ভিত্তিক শিখন গ্রহণ করে।
- বিষয় এবং পঠন পাঠনের দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে সমন্বয়ের নীতি অনুসরণ করে।
- বিদ্যালয় শিখনের বাইরেও শিক্ষার্থী যে শিক্ষা অর্জন করবে তার জন্য শিক্ষকেরা উপযুক্ত
- ক্রেডিট (credit) দেবেন।
- বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের নমনীয়তার সঙ্গে অভিযোজন করতে পারবে।
- ব্যক্তিগত পাঠক্রমে প্রয়োগের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনতে সক্ষম হবে।
- শিক্ষাগত ক্রেডিটের (credit) চাহিদার বাইরেও শিখনের মানোন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দেবে।
- গণিত শিখনের প্রয়োজনীয়তার পরিবর্তন ঘটাবে, যাতে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন স্তরে গণিত শিখতে পারে।

ব্যক্তিভিত্তিক শিক্ষা প্রোগ্রাম দেওয়া হবে, যাতে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদেরও ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটানো যায়।

শিক্ষার্থীরা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন করলে সহজেই ত্বন্ত্রস্থ্ঠ ঔস্থ—ব্রত্র করা যাবে।

মিশিগানে পরীক্ষণমূলকভাবে ব্যক্তিগত পাঠক্রমটি প্রয়োগ করা হয়েছিল নির্বাচিত কিছু বিদ্যালয়ে। এই বিদ্যালয়গুলি ব্যক্তিগত পাঠক্রম পরিকল্পনা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিল। তবে এ কথা বলাই বাহুল্য যে সমগ্র প্রকল্পটি জটিল এবং অত্যন্ত সচেতন পরিকল্পনা প্রয়োজন এই প্রকার পাঠক্রমের সফল প্রয়োগের ক্ষেত্রে।

পাঠক্রম বিকাশের বিভিন্ন মডেল টাইলার, টাবা, কিলপ্যাট্রিক Models of Curriculum development Tyler, Taba, Kilpatrick)

ভূমিকা (Introduction):

শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষামূলক কাজের একটি নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করে পাঠক্রম বিকাশের মডেল। প্রায় প্রতিটি শিক্ষামূলক ক্ষেত্রে মডেল বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনাউপস্থাপন করে। শিক্ষামূলক ক্ষেত্রে নির্দেশদান, প্রশাসন, মূল্যায়ন, তত্ত্বাবধান (instructionĺ administrationĺ evaluationĺ supervision) ইত্যাদির মডেল রয়েছে। পাঠক্রম চর্চার ক্ষেত্রে পাঠক্রম বিকাশের এবং পাঠক্রম মূল্যায়নের নানা প্রকার মডেল ব্যবহৃত হয়।

১৯৮৭ সালে Print মডেলের একটি সহজ বর্ণনা দিয়েছেন - তার মতে মডেল হল বাস্তবের স্বরলীকৃত উপস্থাপন যা বেশিরভাগ সময় একটি চিত্রের আকারে প্রকাশ করা হয় (a simplified representation of reality which is often depicted in diagrammatic form)। পাঠক্রমের বিকাশ প্রক্রিয়ায় মডেল এমনভাবে প্রস্তুত করা হয় যাতে নির্বাচন, কাঠামো তৈরি এবং শিখন অভিজ্ঞতাকে ক্রমানুসারে সাজানোর জন্য নেওয়া সমস্ত সিদ্ধান্তের ভিত্তি পাওয়া যায়।

পাঠক্রমের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী নানা প্রকার মডেল প্রস্তুত করা হয়েছে। বেশিরভাগ মডেলকেই মূলত দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে - প্রযুক্তি মূলক/ বৈজ্ঞানিক মডেল অথবা অপ্রযুক্তিমূলক/অবৈজ্ঞানিক (technical/scientific or non technical/nonéôéscientific)। যেই শিক্ষাবিদগণ বিষয়বস্তুভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিকে মান্যতা দেন তারা বৈজ্ঞানিক বা প্রযুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি পাঠক্রম বিকাশের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকেন। আবার যারা শিক্ষার্থীভিত্তিক এবং সমস্যাভিত্তিক ডিজাইন অনুসরণ করেন তারা অপ্রযুক্তিমূলক অথবা অবৈজ্ঞানিক পাঠক্রম ডিজাইন অনুসরণ করেন।

- **প্রযুক্তিমূলক বৈজ্ঞানিক মডেল (TechnicaléôéScientific Model)**

পাঠক্রম বিকাশকারীরা বৈজ্ঞানিক মডেল অনুযায়ী যে ডিজাইন রচনা করেছেন তার জন্য বিষয়বস্তু, উদ্দেশ্য, শিখন অভিজ্ঞতা এবং মূল্যায়নের বিভিন্ন উপাদানের পর্যবেক্ষণ এবং তত্ত্বাবধান প্রয়োজন। পাঠক্রম বিকাশের এই দৃষ্টিভঙ্গি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্লু প্রিন্ট যা ব্যবহার করে শিখন পরিবেশটি রচিত হয়।

এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পাঠক্রম বিকাশ হলো মূলত একটি পরিকল্পনা যার দ্বারা পরিবেশ প্রতিপালিত হয় এবং সময়, স্থান, বিষয়বস্তু, উপকরণ এবং ব্যক্তির মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে সমন্বয় ঘটে (Curriculum development is basically a plan for nurturing the environment to coordinate in an orderly manner the elements of time, space, materials, equipment and personnel. Feyereism, et. al. 1970)। পাঠক্রমের ধারণাটি ম্যাক্রো অথবা একটি বৃহৎ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বোঝা প্রয়োজন। এর মূল উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীর শিক্ষালাভ। পাঠক্রম শিক্ষাবিদদের একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা মাথায় রেখে কাজ করতে সাহায্য করে যা শিক্ষার্থীকে সর্বোচ্চ শিখন অর্জনে সহায়তা করে। শিক্ষার বিভিন্ন উপাদানগুলিকে একটি জটিল এককে পরিণত করে একটি বৈজ্ঞানিক সংগঠন সৃষ্টি করে পাঠক্রম। প্রযুক্তিমূলক -বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অন্তর্ভুক্ত তিনটি মডেলের উল্লেখ করা হলো এখানে।

- হিলডা টাবা মডেল
- গুডল্যাড মডেল
- হাঙ্কিস্ এর বিকাশমূলক মডেল

এই এককের পরের অংশে হিলডা টাবা মডেল আলোচিত হয়েছে। বাকি দুটি মডেলের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এখানে দেওয়া হল।

- **গুডল্যাড মডেল**

এই মডেলে শিক্ষামূলক লক্ষ্য গঠিত হয় বর্তমান সংস্কৃতির মূল্যবোধগুলিকে বিশ্লেষণ করে। এরপর শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য এবং শিখন উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হয়। শিখন উদ্দেশ্যগুলির ভিত্তিতেই আচরণমুলক উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয় এবং আচরনমূলক উদ্দেশ্যগুলিকে পূর্ণ করার জন্য শিখন অভিজ্ঞতা এবং সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। গুডল্যাড মডেলটিকে প্রযুক্তিমূলক বৈজ্ঞানিক মডেল হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তার কারণ এই মডেলের বিভিন্ন উপাদানগুলি একটি অপরটির সঙ্গে যুক্ত। শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা মূল্যায়নের জন্য, পারদর্শিতার বিশ্লেষণ করা হয় সেই সমাজ এবং সংস্কৃতির মূল্যবোধের সঙ্গে তুলনা করে। এরপর শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা সম্পর্কে ফিডব্যাক দেওয়া হয়। সবশেষে প্রয়োজন হলে সমগ্র মডেলটির পুনর্মারজন করা হয় (John L. Goodlad and Maurice N. Richter, 1966, in Ornstein and Hungkins, 1988)।

- **হাঙ্কিস্ এর বিকাশমূলক মডেল**

এই মডেল পাঠক্রম পরিকল্পনাকারীদের সাহায্য করে পাঠক্রম সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পর্কে তাদের নেওয়া সিদ্ধান্তকে পুনর্বিবেচনা করতে। যদি পাঠক্রম পরিকল্পনাকারীরা বিষয়বস্তু নির্বাচনের স্তরে দেখেন একটি নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীর জন্য কোন নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু পাওয়া যাচ্ছে না, তাহলে তারা পাঠক্রম বিকাশ প্রক্রিয়াটি আরো একবার প্রথম থেকে পর্যালোচনা করেন, পাঠক্রমটি পুনঃনির্মাণ করেন এবং পৃথক শিখন উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেন। হাঙ্কিস্ এর বিকাশমূলক মডেলটির সাতটি মূল স্তর আছে -পাঠক্রমের ধারণা গঠন এবং বৈধকরণ, নির্ণয়, বিষয়বস্তু নির্বাচন, অভিজ্ঞতা নির্বাচন, প্রয়োগ, মূল্যায়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ (curriculum conceptualization and legitimization, diagnosis, content selection, experience

selection, implementation, evaluation and maintenance)।

আরো কিছু প্রযুক্তিমূলক অথবা বৈজ্ঞানিক মডেল আছে যেগুলি পাঠক্রম বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই সমস্ত মডেলগুলি সম্পূর্ণ নয় এবং পাঠক্রম বিকাশ প্রক্রিয়ার সমগ্র উপাদানগুলিকে অন্তর্ভুক্তও করে না।

অপ্রযুক্তিমূলক অথবা অবৈজ্ঞানিক মডেল (Non-Technical or Non-Scientific):

অপ্রযুক্তিমূলক অথবা অবৈজ্ঞানিক মডেল বলতে কোন কনির্দিষ্ট অযৌক্তিক মডেলকে বোঝায় না। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষার্থীদের চাহিদা এবং পছন্দের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষার্থীদেরও পাঠক্রম পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা হয়। যেহেতু এই মডেলের মূল মনোযোগের জায়গা হল শিক্ষার্থীদের, বিষয়বস্তু এবং সমাজের ব্যক্তিভিত্তিক চাহিদা; এই মডেলগুলিকে ব্যক্তিভিত্তিক বলা হয় তবে কোনোভাবেই এই মডেলগুলিকে ব্যক্তি নিরপেক্ষ বলা যায় না।

অপ্রযুক্তিমূলক অথবা অবৈজ্ঞানিক মডেলের অন্তর্ভুক্ত তিনটি পাঠক্রম ডিজাইন এখানে আলোচিত হলো

- মুক্ত শ্রেণিকক্ষ মডেল (Open Classroom Model)
- ওয়াইনস্টেইন এবং ফাতিনী মডেল (Wienstein and Fatini Model)
- Rogers Model of Interpersonal Relations

মুক্ত শ্রেণিকক্ষ মডেল অথবা কিলপ্যাট্রিক মডেল (Open Classroom Model/ Kilpatrick Model)-

মুক্ত শ্রেণিকক্ষ মডেলের একজন প্রধান প্রবক্তা হলেন উইলিয়াম কিলপ্যাট্রিক, এই মডেলটি সক্রিয়তাভিত্তিক পাঠক্রমের ভিত্তিতে গঠিত। এই মডেলের অনুসরণকারীরা শিক্ষার্থীদের জন্য আগে থেকেই নির্দিষ্ট কার্যাবলী ঠিক করে রাখায় বিশ্বাসী নন, কারণ আগে থেকেই যদি কার্যাবলী পরিকল্পিত হয় তাহলে শিক্ষার্থীর বিকাশের ধারা বদলে যেতে পারে বা অবদমিত হতে পারে (developmental trajectory may change or get suppressed)। যখন সমস্ত শিক্ষামূলক পরিবেশ শিক্ষক দ্বারা অধিকৃত ছিল এবং শিক্ষার্থীরা শুধুমাত্র নিষ্ক্রিয় জ্ঞানগ্রহীতা হিসেবে শিক্ষাক্ষেত্রে উপস্থিত থাকতো; সেই সময় এই আন্দোলন সৃষ্টি হয়। সক্রিয়তাভিত্তিক মডেল শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে শ্রেণীকক্ষে চলাফেরার অনুমতি দেয় এবং এই ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা কাজ করার মাধ্যমে শেখে। মুক্ত শ্রেণিকক্ষ মডেলে শিক্ষার্থীরা তাদের চাহিদা, আগ্রহ এবং প্রবণতা অনুযায়ী কাজ বেছে নিতে পারে। মুক্ত শ্রেণীকক্ষ মডেলে শিক্ষকদের নিয়ন্ত্রণ এবং নির্দিষ্ট পাঠক্রমের (teachers control and rigid curriculum) জায়গায় শিক্ষার্থীদের ক্ষমতা এবং স্বাধীনতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে (capability and sovereignty)।

ওয়াইনস্টেইন এবং ফাতিনী মডেল (Wienstein and Fatini Model)-

এই মডেলটিকে অবৈজ্ঞানিক এবং অপ্রযুক্তিমূলক বলা হয় কারণ এই মডেলটি শিক্ষার্থীদের চাহিদার উপর ভিত্তি করে সৃষ্টি করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের দল চিহ্নিত করার সঙ্গে সঙ্গে পাঠক্রম বিকাশ প্রক্রিয়ার এই মডেলটির উদ্ভব ঘটেছে। দলের আগ্রহ এবং বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করেই শিক্ষণ শিখন প্রক্রিয়া

সম্পাদিত হয়। এই মডেলের প্রবক্তারা বিশ্বাস করেন শিক্ষকেরা নতুন বিষয়বস্তু এবং পদ্ধতি অনুধাবন করেন শিক্ষার্থীকে সমগ্র প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে রেখে। বর্তমান পাঠক্রম এবং নির্দেশমূলক পদ্ধতির মূল্যায়ন করা হয় যাতে পাঠক্রমের পরিবর্তন ঘটিয়ে শিক্ষার্থীর চাহিদা পূরণ করা যায়। শিক্ষার্থীর অনুভূতি, শিক্ষার্থীর সত্তা, বেড়ে ওঠার অভিজ্ঞতা, সামাজিক বিষয়বস্তু থেকে প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর জ্ঞান ইত্যাদি শিখনের বিষয়বস্তু এবং উৎস নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই মডেলে শিক্ষার্থীর স্বরূপের (self image) সঠিক নির্মাণের ওপর জোর দেওয়া হয় এবং তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার প্রচেষ্টা করা হয় (Ornstein and Hunkins 1988)। বিষয়বস্তু এবং শিক্ষকদের সাথে মিথস্ক্রিয়ার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাতে আত্মমর্যাদার অনুভূতি তৈরি হয়, এই মডেলে এই প্রকার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

রজারের আন্ত-ব্যক্তিগত মডেল (Rogers model of interpersonal relations):

১৯৭৯ সালে কার্ল রজার্স এই মডেলটির প্রবর্তন করেন। রজার্স মানুষের আচরণ পরিবর্তনের জন্য একটি মডেল নির্মাণ করেছিলেন যা পাঠক্রম বিকাশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছিল। এই মডেলে মানুষের অভিজ্ঞতাগুলিকে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে শিক্ষার বিষয়বস্তু অথবা শিখন কার্যাবলী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তিনি বিশ্বাস করতেন সততার সাথে ব্যক্তি যদি নিজের অনুভূতিগুলিকে প্রকাশ করে এবং একটি দলে একে অন্যের অনুভূতিগুলিকে বোঝার চেষ্টা করে তাহলে শিক্ষার্থীরা তাদের সমস্যার সমাধান করতে সফল হবে। রজার্স দাবি করেন একটি দলে যদি স্বাধীন একটি পরিবেশ থাকে তাহলে দলের মধ্যে একে অপরের প্রতি বিশ্বাস তৈরি হয় এবং একে অন্যকে সামগ্রিক রূপে জানতে পারেন।

প্রযুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি এবং অপ্রযুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গির মূল বক্তব্য (Main points of concern for the two approaches namely technical and nonéôétechnical are outlined here):

আগের আলোচনা থেকে বলা যায় প্রযুক্তিমূলক বৈজ্ঞানিক মডেলগুলি শিক্ষার্থীর চাহিদার তুলনায় অনেকটাই বেশি গুরুত্ব দেয় বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিষয়বস্তুর দাবির উপর। এই দৃষ্টিভঙ্গিটি মূলত বিষয়বস্তুর উপর বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। অন্যদিকে অপ্রযুক্তিমূলক এবং অবৈজ্ঞানিক মডেলগুলি শিক্ষার্থীর, বিষয়বস্তুর এবং সমাজের চাহিদার প্রতি বেশি মনোযোগী। দুটি দল পাঠক্রমকে প্রত্যক্ষণ করছে ভিন্ন ভিন্নভাবে এর ফলে স্বতন্ত্র দুটি কাঠামো তৈরি হয়েছে। যে শিক্ষাবিদগণ শিক্ষার্থীর ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন তারাই অপ্রযুক্তিমূলক এবং অবৈজ্ঞানিক পাঠক্রম ডিজাইনের নির্মাণ করেন।

- **প্রযুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি (Technical Approach):**

১. শিক্ষা প্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য এই দৃষ্টিভঙ্গিকে যুক্তিপূর্ণ এবং কার্যকরী মনে করা হয়।

২. পাঠক্রমকে একটি পরিকল্পনা অথবা ব্লু প্রিন্ট হিসেবে গণ্য করা হয়।

৩. পাঠক্রমের বিকাশ একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া এবং এটির সাহায্যে শিক্ষার পদ্ধতি এবং ফলাফল উভয়ই নির্ধারিত হয়।

৪. এই পাঠক্রমের দৃষ্টিভঙ্গিগুলির উদ্দেশ্য আগে থেকেই নির্দিষ্ট করা থাকে।

৫. এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলির অন্তর্ভুক্ত মডেলগুলিকে অত্যাধিক সরল (too linear)বলে সমালোচনা করা হয়।

- **অপ্রযুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি (Non-technical Approach):**

১. অপ্রযুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি হল ব্যক্তিগত, সৌন্দর্যবোধ বিশিষ্ট, অনৈর্ব্যক্তিক (personal, aesthetic, subjective) এবং এটি শিক্ষার্থীর ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

২. এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলির মূল আলোচ্য বিষয় হলো শিক্ষার্থী।

৩. অপ্রযুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষার্থীকে অংশগ্রহণকারী হিসেবে মনে করা হয় এবং শিক্ষাকে একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

৪. সর্বজনীনতা এবং নৈতিকতা সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলিতে প্রশ্ন করা হয়, একই সঙ্গে প্রযুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে যে অনুমানগুলি (assumptions) আছে সে সম্পর্কেও প্রশ্ন করা হয়।

৫. এই দৃষ্টিভঙ্গিতে পাঠক্রমের ব্যক্তিগত, ব্যক্তিসাপেক্ষ এবং সৌন্দর্যমূলক প্রকৃতির ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে।

পাঠক্রমের ডিজাইন অথবা মডেলগুলিকে চারটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায় যেমন -

১. ঐতিহ্যপূর্ণ পাঠক্রম মডেল (Traditional Curriculum Model) :

ঐতিহ্যপূর্ণ বিভিন্ন মডেলগুলি পাঠক্রমের বিষয়ের উপর বেশি জোর দেয়। বিষয়কেন্দ্রিক ডিজাইন বলতে মূলত নির্দিষ্ট একটি বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক এবং অন্যান্য পাঠ্য উপকরণকে বোঝায়। এই মডেলের কিছু জনপ্রিয় উদাহরণ হল - বিষয় ডিজাইন, শৃঙ্খলা ডিজাইন, সহগতিমূলক ডিজাইন, ব্রড ফিল্ড ডিজাইন (Subject Design, Discipline Design, Correlation Design, Broadfield Design) ইত্যাদি।

২. শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক মডেল (Student Centred model) :

শিশুকেন্দ্রিক বা শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক ডিজাইন অথবা মডেলের প্রধান প্রবক্তা হলেন রুশো, পেস্টালজি, জন ডিউই, এবং ফ্রয়েবেল। শিক্ষার্থীর চাহিদা এবং আগ্রহের উপর ভিত্তি করেই এই মডেলটি গড়ে উঠেছে। এখানে শিক্ষার্থীকে একজন সক্রিয় ব্যক্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়, যে তার নিজের পরিবেশের সঙ্গে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক অথবা শিশুকেন্দ্রিক মডেল বা ডিজাইনের অন্তর্ভুক্ত দুটি মডেল হল- অভিজ্ঞতা ভিত্তিক ডিজাইন এবং মানবিক ডিজাইন (Experience Centred design and Humanistic design)। ব্যক্তির নিজের সম্পর্কে ধারণা এবং আন্ত:ব্যক্তিগত দক্ষতা বিকাশের জন্য সমগ্র মানুষটির চিন্তা, অনুভূতি এবং কাজের মধ্যে সমন্বয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়। এই মডেলে জ্ঞানমূলক, বোধমূলক এবং সঞ্চালনমূলক ক্ষেত্রগুলির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের কথা বলা হয়েছে এবং এটি যাতে পাঠক্রমের মাধ্যমেই করা হয় তার উপরও জোর দেওয়া হয়েছে।

৩. সমালোচনামূলক মডেল (Critical Model) :

পাঠক্রমের সমালোচনামূলক মডেলের মূল প্রবক্তা ছিলেন Paulo Freire। তিনি ১৯৮৫ সালে এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তন করেন। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষাকে মূল্যবোধভিত্তিক বলে মনে করা হয়। Paulo Freireর তত্ত্ব এবং পাঠক্রমে সমালোচনামূলক চিন্তন, ডায়লগ এবং আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক আদর্শ

বিকাশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি মনে করতেন এইভাবেই ব্যক্তি সামাজিক সমালোচনা ভিত্তিক সচেতনতার দিকে এগিয়ে যাবে। সমালোচনামূলক পাঠক্রম বিকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষকেরা সবচেয়ে প্রথমে শিক্ষার্থীর জীবনে কোন্ কোন্ বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ তা জেনে নেবেন কথাবার্তা এবং সক্রিয় শ্রবণের (conversation and listening) মাধ্যমে।

শিক্ষার্থীরা শিখনে অংশগ্রহণ করে একজন সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। শিক্ষণ শিখন প্রক্রিয়া চলাকালীন শিক্ষার্থীরা এমন মানুষকে পর্যবেক্ষণ করে, যার ক্ষমতা আছে এবং অন্যদের জীবনে এই ক্ষমতার কি প্রভাব, তারা বুঝতে পারে; এর ফলস্বরূপ শিক্ষার্থীরা তাদের জ্ঞান নির্মাণ করতে সমর্থ্য হয়। এইভাবে যে জ্ঞান অর্জন হয় তা স্থির (fixed) এবং এই জ্ঞান অর্জিত হয় শিক্ষার্থীদের নিজেদের দলে, পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে এবং শিক্ষকদের সঙ্গে মিশস্ক্রিয়ার মাধ্যমে। সুতরাং আগে থেকে নির্মিত জ্ঞান নয় বরং বলা যায় জ্ঞানের নির্মাণ হয় এই পর্যায়ে ।

৪. কাঠামোভিত্তিক মডেল (Structural Model):

এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী প্রতিটি শৃঙ্খলা বা বিষয়ের একটি মৌলিক কাঠামো আছে, যা পাঠক্রমের বিষয়বস্তু সংগঠনের ক্ষেত্রে এবং পাঠক্রমের বিভিন্ন উপাদানগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়। প্রতিটি পাঠক্রমে সেই নির্দিষ্ট বিষয়টির প্রতিফলন কাঠামোয় থাকা প্রয়োজন, এবং এই কাঠামোটি সম্পর্কে সঠিক ধারণা গঠন করতে পারলে শিক্ষার্থীরা নতুন ধারণা, চিন্তা এবং অন্তর্দৃষ্টি নির্মাণ করতে পারবে এবং তাদের নিজের ভাষায় তা প্রকাশও করতে পারবে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে কাঠামোই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্রে এই কাঠামোর ভিত্তিতে আগে থেকেই বিভিন্ন গ্রেড নির্ণয় করা যায়। বিভিন্ন বিষয়ের উপর পাণ্ডিত্য অর্জন এই দৃষ্টিভঙ্গির মূল বিষয়। এই কাঠামোই এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান বিষয়, শিক্ষার্থীর চাহিদা, আগ্রহ এবং মনোভাব এই ক্ষেত্রে নগণ্য বলে মনে করা হয়।

পাঠক্রম ডিজাইন বা মডেলের প্রধান চারটি শ্রেণী এখানে আলোচনা করা হলো। এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলির ভিত্তিতে তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পাঠক্রম বিকাশের মডেল এর পরের অংশে আলোচনা করা হবে।

পাঠক্রম বিকাশ সংক্রান্ত টাইলারের মডেল (Tylerós Model of Curriculum Development):

Ralph Tyler ১৯০২-১৯৯৪ সালের মধ্যে ৭০০ এর বেশি প্রবন্ধ এবং ১৬ টি বই প্রকাশ করেন। টাইলার বলেছিলেন পাঠক্রম হবে গতিশীল এবং এটি এমন একটি প্রোগ্রাম যার ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং পুনর্মারজন প্রয়োজন। টাইলারের পূর্বসূরীরা বিশ্বাস করতেন পাঠক্রম একটি পূর্বনির্ধারিত প্রোগ্রাম এবং এর মূল বিষয় হলো শিক্ষার্থীর পরীক্ষা। টাইলার সর্বপ্রথম এই অভিনব ধারণাটি শিক্ষক এবং প্রশাসকদের কাছে তুলে ধরেন এবং তিনি বলেন শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের পরিকল্পনা প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে অনেক সময় দেওয়া উচিত। Ralph Tyler এর উদ্দেশ্য অথবা যৌক্তিক পরিকল্পনার মডেল (Objective or Rational Planning Model) কে উদ্দেশ্যভিত্তিক মডেল বলা হয়। তার কারণ হলো এই মডেলটির একেবারে শুরুতেই থাকে উদ্দেশ্য এবং এই মডেলএ পাঠক্রম প্রস্তুতকারীদের কি করা উচিত সে সম্পর্কেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

টাইলার প্রস্তাব করেছিলেন যে পাঠক্রম প্রস্তুতকারীরা সাধারণ উদ্দেশ্যগুলি চিহ্নিত করবেন তিনটি মূল উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে। এই তিনটি উৎস হলো শিক্ষার্থী, বিষয়বস্তু এবং বিদ্যালয়ের বাইরের গতানুগতিক জীবন Slearners, subject matter and the contemporary life outside the schoolV। এই উদ্দেশ্যগুলি চিহ্নিতকরণের পর পাঠক্রম নির্মাতারা মূলত দুটি মানদন্ডের নিরিখে চিহ্নিত উদ্দেশ্যগুলিকে পরীক্ষা করে দেখবেন এইগুলি হল দার্শনিক মানদণ্ড এবং মনোবৈজ্ঞানিক মানদণ্ড (philosophical and psychological screens)।

টাইলারের পাঠক্রম বিকাশের মডেলটিতে চারটি মূল প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

১. শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? অথবা বিদ্যালয় কোন শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য অর্জন করতে চায়? এই প্রশ্নটি উদ্দেশ্য নির্ধারণের সঙ্গে যুক্ত। শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য তাদের পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন এবং যার ভিত্তিতেই শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয়। দর্শন এবং বিদ্যালয়ের বাইরে গতানুগতিক জীবন থেকে উদ্দেশ্য নির্বাচন করার যায়। শিখনের মনোবিদ্যা এবং শিক্ষার্থীদের শিখন অভিজ্ঞতা এই দুটি উদ্দেশ্য নির্বাচনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দুটি উৎস। প্রগতিবাদীরা উদ্দেশ্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর প্রকৃতিকে বোঝা এবং শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্য এবং আগ্রহকে জানার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। শিক্ষার্থী সাধারণত যেই সমস্যাগুলির সম্মুখীন হয়, পাঠক্রম পরিকল্পনাকারীরা উদ্দেশ্য নির্বাচনের সময় এই সমস্যাগুলির কথা মনে রাখবেন। বিষয় বিশেষজ্ঞগণ এবং শিক্ষকেরাও উদ্দেশ্য নির্বাচনের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হতে পারেন।

২. উদ্দেশ্য নির্বাচনের পর যে প্রশ্নটি স্বভাবত উঠে আসে তা হল -কিভাবে শিখন অভিজ্ঞতা নির্বাচন করা হবে? কোন অভিজ্ঞতাগুলি নির্বাচিত উদ্দেশ্য পূরণে সবচেয়ে বেশি কার্যকরী হবে বা কোন্ শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা এই উদ্দেশ্যগুলি পূরণে সমর্থ্য হবে? এই প্রশ্ন দ্বারা নির্ধারিত হয় কোন্ নির্দেশমূলক পদ্ধতি এবং বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন যাতে পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্যগুলি অর্জন করা যায়। শিখন অভিজ্ঞতার ধারণাটি স্পষ্ট করে বোঝা প্রয়োজন যাতে শিখন অভিজ্ঞতা নির্বাচনের সাধারণ নীতিগুলি বোঝা যায়। সামগ্রিকভাবে এই সমস্ত উপাদানগুলি অভিজ্ঞতা নির্বাচনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়।

   টাইলার তার পরামর্শদাতা জন ডিউইর মত একইভাবে বিশ্বাস করতেন শিক্ষার্থীরা শেখে অন্বেষণ এবং অনুসন্ধানের মাধ্যমে। তাই শিক্ষকের কাজ হল শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে পারিপার্শ্বিক পৃথিবীকে জানার এবং আবিষ্কার করার ক্ষেত্রে উৎসাহ দেওয়া।

৩. কার্যকরী নির্দেশদানের জন্য কিভাবে এই অভিজ্ঞতাগুলিকে কার্যকরী রূপে সংঘটিত করা যায়? এই প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ তার কারণ এই প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষণ অভিজ্ঞতার সুসংগঠনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে যা শিক্ষার্থী এবং পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্য দুটি ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। টাইলারের মডেলের কেন্দ্রীয় ধারণাটি হল কিভাবে শিখন কার্যাবলীগুলি কার্যকরী রূপে সংঘটিত করা যাবে। যত শিখন অভিজ্ঞতা মূর্ত (concrete) হবে, ততই শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বিষয়বস্তুর সঙ্গে অর্থপূর্ণভাবে সংযুক্ত করা যাবে। শিখন অভিজ্ঞতাগুলিকে তিনটি মূল মানদন্ড অনুযায়ী সংগঠিত করা হয় এগুলি হল ধারাবাহিকতা ক্রমানুসারে সাজানো এবং সমন্বয়। (Continuity, Sequence and

Integration)। সুতরাং সংগঠনের অর্থ, কার্যকরী সংগঠনের শর্ত, কোন্ উপাদানগুলির সংগঠন প্রয়োজন, সংগঠনের নীতি এবং একটি একককে সংগঠিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ইত্যাদি সমস্ত উপাদানগুলি কার্যকরী শিখন অভিজ্ঞতা সংগঠনের জন্য প্রয়োজন।

৪. উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে কিনা তা একজন কিভাবে নির্ধারণ করবে? অথবা শিখন অভিজ্ঞতার কার্যকারিতার মূল্যায়ন কিভাবে সম্ভব? এই প্রশ্নের গুরুত্ব হল নির্মিত পাঠক্রম প্রোগ্রামটির পরিমাপ এবং মূল্যায়ন। টাইলারের মডেল অনুযায়ী মূল্যায়ন প্রক্রিয়াটি খুব সরল নয় এবং এটি শুরু হয় শিক্ষা কোর্সটির উদ্দেশ্য নির্ধারণের স্তর থেকে। সুতরাং মূল্যায়ন প্রক্রিয়া বলতে বোঝায় শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য বাস্তবে কতখানি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে তার মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। মূল্যায়ন পদ্ধতি, মূল্যায়নের ফলাফল, মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার গুরুত্ব এবং মূল্য, মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি সবকটি উপাদানই শিখন অভিজ্ঞতার মূল্যায়নের ক্ষেত্রে জরুরী।

টাইলারের মডেল (Tyler's Model)

টাইলারের উদ্দেশ্যভিত্তিক মডেল (Tyler's Objectives Based Model)

উদ্দেশ্য (objectives)	নির্দিষ্ট শিক্ষাদর্শন অনুযায়ী প্রোগ্রামটির লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য উল্লেখ করা
⇩	
বিষয়বস্তু (content)	শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য অর্জনের উপযোগী বিষয় অথবা বিষয়বস্তু নির্বাচন
⇩	
পদ্ধতি (method)	বর্তমান প্রেক্ষাপট এবং বিষয়বস্তুর নিরিখে পদ্ধতির সংগঠন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ
⇩	
মূল্যায়ন (evaluation)	নির্দিষ্ট পদ্ধতি নির্ধারণ যার দ্বারা পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্যের মূল্যায়ন সম্ভব

টাইলারের মডেলের গুরুত্ব (Importance of Tyler Model):

- টাইলারের পাঠক্রম এবং নির্দেশদানের মডেলটির মূল নীতিগুলি যারা পাঠক্রম নির্মাণ করবেন তাদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি
- টাইলারের বিভিন্ন প্রবন্ধ থেকে জানা যায় কিভাবে শিক্ষাবিদগণ সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পাঠক্রম পরিকল্পনা করবেন, অগ্রগতি সম্পর্কে জানবেন এবং প্রয়োজনে পৃথক উপকরণ ব্যবহার করবেন ।
- কিভাবে শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য নির্মাণ করতে হয় পাঠকেরা সেই সম্পর্কে উপযুক্ত জ্ঞান অর্জন করবেন। তারা আরও শিখবেন কিভাবে তাদের পরিকল্পনার পরিবর্তন এবং বিশ্লেষণ করে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারবেন।
- তিনি ব্যাখ্যা করেছেন - পাঠক্রম পরিকল্পনা একটি ধারাবাহিক, চক্রাকার পদ্ধতি (continuous cyclical process) এবং শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ যা বিভিন্ন সময়ে পরিমার্জিত হয়।

- টাইলার চিন্তাশীল মূল্যায়ন, পাঠক্রমের মূলনীতি, প্রাসঙ্গিক নির্দেশদান ইত্যাদির উপর জোর দিয়েছিলেন তা বিগত প্রায় ৭০ বছর ধরে গুরুত্ব বজায় রেখে চলেছে।
- টাইলারের দেওয়া সুপারিশগুলি শিক্ষাবিদদের কাছে প্রত্যক্ষ, গুরুত্বপূর্ণ এবং কার্যকরী উপকরণ হিসেবে গৃহীত। এই শিক্ষাবিদগন পাঠক্রম নির্মাণ করবেন এবং ব্যক্তি শিক্ষার্থীর চাহিদার সঙ্গে জাতীয় স্তরের উদ্দেশ্যে মেলবন্ধন ঘটাবেন।

টাইলারের পাঠক্রম বিকাশের মডেলটি এখনো পর্যন্ত সর্বোত্তম মডেল হিসেবে গৃহীত। এই মডেলের শক্তির দিকগুলি এখানে আলোচিত হলো-

টাইলারের মডেলের বিভিন্ন শক্তির দিক (Some major trends of Tylerós model)

১. এই মডেলটি শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে।

২. উদ্দেশ্যগুলি স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করা হয় এবং উদ্দেশ্যগুলির ভিত্তিতেই শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য তৈরি হয়।

৩. এই মডেলে একটি সরল রৈখিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহৃত হয় যেটি আচরনমূলক উদ্দেশ্যের বিকাশ প্রক্রিয়ায় সহায়ক।

৪. বিশেষ মনোযোগী হয়ে প্রতিটি স্তর বা পর্যায়ের পরিকল্পনা করা হয়।

৫. এই মডেলটির আরেকটি ধনাত্মক দিক হলো এটি সাধারণ থেকে নির্দিষ্টের (general to specific) প্রতি অগ্রসর হয় তাই এই পদ্ধতিটি অবরোহী (deductive)।

টাইলারের মডেলের সমালোচনা

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে টাইলারের মডেলটি সমালোচিত হয়েছে-

১. এই মডেলের উদ্দেশ্যগুলি সংকীর্ণ অর্থে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

২. আচরনমূলক উদ্দেশ্য গঠনের প্রক্রিয়াটি কঠিন এবং সময় সাপেক্ষ।

৩. শিক্ষার্থীদের জন্য কিছু নির্দিষ্ট জ্ঞান ও দক্ষতার মধ্যেই পাঠক্রমটি সংকুচিত এবং সীমাবদ্ধ।

৪. সমালোচনামূলক চিন্তন সমস্যা সমাধান এবং মূল্যবোধ অর্জনের প্রক্রিয়ার (Critical Thinking, Problem Solving and Value Acquiring Processes) মত উচ্চ স্তরের উদ্দেশ্য আচরনমূলক উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা অত্যন্ত কঠিন।

৫. শিখন অভিজ্ঞতাগুলি এতটাই ব্যক্তিভিত্তিক যে শিক্ষকের পক্ষে সর্বোত্তম এবং কার্যকরী শিখন অভিজ্ঞতাটি নির্বাচন প্রায় অসম্ভব।

৬. শিক্ষক পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শিখন অভিজ্ঞতা নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টা করতে পারেন যার ফলে বাঞ্ছিত শিখন ফলাফল অর্জনের জন্য উদ্দীপকমূলক পরিস্থিতি তৈরি হয় কিন্তু তাতে স্বতঃস্ফূর্ততা থাকে না।

হিল্ডা টাবা মডেল (Hilda Taba Model):

হিল্ডা টাবা ছিলেন একজন স্থপতি, পাঠ্যক্রম তাত্ত্বিক, পাঠক্রম সংস্কারক এবং শিক্ষক প্রশিক্ষক (Architect, Curriculum Theorist, Curriculum Reformer and a Teacher Educator). টাবা ছিলেন জন ডিউই র ছাত্রী। তিনি ১৯৬২ সালে একটি বই লিখেছিলেন Curriculum Development- Theory and Practice। যা পাঠক্রম চর্চার ক্ষেত্রে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

পাঠক্রম বিকাশ বলতে বোঝায় পরিকল্পনা প্রয়োগ এবং পাঠক্রম মূল্যায়নের এমন একটি প্রক্রিয়া যার ফলস্বরূপ সম্পূর্ণ পাঠক্রম পরিকল্পনা পাওয়া যায়।

এই তত্ত্বটি উচ্চস্তরের অপসারী চিন্তনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। হিল্ডা টাবা বিশ্বাস করতেন যে অপসারী চিন্তনে যে দক্ষতা প্রয়োজন হয় শিক্ষার্থীদের সেইগুলি শেখানো এবং চর্চা করা প্রয়োজন।

পাঠক্রম বিকাশে টাবার দার্শনিক ধারণা STabaós Philosophical Ideas on Curriculum Development):

- টাবা বিশ্বাস করতেন যে মানুষের সামাজিকীকরণের মতো সামাজিক প্রক্রিয়াগুলি সরল রৈখিক নয়। তাই শুধুমাত্র রৈখিক পরিকল্পনা দ্বারা এই মডেল তৈরি করা সম্ভব নয়।
- তিনি বিশ্বাস করতেন না শিখন এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশ দুটি একমুখী প্রক্রিয়া। শিক্ষামূলক লক্ষ্যের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলির চিহ্নিতকরণ হয় যা একটি আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- পাঠক্রমের নির্মাণ কোন স্বল্পকালীন প্রয়াস নয় বরং এটি একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া যার জন্য ধারাবাহিকভাবে পুনর্মারজন এবং পুনর্গঠন প্রয়োজন।
- নতুন পাঠ্যক্রম অথবা প্রোগ্রাম অনেক বেশি কার্যকরী রূপে বিকাশ করা যায় যদি গণতান্ত্রিক নির্দেশনা এবং কাজের বন্টনের নীতি অনুসরণ করা যায়। এইক্ষেত্রে যোগ্যতার উপর বেশি জোর দেওয়া উচিত প্রশাসনিক ব্যবস্থার তুলনায়।
- টাবার মডেলের কিছু বৈশিষ্ট্য (Some features of Tabaós model)
- টাবার মডেলটি অপসারী দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীর চাহিদা সম্পর্কে সচেতন সুতরাং তারা পাঠক্রম বিকাশের দায়িত্বে থাকবেন। তাই শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গি বা প্রেক্ষাপট টাবার মডেলের মূল ভিত্তি।

এই দৃষ্টিভঙ্গিটি মূলত তৃণমূল দৃষ্টিভঙ্গি (Grassroot approach)।

এই দৃষ্টিভঙ্গির মূল ধারণাটি শিক্ষার্থীর চাহিদার ওপর জোর দেয় এবং পাঠক্রম বিকাশ প্রক্রিয়ায় এটি সবচেয়ে আগে বিবেচ্য বিষয়।

টাবা বিশ্বাস করতে যে পাঠক্রম শিক্ষকদের দ্বারা নির্মিত হওয়া প্রয়োজন। অন্য কোন উচ্চ পদাধিকারী এই কাজে সফল হবেন না। তিনি অনুভব করেছিলেন যে শিক্ষকেরাই তাদের শিক্ষার্থীদের জন্য একমাত্র

নির্দিষ্ট শিক্ষণ শিখন এককের নির্মাণ করতে পারেন তাদের নিজেদের বিদ্যালয়ে। পাঠক্রমের এই দৃষ্টিভঙ্গিটি অপসারী। অপসারী দৃষ্টিভঙ্গিতে পাঠক্রম কর্মীরা নির্দিষ্ট কিছু উপাদান নিয়ে কাজ শুরু করে ধীরে ধীরে একটি সাধারণ পাঠক্রমের ডিজাইন নির্মাণ করেন, যা টাইলারের গতানুগতিক অবরোহী চিন্তনের বিরুদ্ধে । টাইলার ছিলেন পাঠক্রম বিকাশের ক্ষেত্রে অবরোহ দৃষ্টিভঙ্গির স্বপক্ষে। তাই তিনি সাধারণ ডিজাইন থেকে শুরু করে কাজের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট উপাদানে পরিণত করেছিলেন।

পাঠক্রম বিকাশের হিল্ডা টাবার মডেলটিতে সাতটি স্তরের কথা বলা হয়েছে। টাবা তার মডেলএ সাতটি স্তরকে নির্দিষ্ট একটি ক্রমে উপস্থাপন করেছেন।

Taba model of Curriculum development (Taba, 1962)

Various stages Tabaós Curriculum Development Model

প্রথম স্তর :চাহিদা নির্ণয় (Diagnosis of Needs)

⇩

দ্বিতীয় স্তর: উদ্দেশ্য নির্ধারণ (formulation of objectives)

⇩

তৃতীয় স্তর: বিষয়বস্তু নির্বাচন (selection of content)

⇩

চতুর্থ স্তর: বিষয়বস্তু সংগঠন (organisation of content)

⇩

পঞ্চম স্তর: শিখন অভিজ্ঞতা নির্বাচন (selection of learning experiences)

⇩

ষষ্ঠ স্তর: শিখন অভিজ্ঞতা সংগঠন (organisation of learning experiences)

⇩

সপ্তম স্তর: কি মূল্যায়ন করতে হবে তা নির্ধারণ করা এবং কিভাবে মূল্যায়ন করতে হবে তার স্থির করা

(determination of work to evaluate and ways and means of doing it)

প্রথম স্তর :চাহিদা নির্ণয় (Diagnosis of needs)

এই স্তরে শিক্ষার্থীর চাহিদা এবং বৃহত্তর সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি নির্ণয় করা হয়। শিক্ষার্থীর চাহিদা নির্ণয় করা হয় পারদর্শিতার নির্ণয় এবং পাঠক্রমের সমস্যা নির্ণয় দ্বারা। এই নির্ণয় পদ্ধতিটি নিয়মমাফিক করা প্রয়োজন। একদম শুরুতেই সমস্যা চিহ্নিতকরণ এরপর চিহ্নিত সমস্যাটি বিশ্লেষণ।

এরপরে যথাক্রমে আসে হাইপোথিসিস নির্মাণ এবং পরীক্ষণের জন্য তথ্য সংগ্রহ করা ।

দ্বিতীয় স্তর: উদ্দেশ্য নির্ধারণ (Formulation of objectives)

শিখন উদ্দেশ্য শিক্ষার উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়, যা এখানে উল্লেখ করা হলো।

- উপস্থিত জ্ঞানের সঙ্গে নতুন অর্জিত জ্ঞান যোগ করা।
- শিক্ষার্থীদের তাদের দক্ষতা অর্জন করার সুযোগ করে দেওয়া।
- নির্দিষ্ট কিছু বোধগম্যতা, অন্তর্দৃষ্টি এবং উপলব্ধির বিকাশ।
- শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্যকর এবং সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ।

এই শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যগুলি অত্যন্ত জরুরী কারণ এর মাধ্যমে সংস্কৃতি সঞ্চালিত হয় এবং সমাজের কোনো নির্মাণ ঘটে। যার মাধ্যমেই ব্যক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ সম্ভব। উদ্দেশ্য নির্মাণের ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয় এইগুলি হলে উদ্দেশ্য হবে কার্যকরী, স্পষ্ট এবং মুর্ত। উদ্দেশ্যের পরিধি হবে বিস্তৃত এবং বাস্তবে অর্জনযোগ্য।

তৃতীয় স্তর: বিষয়বস্তু নির্বাচন (Selection of content)

বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হবে যুক্তিপূর্ণ উপায়ে। বিষয়বস্তুর প্রকৃতি হবে গুরুত্বপূর্ণ যথার্থ এবং সমাজের বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। শিক্ষার্থীদের চাহিদা এবং আগ্রহের সঙ্গে যথোপযুক্ত কিনা সেটি দেখে নিতে হবে। প্রতিটি স্তরের বিষয়বস্তুর মধ্যে পরিষ্কার পার্থক্য থাকা প্রয়োজন।

চতুর্থ স্তর: বিষয়বস্তু সংগঠন (Organisation of content)

বিষয়বস্তু সংগঠিত করতে হবে ক্রমানুসারে সাজানোর নীতির ভিত্তিতে। শিক্ষক বিষয়বস্তু শুধু নির্বাচন করবেন তা নয় নির্বাচিত বিষয়বস্তুগুলিকে একটি নির্দিষ্ট ক্রমে সংগঠিত করবেন। এই সংগঠনের সময় শিক্ষার্থীদের পরিণমন, তাদের শিক্ষামূলক পারদর্শিতা এবং তাদের আগ্রহ সম্পর্কে শিক্ষক ওয়াকিবহাল থাকবেন। বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপিত হবে এবং শিক্ষার্থীরাও সক্রিয়ভাবে যুক্ত হবে। এই স্তরে শিক্ষক নির্দেশমূলক পদ্ধতি নির্বাচন করবেন যা শিক্ষার্থীদেরকে বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করতে সাহায্য করবে।

পঞ্চম স্তর: শিখন অভিজ্ঞতা নির্বাচন (Selection of learning experiences)

শিখনের নীতিগুলি এই স্তরে প্রয়োগ করা হয়। কোন্ কোন্ শিক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে? বক্তৃতাদান পদ্ধতি ব্যবহার করার সময় শিক্ষক প্রশ্নকরণ এবং আলোচনার মাধ্যমে সক্রিয় থাকবেন। এই স্তের এ নির্ধারিত হয় যে শিক্ষার্থীদের শিখনের যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয়েছে কিনা এবং শিক্ষার্থীরা সেই সুযোগগুলি তাদের বাস্তব সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যবহার করছে কিনা। শিক্ষার্থীরা যে শুধুমাত্র প্রকল্প তৈরীর ক্ষেত্রে শিখন অভিজ্ঞতা ব্যবহার করবে তা নয়।

ষষ্ঠ স্তর: শিখন অভিজ্ঞতা সংগঠন (Organisation of learning experiences)

শিখন অভিজ্ঞতাগুলি নির্বাচনের পরে শিক্ষকের উচিত নির্বাচিত শিখন অভিজ্ঞতাগুলিকে সংগঠিত

করা যাতে শিক্ষার্থীদের সামনে সেগুলি আরো কার্যকরী উপায়ে উপস্থাপিত করা যায়।

সপ্তম স্তর: কি মূল্যায়ন করতে হবে তা নির্ধারণ করা এবং কিভাবে মূল্যায়ন করতে হবে তার স্থির করা (Determination of work to evaluate and ways and means of doing it)

এই পর্যায়ে মূল্যায়নের জন্য পরিকল্পনা করা হয়। পাঠক্রম প্রয়োগকারী অথবা শিক্ষকেরা মূল্যায়ন করেন, তারা দেখেন পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যগুলি শিক্ষার্থীরা অর্জন করতে সফল হয়েছে কিনা। শিখনের গুণগতমান মূল্যায়ন করা হয় এবং দেখা হয় যাতে পাঠক্রমের সংগঠন শিক্ষার্থীদের এমন কিছু সুযোগ-সুবিধে দিতে পারে যাতে তারা তাদের লক্ষ্যে স্বাধীনভাবে পৌঁছতে পারে।

টাবা বিশ্বাস করতেন পাঠক্রম বিকাশের একটি তত্ত্ব বিবর্তনের জন্য প্রয়োজন একটি সংস্কৃতি এবং সমাজের চাহিদা এবং প্রয়োজনীয়তাগুলি বুঝিয়ে দেওয়া। যা বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ দুই প্রজন্মের জন্যই এটি দরকার। পাঠক্রম হলো একটি পথ যা অনুসরণ করলে যুবসমাজ তার সংস্কৃতি সম্পর্কে অবহিত হয়।

টাবার মডেলের প্রয়োগ (Applications of Tabaós Model):

বেশিরভাগ পাঠক্রমের ডিজাইনে বর্তমানে এই মডেলটির ব্যবহার করা হয়। টাবার তৃণমূল মডেলটিতে (grassroot model) নানা স্তরের মানুষকে ব্যাপক হারে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়েছে মূলত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য। শিক্ষার্থীর চাহিদা চিহ্নিতকরণ, উদ্দেশ্য নির্মাণ, নির্দেশমূলক পদ্ধতির নির্বাচন ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই মডেলটির ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। শিখন অভিজ্ঞতা সংগঠিত করা হয় এবং মূল্যায়নও করা হয় এই মডেলের সহায়তায়।

গুরুত্ব:

১. শুধু পাঠক্রম প্রয়োগের ক্ষেত্রেই শিক্ষকদের ভূমিকা সীমাবদ্ধ নয় বরং শিক্ষক স্বাধীনভাবে পাঠক্রম বিকাশে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

২. শিক্ষকদের কাছে শিক্ষার্থী সম্পর্কে সমস্ত প্রকার তথ্য থাকে সুতরাং শিক্ষার্থীদের শিখন আরো উন্নত করার প্রচেষ্টা শিক্ষক করে থাকেন।

৩. এই মডেলে উদ্দেশ্যগুলিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে অন্তর্ভুক্ত করা হয় কারণ উদ্দেশ্যের ওপর নির্ভর করে পাঠক্রমে বিভিন্ন বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত এবং বর্জন করা হয়।

টাবার মডেলের কিছু সীমাবদ্ধতা (Some criticisms of Tabaωs Model):

১. এই মডেল প্রয়োগের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদের গণতান্ত্রিকতার ধারণা থাকা প্রয়োজন। এটি একটি বিশেষ প্রক্রিয়া তাই এই মডেলটিকে খুব সরল বলে আখ্যা দেওয়া যায় না।

২. বিষয়বস্তু, কার্যাবলী, শিক্ষণ পদ্ধতি এবং মূল্যায়ন এই সমস্ত ধারণাগুলির মধ্যে সংযোগ সবসময় শিক্ষকদের কাছেও বোধগম্য হয় না।

৩. এই মডেলটির আরেকটি বিশেষ প্রয়োজনীয়তা হল প্রয়োজনীয় সমস্ত সম্পদ প্রস্তুত রাখতে হবে।

৪. নতুন যারা শিক্ষকতা পেশায় আসেন তাদের প্রশিক্ষণ দরকার এই পদ্ধতিটি ব্যবহারের জন্য। এই পরিকল্পনাটির যেহেতু কিছু সময় পরপর পুনর্মারজন হয়, শিক্ষকদের এই প্রসঙ্গেও সহায়তা প্রয়োজন।

৫. এই মডেলে যেহেতু অংশগ্রহণকারী গণতান্ত্রিকতার ধারণাটি ব্যবহার করা হয়েছে তাই এটি একটি জটিল, প্রযুক্তি নির্ভর এবং বিশেষ প্রক্রিয়া যা পাঠক্রমকে কার্যকরী করে তোলার ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করে।

৬. এই মডেলে বিশ্বাস করা হয় যে শিক্ষকদের পর্যাপ্ত সময় এবং পাণ্ডিত্য আছে যাতে তারা ব্যাপক হারে পাঠক্রমিক কার্যাবলীর ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে পারে।

টাবা এবং টাইলার এর যুক্তি **(The TabaéôéTyler rationales):**

টাবা এবং টাইলার উভয়ই প্রযুক্তিমূলক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করেন। এই দুটি মডেলের যখন তুলনা করা হয় তখন এটা বোঝা কঠিন হয়ে যায় যে, কে কার থেকে কোন ধারণাটি গ্রহণ করেছেন। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে দুটি পাঠক্রম ডিজাইনের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য বর্তমানে। বর্তমানে গবেষকদের কাছে এই পার্থক্যটি অত্যন্ত অর্থপূর্ণ। আধুনিককালে যারা বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে পাঠক্রম বিকাশের সঙ্গে যুক্ত তাদের সকলের কাছেই এই তথ্যটি গুরুত্বপূর্ণ।

পিঁয়াজের শিখন তত্ত্বে বিকাশ যে ক্রমানুসারে ঘটেছে, সেটিই টাইলার এবং টাবা পাঠক্রমের নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। পাঠক্রমের নীতিগুলি সকল ব্যক্তির জন্যেই সমান। ১৯৬২ সালে টাইলার শিখন অভিজ্ঞতাকে সংগঠিত করার যে পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন তা মূলত পিঁয়াজের জ্ঞানমূলক বিকাশের তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করেই বলেছেন।

ধারাবাহিকতা: পাঠক্রমে বিভিন্ন ধারণা এবং দক্ষতার এমনভাবে পুনরাবৃত্তি ঘটাতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা বারবার এই ধারণাগুলি চর্চা করার সুযোগ পায়।

ক্রম: ধারণাগুলি সম্পর্কে সঠিক ধারণা অর্জনের ক্ষেত্রে একটি ক্রম অনুসরণ করা হবে যাতে, বর্তমান শিখন পরবর্তী শিখনে সহায়তা করে।

সমন্বয়: পাঠক্রমের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অনুভূমিক রূপে সম্পর্কযুক্ত করতে হবে; যাতে বিভিন্ন উপাদানের ভিত্তিতে সামগ্রিক রূপটি চেনা যায়। একটি বিষয়ের বিভিন্ন ধারণার বিকাশ এমনভাবে করতে হবে যাতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গেও সম্পর্কটি বোঝা যায়।

টাবা পিঁয়াজের জ্ঞানমূলক বিকাশের চারটি স্তরের পর্যালোচনা করেছেন এবং এই বিকাশের স্তরগুলির প্রভাব বুদ্ধি এবং মানসিক বিকাশের উপর কতখানি তা বিশ্লেষণ করেছেন। জটিল ধারণা এবং বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের বিকাশমূলক স্তর অনুযায়ী সাজানোর কথা বলেছেন। টাবা পিঁয়াজের বিভিন্ন জ্ঞানমূলক প্রক্রিয়া যেমন assimilation, accommodation and equilibration ইত্যাদি গ্রহণ করেছেন । টাবা বলেছেন উপস্থিত অভিজ্ঞতাগুলি এমনভাবে সংগঠিত করতে হবে যাতে বর্তমান ধারণার সঙ্গে নতুন ধারণা অন্তর্ভুক্ত করে, ধারণাগুলির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে, ধারণাগুলির শ্রেণীকরণ করা যাবে এবং সামঞ্জস্য স্থাপিত হবে।

টাইলারের দৃষ্টিভঙ্গির ধনাত্মক দিক (Points in favour of Tylerós approach):

- এই মডেলটি দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে অবরোহী নীতি অনুসরণ করে।
- প্রশাসকদের দৃষ্টিভঙ্গি বা প্রেক্ষাপট অনুযায়ী যুক্তি দেওয়া হয়ে থাকে।
- বিশ্বাস করা হয় প্রশাসন পাঠক্রম ডিজাইন করবে এবং শিক্ষকেরা সেটি প্রয়োগ করবে।
- এই মডেলে বেশি জোর দেওয়া হয় উদ্দেশ্য, মূল্যায়ন এবং নিয়ন্ত্রণের উপর।
- এই দৃষ্টিভঙ্গিটি বাজারভিত্তিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ত্রুটিহীন, কিন্তু দায়িত্বশীল, সৃজনশীল ব্যক্তি প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে নানা প্রকার চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় কারণ সমাজের পরিস্থিতিও পরিবর্তনশীল।

টাবার দৃষ্টিভঙ্গির ধনাত্মক দিক (Points in favour of Tabaós approach):

- দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে এই মডেলটি অপসারী নীতি অনুসরণ করে।
- শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন দেখা যায়। টাবা বিশ্বাস করেন শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীর চাহিদা সম্পর্কে সচেতন তাই তারাই একমাত্র পাঠক্রমের বিকাশ এবং প্রয়োগের জন্য দায়িত্ব নিতে পারেন।
- এই ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য দিয়ে প্রক্রিয়াটি শুরু হয় না কারণ তিনি বিশ্বাস করেন প্রাথমিকভাবে একটি সমাজের শিক্ষার চাহিদা সম্পর্কে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।
- টাবার মডেলে বিষয়বস্তু নির্বাচন এবং সংগঠনের উপর মনোযোগ দেওয়া হয়েছে এবং শিক্ষার্থীরা যাতে বোধগম্যতার সঙ্গে শিখনের সুযোগ পায়, সেই কথাও বলা হয়েছে।

পাঠক্রম বিকাশের ক্ষেত্রে কিলপ্যাট্রিক এর দৃষ্টিভঙ্গি (Kilpatrickós Approach to Curriculum Development):

William H. Kilpatrick (১৮৭১-১৯৬৫), এই সময়ের একটি প্রগতিশীল শিক্ষাবিদ দার্শনিক এবং শিক্ষক। জন ডিউই কাজের তিনি ব্যাখ্যাদান করেছিলেন। একই সঙ্গে তিনি আমেরিকার শিক্ষাবিদদের একাংশের দ্বারা সমালোচিত হয়েছিলেন জনপ্রিয় প্রকল্প পদ্ধতি এবং প্রকল্প ভিত্তিক পাঠক্রমকে রূপদান করার জন্য। কিলপ্যাট্রিক এর মতে পাঠক্রম একটি উদ্দেশ্যমুখী প্রক্রিয়া এবং অবশ্যই শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক। পাঠক্রমের উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর বৃদ্ধি এবং বিকাশ। ব্যক্তিগত পাঠক্রমের ধারণাটির তিনি একজন প্রধান প্রবক্তা যা তিনি প্রকল্প পদ্ধতির শিক্ষক হিসেবেও বলেছেন। প্রকল্প পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করবে। কিলপ্যাট্রিকের প্রভাব আমেরিকার শিক্ষা ব্যবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছাপ ফেলেছিল কারণ তার কার্যকরী শিক্ষণ এবং আকর্ষণীয় বক্তৃতার ক্ষমতা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে প্রগতিশীল শিক্ষার ধারণাটির চর্চা নানাভাবে সমালোচনার শিকার হয়েছিল। মনে করা হয়েছিল প্রগতিশীল পাঠক্রমের কোন দৃঢ়তা নেই। যার ফলে বিশ্বের অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতা করার জন্য শিক্ষার্থীরা শিক্ষামূলকভাবে প্রস্তুত হয় না। কিলপ্যাট্রিক যে প্রগতিশীল বার্তা বারবার দিয়েছেন তা হল বিদ্যালয়গুলির আরো শিশুকেন্দ্রিক, গণতান্ত্রিক এবং সামাজিক হওয়া প্রয়োজন।

এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে প্রকল্প পদ্ধতি কোন কঠোর পদ্ধতি নয় আসলে এটি একটি দর্শন। কিলপ্যাট্রিকের ধারণার প্রতি সমালোচনা বিদ্যালয়ের সংস্কার সংক্রান্ত সাহিত্যে ১৯৮০ এবং ১৯৯০ সালের মধ্যে পাওয়া যায়।

১৯১৮ সালে কিলপ্যাট্রিকের প্রবন্ধ The Project Method 'প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার দর্শনীয় উত্থান শিক্ষার নানা ক্ষেত্রে দেখা যায়। এই প্রবন্ধে কিলপ্যাট্রিক, ডিউইর শিক্ষা দর্শন প্রয়োগের ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলেছেন। ডিউইর আগের কাজ, আগ্রহ, প্রচেষ্টা ইত্যাদির ওপর নির্ভর করেই কিলপ্যাট্রিক ব্যাখ্যা করেন কিভাবে বৌদ্ধিক, দৈহিক এবং মানসিক স্তরগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি উদ্দেশ্যমুখী কাজে কিভাবে শিক্ষার্থীদের নিয়োগ করা যায়। প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'The project method' বইটি শিক্ষাবিদদের মধ্যে বেস্টসেলার হয়ে ওঠে এবং কিলপ্যাট্রিকের একটি পাবলিক এবং জাতীয় কেরিয়ার এর সৃষ্টি হয়।

শিশুকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মিল রেখে প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয় প্রগতিশীল শিক্ষাবিদদের দ্বারা। বিভিন্ন প্রকল্পে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত শিখন, প্রতিফলনমূলক কার্যাবলী এবং শিশুর সামগ্রিক বিকাশ ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। সুতরাং প্রকল্প পদ্ধতি আর কিছু নয়, এটি একটি শিশুকেন্দ্রিক শিখন অভিজ্ঞতার প্রতি ধনাত্মক এবং প্রগতিশীল পদক্ষেপ।

কিলপ্যাট্রিক বিশ্বাস করেন শুধুমাত্র বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জনের মাধ্যমে জ্ঞানমূলক বিকাশ নয় শিক্ষা হলো সামাজিক বিকাশ। তাই কি নিয়ে চিন্তা করবে (what to think) সেটি গুরুত্বপূর্ণ নয় কিভাবে চিন্তা করবে (learning to think) সেটি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠক্রম নির্মাণ করা হবে শুধুমাত্র আংশিক বিষয়বস্তু থেকে নয় বরং সামগ্রিক এবং বাস্তব জীবন পরিস্থিতি থেকে। এইখান থেকেই সমন্বিত পাঠক্রম এবং শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই বিশ্বাস থেকেই কিলপ্যাট্রিক একটি অনন্য শিক্ষণ পদ্ধতি সৃষ্টি করেছিলেন।

কিলপ্যাট্রিকের এই নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঋ। প্রথমত শিক্ষককে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তারা কি করবেন সেই সম্পর্কে। তাদের একটি পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে যার দ্বারা পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্যগুলি অর্জন করা সম্ভব হয়। পর্যবেক্ষণযোগ্য লক্ষ্যগুলি আচরণ অনুসারে প্রকাশ করা এই পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। নির্দিষ্ট কাজটি সম্পন্ন করা হয় পরিকল্পনাটি প্রয়োগের মাধ্যমে। অবশেষে শিক্ষক পরিকল্পনাটির সফলতা বিচার করেন।

কিলপ্যাট্রিক নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষার্থীরা তাদের শিখন প্রক্রিয়ার বিকাশে নেতৃত্ব দেবে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা বিকশিত হবে এবং এইখান থেকেই শিক্ষার্থীরা প্রেষণাও পাবে। এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রগতিশীল দিকটি হল এই পদ্ধতিটিতে ধারাবাহিকভাবে পাঠক্রমের পুনর্মারজন করা হয়। আর এই পুনর্মার্জনের ভিত্তি হল শিক্ষার্থীদের চাহিদা এবং আগ্রহ। পাঠক্রমের বিকাশ যৌথভাবে শিক্ষার্থী দ্বারাই ঘটে থাকে।

প্রাথমিকভাবে প্রায় কুড়ি বছর, এই তত্ত্বটি এর জনপ্রিয়তা বজায় রেখেছিল। পরবর্তীকালে এই

দর্শনটি সমালোচিত হয় কারণ বৃহৎ ব্যবস্থায় এটি প্রয়োগের কিছু সমস্যা তৈরি হয়েছিল। সাম্প্রতিককালে নির্মিতিবাদীরা (constructivists) পিঁয়াজে এবং ভাইগট্‌সকির তত্ত্বগুলি ব্যবহার করে একটি সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থার নির্মাণ করেন। এই নির্দেশদান প্রক্রিয়াটি হল শিক্ষার্থী নির্দেশিত শিখন (student directed learning)। শিক্ষার্থী নির্দেশিত শিখন হল একটি নতুন ধারণা যার দ্বারা শিক্ষার্থীদের সমস্যার সমাধান হবে এবং তারা আধুনিক বিশ্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারদর্শিতার জন্য উদ্যোগী হবে। কিলপ্যাট্রিক এর প্রকল্প পদ্ধতির মত অন্যান্য পদ্ধতিও এই সময় জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

বর্তমানের নির্মিতবাদী শিক্ষাবিদগণ এবং কিলপ্যাট্রিক এর চরম লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থী, যারা সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গিসহ চিন্তা করতে পারে, পরিস্থিতির বিচার করতে পারে এবং গণতান্ত্রিক সমাজে স্বাধীনভাবে সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। একবিংশ শতকে শিক্ষাক্ষেত্রে সফলতার জন্য প্রয়োজন শিক্ষার্থীর মধ্যে এমন ক্ষমতার বিকাশ, যাতে তারা নিজেরাই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে এগিয়ে যেতে পারে। গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক নির্দেশিত শিক্ষা প্রক্রিয়ায় শুধুমাত্র বিষয়বস্তুর আত্তীকরণ অথবা assimilation করা হতো। সৃজনশীলতা এবং চিন্তার ক্ষেত্রে কল্পনাশক্তির বিকাশ বর্তমান বাস্তব পরিস্থিতিতে একান্ত প্রয়োজনীয়, এই পরিপ্রেক্ষিতে কিলপ্যাট্রিকের ধারণা ভীষণভাবে প্রযোজ্য। বর্তমানের পাঠক্রম বিকাশ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে কিলপ্যাট্রিকের ধারণা এবং কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় কিলপ্যাট্রিকের ধারণা এবং কার্যাবলী সময়ের থেকে অনেকটাই এগিয়ে ছিল। যার ফলে সেই সময় তার প্রগতিশীল চিন্তাভাবনা গ্রহণ করার মত প্রস্তুতি মানুষের ছিল না। ব্যক্তিগত পাঠক্রম, ব্যক্তিভিত্তিক নির্দেশদান ইত্যাদি ধারণাগুলি বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রের কিছু গুরুত্বপূর্ণ চর্চিত বিষয়।

সারাংশ (Summary)

এই অংশে আমরা পাঠক্রম ডিজাইনের নানা সংজ্ঞা আলোচনা করেছি। পাঠক্রম ডিজাইনের বিভিন্ন উপাদানগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পাঠক্রমের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। পাঠক্রম বিকাশের বিভিন্ন প্রকার তত্ত্বগুলি বর্ণনা করা হয়েছে একই সঙ্গে পাঠক্রম বিকাশের বিভিন্ন শ্রেণীর মডেল যেমন নির্দেশমূলক, বর্ণনামূলক, সমালোচনামূলক এবং ব্যক্তিগত তথ্য ইত্যাদি মডেলগুলি আলোচিত হয়েছে বিস্তারিতভাবে। এছাড়া টাইলার, টাবা, কিলপ্যাট্রিক এই তিনজনেরই পাঠক্রম বিকাশের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গিগুলি আলোচনা করা হয়েছেজ্জ

৪.৭. আত্ম মূল্যায়নকারী প্রশ্নাবলী (Self assessment questions)

১. পাঠক্রম ডিজাইনের সংজ্ঞা দাও।

২. পাঠক্রম ডিজাইনের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত কর।

৩. পাঠক্রম ডিজাইনের বিভিন্ন ক্ষেত্রেগুলির নাম লেখ।

৪. পাঠক্রম বিকাশের বিভিন্ন প্রকার মডেলগুলির উল্লেখ করো।

৫. পাঠক্রম ডিজাইনের ক্ষেত্রগুলির বিস্তারিত বর্ণনা দাও।
৬. পাঠক্রম ডিজাইনে ক্রমানুসারে সাজানোর প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।
৭. একটি বিস্তৃত পাঠক্রম ডিজাইন তৈরি করার ক্ষেত্রে মূল শর্তগুলি আলোচনা কর।
৮. পাঠক্রম বিকাশের নির্দেশমূলক মডেলটি বর্ণনা কর।
৯. পাঠক্রম বিকাশে বর্ণনামূলক মডেলটির ব্যাখ্যা দাও।
১০. পাঠক্রম বিকাশের সমালোচনামূলক মডেলটির বর্ণনা দাও।
১১. পাঠক্রম বিকাশের ব্যক্তিগত মডেলটি বর্ণনা কর।
১২. কিলপ্যাট্রিকের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকের ভূমিকা আলোচনা কর।
১৩. পাঠক্রম বিকাশের ক্ষেত্রে কিলপ্যাট্রিকের দৃষ্টিভঙ্গিটি বর্ণনা কর।
১৪. পাঠক্রম সম্পর্কে কিলপ্যাট্রিকের মতে শিক্ষার্থীর ভূমিকা আলোচনা কর।

৪.৮. References

Allan C Ornstein— Francis P Hunkins. S2014V. Curriculum - foundations– principles– and issues . Harlow- pearson

Dewey– John S1900V. The school and the society– Chicago- University of Chicago Press.

Feyereisn– K.A.– Fiorino– John– and Nowak– A. S1970V- Supervision and Curriculum Renewal- A System approach– New York- AppletonéôéCentury Crofts.

Francis P. Hunkins S1988V. Curriculum—foundations– Principles– and Issues Prentice Hall– 348 pages.

Francis P. Hunkins S1980V. Curriculum Development- Program Improvement. C.E. Merrill Publishing Company 393 pages.

Goodlad– Maurice N. Richter S1966V.The development of a conceptual system for dealing with problems of curriculum and instruction. ERIC Document Reproduction Service.

Hilda Taba S1962V.The theory of curriculum development- New York - Harcourt– Brace & World.

Oliva– P. S1997V The curriculum- Theoretical dimensions. New York- Longman.

Paulo Freire. S1985V. The Politics of Education- Culture– Power– and Liberation. Greenwood Publishing Group.

Print– M. 1989. Curriculum Development and Design. Sydney- Allen and Unwin.

Rogers C. S1979V. On Becoming éôé Clientéôécentered psychotherapy. Howard Kirschenbaum. Delacorte Press– 444 pages.

Tibble– J. W. S1966V– The Study of Education. London– Routledge & K. Paul— New York.

William Pinar– Madeleine R. Grumet S1976V Toward a Poor Curriculum éôéKendall/ Hunt Publishing Company.

একক ৫ ❑ পাঠক্রম মূল্যায়ন (Curriculum Evaluation)

কাঠামো

৫.১. উদ্দেশ্য (Objectives)

৫.২. ভূমিকা (Introduction)

৫.৩. পাঠক্রম মূল্যায়ন: ধারণা উদ্দেশ্য মাইক্রো ম্যাক্রো স্তর (Curriculum Evaluation-Concept– Objectives in Micro and Macro Level)

৫.৩.১. পাঠক্রম মূল্যায়নের উদ্দেশ্য (Objectives of Curriculum Evaluation)

৫.৩.২. পাঠক্রম মূল্যায়ন সম্পাদনের স্তর (Steps in Conducting Curriculum Evaluation)

৫.৩.৩. মাইক্রো এবং ম্যাক্রো স্তরে পাঠক্রম মূল্যায়ন (Curriculum Evaluation at Micro and Macro Level)

৫.৩.৪. পাঠক্রম মূল্যায়নের বিভিন্ন স্তরের চ্যালেঞ্জ (Some issues and challenges faced in different levels of Curriculum evaluation)

৫.৩.৫. পাঠক্রম মূল্যায়নের গুরুত্ব (Importance of Curriculum Evaluation)

৫.৪. পাঠক্রম মূল্যায়নের উৎস (Sources of Curriculum evaluation)

৫.৫. পাঠক্রম মূল্যায়নের পদ্ধতি (Methods of Curriculum evaluation)

৫.৫.১. পাঠক্রম বিকাশ প্রক্রিয়া চলাকালীন মূল্যায়ন (Evaluation at the time of Curriculum development)

৫.৫.২. পাঠক্রম প্রয়োগ প্রক্রিয়া চলাকালীন মূল্যায়ন (Evaluation at the time of Curriculum implementation)

৫.৫.৩. কার্যকরী পাঠক্রম মূল্যায়নের উপকরণ (Tools for Effective Curriculum Evaluation)

৫.৬. সারাংশ (Summari)

৫.৭. আত্ম মূল্যায়নমূলক প্রশ্নাবলী (Self-Assessment Questions)

৫.৮. গ্রন্থপঞ্জি (References)

৫.১. উদ্দেশ্য (Objectives)

উপএককগুলি পঠনের পর শিক্ষার্থীরা যে কাজগুলি করতে পারবে সেগুলি হল -

- পাঠক্রম মূল্যায়নের সংজ্ঞা দিতে পারবে ।
- পাঠক্রম মূল্যায়নের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করতে পারবে।
- পাঠক্রম মূল্যায়নের বিভিন্ন স্তরে যে চ্যালেঞ্জগুলির সম্মুখীন হতে হয় সেইগুলি আলোচনা করতে পারবে।
- পাঠক্রম মূল্যায়নের উদ্দেশ্যগুলি উল্লেখ করতে পারবে।
- পাঠক্রম মূল্যায়ন সম্পাদন করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে পারবে।
- পাঠক্রম মূল্যায়নের গুরুত্বপূর্ণ উৎসগুলি চিহ্নিত করতে পারবে।
- পাঠক্রম মূল্যায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে শিক্ষার্থীদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- পাঠক্রম মূল্যায়নের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিষয় বিশেষজ্ঞ এবং শিক্ষকদের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে।
- মাইক্রো এবং ম্যাক্রো স্তরে পাঠক্রম মূল্যায়নের গুরুত্ব বিচার করতে পারবে।
- পাঠক্রম মূল্যায়নের প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করতে পারবে।
- পাঠক্রম মূল্যায়নের উপকরণগুলি উল্লেখ করতে পারবে।

৫.২. ভূমিকা (Introduction)

আগের আলোচনায় আমরা পাঠক্রম বিকাশের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলি আলোচনা করেছি। পাঠক্রমের বিভিন্ন তত্ত্ব এবং মডেলগুলি পাঠক্রম বিকাশের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে আমরা জেনেছি। এই এককে আমরা আলোচনা করব পাঠক্রম মূল্যায়নের ধারণা, প্রকৃতি, উদ্দেশ্য, উৎস এবং পদ্ধতি। পাঠক্রমের পরিকাঠামো তৈরি হয় শিক্ষার্থী এবং সমাজের উপর ভিত্তি করে। লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য, বিষয় এবং বিষয়বস্তু নির্বাচন, পরিধি এবং ক্রম, পাঠক্রম সংব্যবহারের পদ্ধতি, শিখন পরিবেশ, মূল্যায়ন ইত্যাদি পাঠক্রম বিকাশের মূল উপাদান। আগের অংশে আমরা পাঠক্রম বিকাশের বিভিন্ন মাত্রাগুলি আলোচনা করেছি। পাঠক্রম সংগঠনের জন্য তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান মাথায় রাখতে হয়। এইগুলি হল সংযোজন, সামঞ্জস্য এবং ধারাবাহিকতা (articulation, balance and continuity) আমরা দেখেছি সংযোজন ঘটে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে এবং বিভিন্ন বিষয়ের আন্ত-সম্পর্কিত পাঠক্রম ডিজাইনের স্তরে। কাঠামো, পরিধি, ক্রম, বিষয়, জীবন অভিজ্ঞতা, সময়, পাঠ্যপুস্তক শিক্ষণ উপকরণ ইত্যাদি প্রয়োগ করা হয় জ্ঞানমূলক, বোধমূলক এবং সঞ্চালনমূলক উদ্দেশ্যের ক্ষেত্র অনুযায়ী। এই প্রক্রিয়া চলাকালীন জ্ঞান এবং শিখন অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। প্রতিটি উপাদানের মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু সম্পর্ক থাকে। বিভিন্ন তত্ত্বের

প্রভাব পঠন পাঠনের অন্তর্ভুক্ত। এই এককে আমরা পাঠক্রম মূল্যায়নের ধারণা, প্রকৃতি, উদ্দেশ্য, উৎস এবং পদ্ধতি আলোচনা করব।। পাঠক্রম মূল্যায়ন মাইক্রো এবং মাইক্রো স্তরে কেমন হবে তাও আলোচনা করব।

৫.৩. পাঠক্রম মূল্যায়ন: ধারণা উদ্দেশ্য মাইক্রো ম্যাক্রো স্তর (Curriculum Evaluation- Concept, Objectives in Micro and Macro Level)

৫.৩.১ পাঠক্রম এবং মূল্যায়নের ধারণা (Concept and Objectives of Curriculum and Evaluation):

মূল্যায়ন বলতে সাধারণত বোঝায় কোন কিছুর মূল্য নিরূপণ করার প্রক্রিয়া। শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যায়ন বলতে বোঝায় পাঠক্রম প্রোগ্রাম, শিক্ষণ পদ্ধতি এবং সাংগঠনিক উপাদানগুলি পরিমাপ সংক্রান্ত প্রক্রিয়া। পাঠক্রম মূল্যায়ন বলতে বোঝায় এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা পাঠক্রমের বিকাশ এবং প্রয়োগ সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার একটি প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হলো পাঠক্রম মূল্যায়ন। পাঠক্রমের নীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলি পাঠক্রম মূল্যায়নের ভিত্তিতেই নেওয়া হয়। পাঠক্রমের ধারাবাহিক সামঞ্জস্য বিধান এবং পাঠক্রম প্রয়োগ প্রক্রিয়ার ফিডব্যাক প্রয়োজন, যা পাঠক্রম মূল্যায়ন দ্বারা পাওয়া যায়। পাঠক্রম মূল্যায়নের লক্ষ্য হলো যে পাঠক্রম প্রয়োগ করা হয়েছে শিক্ষার্থীর শিখন এবং পারদর্শিতার উপর তার প্রভাব পরিমাপ করা। এর ফলে প্রয়োজনে সরকারি পাঠক্রমটির পুনরমার্জনা করা, শিক্ষণ শিখন প্রক্রিয়ারও পর্যালোচনা ইত্যাদি করা যায় শ্রেণীকক্ষের প্রয়োগের আগে। পাঠক্রম মূল্যায়নের আরও একটি লক্ষ্য হলো প্রস্তাবিত পাঠক্রমটি শ্রেণীকক্ষে কতখানি প্রয়োগ করা গেছে এবং শিক্ষার্থীরা কতখানি সুযোগসুবিধা পেয়েছে তা বোঝার চেষ্টা করা। শিক্ষার্থীরা কতটা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে, কিভাবে শিক্ষণ শিখন প্রক্রিয়াটি আরো উন্নত করা যায়, কিভাবে শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকক্ষের কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায় ইত্যাদি ক্ষেত্রে পাঠক্রম মূল্যায়ন সহায়তা করে। এছাড়া পাঠক্রম মূল্যায়ন প্রক্রিয়াটি নানাভাবে শিক্ষণ শিখন ব্যবস্থাকে উন্নত করে থাকে। পাঠক্রম মূল্যায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন, যার মাধ্যমে একটি শিক্ষা প্রোগ্রামের প্রভাব এবং ফলাফল বুঝতে সুবিধা হয়। যেকোনো পাঠক্রমের সফলতা পরিমাপ করার একটি মৌলিক পদ্ধতি হল শিক্ষার্থীদের শিখনের গুণগত মান নির্ণয় করা। শিক্ষার্থীরা পাঠক্রমে উল্লিখিত পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্যগুলি কতখানি অর্জন করতে পেরেছে তার ওপর নির্ভর করে শিক্ষণ পদ্ধতির উন্নয়ন এবং পাঠক্রমের মূল্যায়ন। পাঠক্রম মূল্যায়নের চরম লক্ষ্য হলো পাঠক্রমটি শিক্ষার্থীর শিখনের মানোন্নয়ন করতে পারছে কিনা তা নিশ্চিত করা। শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন থেকেই শিক্ষার্থীর শিখনের মান বোঝা যায়। শিক্ষক কি পড়াচ্ছেন এবং কিভাবে পড়াচ্ছেন তার ওপর শিক্ষার্থীর শিখনের মূল্যায়ন অনেকাংশে নির্ভর করে। তাই পাঠক্রমের বিষয়বস্তুর যথোপযুক্ত প্রয়োগ হচ্ছে কিনা তা জানার একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হল পাঠক্রম মূল্যায়ন। সুতরাং বলা যায় পাঠক্রম মূল্যায়ন হলো একটি প্রচেষ্টা যার দ্বারা পাঠক্রমের কার্যকারিতা, প্রয়োগ এবং শিক্ষামূলক মূল্যবোধ

সম্পর্কে একটি উপযুক্ত ধারণা পাওয়া যায়।

নিচে দেওয়া চিত্রে পাঠক্রমের মূল্যায়ন প্রক্রিয়াটির বিভিন্ন স্তর দেখানো হলো (The stages of Curriculum evaluation process or stated in the figure below):

পাঠক্রম মূল্যায়নের স্তর (Steps of Curriculum evaluation)

1	প্রাথমিক শ্রোতা (পোষক বা সমর্থক, ব্যবস্থাপক, প্রশাসক, বিদ্যালয় প্রধান)চিহ্নিতকরণ (identifying primary audience like sponsors, managers, administrators, School heads)
2	কঠিন বিষয়গুলি(বাঞ্ছিত অথবা প্রত্যাশিত ফলাফল) চিহ্নিতকরণ(identifying critical issues like expected, desired and intended outcomes)
3	তথ্যের উৎস (শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, পাঠক্রম পরিকল্পনাকারী) চিহ্নিতকরণ (identifying different data sources like students, teachers, parents, curriculum planners)
4	পদ্ধতি(আদর্শায়িত অভীক্ষা, চেকলিস্ট, পর্যবেক্ষণ) চিহ্নিতকরণ (identifying techniques like standardised test, checklist, observation for data collection)
5	পরিচিত মান এবং মানদণ্ড চিহ্নিতকরণ (পেশাগত সংগঠন দ্বারা নির্ধারিত মান)(identifying established standard and criteria set by professional organisation)
6	তথ্য বিশ্লেষণের পদ্ধতি চিহ্নিতকরণ (পরিমাণমত এবং গুণগত বিশ্লেষণ, বর্ণনামূলক এবং সিদ্ধান্তমূলক বিশ্লেষণ) (Identifying techniques of data analysis using discriptive and inferential analysis or quantitative and quantitative analysis)
7	মূল্যায়ন রিপোর্ট প্রস্তুতকরণ (লিখিত, মৌখিক, বর্ণনামূলক, গ্রাফিক) (Preparing evaluation report through written, oral, descriptive and graphic modes)
8	উপস্থাপনের পদ্ধতি প্রস্তুতকরণ (মাল্টিমিডিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে উপস্থাপন) (Preparing modes of presentation through using multimedia)

পাঠক্রম মূল্যায়ন প্রক্রিয়া দ্বারা মূলত সরকারের শিক্ষামূলক নীতি রূপান্তরিত হয় শিক্ষামূলক চর্চায়। শিক্ষা প্রোগ্রামের লক্ষ্যে পৌঁছানো অনেকখানি নির্ভর করে পাঠক্রমের বিষয়বস্তু এবং চর্চা - বিশ্ব, জাতীয় অথবা আঞ্চলিক কোন স্তরের উপযোগী তার উপর। পাঠক্রম মূল্যায়নের অন্তর্ভুক্ত নির্দিষ্ট কিছু পদ্ধতি আছে যার দ্বারা পাঠক্রমের বিকাশ এবং প্রয়োগ পদ্ধতির তত্ত্বাবধান করা যায়। বৃহৎ কোন পরিবর্তনের জন্য সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং নীতিসংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলি পাঠক্রমের ইনপুট হিসেবে গণ্য করা হয় এবং শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার উন্নতির জন্য এটিকে কাজে লাগানো হয়।

পাঠক্রম শব্দটি বলতে বোঝায় সমস্ত নির্দেশদান যা বিদ্যালয় কর্তৃক পরিকল্পিত এবং নির্দেশিত। পাঠক্রম প্রয়োগ করা হয় ব্যক্তিগতভাবে অথবা দলগতভাবে; বিদ্যালয়ের মধ্যে অথবা বাইরে। সুতরাং বলা যায় পাঠক্রম হলো সামগ্রিক অভিজ্ঞতা যা শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে, গ্রন্থাগারে, গবেষণাগারে, ওয়ার্কশপে, খেলার মাঠে ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কার্যাবলীর মাধ্যমে অর্জন করে। পাঠক্রম হলো শিক্ষকের হাতের সেই উপকরণ যা ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাঞ্ছিত গুণাবলীর বিকাশ ঘটে। পাঠক্রম মূল্যায়ন হলো সেই পদ্ধতি যা ব্যবহার করে পরীক্ষা করা যায় পাঠক্রমের উদ্দেশ্যগুলি কতখানি পূরণ হয়েছে।

● **পাঠক্রম এবং মূল্যায়ন (Curriculum Evaluation):**

পাঠক্রম মূল্যায়ন হলো পাঠক্রম বিকাশ প্রক্রিয়ার একটি উপাদান। পাঠক্রম মূল্যায়নের কাজ হল মূল্যায়ন সংক্রান্ত সংস্কার করা - শ্রেণীকক্ষে, বিদ্যালয়ে, জেলাস্তরে অথবা সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায়। শিক্ষা ব্যবস্থায় অভিনবত্ব এবং আধুনিক ধারণা প্রবর্তন করা যায় পাঠক্রম মূল্যায়নের সহায়তায়। একটি পাঠক্রমের সুবিধা এবং মূল্য নিরুপন করা যায় পাঠক্রম মূল্যায়ন প্রক্রিয়া দ্বারা। এই প্রক্রিয়া শিক্ষক, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপক, পাঠক্রম বিশেষজ্ঞদের প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে থাকে যা বিভিন্ন নীতি সংক্রান্ত সুপারিশ করতে সহায়তা করে, এর ফলে শিক্ষার্থীদের শিখন হতে প্রাপ্ত ফলাফলের উন্নতি ঘটে। যে পাঠক্রমটি ব্যবহৃত হচ্ছে সেই পাঠক্রমটি প্রত্যাশিত পরিকল্পনা এবং ডিজাইন অনুযায়ী হয়েছে কিনা অথবা প্রয়োগ সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা, প্রোগ্রামটির শক্তির দিক এবং দুর্বলতার দিক কোনগুলি - এই সমস্ত কিছু সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় পাঠক্রম মূল্যায়ন প্রক্রিয়া দ্বারা। মূল্যায়ন যখন পাঠক্রম বিকাশ প্রক্রিয়ার মধ্যপথে করা হয় তখন বোঝা যায় প্রয়োগ করা পাঠক্রমটি বাঞ্ছিত ফলাফল দিতে পারবে কিনা। পূর্বনির্ধারিত কিছু মানদণ্ড অনুযায়ী পাঠক্রম মূল্যায়ন সম্পাদিত হয় এবং প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে প্রোগ্রামটি সফল কিনা সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

একটি নির্দিষ্ট কোর্স বা প্রোগ্রাম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয় বৈজ্ঞানিক উপকরণ এবং পদ্ধতি দ্বারা। এই তথ্যের ভিত্তিতে প্রোগ্রামটির মূল্য সম্পর্কে ধারণা গঠন করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় মূল্যায়ন। পাঠক্রম বিকাশকারী অথবা পরিকল্পনাকারীরা পাঠক্রমের মূল্যায়ন করে যাতে প্রোগ্রামটি গ্রহণ, বর্জন বা পুনর্মারজন করা যায়ঞ্চ। শিক্ষকেরা জানতে আগ্রহী শ্রেণিকক্ষে শিখনের ক্ষেত্রে প্রোগ্রামটি কতটা কার্যকরী। পাঠক্রমের অন্যান্য স্টেকহোল্ডার এবং জনগণ জানতে ইচ্ছুক যে পাঠক্রমটি প্রয়োগ করা হলে সেটি কতদূর পাঠক্রমের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য পূরণ করতে সমর্থ। যেকোনো প্রচেষ্টার মূল্যায়ন করা যায়, যার দ্বারা ভবিষ্যতে পারদর্শিতা আরও উন্নত হয়, তবে পাঠক্রম যদি নৈব্যক্তিকভাবে মূল্যায়ন করা হয় তাহলে পারদর্শিতার মান এবং ফলাফল উভয়েরই উন্নতি ঘটে। পাঠক্রম মূল্যায়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এটি কোন ক্ষণস্থায়ী প্রক্রিয়া নয়। পাঠক্রম মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হল পাঠক্রমের উন্নতি এবং পাঠক্রমের নানা সমস্যার সমাধানও করা যায় পাঠক্রম মূল্যায়ন দ্বারা।

মূল্যায়নের প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে পাঠক্রম বিশেষজ্ঞদের মতামতে বৈচিত্র্য দেখা যায়। কেউ কেউ পাঠক্রম মূল্যায়নকে শিক্ষার গুণমান নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি বলে মনে করেন। পাঠক্রম মূল্যায়নের পদ্ধতি কোর্সটির উদ্দেশ্য নির্মাণ করার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় এবং এরপরে উদ্দেশ্যগুলিকে আচরণমূলক কাজের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন উপকরণ ব্যবহার করা হয় যাতে পাঠক্রম বিকাশকারীদের উদ্দেশ্য পূরণ করা যায়। কিছু বিশেষজ্ঞদের কাছে পাঠক্রম মূল্যায়নের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল এই বিষয়ে যারা সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন তাদের নানা রকম তথ্য জোগানো যাতে তারা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। কিন্তু পাঠক্রম প্রোগ্রামের মূল্যায়ন সংক্রান্ত আরো অনেক কাজ থাকে শুধুমাত্র উল্লেখিত উদ্দেশ্য পুরণ ছাড়া। পাঠক্রম মূল্যায়ন সম্পর্কে বিভিন্ন সংজ্ঞায় পাঠক্রম বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতামতের বৈচিত্র্য প্রতিফলিত হয় ।

● **পাঠক্রম মূল্যায়নের সংজ্ঞা (Definition of Curriculum Evaluation):**

এই অংশে যে সংজ্ঞাগুলি দেওয়া আছে সেইখান থেকে একজন সহজেই উপলব্ধি করতে পারবে পাঠক্রম নির্মাতা এবং বিশেষজ্ঞদের মধ্যে এই ক্ষেত্র সম্পর্কে কতটা বৈচিত্র্য বর্তমান। মূল্যায়নের প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কেও মতানৈক্য আছে। পাঠক্রম মূল্যায়ন একটি ধারাবাহিক এবং গতিশীল প্রক্রিয়া, তাই বিশেষজ্ঞগণ এই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তর অথবা উপাদান সম্পর্কে সংজ্ঞা দিয়েছেন।

Gay L (১৯৮৫) মূল্যায়নের কাজ হল প্রয়োগের ক্ষেত্রে দুর্বলতা এবং শক্তিগুলি এবং একই সঙ্গে সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে পাঠক্রম বিকাশ প্রক্রিয়াকে উন্নত করা।

Olivia P. (১৯৮৮) , পাঠক্রম মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হল নানা প্রকার পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা যাতে বিভিন্ন বিকল্প খোঁজা যায় এবং বিকল্পগুলির সঠিক বর্ণনা দেওয়া যায়।

MC Neil, J. (১৯৯৭) - মূল্যায়ন মূলত দুটি প্রশ্নের উত্তর দেয় প্রথমতঃ পরিকল্পনামাফিক শিখনের সুযোগ-সুবিধার ব্যবহার, বিভিন্ন প্রোগ্রাম কোর্স এবং কার্যাবলীর প্রয়োগ ইত্যাদি। একই সঙ্গে দেখে নেওয়া হয় বাঞ্ছিত ফলাফল সংগঠিত উপায়ে পাওয়া যাচ্ছে কিনা। দ্বিতীয়তঃ কিভাবে একটি পাঠক্রমটিকে সর্বোত্তম করে তোলা যায়?

Ornstein and Hunkins (১৯৮৮) পাঠক্রম মূল্যায়ন হলো একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা যায় এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় সম্পূর্ণ পাঠক্রম অনুযায়ী রচিত পাঠ্যপুস্তকটির কোন অংশটি গ্রহণীয়, বর্জনীয় বা পরিবর্তন করতে হবে সেই সম্পর্কে।

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলি থেকে বোঝা যায় পাঠক্রমের মূল্যায়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যা শুরু হয় কি কি বাঞ্ছিত (What is intended)? এবং শেষ হয় কি কি বাস্তবায়িত করা গেল অথবা অর্জন করা গেল (What is implemented and achieved)? বাঞ্ছিত, বাস্তবায়িত এবং অর্জিত (Intended, implemented and achieved) প্রতিটি শব্দের অর্থ আলাদা (Bilbao, 2008)। বাঞ্ছিত পাঠক্রম বলতে বোঝায় পরিকল্পনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ইত্যাদি। বাস্তবায়িত পাঠক্রম বলতে বোঝায় শিক্ষার্থী বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যে বিভিন্ন শিখন অভিজ্ঞতা পেয়েছে, যার ফলাফল হলো শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা।

পাঠক্রমের মূল্যায়ন হতে পারে একটি অভ্যন্তরীণ কাজ এবং প্রক্রিয়া, যা শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন এককের মধ্যে সম্পাদিত হয় বিভিন্ন উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য। এই এককগুলির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে জাতীয় শিক্ষা মন্ত্রক, আঞ্চলিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষ, প্রাতিষ্ঠানিক তত্ত্বাবধান এবং রিপোর্টের ব্যবস্থা, শিক্ষা বিভাগ, বিদ্যালয় এবং সমাজ (National Ministries of Education– Regional Education Authorities, Institutional Supervision and Reporting Systems, Departments of Education, School and Communities) ইত্যাদি।

পাঠক্রম মূল্যায়ন হতে পারে কোন বাহ্যিক পর্যালোচনা প্রক্রিয়া। বিশেষ কমিটি অথবা টাস্ক ফোর্স দ্বারা পাঠক্রমের পর্যালোচনা সম্পাদিত হয়। পাঠক্রমের বিভিন্ন উপাদান এবং এর বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষণা করা হয়, এই গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে পাঠক্রমে নানা প্রকার পুনর্বিবেচনা করা হয়। এই প্রক্রিয়া দ্বারাই পাঠক্রমের বিষয়বস্তু, নির্দেশমূলক দৃষ্টিভঙ্গি, শিক্ষণ-শিখন উপকরণ (content,

instructional approaches, teacher education, textbooks and teaching-learning materials) ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয়। পাঠক্রম মূল্যায়নের আর একটি কাজ হল যেই সমাজের জন্য পাঠক্রমটি প্রস্তুত করা হয় সেই সমাজের সঙ্গে পাঠক্রমটির যোগসূত্র স্থাপন করা।

৫.৩.১.পাঠক্রম মূল্যায়নের উদ্দেশ্য (Objectives of Curriculum Evaluation):

১. শিক্ষক, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপক, পাঠক্রম বিশেষজ্ঞ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের শিক্ষানীতি সংক্রান্ত সুপারিশ করার ক্ষেত্রে এবং শিখন ফলাফল উন্নত করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা পাঠক্রম মূল্যায়নের উদ্দেশ্য ।

২. পাঠক্রম মূল্যায়নের মূল ধারণা হলো প্রচলিত পাঠক্রমটির শক্তি এবং দুর্বলতাগুলি চিহ্নিত করা যাতে বাঞ্ছিত পরিকল্পনার ডিজাইন বাস্তবায়িত করা যায়।

৩. এই প্রক্রিয়া দ্বারা পুরনো এবং অপ্রচলিত ক্ষেত্র, ধারণা এবং চর্চাগুলির জায়গায় বর্তমানের প্রচলিত আধুনিক জ্ঞানের ক্ষেত্রগুলি প্রয়োগ করা হয়। নতুন চ্যালেঞ্জগুলি মেটানোর জন্য পুরনো, অপ্রয়োজনীয় বিষয়বস্তুগুলি পাঠক্রম থেকে বাদ দেওয়া হয়।

৪. পাঠক্রম বিকাশ প্রক্রিয়ার যখন মূল্যায়ন করা হয়, উদ্দেশ্য দ্বারা নির্ধারিত হয় কোন পাঠক্রম ডিজাইনটির বিকাশ ঘটাতে হবে যাতে বাঞ্ছিত ফলাফল পাওয়া যায়।

৫. পাঠক্রম বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো পাঠক্রমটিকে আরো কার্যকরী করে তোলা যাতে পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্যগুলি অর্জন করা যায়। পাঠক্রমের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করার জন্য চাহিদার মূল্যায়ন এবং ধারাবাহিক তত্ত্বাবধান করা হয়।

৬. উপযুক্ত উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে যদি কোন ফাঁক থাকে তাহলে উপযুক্ত শিখন অভিজ্ঞতা অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

৭. প্রান্তিক মূল্যায়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ পাঠক্রম মূল্যায়নের দুটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। প্রান্তিক মূল্যায়ন সম্পাদিত হয় পাঠক্রম বিকাশ প্রক্রিয়ার শেষের দিকে এবং এর মাধ্যমে প্রোগ্রামটির শক্তি এবং সীমাবদ্ধতাগুলি চিহ্নিত করা যায়।

পাঠক্রম মূল্যায়নের মৌলিক উদ্দেশ্য হল পাঠক্রমটি কার্যকরী এবং মূল্যবান কিনা তা যাচাই করা একইসঙ্গে শিক্ষার্থীর শিখনের মানোন্নয়ন হচ্ছে কিনা তা নির্ধারণ করা। বলা যায় শিক্ষার্থীর শিখনের মূল্যায়ন সম্ভব হয় শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মূল্যায়ন দ্বারা। শিক্ষকেরা কি পড়াবেন এবং কিভাবে পড়াবেন তা নির্ধারিত হয় শিক্ষার্থীর শিখন প্রক্রিয়ার মূল্যায়নের ফলাফল দ্বারা। পাঠক্রমের বিষয়বস্তু কতখানি উপযুক্ত তা নির্ভর করে পাঠক্রম মূল্যায়নের ফিডব্যাক এর উপর।

পাঠক্রম মূল্যায়ন দ্বারা বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধিত হয় যেমন নির্ণয়, সার্টিফিকেট দান এবং দায়িত্ব পালন (diagnosis certificate and accountability)। বিভিন্ন প্রকার মূল্যায়নের উপকরণ এবং পদ্ধতির দরকার হয়, নির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে। শিক্ষার্থীর শিখনের মূল্যায়ন হতে পারে গঠনমূলক অথবা সারাংশমূলক। বিভিন্ন আদর্শিত পরীক্ষা, পারদর্শিতা ভিত্তিক পরীক্ষা , প্রবণতা পরিমাপক পরীক্ষা, ক্ষমতা

পরিমাপক পরীক্ষা, ব্যক্তিত্বের অভীক্ষা, আগ্রহের অভীক্ষা এবং বুদ্ধির অভীক্ষা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন প্রকার মূল্যায়নের জন্য।

পাঠক্রম মূল্যায়নের প্রক্রিয়াটি সহজে বোধগম্য হয় নিচের ছয়টি প্রশ্ন দ্বারা। এই ছটি প্রশ্ন হল পাঠক্রম মূল্যায়নের ছয়টি নির্ধারক উপাদান -

কি মূল্যায়ন করা হবে (What is to be evaluated) ?

কাকে মূল্যায়ন করা হবে (Who is to be evaluated)?

মূল্যায়নের উদ্দেশ্য কি (What is the purpose of evaluation)?

কে মূল্যায়ন প্রক্রিয়াটি সম্পাদিত করবে (Who will conduct evaluation)?

মূল্যায়ন প্রক্রিয়াটি কোথায় সম্পাদিত হবে (Where to conduct evaluation)?

মূল্যায়নের পর কি করা হবে (What to be done after evaluation)?

৫.৩.২. পাঠক্রম মূল্যায়ন সম্পাদনের বিভিন্ন স্তর (Steps in Conducting Curriculum Evaluation)

পাঠক্রম মূল্যায়নের কয়েকটি সরল ধাপ আছে। পাঠক্রম মূল্যায়নকারীরা যখন পাঠক্রমের প্রোগ্রামটি উন্নত করার, পরিবর্তন করার অথবা যেমন আছে তেমনি প্রয়োগ করার প্রয়োজন অনুভব করেন তখনই পাঠক্রম মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয়। কারণ মূল্যায়নের প্রধান উদ্দেশ্য হল উপস্থিত পরিস্থিতিটির উন্নতিসাধন, যাতে শিক্ষার্থীরা উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে লাভবান হয়।

পাঠক্রমের মূল্যায়ন প্রক্রিয়াটির বিভিন্ন স্তর (The stages of Curriculum evaluation process) এখানে আলোচনা করা হলো

১. **প্রাথমিক শ্রোতা চিহ্নিতকরণ (Identifying primary audiences) :** পাঠক্রম প্রোগ্রামটির পোষক বা সমর্থক, ব্যবস্থাপক, প্রশাসক, বিদ্যালয় অথবা প্রাতিষ্ঠানিক প্রধান, প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী অর্থাৎ শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী, বিষয়বস্তু বিশেষজ্ঞ এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডার ইত্যাদিকে চিহ্নিতকরণ প্রথম পদক্ষেপের অন্তর্ভুক্ত।

২. **কঠিন বিষয়গুলি চিহ্নিতকরণ (Identifying critical issues):** দ্বিতীয় স্তরে তিন প্রকার ফলাফল হতে পারে যেমন বাঞ্ছিত, প্রত্যাশিত এবং অভিপ্রেত (desired, expected and intended)। এই ফলাফলগুলি নির্ধারিত হয় বাস্তবায়ন এবং প্রয়োজনীয় সম্পদ অথবা ইনপুটের নিরিখে।

৩. **তথ্যের উৎস চিহ্নিতকরণ (Identifying data source):** এই স্তরে তথ্যের উৎস চিহ্নিত করা হয়। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, পাঠক্রম পরিকল্পনাকারী ইত্যাদি হলেন তথ্যের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এছাড়াও কোন ডকুমেন্ট, রেকর্ড এবং মূল্যায়ন সংক্রান্ত প্রবন্ধ তথ্যের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে ধরা হয়।

৪. **তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি চিহ্নিতকরণ (Identifying techniques for collecting data):** আদর্শায়িত অভীক্ষা, শিক্ষক নির্মিত অভীক্ষা, শিক্ষার্থীদের কাজের নমুনা, সাক্ষাৎকার, চেকলিস্ট, পর্যবেক্ষণ, এ্যানেকডটাল রেকর্ড, সর্বাত্মক পরিচয় পত্র ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করার কাজে ব্যবহার করা হয়। মূল্যায়নের জন্য তথ্য সংগ্রহ করার অসংখ্য উৎস আছে। তবে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, পাঠক্রম পরিকল্পনাকারী, নীতি নির্ধারক, সমাজ, ড্রপ আউট শিক্ষার্থী, প্রশাসক, শিক্ষার বিদ্যালয় বোর্ড, পরীক্ষার বোর্ড, নিয়োগকারী ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচিত। যখন বিষয়বস্তু সংক্রান্ত কোনো পরিবর্তন করতে হয় তখন এই সমস্ত উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। মূল্যায়ন প্রক্রিয়া দ্বারা যদি চিহ্নিত করা যায় যে বিষয়বস্তু এবং উদ্দেশ্যের মধ্যে অসামঞ্জস্য রয়েছে এবং নতুন কোন বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন বা উপস্থিত কিছু বিষয় বস্তু বাদ দেওয়া প্রয়োজন, এই সমস্ত ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আবার মূল্যায়ন প্রক্রিয়া দ্বারা শিক্ষণ পদ্ধতির উন্নতি করা যায়, উপযুক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করে। প্রয়োজনে শিক্ষককে তার শিক্ষণ পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী পুনঃবিবেচনা করতে হয়। আবার নতুন কোর্স প্রবর্তন করার ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি ব্যবহার করা যায় । বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং তথ্যভাণ্ডার প্রতিনিয়ত ক্রমবর্ধমান তাই মূল্যায়ন প্রক্রিয়া দ্বারা বিভিন্ন নতুন বিষয় গতানুগতিক কোর্সের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা যায় যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত শিক্ষার্থীরা সহজেই ভবিষ্যতে চাকরি পেতে পারে।

৫. **পরিচিত মান এবং মানদণ্ড চিহ্নিতকরণ (Identifying established standards and criteria):** তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি নির্ণয় করার পর; পরের স্তরে পাঠক্রম মূল্যায়ন সম্পাদিত করা হয় পেশাগত সংগঠন দ্বারা। এই সংগঠন পাঠক্রম প্রোগ্রামটির মান নির্ধারণ করে এবং এই মানটি কিভাবে বজায় রাখা যায়, সে সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে থাকেন।

৬. **তথ্য বিশ্লেষণের পদ্ধতি চিহ্নিতকরণ (Identifying techniques in data analysis):** এই স্তরে সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণ প্রয়োজন। বিষয় বিশ্লেষণ, পদ্ধতি বিশ্লেষণ, পরিসংখ্যান, তুলনামূলক বিচার, মূল্যায়ন প্রক্রিয়া (content analysis, process analysis, statistics, comparison, evaluation process etc.) ইত্যাদির দ্বারা। সাধারণত তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি হিসেবে পাঠক্রম মূল্যায়নের একটি চলক বিশ্লেষণ এবং সহগতিমূলক বিশ্লেষণ (one variable analysis and correlational analysis) ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও পরিমাণগত এবং গুণগত বিশ্লেষণ বর্ণনামূলক এবং সিদ্ধান্ত মূলক বিশ্লেষণও (quantitative and qualitative analysis– descriptive and inferential analysis) ব্যবহৃত হয়। প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় কোন প্রকার বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হবে।

৭. **মূল্যায়নের রিপোর্ট প্রস্তুতকরণ (Preparing Evaluation Report):** মূল্যায়নের রিপোর্টে সমস্ত রকম তথ্য থাকবে এবং মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত চিহ্নিত করা উপাদানগুলিও অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলি হল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য, পূর্বশর্তাবলী (prerequisites) যেমন প্রবেশ স্তরের জ্ঞান (entry level knowledge), বিষয়বস্তু, পদ্ধতি,

ফলাফল, মূল্যায়ন পদ্ধতি, গ্রন্থপঞ্জি (content, processes, outputs, assessment procedures, references) ইত্যাদি। তথ্যের মূল্যায়নের সময় এই সমস্ত পূর্ব শর্তগুলি বজায় রেখে রিপোর্ট করতে হবে যাতে শিক্ষণ শিখন পদ্ধতির উন্নতি করা যায়, একই সঙ্গে নতুন কোর্সও প্রবর্তন করা যায়।

মূল্যায়ন রিপোর্টে প্রোগ্রামটির প্রগতি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া থাকবে এবং অন্তিম পর্যায়ে সারাংশমূলক মূল্যায়ন অথবা গ্রাফিক্স এর মাধ্যমে বর্ণনা থাকবে। রিপোর্টটির প্রকৃতি হবে মূল্যায়নধর্মী এবং বিচারমূলক (Evaluative and Judgemental)। একই সঙ্গে সুপারিশের তালিকাও থাকবে যাতে ভবিষ্যতে প্রোগ্রামটির উন্নতি করা যায়।

বর্তমানে নতুন ধারার মূল্যায়ন শিক্ষাক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাই শুধুমাত্র পরীক্ষা মূল্যায়নের একমাত্র কাজ নয়।

পাঠক্রম মূল্যায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন, যা থেকে শিক্ষা প্রোগ্রামের গুরুত্ব এবং ফলাফল সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। যেকোনো পাঠক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিমাপ হলো শিক্ষার্থীদের শিখনের মান। শিক্ষার্থীরা কতটা শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য অর্জন করতে পেরেছে সেই তথ্য পাঠক্রম মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এবং শিক্ষণ শিখন প্রক্রিয়া উন্নতি করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

৫.৩.৩. মাইক্রো এবং ম্যাক্রো স্তরে পাঠক্রম মূল্যায়ন (Curriculum Evaluation at Micro and Macro Level)

পাঠক্রম মূল্যায়ন একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া যা পাঠক্রম পরিকল্পনার আগে শুরু হয় এবং মূল্যায়নের পরেও চলতে থাকে। যেকোনো জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় এটি একটি জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পাঠক্রম মূল্যায়নের ভিত্তি হল পাঠক্রমের নীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত, ধারাবাহিক পাঠক্রমের বিকাশ প্রক্রিয়া সম্পর্কে ফিডব্যাক এবং পাঠক্রমের বাস্তবায়ন। পাঠক্রম মূল্যায়নের মূল কাজ হল সরকারের শিক্ষামূলক নীতিকে কার্যকরীরূপে শিক্ষামূলক চর্চায় পরিণত করা। পাঠক্রমের বিষয়বস্তু এবং চর্চাগুলি বিশ্ব, জাতীয় এবং আঞ্চলিক পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা প্রোগ্রামের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য পূরণ করতে উপযুক্ত - ইত্যাদি বিচার করা পাঠ্যক্রম মূল্যায়নের কাজ। পাঠক্রম মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার বিস্তার ঘটে ম্যাক্রো স্তর থেকে মাইক্রো স্তরে অর্থাৎ জাতীয় স্তর থেকে আঞ্চলিক স্তরে আবার কখনো কখনো আঞ্চলিক স্তর থেকে জাতীয় স্তরে।

ম্যাক্রো স্তরে পাঠক্রম মূল্যায়ন (Curriculum Evaluation at Macro Level): ম্যাক্রো স্তরে পাঠক্রম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পেশাগতভাবে যুক্ত সমস্ত ব্যক্তিরা তিনটি মৌলিক কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে গ্ধ। প্রথমতঃ একটি পাঠক্রমের কাঠামো নির্ধারণ করা, এই দলটির অন্তর্ভুক্ত হলো পাঠক্রমের কাঠামোর সমস্ত উপাদানগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা এবং structural analysis tool ! হসেবে ব্যবহার করা। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষার্থীরা কি জানবে এবং কি করতে পারবে তা নির্ধারণ করা, যাতে অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন বিকল্পের মধ্যে সঠিক কার্যাবলীটি চয়ন করতে পারে বাঞ্ছিত উদ্দেশ্যে অর্জন করার ক্ষেত্রে। তৃতীয়তঃ শিক্ষার্থীরা পাঠক্রম বিকাশের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারে। তবে এই সমন্বয় স্থাপন

করার জন্য প্রচলিত পাঠক্রমগুলির বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে গভীরভাবে চর্চা এবং পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

ম্যাক্রো স্তরের মূল্যায়ন প্রক্রিয়াটি পরিকল্পিত চিত্র (Schematic diagram showing macro level evaluation process):

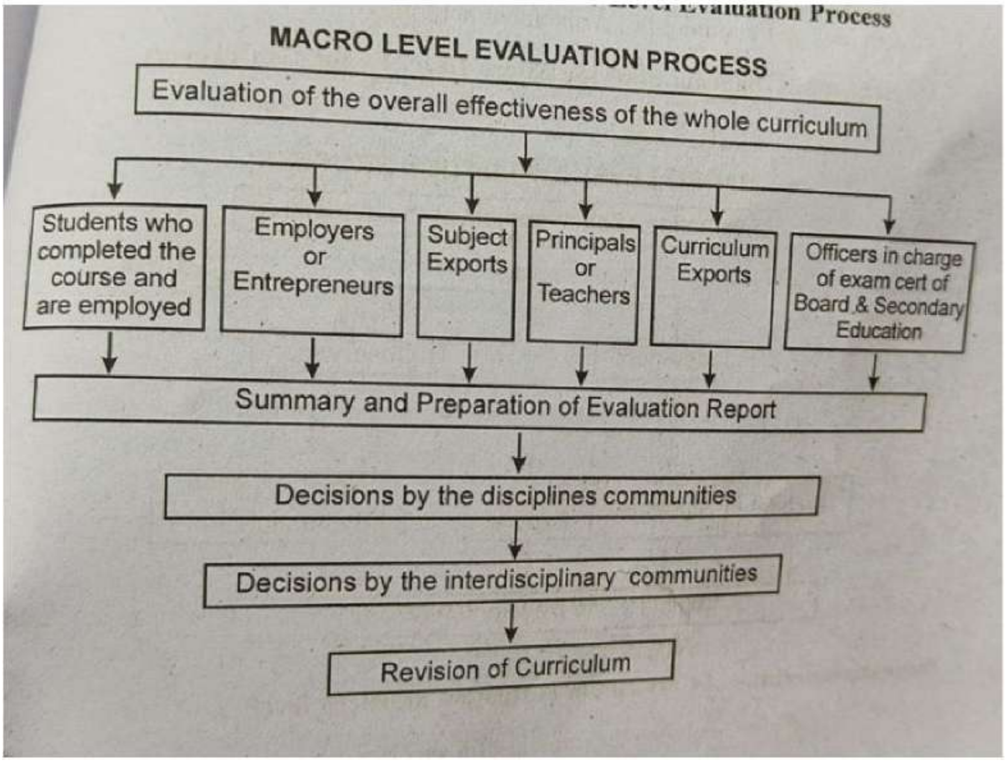

ম্যাক্রো স্তরে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া (Macro Level Evaluation Process)

ম্যাক্রো স্তরে পাঠক্রম মূল্যায়নের কিছু বৈশিষ্ট্য **(Some characteristics of Curriculum evaluation at macro level):**

১. ম্যাক্রো স্তরে সমগ্র পাঠক্রমটি সংগঠিত হয় তত্ত্ব থেকে শুরু করে প্রতিটি বিষয়ের বিষয়বস্তু পর্যন্ত।

২. পাঠক্রমের ম্যাক্রো স্তর বলতে বোঝায় পাঠক্রম ডিজাইনের কাজ ।

৩. এই স্তরে পাঠক্রম মূল্যায়ন প্রক্রিয়াটি বিস্তৃত। পাঠক্রমের পরিবর্তন, পাঠক্রমের বিকাশ, পাঠক্রম পরিপূরক, পাঠক্রমের সংযোজন, পাঠক্রমের পরিকল্পনা, পাঠক্রমের পরীক্ষণ, পাঠক্রম ডিজাইন, পাঠক্রম সম্প্রসারণ, পাঠক্রমের বিষয়বস্তুর ক্রম অনুক্রম, উপাদানের মূল্যায়ন, উপাদান লিখন অথবা প্রস্তুতকরণ ইত্যাদি সমস্তটা নিয়েই ম্যাক্রো স্তরের পাঠক্রম মূল্যায়ন।

৪. একটি দেশের এবং সমাজের শিক্ষামূলক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক দর্শনের উপর ভিত্তি করে ম্যাক্রো স্তরের পাঠক্রম মূল্যায়ন সম্পাদিত হয় ।

৫. ম্যাক্রো স্তরের পাঠক্রম মূল্যায়নের অন্তর্ভুক্ত হলো সামাজিক কৃষ্টিমূলক ব্যবস্থা, শিক্ষামূলক ব্যবস্থা, শিক্ষামূলক নীতি এবং পাঠক্রমের নীতি। শ্রেণিকক্ষের বাইরের কার্যাবলী, সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী এবং সমাজ অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কার্যাবলীও পাঠক্রমের ম্যাক্রো স্তরের অন্তর্ভুক্ত।

মাইক্রো স্তরে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া (Micro level evaluation process)

মাইক্রোস্তরের মূল্যায়ন প্রক্রিয়াটির পরিকল্পিত চিত্র (Schematic diagram showing micro level evaluation process)

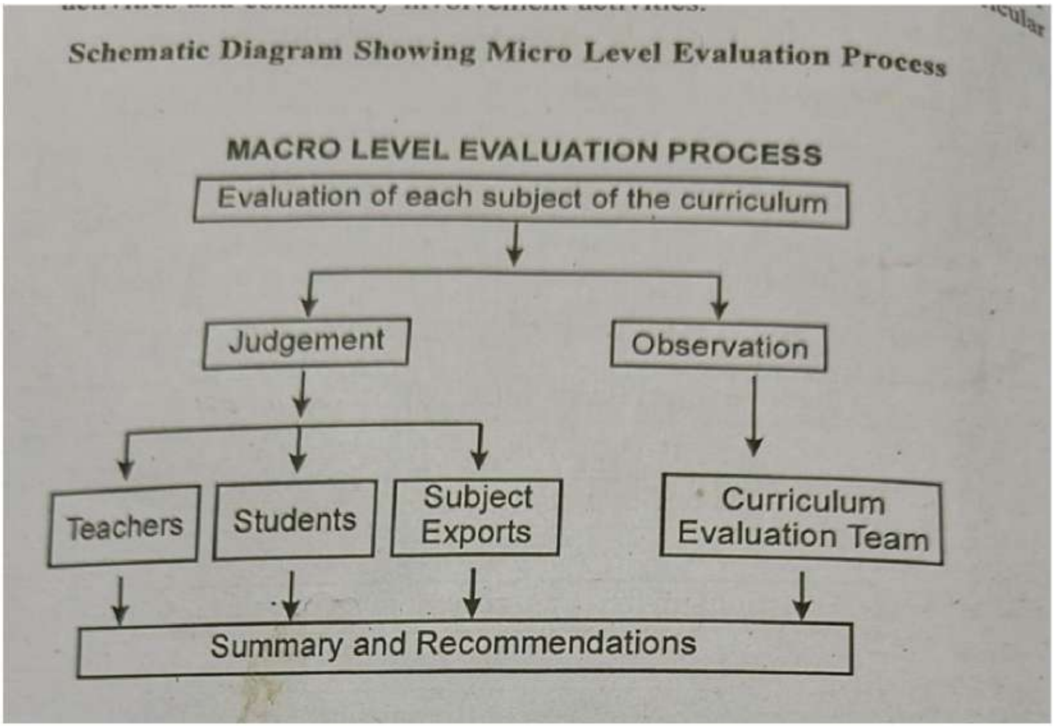

মাইক্রো স্তরে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া (Micro level evaluation process)

মাইক্রো স্তরে পাঠক্রম মূল্যায়নের কিছু বৈশিষ্ট্য (Some characteristics of Curriculum evaluation at the micro level):

১. একটি বিষয়ের নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুগুলিকে সাজানো।

২. মাইক্রোস্তর বলতে বোঝায় পাঠক্রম সংগঠনের কাজ (Function of Curriculum organisation)।

৩. এই স্তর বলতে বোঝায় পরিবর্তন, বিকাশ, সংগতিসাধন, পরিকল্পনা, পরীক্ষণ, ক্রম-অনুক্রম এবং বিদ্যালয় অথবা প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে পাঠক্রমের মূল্যায়ন (change, development,

adaptation, planning, experimentation, frequencing and evaluation of curriculum)।

৪. মাইক্রো স্তরে পাঠক্রম মূল্যায়ন মূলত শিক্ষার্থীর চাহিদা অনুযায়ী উদ্দেশ্যপূরণ, আত্মনির্ভরতা, গুরুত্ব, আগ্রহ, উপযোগিতা, সম্ভাব্যতা (self-sufficiency, significance, interest, utility, feasibility) ইত্যাদির উপর মনোযোগী হওয়াকে বোঝায়।

৫. মাইক্রো স্তরে পাঠক্রম মূল্যায়ন একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া দ্বারা বিদ্যালয়ে বা যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট কোন বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে শিক্ষামূলক প্রত্যাশা নির্ধারিত হয়।

৫.৩.৪. পাঠক্রম মূল্যায়নের বিভিন্ন স্তরের চ্যালেঞ্জ (Some issues and challenges faced in different levels of Curriculum evaluation)

একটি বিদ্যালয়ের কার্যকারীতার চরমসূচক হল শিক্ষার্থীদের শিক্ষামূলক বৃদ্ধির পরিমাপ। পর্যাপ্ত তথ্য ছাড়া বিদ্যালয়ে কোন প্রোগ্রামের উন্নতি ঘটানো সম্ভব নয় এবং শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণও সম্ভব নয়। শিক্ষার্থীদের সমস্ত চাহিদা অল্প সময়ের মধ্যে মেটানোর জন্য আঞ্চলিক, রাষ্ট্রীয় অথবা জাতীয় নির্দেশিকা অনুসরণ করা হয়। রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল সেই সমস্ত বিদ্যালয়গুলিকে অনুমোদন দেওয়া যেখানে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার হার উচ্চ।

১. নির্দেশমূলক চর্চার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব - যেমন শিখন এবং উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু এবং নির্দেশমূলক পদ্ধতি একই সঙ্গে ম্যাক্রো এবং মাইক্রো স্তরের মূল্যায়ন।

২. পাঠক্রম মূল্যায়নের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য স্থাপন করা প্রয়োজন। শিক্ষক, প্রশিক্ষণ এবং পেশামূলক বিকাশের ক্ষেত্রগুলিতে পর্যাপ্ততা অর্জন করা কঠিন।

৩. বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার্থীদের শিখন সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা সহজ ভাবে অর্জন করার জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি পাওয়া কঠিন ।

৪. শিক্ষার মানোন্নয়ন করার জন্য পাঠক্রম মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় তত্ত্বাবধান পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা অসীম। এই প্রক্রিয়াটি আরো কঠিন হয়ে পড়ে যখন বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সামঞ্জসতা বজায় রাখতে হয়।

৫. বেশিরভাগ সময় বিভিন্ন স্তরের পাঠক্রম মূল্যায়ন এবং তত্ত্বাবধান ব্যবস্থার মধ্যে সমতা বা consistencyর অভাব দেখা যায়, যার ফলে মূল্যায়ন প্রক্রিয়াটির কার্যকারিতা কমে যায়।

পাঠক্রম মূল্যায়ন একটি অভ্যন্তরীণ কার্যাবলী এবং প্রক্রিয়া যা শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন এককের মধ্যে সম্পাদিত হয় এবং প্রতিটি অংশের নিজ নিজ নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে। এই এককগুলি হল জাতীয় শিক্ষা মন্ত্রক, আঞ্চলিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষ, প্রতিষ্ঠানগত তত্ত্বাবধান এবং রিপোর্টিং ব্যবস্থা, শিক্ষা বিভাগ, বিদ্যালয় এবং সমাজ (National Ministries of Education, Regional Education Authorities, Institutional Supervision and Reporting System, Departments of Education, School and Communities)।

আবার পাঠক্রম মূল্যায়নকে বাহ্যিক পর্যালোচনার প্রক্রিয়া হিসেবেও গণ্য করা হয়। এই প্রক্রিয়াটি সম্পাদিত হয় ধারাবাহিকভাবে বিশেষ কমিটি বা টাস্ক ফোর্স অথবা রাষ্ট্রীয় বা দেশের গবেষণাভিত্তিক চর্চা

দ্বারা। সমস্ত সংগঠন এবং বিভাগ পাঠক্রমের বিভিন্ন উপাদানের কার্যকরীতা পরীক্ষা করে এবং পাঠক্রমের প্রয়োগের দিকটাও নজরে রাখেন।

বর্তমানে প্রযুক্তির নানা প্রকার নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে বিদ্যালয়ে ইন্টারনেট সমন্বিত মূল্যায়নের উপকরণ ব্যবহার করা হয়। এই উপকরণগুলি শিক্ষার্থীদের সমস্যার জায়গা থেকে শিক্ষার্থীদের ক্ষমতার জায়গায় নিয়ে যায়। একটি ইলেকট্রনিক পরীক্ষা চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্তন করা যায়। প্রতিটি শিক্ষার্থীকে এই পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত করা যায় এবং ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলগুলি হয় নির্ভুল এবং তাৎক্ষণিক। এটি শিক্ষার্থীদের সহায়তা করে সঠিক পারদর্শিতা প্রদর্শন করতে। এই পদ্ধতি দ্বারা শিক্ষকেরা দ্রুত বুঝতে পারেন শিক্ষার্থীরা সাফল্য অর্জন করছে নাকি পিছিয়ে পড়ছে। ফিডব্যাক এর ওপর নির্ভর করে পাঠক্রম এবং নির্দেশদান প্রক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটানো যায় যাতে ফলাফলের উন্নতি করা যায়। আবার মূল্যায়নের উপকরণ হিসেবে পরীক্ষাগুলিকে আঞ্চলিক, জেলা, রাজ্য এবং জাতীয় (Local, District, State National) প্রয়োজন অনুযায়ী প্রস্তুত, ব্যবহার এবং পরিবর্তন করা যায়।

উপরোক্ত সমস্ত প্রক্রিয়াগুলি বিভিন্ন পরীক্ষায় ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় পাঠক্রমের সমস্ত উৎসের সত্যতা যাচাই, পাঠক্রমের বিষয়বস্তুর কার্যকারিতা, বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতি যা ব্যবহৃত হয়, নির্দেশমূলক দৃষ্টিভঙ্গি, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষামূলক উপাদান সবকিছুই গুরুত্বপূর্ণ। পাঠক্রমের উদ্দেশ্য অনুযায়ী পাঠক্রমের প্রতিটি উপাদানের মূল্যায়ন করা হয় এককভাবে এবং যৌথভাবে।

৫.৩.৫. পাঠক্রম মূল্যায়নের গুরুত্ব (Importance of Curriculum Evaluation)

পাঠক্রম বিকাশ একটি ধারাবাহিক এবং গতিশীল প্রক্রিয়া যা শিক্ষাক্ষেত্রের এবং সমাজের পরিবর্তনশীল চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় পাঠক্রম মূল্যায়ন হল এমন একটি পদ্ধতি যা নতুন বাস্তবায়িত পাঠক্রমটির কার্যকারিতা এবং মূল্য নির্ধারণ করে। এর ফলে পাঠক্রম প্রয়োগকারী এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের পাঠক্রমের কার্যকারিতা সম্পর্কে নৈর্ব্যক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা হয়। এই প্রক্রিয়ায় অনেক স্টেকহোল্ডার আছেন যারা পাঠক্রমের মূল্যায়নের ফলাফল সম্পর্কে আগ্রহী। এই স্টেকহোল্ডাররা হলেন বিষয় বিশেষজ্ঞ, পাঠক্রম বিশেষজ্ঞ, অভিভাবক, শিক্ষক, সমাজ প্রশাসক, এবং পাঠক্রম নির্মাতারা। পাঠক্রম মূল্যায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণটি হল শিক্ষার্থীদের শিখনের উন্নতি এবং শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটানো। পাঠক্রম মূল্যায়নের গুরুত্ব এখানে আলোচনা করা হলো।

১. **বিষয়বস্তু বা বিষয়ে পরিবর্তনের সূচনা (Introducing changes in subject matter or content):** যখন পাঠক্রম বিশেষজ্ঞগন আবিষ্কার করেন যে বিষয়বস্তুটি উদ্দেশ্য অনুযায়ী সঠিক নয় এবং কোন নতুন বিষয় পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে, এইরকম পরিস্থিতিতে পাঠক্রমের মূল্যায়ন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। পাঠক্রম বিশেষজ্ঞদের মতানুসারে সেই বিষয়বস্তুগুলি বর্জন করা যেতে পারে পাঠক্রম থেকে, যেগুলি উদ্দেশ্য অর্জনের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়।

২. **শিখনের উন্নতি (Improving teaching):** শিক্ষা কোর্সটি যদি শিক্ষার্থীদের কাছে অস্পষ্ট, বিভ্রান্তিমূলক, অপর্যাপ্ত ইত্যাদি মনে হয়; শিক্ষকের দায়িত্ব শিক্ষণ পদ্ধতির পরিবর্তন সাধন করে,

শিক্ষার্থীদের চাহিদার উপযোগী করে গড়ে তোলা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় শ্রেণিকক্ষে ব্যবহৃত বক্তৃতা পদ্ধতির জায়গায় দলগত আলোচনা, সেমিনার ইত্যাদির ব্যবহার করা হতে পারে শিক্ষণ শিখন উন্নতি করার জন্য।

৩. **বাস্তবায়িত পাঠক্রমটির পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ (To study and analyse Curriculum under implementation):** নীতি নির্ধারক এবং পাঠক্রম নির্মাতাদের কখনো কখনো জরুরী ভিত্তিতে ফিডব্যাক এর প্রয়োজন হয় যাতে পাঠক্রমটি দ্রুত প্রয়োগ করা যায়। পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্যগুলি অর্জন করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা করা হয়।

৪. **প্রচলিত পাঠক্রমটিকে সময়োপযোগী করে তোলা (To update and existing curriculum):** পাঠক্রমের কিছু অংশ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যেতে পারে পুরনো এবং অপ্রচলিত। যদি কোন ধারণা এবং চর্চা পুরনো হয়ে যায় তাহলে সেই অংশগুলি পাঠক্রম থেকে বাদ দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। এই ক্ষেত্রেও পাঠক্রম মূল্যায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৫. **একটি নতুন পাঠক্রম রচনা (To develop a new curriculum):** যখন একটি নতুন পাঠক্রম রচনা করা হয় তখন প্রচলিত পাঠক্রমটির নৈর্ব্যক্তিক মূল্যায়ন প্রয়োজন যাতে নতুন পাঠক্রমে নতুন যে চাহিদাগুলি সৃষ্টি হয়েছে তা অন্তর্ভুক্ত করা যায়। বিজ্ঞান প্রযুক্তি এবং তথ্যের সম্প্রসারণ ঘটছে প্রতিদিন। তাই নতুন সাম্প্রতিক কোর্স পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন যাতে ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সেই সমস্ত কাজের উপযোগী তৈরি হয় যার সমাজে যোগান আছে। একটি নতুন পাঠক্রম নির্মাণ করা যেতে পারে শুধুমাত্র বর্তমান পাঠক্রমটি মূল্যায়নের পর।

৬. **পাঠক্রমের কার্যকারিতার মূল্যায়ন (To asses the effectiveness of a curriculum):** পাঠক্রমের স্বল্পকালীন এবং দীর্ঘকালীন উদ্দেশ্য থাকে। এইরকম পরিস্থিতিতে পাঠক্রম মূল্যায়নের উদ্দেশ্য অনুযায়ী মূল্যায়ন সম্পাদন করা হয়।

৭. **শিক্ষার্থীর শিখনের কার্যকারিতার মূল্যায়ন (To assess the effectiveness of student learning):** পাঠক্রম মূল্যায়নের মূল লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীর শিখন সঠিক মানের হচ্ছে কিনা সেটি নির্ণয় করা এবং শিক্ষার্থীর শিখনের মান উন্নয়ন করার ক্ষেত্রে পাঠক্রম মূল্যায়ন জরুরী। শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করা সম্ভব শিক্ষার্থীর শিখনের ভিত্তিতে। শিক্ষার্থীর শিখনের মূল্যায়ন সবসময় একটি শক্তিশালী নির্ধারক হিসেবে কাজ করে। এর উপরই নির্ভর করে শিক্ষকেরা কি পড়াচ্ছেন, কিভাবে পড়াচ্ছেন সুতরাং বলা যায় শিক্ষার্থীর শিখন ফিডব্যাকের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস শিক্ষার্থীর শিখনের মূল্যায়ন সংক্রান্ত তথ্য। এর ফলেই নির্ধারিত হয় পাঠক্রমে কোন বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত হবে।

৮. **ফিডব্যাক প্রদান (To provide feedback):** পাঠক্রম মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার ফলাফল হলো শিক্ষার্থীকে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক প্রদান করা। শিক্ষামূলক প্রোগ্রামের উন্নতি এবং সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি নির্ভর করে এই ফিডব্যাক এর উপর। ফিডব্যাক সংগ্রহ করা যায় পাঠক্রম বিকাশের প্রক্রিয়া চলাকালীন। প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা যায় বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে।

সুতরাং আমরা বলতে পারি পাঠক্রম মূল্যায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ যে কোন জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য। পাঠক্রমের নীতিসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ফিডব্যাকদান এবং ধারাবাহিকভাবে পাঠক্রমে নানা সংগতি সাধন করা এবং পাঠক্রম বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে পাঠক্রম মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে একটি শক্তিশালী ভিত্তি হিসেবে পরিগণিত হয়।

৫.৪. পাঠক্রম মূল্যায়নের উৎস (Sources of Curriculum Evaluation):

বিভিন্ন উৎস হতে অর্থপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা হয় পাঠক্রম মূল্যায়নের ক্ষেত্রে। শিক্ষার্থী, সহপাঠীদের দল, শিক্ষক, শিক্ষামূলক বিশেষজ্ঞগণ, বিষয় বিশেষজ্ঞগণ, পাঠক্রম বিশেষজ্ঞগণ, নীতি নির্ধারক সমাজ, নিয়োগককারী, উদ্যোক্তা, পেশাগত মূল্যায়নকারী, এমনকি ড্রপ আউট নমুনা থেকেও পাঠক্রম মূল্যায়নকারী তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।

১. **ছাত্র অথবা শিক্ষার্থী (The student or the learners):** শিক্ষার্থীরা পাঠক্রমের মূল্যায়ন করতে পারে যখন তারা ছাত্রাবস্থায় থাকে অথবা কোর্সটি সম্পূর্ণ করার পরে। একটি নির্দিষ্ট কোর্সের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উৎস কারণ তাদের মাধ্যমেই জানা যায় প্রস্তাবিত পাঠক্রমটি কতটা প্রয়োগ করা গেছে অথবা গ্রহণযোগ্য হয়েছে। পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্যর ভিত্তিতে যে ফলাফল পাওয়া উচিত তার একটি তালিকা শিক্ষার্থীদের দেওয়া যেতে পারে যারা কোর্সে অংশগ্রহণকারী। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে দুটি উপায়ে তথ্য সংগ্রহ করা যায়। প্রথমত: শিক্ষার্থীরা বাঞ্ছিত ফলাফল কতখানি অর্জন করতে পেরেছে তা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করা দ্বিতীয়তঃ: শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে তাদের মতামত জানার চেষ্টা করা। এইক্ষেত্রে জানা প্রয়োজন কোর্সটির পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্যগুলি কতটা অর্জিত হয়েছে বলে তারা মনে করে। পাঠক্রম পুনর্বিবেচনা (revision of Curriculum) করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মতামত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে শিক্ষার্থীরা কোর্সটি সম্পূর্ণ করেছে এবং উত্তীর্ণ হয়েছে তারাও কোর্সটি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে পারে।

২. **বিভিন্ন বিষয় বিশেষজ্ঞ এবং শিক্ষক (Different subject experts and teachers):** শিক্ষকেরা হলেন শিল্পী যারা শ্রেণিকক্ষে পাঠক্রম প্রয়োগ করে থাকেন। পাঠক্রমের মানচিত্রকরণে শিক্ষার্থীরা সহায়তা করে থাকেন, পাঠক্রম মূল্যায়ন এমন একটি পদ্ধতি যার দ্বারা বিষয়বস্তুগুলি পাঠক্রমের লক্ষ্য অনুযায়ী সাজানো হয়। পাঠক্রম প্রয়োগের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো শিক্ষক কারণ তাদেরকে পাঠক্রম সংব্যবহারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। বিষয় বিশেষজ্ঞগনও এইক্ষেত্রে সহায়তা করে থাকেন।

৩. **পাঠক্রম পরিকল্পনাকারী অথবা বিশেষজ্ঞগণ (Curriculum framers or experts):** পাঠক্রম বিকাশের জন্য যে আধুনিক পদ্ধতি এবং তথ্যের প্রয়োজন তা একমাত্র পাঠক্রম নির্মাতারাই সরবরাহ করতে পারেন। বর্তমানে পাঠক্রমের বিকাশ প্রক্রিয়াটি অর্থপূর্ণ এবং উন্নত হয়েছে, কারণ নির্দিষ্ট ভাবে ফলাফল (output specification) উল্লেখ করা থাকে পাঠক্রমে। পাঠক্রম বিশেষজ্ঞগণ নির্ধারণ করেন - শিক্ষার্থীরা কোর্সটির শেষে কোন কোন উদ্দেশ্য পূরণ করতে সমর্থ

? শিক্ষার্থীদের উত্তীর্ণ হওয়ার সর্বনিম্ন শর্তাবলী কি? সুতরাং বলা যায় পাঠক্রম বিশেষজ্ঞদের অবদান পাঠক্রম মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি এবং পাঠক্রমের মূল্যায়ন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলেন পাঠক্রম বিশেষজ্ঞগণ।

৪. **নীতি নির্মাণকারী (Policy makers):** শিক্ষার কেন্দ্রীয় বোর্ড, শিক্ষার রাষ্ট্রীয় বোর্ড, শিক্ষার গবেষণা এবং প্রশিক্ষণের জাতীয় এবং রাজ্য সংসদ (Central Board of Education– State Board of Education, National and State Council of Educational Research and Training) ইত্যাদি সংস্থাগুলি পাঠক্রম বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। নীতি নির্মাণকারীরা সরকারি নীতি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই নীতি নির্ধারণ নির্ভর করে একটি দেশ এবং রাজ্যের অর্থনীতি, শিল্প, কৃষি, প্রযুক্তি, বিজ্ঞান এবং শিক্ষা ইত্যাদির উপর। এই সমস্ত ক্ষেত্রগুলি শিক্ষার উপর এবং পাঠক্রমের ওপর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাব ফেলে। কোন নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে, নাকি বর্ধিত করা হবে তা নির্ভর করে এই সমস্ত উপাদানের উপর। সরকারি নীতির পরিবর্তনের কারণে পাঠ্যপুস্তকেও পরিবর্তন আনা প্রয়োজন হয়। সুতরাং বলা যায় নীতি নির্মাণকারীরা পাঠক্রম মূল্যায়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

৫. **সমাজ এবং সম্প্রদায় (Society and community):** জাতীয় এবং আঞ্চলিক সম্প্রদায় পাঠক্রম বিকাশে প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উৎস। শিক্ষার উৎপাদিত রূপ হল একটি নির্দিষ্ট কোর্স দ্বারা প্রস্তুত শিক্ষিত বা প্রশিক্ষিত ব্যক্তি যারা বিভিন্ন অঞ্চলে চাকরি করে। সুতরাং বলা যায় সমাজ এবং সম্প্রদায় পাঠক্রম মূল্যায়নের তথ্য সরবরাহকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। সুতরাং, পাঠক্রমে আঞ্চলিক সম্প্রদায়ের প্রয়োজনগুলিও প্রতিফলিত হওয়া প্রয়োজন। সম্প্রদায়ের ধারণাটি একটি গতিশীল ধারণা, তাই সমাজের প্রয়োজন এবং চাহিদা বদলাতে থাকে। পাঠ্যক্রমের মূল্যায়ন প্রক্রিয়াটি সম্প্রদায়কে আরো উন্নত, সুসামঞ্জস্যপূর্ণ, সামাজিক এবং দায়িত্বপূর্ণ নাগরিক প্রস্তুত করার কাজে সহায়তা করে।

৬. **স্থবিরতা এবং ড্রপ আউট (Stagnation status and dropouts):** যে শিক্ষার্থীরা একটি নির্দিষ্ট কোর্স সম্পূর্ণ করতে পারেনি, তারাও পাঠক্রম মূল্যায়ন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করতে পারে। এই সমস্ত শিক্ষার্থীদের থেকে পাওয়া তথ্য থেকে এমন কিছু পাঠক্রমের উপাদান বা কারণ উঠে আসতে পারে যেগুলি তাদের কোর্সটি সম্পূর্ণ না করতে পারার কারণ। প্রয়োজনে একটি নির্ণায়ক অভীক্ষা ও এই ড্রপ আউট শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যেতে পারে। পাঠক্রম উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ফিডব্যাক পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এই উৎস থেকে। এই সমস্ত ফিডব্যাক এবং সংগৃহীত তথ্য থেকে কিছু প্রতিকারমূলক পাঠক্রম ডিজাইন (remedial curriculum design) তৈরি করা যেতে পারে।

৭. **নিয়োগ কারী এবং উদ্যোক্তা (Employees and entrepreneurs):** নিয়োগকারীদের মতামত পাঠক্রম মূল্যায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস কারণ তারাই শিক্ষাব্যবস্থা থেকে প্রাপ্ত এবং উৎপাদিত ফলাফল অর্থাৎ শিক্ষিত মানুষকে কাজ দেবে। পাঠক্রমের শক্তি এবং দুর্বলতার দিকগুলি চিহ্নিত

করতে পারেন নিয়োগকারী এবং উদ্যোক্তাগণ। যে ব্যক্তিরা স্বনিয়োজিত এবং যারা অসংগঠিত পরিষেবা ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত, তারাও পাঠক্রম মূল্যায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করতে পারেন। এই ব্যক্তিরা নির্দিষ্ট কোন পাঠক্রমের ভালো দিক এবং সীমাবদ্ধতাগুলিও চিহ্নিত করতে পারেন। পাঠক্রম নির্মাতারা এই তথ্যগুলি সংগ্রহ করেন এবং পাঠক্রম বিকাশ প্রক্রিয়াকে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কার্যকরী এবং প্রাসঙ্গিক করে তোলেন।

এই সমস্ত উৎসগুলি পাঠক্রম মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে নানাভাবে প্রভাবিত করে থাকে। সুতরাং একটি কার্যকরী এবং সামগ্রিক পাঠক্রম বিকাশের জন্য তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন উপরে উল্লেখিত প্রতিটি উৎস থেকে যাতে পাঠক্রম প্রোগ্রামটির যথার্থ উন্নতি ঘটে।

৫.৫. পাঠক্রম মূল্যায়নের পদ্ধতি (Methods of Curriculum Evaluation):

পাঠক্রম বলতে বোঝায় সমস্ত পরিকল্পিত অভিজ্ঞতা যা শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে নিজেদের ক্ষমতা অনুযায়ী অর্জন করে এবং পূর্ব নির্ধারিত শিখন ফলাফল (designated learning outcomes)অর্জন করে। বাস্তবায়িত পাঠক্রম হলো সেই সমস্ত শিখনের সুযোগ-সুবিধা যা শিক্ষার্থীরা পরিকল্পিতভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পেয়ে থাকে যার ফলে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। এর অন্তর্ভুক্ত হলো সেই সমস্ত কার্যাবলী যা শিক্ষাবিদগণ শিক্ষার্থীদের জন্য নির্মাণ করেন এবং যা লিখিত তথ্য হিসেবে উপলব্ধ থাকে। এই কার্যাবলীগুলির মূল্য নিরূপণ করা হয় মূল্যায়ন প্রক্রিয়া দ্বারা। এই মূল্য নিরূপণ করার প্রক্রিয়াকেই বলা হয় মূল্যায়ন। শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যায়ন ধারণাটি পাঠক্রম প্রোগ্রাম, শিখনের পদ্ধতি, সাংগঠনিক উপাদান ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।মূল্যায়ন বলতে বোঝায় যে কোন একটি প্রোগ্রাম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা যাতে প্রোগ্রামটির মূল্য বা প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ধারণা তৈরি করা যায়, এবং উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় প্রোগ্রামটি গ্রহণ, বর্জন এবং পুনর্বিবেচনার ক্ষেত্রে। পাঠক্রম মূল্যায়নের লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীদের শিখন এবং পারদর্শিতার উপর প্রচলিত পাঠক্রমটির প্রভাব কতখানি, এবং এই পাঠক্রমটির কোন পরিবর্তন বা পরিমার্জন প্রয়োজন কিনা যাতে শ্রেণীকক্ষে প্রয়োগ করলে শিখন শিক্ষণ প্রক্রিয়াটি বাধাহীন ভাবে সুসম্পন্ন হতে পারে। Worthen এবং Sanders এর ১৯৮৭ সালের পাঠক্রমের মূল্যায়ন সম্পর্কে মন্তব্যটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। পাঠক্রম মূল্যায়ন বলতে একটি প্রোগ্রামের অথবা পাঠক্রমের মান, কার্যকারিতা, মূল্য, ফলাফল, প্রকল্প, পদ্ধতি, উদ্দেশ্য ইত্যাদির আনুষ্ঠানিকভাবে বৈধতা নির্ধারণ (The formal determination of quality, effectiveness, or value of a programme, product, project, process, objective of Curriculum)।

পাঠক্রম মূল্যায়নের মূল বক্তব্য (Key points of Curriculum Evaluation):

- শিক্ষার্থীদের শিখনের মূল্য নিরূপণ করার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকবে
- বাস্তবায়িত বা প্রচলিত পাঠক্রমটির নির্দিষ্ট কিছু শক্তির দিক এবং সীমাবদ্ধতাও প্রয়োগের ক্ষেত্রে থাকার সম্ভাবনা আছে।

- পদ্ধতিগত পরিবর্তন এবং নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়।
- শিখন শিক্ষণ উন্নত করার ক্ষেত্রে উপযুক্ত ইনপুট প্রয়োজন।
- তত্ত্বাবধানের নির্ধারক ।
- সমগ্র পাঠক্রমের অথবা নির্দিষ্ট কিছু উপাদানের মূল্যায়ন সম্পাদিত হয় এই প্রক্রিয়ায়।
- এটি একটি সামগ্রিক মূল্যায়নের পরিকল্পনা ।
- মূল্যায়নের উপকরণ এবং পদ্ধতি যথার্থ এবং নির্ভরযোগ্য ।

পাঠক্রম প্রোগ্রামগুলি মূল্যায়ন করা হয় যাতে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। সাধারণ মানুষ জানতে আগ্রহী যে প্রচলিত পাঠক্রমটি তার নির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারছে কিনা। শিক্ষকেরা জানতে আগ্রহী যে তারা যেইভাবে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ শিখন সম্পাদন করছেন তা কার্যকরী কিনা এবং পাঠক্রম পরিকল্পনাকারী অথবা নির্মাণকারীরা জানতে আগ্রহী কিভাবে পাঠক্রমটি আরো উন্নত করা যায়। পাঠক্রম মূল্যায়নের পরিধির অন্তর্গত হলো পাঠক্রম ডিজাইন, শিখন পরিবেশ, নির্দেশদান প্রক্রিয়া, সম্পদ এবং উপাদান ইত্যাদি যেইগুলি শিক্ষাক্ষেত্রে কাজে লাগে। সুযোগ-সুবিধাগুলি আছে কিনা এবং সেইগুলি পর্যাপ্ত কিনা তা জেনে নেওয়া হয় পাঠক্রম মূল্যায়ন দ্বারা। এই সুযোগ-সুবিধাগুলির অন্তর্ভুক্ত হলো শিখন শিক্ষণ উপকরণ, গবেষণাগার গ্রন্থাগারের বই, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ইত্যাদি।

পাঠক্রম মূল্যায়ন প্রক্রিয়াটি এই পদ্ধতিগুলি চিহ্নিত করে যাতে এই মূল্যায়ন সংক্রান্ত তথ্যাবলী ব্যবহার করে দীর্ঘকালীন এবং বাৎসরিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়। নতুন কোন পাঠক্রম প্রবর্তন অথবা প্রচলিত পাঠক্রমটি উন্নত করার একটি জনপ্রিয় পদ্ধতি হলো পাঠক্রম মূল্যায়ন। সাধারণত পাঠক্রম মূল্যায়নের ফলাফল জানতে আগ্রহী হল অভিভাবক শিক্ষক সমাজ প্রশাসক এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারেরা।

পাঠক্রম মূল্যায়ন কোন বাইরের সংস্থা দিয়ে যেমন করা যায় তেমনি অভ্যন্তরীণ সদস্য দ্বারাও করা সম্ভব। আভ্যন্তরীণ সদস্য বলতে বোঝায় যারা পাঠক্রমের পরিকল্পনা এবং বিকাশের সঙ্গে যুক্ত। আবার বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ এই দুটি দলের সমন্বিত প্রয়াস দারাও পাঠক্রম মূল্যায়ন সম্ভব বরং বলা যায় পাঠক্রম মূল্যায়ন প্রক্রিয়াটি নৈব্যক্তিক এবং সামগ্রিক হতে পারে যদি আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক সদস্যদের নিয়ে একটি দল গঠন করে এই কাজে ব্যবহৃত হয়। নির্দিষ্ট পাঠক্রমটি যে পরিস্থিতিতে প্রস্তুত এবং প্রয়োগ করা হয়, সাধারণত বাহ্যিক মূল্যায়নকারীরা সেই পরিস্থিতির ব্যক্তি নন, তারা আসেন বাইরে থেকে অর্থাৎ অন্য পরিস্থিতি থেকে।

পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্যগুলির ভিত্তিতে পাঠক্রম মূল্যায়নের পদ্ধতিগুলি হতে পারে কঠোর নিয়মমাফিক অথবা নমনীয় (Fixed or flexible)। কঠোরভাবে সংগঠিত প্রশ্নগুচ্ছ দ্বারা যেমন মূল্যায়ন করা যেতে পারে, ঠিক তেমনি অসংগঠিত সাক্ষাৎকার দ্বারাও এটি করা যেতে পারে। মূল্যায়নের উদ্দেশ্য অনুসারে তথ্য সংগ্রহ করার পদ্ধতিটি হতে পারে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ।

একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা থেকে যে তথ্য সংগ্রহ করা হয় তার ভিত্তিতেই পাঠক্রম মূল্যায়ন প্রক্রয়া সম্পাদিত হয়। পাঠক্রমের ডিজাইনটি এমন ভাবে দায়িত্ব সহকারে তৈরি করা হয়, যাতে প্রতিটি শিক্ষার্থী উচ্চ গ্রেড পায়, শিক্ষকদের শিক্ষণ এবং শিক্ষার্থীদের শিখন উভয় উন্নত হয়। যখন আমাদের পাঠক্রম প্রয়োগের পর পরিমাণগত মূল্যায়নের তুলনায় গুণগত মূল্যায়ন প্রয়োজন তখন সংগঠিত অথবা অসংগঠিত পর্যবেক্ষণ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যখন আমাদের পাঠক্রমের বিভিন্ন উপাদান এবং ক্ষেত্র সম্পর্কে শুধুমাত্র পরিমাণগত তথ্য প্রয়োজন হয় সেই সময় একটি সুসংগঠিত চেকলিস্ট ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়াও অনেক অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহার করা যায় পাঠক্রম মূল্যায়নের উদ্দেশ্য এবং মূল্যায়নের স্তর অনুযায়ী।

পাঠক্রমের বিকাশমূলক স্তর অথবা প্রয়োগের স্তর, যে কোন স্তরেই মূল্যায়ন সম্পাদিত করা যায়। যখন পাঠক্রম মূল্যায়ন পরিকল্পনার স্তরে করা হয় তখন মূলত নির্দিষ্ট কোন কর্ম সম্পাদন অথবা বিশ্লেষনের (job analysis or task analysis)কথা বোঝায়। এরপরই করা হয় বিষয় বিশ্লেষণ অথবা content analysis। কর্ম সম্পর্কে বিশ্লেষণ এবং বিষয়-বিশ্লেষণ উভয়ের সহায়তায় গঠনমূলক মূল্যায়ন সম্পাদিত হয়। সাধারণত বিদ্যালয়ে এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় না এবং এর ফলেই পাঠক্রম প্রয়োগের ক্ষেত্রে নানা প্রকাশ সীমাবদ্ধতা দেখা যায়। পাঠক্রম মূল্যায়নের একটি অতি আবশ্যক স্তর হল পাইলট টেস্টিং।

সমস্ত শিক্ষার্থীর সুবিধার জন্য বিভিন্ন তথ্য প্রক্রিয়াকরণ সম্পর্কে রিপোর্টিং এবং মূল্যায়নের উপকরণ যাচাই - এই দুটি পাঠক্রম মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার অতি প্রয়োজনীয় এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ পদক্ষেপ। পরিমাপক উপকরণগুলি বারংবার ব্যবহৃত হয় শিক্ষার্থীদের শিখন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তাই উপকরণগুলির সঠিক নির্বাচন প্রয়োজন। সুতরাং পাঠক্রম মূল্যায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ এবং বাইরের জনগণকে মূল্যায়নের ফলাফল সম্পর্কে অবহিত করা। একটি সুপরিকল্পিত পাঠক্রম মূল্যায়ন চক্রের মধ্যে পরিকল্পনা স্তরেই অভ্যন্তরীণ এবং বাইরের জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের পদক্ষেপটি উল্লেখ করা থাকে। সুতরাং বলা যায় পাঠক্রম বিকাশের প্রতিটি স্তর একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মূল্যায়ন চক্র (inbuilt evaluation cycle) যা পাঠক্রম মূল্যায়নের প্রক্রিয়াটিকে আরো শক্তিশালী করে তোলে, এগিয়ে যেতে সাহায্য করে এবং সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের কাছে সমস্ত তথ্য পৌঁছে দেয় যাতে নির্দেশমূলক সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হয়।

পরবর্তী অংশে আলোচনা করা হবে কিভাবে পাঠক্রম মূল্যায়ন পাঠক্রম বিকাশের প্রতিটি স্তরে সম্পাদিত হয়।

৫.৫.১. পাঠক্রম বিকাশের স্তরে মূল্যায়ন (Evaluation at the time of Curriculum development):

পাঠক্রম মূল্যায়ন পাঠক্রম বিকাশের একটি মৌলিক স্তর। এই প্রক্রিয়াটি মূল্যায়নকারী দল সম্পাদন করে নির্দিষ্ট কোন একটি মডেলের কাঠামোর মধ্যে। একমাত্র মূল্যায়ন দ্বারাই আবিষ্কার করা যায় যে পাঠক্রমটির উদ্দেশ্য পূরণ হচ্ছে কিনা এবং শিক্ষার্থীরা বাস্তবে কি শিখছে। পাঠক্রম বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের একটি সম্পূর্ণ তালিকা (exhaustive list) তৈরি করা যা পাঠক্রমের

মাধ্যমে অর্জিত হবে। একবার এই তালিকাটি প্রস্তুত হলে এটি মূল্যায়ন চক্র দ্বারা যাচাই করে নেওয়া হয়। যারা শিক্ষকতা পেশায় আছেন তাদের কাছে এই উদ্দেশ্যের তালিকা পাঠানো যেতে পারে তাদের মতামতের জন্য এবং তাদের মতানুসারে কিছু উদ্দেশ্য বর্জন করা যেমন যেতে পারে তেমনি আবার কিছু উদ্দেশ্য নতুন করে যোগ করাও হতে পারে। এছাড়াও বিভিন্ন নিয়োগকারী, শিক্ষার্থীদের দল, পরিকল্পনাকারী এবং প্রশাসক ইত্যাদি সকলের কাছেই এই উদ্দেশ্যে তালিকা তাদের মতামত জানার জন্য পাঠানো হয়ে থাকে।

পাঠক্রম মূল্যায়নের একটি মৌলিক কাজ হল পাঠক্রমটির বিষয় এবং চর্চা বিশ্ব, জাতি এবং আঞ্চলিক চাহিদা পূর্ণ করছে কিনা সেটি যাচাই করে নেওয়া। শিক্ষা প্রোগ্রামের লক্ষ্য পূরণ পাঠক্রমের বিকাশ প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

মূল্যায়নের আরেকটি কাজ হল পাঠক্রম বিকাশ চলাকালীন সঠিক নির্দেশমূলক উপাদান নির্বাচন যাতে উদ্দেশ্যগুলি সঠিকভাবে পূরণ হয় গ্ধ। এই উপাদানগুলি আগে থেকেই শিক্ষার্থীদের নমুনা দলে প্রয়োগ করে তাদের ফিডব্যাক নেওয়া হয় যাতে শিক্ষার্থীদের শিখনধারা এবং সমস্যাগুলি আগে থেকেই চিহ্নিত করা যায়। একটি নমুনা দল থেকে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য আদর্শ পদক্ষেপ হলো Field try out। কোর্সের বিভিন্ন উপাদানের মানোন্নয়নের ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতির সহায়তা নেওয়া হয়। বিভিন্ন শিখন উপকরণের মূল্যায়নমূলক অনুশীলনী থেকে শিখনের বিষয়বস্তুর উন্নতি সাধন করা যায়। এইখানে পাঠক্রমের উপাদান অথবা curriculum material বলতে সমস্ত পাঠ্যপুস্তক, স্বশিখণের পাঠ্যবস্তু অথবা self-learning text, অডিও এবং ভিডিও প্রোগ্রাম, শিক্ষকদের নির্দেশাবলী, অ্যাসাইনমেন্টের জন্য প্রশ্ন, প্রকল্পের কাজ ইত্যাদি বোঝায়। মূল্যায়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন পদ্ধতি পাঠক্রম বিকাশের স্তরে অন্তর্ভুক্ত করা হয় যাতে ঞ্চা দ্রষ্ঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য দ্বারা পাঠক্রম বিকাশ প্রক্রিয়াটির পরিবর্তন এবং উন্নয়ন করা যায়।

বিভিন্ন নীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে পাঠক্রম মূল্যায়ন। ধারাবাহিকভাবে পাঠক্রমের পরিবর্তন এবং পাঠক্রম প্রক্রিয়ার প্রয়োগ জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। সরকারি শিক্ষানীতি অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা করার জন্য পাঠক্রম মূল্যায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

৫.৫.২. পাঠক্রম বাস্তবায়নের সময় মূল্যায়ন (Evaluation at the time of Curriculum Implementation):

পাঠক্রমটি পরীক্ষনের পর এবং নির্বাচিত পঠন-পাঠনের উপকরণগুলি পরিবর্তনের পর শিক্ষক এবং প্রশাসকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় যাতে পাঠক্রমটির সঠিক প্রয়োগ ঘটে। কোন পরিচায়ক বা সহায়ক কোর্স ছাড়া পাঠক্রম প্রয়োগ করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ, এর ফলে নতুন উপকরণের ব্যবহার অসন্তোষজনক হতে পারে। যে ব্যক্তিরা পাঠক্রম মূল্যায়নের সঙ্গে সম্পর্কিত তাদের যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ, সমস্ত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় সম্পদ যেকোনো পাঠক্রমের সফল প্রয়োগের ক্ষেত্রে জরুরী।

যখন পাঠক্রম প্রয়োগ হয় সেই সময় মূল্যায়ন যেমন প্রয়োজন ঠিক তেমনি কোর্স নির্মাণের প্রতিটি স্তরেও মূল্যায়ন প্রয়োজন। এই পর্যায়ে মূল্যায়নের উদ্দেশ্য দুই প্রকার -

ক. বিদ্যালয়ে পাঠক্রমটির কার্যকরী প্রয়োগের জন্য কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে সহায়তা প্রয়োজন তা নির্ণয় করা।

খ. উৎপাদিত পাঠক্রমটির গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ কোর্সটির শেষে যে শিক্ষিত মানুষ তৈরি হবে, সেই মানুষের গুণাবলী নিশ্চিত করা।

এই স্তরে যেই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা হবে তার অন্তর্ভুক্ত হলো (Important information to be collected at this stage includes)

পাঠক্রম পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঠক্রমের সমস্ত বিষয়গুলি চিহ্নিতকরণ প্রয়োজন এবং একই সঙ্গে কোন বৈশিষ্ট্যগুলি বিদ্যালয় পাঠক্রমে অনুপস্থিত সেগুলি চিহ্নিতকরণ। একটি চেকলিস্ট থাকা প্রয়োজন যেখানে পাঠক্রমের উদ্দেশ্য এবং বিষয়গুলি উল্লেখিত থাকবে, শিক্ষার্থীর entry behaviour অথবা বৈশিষ্ট্যগুলি যা শিক্ষণ শিখন প্রক্রিয়ার প্রারম্ভে ছিল, শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য যা পাঠক্রমটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে জরুরী, শিক্ষণ শিখন সম্পাদনের ক্ষেত্রে মূল অনুমানগুলি কি কি এবং প্রতিটি শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ যাতে নিশ্চিত করা যায় সেই ব্যবস্থা, অতিরিক্ত শিখন শিক্ষণ উপাদানের ব্যবস্থা যা পাঠক্রমটি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে জরুরী, উপলব্ধ সময়ের ভিত্তিতে পাঠক্রমের সংগঠন এবং যেই ক্রমে বিভিন্ন কার্যাবলী এবং উপাদানগুলির প্রক্রিয়াকরণ ঘটবে, পাঠক্রম প্রয়োগের পদ্ধতি এবং শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় পাঠক্রম প্রয়োগের বিভিন্ন পর্যায়ে কোন বৈষম্য বা ফাঁক থাকলে সেই তথ্যও সংগ্রহ করা হবে।

1. **পাঠক্রমটির কার্যকারিতা (Effectiveness of the curriculum) :** পাঠক্রমের কার্যকারিতা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যেটি উঠে আসে তা হল শিক্ষার্থীরা কতখানি পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্য অর্জন করতে পেরেছে, যা পাঠক্রমের পরিকল্পনা স্তরে উল্লেখ করা হয়েছিল। পাঠক্রমের কার্যকারিতার ভিত্তিতে বোঝা যায় উপলব্ধ এবং সমাজ ব্যবস্থা দ্বারা নির্ধারিত পাঠক্রমটি বর্তমান উদ্দেশ্যপূরণে সমর্থ্য হচ্ছে কিনা।

   বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় সমস্ত শিক্ষার্থীর পক্ষে বিষয়বস্তুর সমস্ত উদ্দেশ্যগুলি পূরণ করা সম্ভব নয়। তাই এটি গুরুত্বপূর্ণ যে ন্যূনতম কত সংখ্যক শিক্ষার্থী মানদন্ড অনুযায়ী কটি উদ্দেশ্য অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছে সেই তথ্যও সংগ্রহ করা । একটি প্রোগ্রামের কার্যকারিতা বিচার করার ক্ষেত্রে প্রয়োজন হল নিয়োগকারী এবং প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে পাঠক্রম সম্পর্কে ফিডব্যাক গ্রহণ। এখানে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে প্রোগ্রামটির কার্যকারিতা একটি আপেক্ষিক ধারণা, কারন নতুন পাঠক্রমটি আগের পাঠক্রমের তুলনায় কার্যকরী কিনা তা জানতে গেলে ম্ব্রত্রন্দ স্ক্রভ্রা সম্পাদন করা প্রয়োজন।

2. **প্রোগ্রামের গ্রহনীয়তা (Acceptability of the programme):** পাঠক্রমের কার্যকারিতা পরিমাপের সঙ্গে সঙ্গে জানতে হবে পাঠক্রমটির গ্রহণযোগ্যতা। গ্রহণযোগ্যতা বলতে বোঝায় যে ব্যক্তিরা পাঠক্রমটির বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পর্কিত তাদের কাছে পাঠক্রমটির গ্রহণযোগ্যতা কতখানি।

3. **প্রোগ্রামের কার্যকারিতা (Efficiency of the programme):** পাঠক্রমের কার্যকারিতা বলতে বোঝায় যে পাঠক্রমটি পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্যগুলি কতখানি অর্জন করতে সামর্থ্য হয়েছে, খরচ, সময়, শক্তি ইত্যাদি নিরিখে। একটি কার্যকরী পাঠক্রম পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্যগুলি সম্পূর্ণ করতে সমর্থ হয় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এবং আর্থিক বাজেট অনুযায়ী বরং বলা যায় ন্যূনতম সম্পদ এবং শক্তি খরচ করে একটি কার্যকরী পাঠক্রম তৈরি হয়। একটি যন্ত্রের কার্যকারিতা খুব সহজেই পরিমাপ করা যায় কারণ উৎপাদিত বস্তুগুলির পরিমাণগত পরিমাপ করা কঠিন নয়। কিন্তু পাঠক্রমের একটি প্রোগ্রামের কার্যকারিতার মূল্যায়ন করা যথেষ্ট কঠিন তার কারণ শিক্ষার মত সামাজিক একটি ব্যবস্থায় যথার্থ মূল্যায়ন কোন সহজ কাজ নয়। এইক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষণ কার্যকরী হতে পারে তবে সবকটি গুরুত্বপূর্ণ চল অথবা variable নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। এই সমস্ত ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রচলিত প্রোগ্রামের কার্যকারিতার সঙ্গে বর্তমানে ব্যবহৃত পাঠক্রমটির ফলাফলের তুলনা করলে কিছুটা সুবিধা পাওয়া যায়। একটি প্রোগ্রামের প্রাপ্ত ফলাফল এবং সমস্ত ব্যবহৃত সম্পদের খরচের নিরিখে প্রোগ্রামটির কার্যকারিতা মাপা যায়। একটি প্রোগ্রাম অন্য প্রোগ্রামের তুলনায় বেশি কার্যকরী হিসেবে পরিগণিত হতে পারে যদি শিক্ষার্থীদের সময়, শিক্ষকদের সময় অথবা অন্যান্য সম্পদের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে কম হয়। অর্থাৎ সময়, অর্থ, শক্তি ইত্যাদির সাশ্রয় ঘটে কার্যকরী পাঠক্রম প্রোগ্রামে। কোন উপকরণ, ব্যক্তি অথবা মানবসম্পদ যদি অব্যবহৃত থেকে যায় তাহলে প্রোগ্রামটির কার্যকারিতার উন্নতি প্রয়োজন, তাই সবকটি উপাদানের উপযুক্ত এবং সম্পূর্ণ ব্যবহার প্রয়োজন।

৫.৫.৩. কার্যকরী পাঠক্রম মূল্যায়নের উপকরণ (Tools for effective Curriculum Evaluation):

যে উপকরণগুলি সাধারণভাবে পাঠক্রম মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় সেগুলি হল প্রশ্ন গুচ্ছ, চেকলিস্ট, সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা, সমীক্ষা অথবা সার্ভে এবং অনলাইন ফিডব্যাক।

- **প্রশ্নগুচ্ছ এবং চেক লিস্ট (Questionnaires and Checklists):**

প্রশ্নগুচ্ছ এবং চেক লিস্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহের উপকরণ। প্রশ্নগুচ্ছ এবং চেকলিস্ট দ্বারা নামবিহীন অথবা অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির কাছ থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা যায় তাই নিরাপদে প্রচুর তথ্য সংগ্রহীত হতে পারে। এই উপকরণগুলি অপেক্ষাকৃত কম খরচে ব্যবহার করা যায়। যেহেতু যে তথ্য সংগৃহীত হয় সেগুলি পরিমাণগত তাই এগুলি সহজেই তুলনা এবং বিশ্লেষণ করা যায়, একই সঙ্গে অনেক মানুষের উপর প্রয়োগ করা যায়। এই উপকরণগুলি ডিজাইন করা সহজ তার কারণ অনেক নমুনা প্রশ্নগুচ্ছ আগেই প্রস্তুত করা থাকে। বিশাল পরিমাণে তথ্য সংগ্রহ করা যায় তবে যে তথ্যাবলী সংগৃহীত হয় তা অনেক ক্ষেত্রে সঠিক হয় না কারণ উত্তরের নির্ভুলতা নির্ভর করে সেই সব প্রতিক্রিয়াকারীর অথবা উত্তরদাতার সত্যবাদীতার (truthfulness of subjects) উপর যারা প্রশ্নগুচ্ছের উত্তর দিচ্ছে।

- **সাক্ষাৎকার (Interviews):**

যে সমস্ত ব্যক্তিরা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে তাদেরকে বলা হয় সাক্ষাৎকার গ্রহীতা এবং যে সমস্ত ব্যক্তিরা এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেয় তাদেরকে বলা হয় সাক্ষাৎকারদাতা। সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়াটি তখনই সম্পাদিত

হয় যখন একজন অন্য আর একজনের ব্যক্তিভিত্তিক মতামত এবং অভিজ্ঞতা জানতে চান। দুটি সাধারণ প্রকারের সাক্ষাৎকার সম্পাদিত হয় -কাঠামোবদ্ধ এবং অসংগঠিত (structured and unstructured)। একটি অসংগঠিত সাক্ষাৎকারে সাক্ষাৎকার গ্রহীতা কোন কঠোর নিয়ম অনুসরণ করেন না এবং প্রতিক্রিয়ার অথবা উত্তরদানের মধ্যেও অনেক নমনীয়তা লক্ষ্য করা যায়। অসংগঠিত সাক্ষাৎকারের সুবিধা হল মূল্যায়নকারী অনেক প্রকার তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন সাক্ষাৎদাতার একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান, বিশ্বাস, অনুভূতি সম্পর্কে। কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকারে নির্দিষ্ট প্রশ্নের নির্দিষ্ট উত্তর আশা করা হয়। মূল্যায়নকারীরা নিশ্চিত হবেন যে একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যপূরণ করতেই নির্দিষ্ট প্রশ্নটি করা হচ্ছে। সাক্ষাৎকারের শেষে প্রাপ্ত তথ্যগুলি বিশ্লেষণ করা যাবে তথ্য সংগ্রহের সময়েই তা মাথায় রাখা হয়। এই পদক্ষেপটি খুব সতর্কভাবে করা হয় যাতে তথ্যের নির্ভুলতা সম্পূর্ণ বজায় থাকে। সাক্ষাৎকারের সুবিধা হল, সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। তবে সাক্ষাৎকার অনেক ক্ষেত্রেই সময়সাপেক্ষ পদ্ধতি, একই সঙ্গে বিশ্লেষণ এবং তুলনা করা ব্যয়বহুল হতে পারে। সাক্ষাৎকারীর নিজস্ব মতামত এই প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে।

- **পর্যবেক্ষণ (Observation):**

কিভাবে একটি প্রোগ্রাম বাস্তবে ব্যবহৃত হচ্ছে সেটি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং নির্ভুল পদ্ধতি হলো পর্যবেক্ষণ। পর্যবেক্ষণ হতে পারে অংশগ্রহণকারী এবং অ-অংশগ্রহণকারী (participant non participant)। সুতরাং তথ্য সংগ্রহ করা যায় সেই দলগুলি থেকে যারা পাঠক্রমটির প্রত্যক্ষভাবে সুবিধে পাচ্ছে আবার তাদের থেকেও সংগ্রহ করা যায় যারা প্রোগ্রামটি প্রয়োগের জন্য নির্মাণ করছে।

- **সার্ভে অথবা সমীক্ষা (survey):**

পাঠক্রমের মূল্যায়ন সমীক্ষার মাধ্যমে সম্পাদন করার জন্য প্রশ্নগুচ্ছ এবং চেকলিস্ট এর সতর্ক ব্যবহার প্রয়োজন। প্রচলিত পাঠক্রমটি শিখন উদ্দেশ্য অনুযায়ী বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা সেটি নির্ধারণ করা যায় সমীক্ষা দ্বারা। শিখন উদ্দেশ্য অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের জ্ঞান এবং দক্ষতার বিকাশ ঘটছে কিনা সেটি সমীক্ষার মাধ্যমে দেখা যায় এবং প্রোগ্রামটি সফল হয়েছে কিনা সে সম্পর্কেও সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।

- **অনলাইন ফিডব্যাক এবং অন্যান্য তথ্য (Online feedback and other documents):**

বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহের উৎস হল বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে পাওয়া পাঠক্রম সম্পর্কে অনলাইন ফিডব্যাক। ফিডব্যাক সংগ্রহ করার জন্য প্রয়োজনীয় ফর্ম তৈরি করতে হবে এবং সম্ভাব্য উত্তরদানকারীদের মেইল করতে হবে। এইভাবে একজন পাঠক্রম সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন খুব অল্প সময়ের মধ্যে। আবার আমরা যখন একটি প্রচলিত প্রোগ্রামের পর্যালোচনা এবং ফিডব্যাক সংগ্রহ করতে চাই প্রোগ্রামটিকে বাধাহীন রেখে, সেই সমস্ত পরিস্থিতিতে প্রোগ্রামটির প্রয়োগ সংক্রান্ত সামগ্রিক তথ্য সংগ্রহ করা যায় প্রোগ্রামটির বিভিন্ন ডকুমেন্ট থেকে।

একটি প্রোগ্রাম অনুমোদন পাওয়ার জন্য ডিপার্টমেন্ট দ্বারা মূল্যায়ন এবং ফিডব্যাক দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। পরিবর্তনের জন্য যা যা সুপারিশ করা হয় সেগুলি অন্তিম অনুমোদনের আগে যাচাই করে নেওয়া প্রয়োজন।

গতানুগতিক ব্যবস্থায় রাজ্য সরকার ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্কঞ্চ অথবা NCF অনুসরণ করে থাকেন তাদের বিদ্যালয়ের পাঠক্রম অনুমোদন করার ক্ষেত্রে। এইক্ষেত্রে শিক্ষা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত রাজ্য পর্ষদ (State Councils for Educational Research and Training– SCERT) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন জ্ঞানমূলক বিষয় নির্ভুল এবং বৈজ্ঞানিকভাবে বিদ্যালয় পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। ভারতীয় জ্ঞান ব্যবস্থা অথবা Indian Knowledge Systems, উপজাতি সম্প্রদায়ের জ্ঞান, দেশজ ঐতিহ্যপূর্ণ শিখন পদ্ধতির অন্তর্ভুক্তিকরণের কথাও বলা হয়েছে বিভিন্ন বিষয়ের মাধ্যমে যেমন গণিত, স্থাপত্য, দর্শন, যোগ, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা শাস্ত্র, কৃষিবিদ্যা, ইঞ্জিনিয়ারিং, ভাষাবিজ্ঞান, খেলাধুলা এমনকি শাসন, রাজনীতি, সংরক্ষণ ইত্যাদি। ১২ জন সদস্য নিয়ে একটি জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হয়েছিল জ্জ(ট্রঞ্জ প্রধান, K. Kasturirangan এর নেতৃত্বে। যিনি জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ ড্রাফ্টিং কমিটিরও প্রধান হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে National Curriculum Framework তৈরি হলেও ২০০৫ সালের এই ডকুমেন্টটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। UPA সরকার ২০০৫ সালে এটি তৈরি করেছিলেন, ১৯৭৫, ১৯৮৮, ২০০০ সালে National curriculum framework গুলি সংশোধিত হয়েছিল। পাঠক্রমের বিভিন্ন পরিবর্তন এবং পাঠক্রম সংক্রান্ত বিভিন্ন নির্দেশিকা তৈরি করা এবং ড্রাফ্ট করা হল এই কমিটির কাজ। (The Indian Express, New Delhi, September 22, 2021)

৫.৬. সারাংশ (Summary)

এই এককে পাঠক্রম মূল্যায়নের বিভিন্ন সংজ্ঞা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলি যা এই প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত সেইগুলি আলোচিত হয়েছে। পাঠক্রম উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিতকরণ করা হয়েছে। পাঠক্রম মূল্যায়নের বিভিন্ন উদ্দেশ্য পাঠক্রম মূল্যায়নের বিভিন্ন স্তর যে চ্যালেঞ্জগুলি সাধারণত পাঠক্রম মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে সম্মুখীন হতে হয় ইত্যাদি সমস্ত কিছুই এই এককে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।পাঠক্রম মূল্যায়নে শিক্ষার্থীদের, বিষয় বিশেষজ্ঞগণ এবং শিক্ষকদের ভূমিকা, এই এককে আলোচনা করা হয়েছে। পাঠক্রম মূল্যায়ন সম্পাদিত হয় মাইক্রো স্তরে এবং ম্যাক্রো স্তরে। এই অধ্যায় পাঠক্রম মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরগুলির অঙ্কিত উপস্থাপন দেখানো হয়েছে। পাঠক্রম মূল্যায়নের নানা প্রকার উপকরণ এবং সেই উপকরণগুলির ব্যবহার সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

৫.৭. আত্ম মূল্যায়নকারী প্রশ্নাবলী (Self-Assessment Questions)

১. পাঠক্রম মূল্যায়নের সংজ্ঞা দাও।

২. পাঠক্রম মূল্যায়নের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত কর।

৩. পাঠক্রম মূল্যায়নের গুরুত্বপূর্ণ উৎসগুলি চিহ্নিত কর।

৪. পাঠক্রম মূল্যায়নের বিভিন্ন স্তরে যে চ্যালেঞ্জগুলির সম্মুখীন হতে হয় সেগুলির একটি ধারণা দাও।

৫. পাঠক্রম মূল্যায়নের উদ্দেশ্য গুলি উল্লেখ করো।

৬. পাঠক্রম মূল্যায়নের উপকরণগুলি উল্লেখ কর।

৭. পাঠক্রম মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সম্পাদনের স্তরগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

৮. পাঠক্রম মূল্যায়নের মাইক্রো এবং ম্যাক্রো স্তরের গুরুত্ব বিচার কর।

৯. পাঠক্রম মূল্যায়নের গুরুত্ব আলোচনা কর।

১০. পাঠক্রম মূল্যায়নের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে শিক্ষার্থীর ভূমিকা লেখ।

১১. পাঠক্রম মূল্যায়নের উৎস হিসেবে বিষয় বিশেষজ্ঞ এবং শিক্ষকদের ভূমিকা বর্ণনা করো।

১২. বিভিন্ন নিয়োগকারী এবং উদ্যোক্তাগণ কিভাবে পাঠক্রম মূল্যায়নের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে কাজ করেন?

১৩. পাঠক্রম মূল্যায়নের প্রক্রিয়াটি বর্ণনা কর।

১৪. পাঠক্রম প্রয়োগের ক্ষেত্রে মূল্যায়ন প্রক্রিয়াটির একটি রূপরেখা দাও।

১৫. কার্যকরী পাঠক্রম মূল্যায়নের ক্ষেত্রে উপকরণ গুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

১৬. অনলাইন ফিডব্যাক এর পদ্ধতিটি বর্ণনা কর।

১৭. সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ: কার্যকরী পাঠক্রম মূল্যায়নের উপকরণ হিসেবে প্রশ্নগুচ্ছের উপযোগিতা।

৫.৮. গ্রন্থপঞ্জি (References)

Curriculum planning Block1 ESéôé331 Curriculum & Instruction http-//egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/46850/1/Unitéôé4.pdf

Gay– L. R.– & Gay– L. R. S1985V. Educational evaluation and measurement- Competencies for analysis and application. Columbus- C.E. Merrill Pub. Co.

González– J.– Wagenaar– R. Seds.V- Tuning Educational Structures in Europe. University of Deusto– Bilbao S2003V 10. Edwards– M.– SánchezéôéRuiz– L.M.– SánchezéôéDíaz– C. - Achieving competenceéôébased curriculum 82 M. Ciesielkiewicz et al.

MC Neil– J S1997V. Curriculum- A Comprehensive Introduction. Boston-Little– Brown.

Oliva– Peter F. Developing the Curriculum. Longman– 2001.

Ornstein– Allan C.– and Francis P. Hunkins. Curriculum- Foundations– Principles– and Issues. 2009. 7. Scriven– M. Evaluation Thesaurus. Newbury Park– Calif./ -

Sage Publications– c1991.—4th ed.– 1991.
Ornstein and Hunkins S1998V Ornstein– A. and Hunkins– F. Curriculum- Foundations– principle and issues. S1998V. Boston– MA- Allyn & Bacon.
Olivia– P.S1988V. Developing the Curriculum. Scott– Foresman/Little– Brown College Division.
Olivia– P. F. S1997V. Developing the curriculum S4th Ed.V. New York– NY- Longman.
Worthen– Blaine R.– and James R. Sanders S1987V. Educational Evaluation- Alternative Approaches and Practical Guidelines. Longman– 1987.